বিল্স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৮ সংখ্যা-০৯ সেপ্টেম্বর - ২০২৫

Eurozone Fashion workers block the Pragati Sarani at Kuril demanding arrear wages and allowances, causing severe tailback on the busy highway in the capital on Wednesday. **Report on page 2.** — New Age photo

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) 'ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

সূচী :	পৃষ্ঠা
শোভন কাজ	০৩ - ৫১
শ্রম বাজার	৫২ - ৬৫
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৬৬ - ৮২
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	৮৩ - ৯১
আন্দোলন ও ধর্মঘট	৯২ - ৯৯
সংবাদপত্রে বিলুপ্ত	১০০ -১০৪

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রায় ৪৮ হাজার শ্রমিক মামলা থেকে মুক্ত

৮ বছরের ৪৪ মামলা প্রত্যাহার

অধিকাংশ শ্রমিক পোশাক কারখানার। একটি মামলায় হত্যার অভিযোগ থাকায় প্রত্যাহার হয়নি। ৪১টি মামলাই ২০২৩ সালের।

> **সব মামলা রাজনৈতিক নয়। অধিকার আদায়ে আন্দোলন করার কারণেও আমাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। এগুলো প্রত্যাহারে বর্তমান সরকারের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।**
>
> **বাবুল আক্তার**, সভাপতি, গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন

ফখরুল ইসলাম, *ঢাকা*

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আট বছরে শ্রমিকনেতা ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যেসব মামলা হয়েছিল, সেগুলোর প্রায় সবই প্রত্যাহার হয়ে গেছে। এর ফলে অভিযুক্ত, অজ্ঞাতনামাসহ মোট ৪৭ হাজার ৭২৮ জন মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। তবে শ্রমিক হত্যার অভিযোগে গাজীপুরের কোনাবাড়ী থানায় হওয়া একটি মামলা প্রত্যাহার হয়নি। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা ও গাজীপুর জেলার চার থানায় শ্রমিকনেতা ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মোট মামলা ছিল ৪৫টি। সবচেয়ে বেশি ১৫টি মামলা হয়েছিল ঢাকার আশুলিয়া থানায়, আর ১৪টি হয়েছে গাজীপুরের কালিয়াকৈর থানায়। এ ছাড়া কোনাবাড়ী থানায় ১০টি, জয়দেবপুর থানায় ২টি, বাসন থানায় ২টি এবং টঙ্গী পশ্চিম থানায় ২টি মামলা ছিল। মামলাগুলো প্রত্যাহার করা হয় গত মাসে।

টঙ্গী পশ্চিম থানার মামলা দুটি ২০২১ সালের ৬ আগস্টের। জয়দেবপুর থানায় হওয়া দুটি মামলার একটি হয়েছে ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারি, আরেকটি ১০ জানুয়ারি। এই চার মামলা বাদে বাকি ৪১টি ২০২৩ সালের। সরকারের নথিতে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক কারণে এসব মামলা হয়েছে। তবে শ্রমিকনেতারা বলছেন, সব মামলা রাজনৈতিক নয়। অধিকার আদায়ে আন্দোলন করার কারণেও অনেক মামলা হয়েছিল।

১১টি মামলার বাদী বিভিন্ন থানার পুলিশ। বাকিগুলোর বাদী মালিকদের পক্ষ হয়ে বিভিন্ন কারখানা বা কোম্পানির নিরাপত্তা কর্মকর্তা, মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা, নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, আইন উপদেষ্টা ও গাড়িচালক। বেশির ভাগ মামলা হয় বেআইনি সমাবেশ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হামলা ইত্যাদি অভিযোগে। মূলত তৈরি পোশাক কারখানায় বেতন-ভাতা নিয়ে আন্দোলনকে ঘিরে মামলাগুলো হয়েছিল।

সদ্য অবসরোত্তর ছুটিতে যাওয়া শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মামলাগুলো প্রত্যাহারের ব্যাপারে আমরা যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম, জেনেভায় আইএলওর প্রধান কার্যালয়ে গিয়েও আমরা তা বলে এসেছিলাম। আর এবার যে যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা পাল্টা শুল্কের হার বাংলাদেশের জন্য ২০ শতাংশে এসেছে, অন্য কারণের পাশাপাশি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে হওয়া মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তও ভূমিকা রেখেছে বলে আমি বলব।'

যেভাবে প্রত্যাহার হলো

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ মুক্ত গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়ন ফেডারেশন ২০২৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর শ্রমিকনেতা ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের আবেদন জানায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে। শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা, যেমন মজুরি, কাজের পরিবেশ এবং অন্যান্য আইনি বিষয় নিয়ে কাজ করা সংগঠনটি আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের (আইটিইউসি) সদস্য।

এ আবেদনের সূত্র ধরে একই বছরের ২৮ নভেম্বর মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে চিঠি পাঠায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। কিন্তু জননিরাপত্তা বিভাগ এ বিষয়ে তেমন কোনো কাজ করছিল না।

এরপর প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকীর সঙ্গে এ নিয়ে বৈঠক করেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। এ বৈঠকে লুৎফে সিদ্দিকী বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক কারণে হওয়া শ্রমিক, শ্রমিক ফেডারেশন নেতা ও সংগঠকদের বিরুদ্ধে হওয়া মামলাগুলো প্রত্যাহারে গুরুত্বারোপ করেন। এরপরই বিষয়টি গতি পায় বলে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

মন্ত্রণালয়ের সূত্রগুলো জানায়, তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করার পর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইন মন্ত্রণালয় যৌথভাবে বৈঠক করে। বৈঠকে মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়।

বাংলাদেশ মুক্ত গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়ন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সব মামলাই প্রত্যাহার হয়েছে বলা যায়। কিছু মামলা প্রত্যাহারের সার্টিফায়েড (সত্যায়িত) কপি তুলেছি। বাকিগুলোও তোলার জন্য চলতি সপ্তাহে আদালতে আবেদন করব।'

পুলিশের এক মামলার আসামি ৭ হাজার

বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তারকে ১ নম্বর আসামি করে ২০২১ সালের ৬ আগস্ট মামলা করেন গাজীপুরের টঙ্গী পশ্চিম থানার তৎকালীন উপপরিদর্শক (এসআই) এ এস জামালউদ্দিন চৌধুরী। নাম উল্লেখ করে মামলার আসামি করা হয় আরও ২৪ জনের বিরুদ্ধে। একই মামলায় অজ্ঞাতনামা আসামি আরও ২০০ জন। সেই মামলা গত ১৭ আগস্ট প্রত্যাহার করা হয়েছে।

গাজীপুরের বিভিন্ন থানায় একই বছরের ২৫ জুন দেড় হাজার, ২৬ অক্টোবর ৩ হাজার, ২৭ অক্টোবর ৪ হাজার, ২৯ অক্টোবর ২৫০, ৩০ অক্টোবর ২ মামলায় ১ হাজার ১৫০, ২ নভেম্বর ৪ হাজার, ৯ নভেম্বর একটিতে ৪ হাজার ও আরেকটিতে ৭ হাজার অজ্ঞাতনামা শ্রমিককে আসামি করা হয়। সাত হাজার আসামির মামলাটির বাদী কোনাবাড়ী থানার তৎকালীন এসআই সানির হাসান খান। তিনি বর্তমানে কক্সবাজারে কর্মরত।

এত আসামি কেন করা হয়েছিল, জানতে চাইলে ১ সেপ্টেম্বর মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* সানির হাসান খান বলেন, এত আগের ঘটনা তিনি মনে করতে পারছেন না। মনে করিয়ে দেওয়া হলে তিনি বলেন, 'বসদের নির্দেশে এ মামলা করা হয়েছিল। তাঁদের জিজ্ঞেস করুন।'

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে, পুলিশের করা মামলার বাইরে ২৮টি কারখানার মালিকের পক্ষ থেকে করা মামলাও প্রত্যাহার করা হয়েছে। মালিকদের কেউ কেউ মামলাগুলো প্রত্যাহার করতে রাজি ছিলেন না। সরকারপক্ষ তাঁদের বুঝিয়ে রাজি করিয়েছে।

তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান এ নিয়ে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মালিকেরা তখনই মামলা করেন, যখন ফৌজদারি অপরাধ হয়। শ্রম আইন ভাঙার জন্য কোনো মালিক মামলা করেন না। তারপরও সরকারের অনুরোধে ও দেশের ভাবমূর্তি রক্ষায় মালিকেরা মামলাগুলো প্রত্যাহার করেছেন। দিন শেষ ফৌজদারি অপরাধ যেন না হয়, সেই চেষ্টা করতে হবে সবাইকে। আমাদের প্রত্যাশা, শিল্পের পরিবেশ আন্তরিক থাকবে, যাতে মামলা-মোকদ্দমায় যেতে না হয়।'

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, হত্যার অভিযোগ থাকায় ৯ শ্রমিক ও ৮০০ অজ্ঞাতনামা আসামির বিরুদ্ধে কোনাবাড়ী থানার মামলাটি এখনো চলমান। অনন্ত গ্রুপের কারখানা এ বি এম ফ্যাশনের ভারপ্রাপ্ত নিরাপত্তা কর্মকর্তা গুলজার হোসেন বাদী হয়ে ২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর এ মামলা করেছিলেন। আগের দিন সন্ধ্যায় বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে করা আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় পুলিশের গুলিতে একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি মারা গিয়েছিলেন।

দুটি মামলায় অভিযুক্ত এবং বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি বাবুল আক্তার বলেন, 'সব মামলা রাজনৈতিক নয়। অধিকার আদায়ে আন্দোলন করার কারণেও আমাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। এগুলো প্রত্যাহারে বর্তমান সরকারের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়, যা রাজনৈতিক সরকারের পক্ষে কঠিন ছিল।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

তিন পোশাক কারখানা মালিকের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের নোটিস জারির উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা আদায়, মালিকপক্ষের গাফিলতি এবং দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থান করায় তিন পোশাক কারখানা মালিকের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিস জারির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। গতকাল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলার ভিত্তিতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। টিএনজেড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহাদাৎ হোসেন শামীম, ডার্ড গ্রুপের চেয়ারম্যান ইত্তেমাদ উদ দৌলাহ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাবিল উদ দৌলাহ এবং রোর ফ্যাশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মামুনুল ইসলামের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিস জারির পত্র ইন্টারপোল সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। পুলিশ সদরদপ্তরের অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল (এনসিবি) স্বাক্ষরিত পত্রে এই অনুরোধটি ইন্টারপোল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

শ্রম আইন সংশোধনসহ সাত দাবিতে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কনভেনশন ও শ্রম সংস্কার কমিশনের আলোকে শ্রম আইন সংশোধন করে প্রজ্ঞাপন জারি, স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন এবং শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ সাত দফা দাবিতে শ্রম উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)। গতকাল সংগঠনটির চার সদস্যের প্রতিনিধিদল সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দেন।

এর আগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে সংগঠনটি। স্কপের যুগ্ম সমন্বয়ক আবদুল কাদের হাওলাদারের সভাপতিত্বে ও আহসান হাবিব বুলবুলের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, আনোয়ার হোসেন, রাজেকুজ্জামান রতন, চৌধুরী আশিকুল আলম, সাইফুজ্জামান বাদশা, শামীম আরা প্রমুখ।

মঙ্গলবার
২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

অক্টোবরের মধ্যে শ্রম আইন সংশোধনের প্রত্যাশা কূটনৈতিক ও উন্নয়ন সহযোগীদের

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশ শ্রম আইনের (বিএলএ) সংশোধনের উদ্যোগকে স্বাগত ও সমর্থন জানিয়েছে দেশে অবস্থিত বিদেশি কূটনৈতিক মিশন ও উন্নয়ন সহযোগীরা। একই সঙ্গে আগামী অক্টোবরের মধ্যে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রম আইন সংশোধন পাশ করা হবে বলেও আশা প্রকাশ করেছে তারা।

বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) গতকাল গুলশানে অবস্থিত নিজ কার্যালয়ে বিদেশি কূটনৈতিক, উন্নয়ন সহযোগী ও প্রধান রপ্তানি বাজারের (ইইউ) প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিইএফের নতুন নির্বাচিত নেতৃত্বন্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং পারস্পরিক স্বার্থসম্পর্কিত শ্রম ও কর্মসংস্থান বিষয়ক মতবিনিময় করা।

বিইএফের প্রেস বার্তায় জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ত্রিপক্ষীয় অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত বাংলাদেশের মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) আন্তর্জাতিক শ্রমমান ও মৌলিক শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। এ উপলক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়, যা একটি স্থিতিশীল শ্রমবাজার, উত্তম কর্মপরিবেশ ও উন্নত শ্রম শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। বিইএফ সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, তার স্বাগত বক্তব্যে প্রতিশ্রুতি পূরণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং একই সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তনশীল শ্রমবাজার ও জটিল ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মালিক ও বিনিয়োগকারীদের সামনে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলোকেও সামনে আনেন। বিইএফের মহাসচিব ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফারুক আহাম্মাদ, ফেডারেশনের চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে অতিথিদের প্রাথমিক ধারণা দেন। যার মধ্যে রয়েছে—শ্রম আইন সংস্কার নিয়ে অ্যাডভোকেসি, দক্ষতা উন্নয়ন, এবং প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি।

পরে একটি উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তরে প্রদত্ত সহায়তার অগ্রাধিকার, প্রত্যাশা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। আলোচনায় ২৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (বিএলএ)-এর ত্রিপক্ষীয় পর্যালোচনা ও সংশোধন নিয়ে আলোচনা হয়, যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এবং আইএলও-এর গভার্নিং বডির রোড ম্যাপের অধীনে সরকারের গৃহীত সংস্কারের মূলভিত্তি।

কূটনৈতিক মিশনসমূহ সরকারের প্রতিশ্রুতিকে স্বাগত জানায় এবং সমর্থন প্রকাশ করে। সেই সঙ্গে আশা করে যে, অক্টোবরের মধ্যে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমমানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিএলএর সংশোধন পাশ করা হবে। তারা আরো জোর দিয়ে বলেন যে, শ্রম অধিকারের অগ্রগতি বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়াবে এবং কোম্পানিগুলোর সুনামহানির ঝুঁকি হ্রাস করবে। তবে মালিকরা মত প্রকাশ করেন যে, এসব মন্তব্য সদিচ্ছা থেকে এলেও তা মূলত বাইরের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যাশার ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত, দেশীয় অগ্রাধিকার ও চ্যালেঞ্জগুলোর যথাযথ প্রতিফলন ঘটায় না।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিনিধিদলের প্রধান মাইকেল মিলার, ব্রিটিশ হাইকমিশনের ভারপ্রাপ্ত হাই কমিশনার জেমস গোল্ডম্যান, কানাডার চার্জে দ্য অ্যাফেয়ার্স ডেব্রা বয়েস, আইএলও প্রতিনিধি, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, সুইডেনের প্রতিনিধিরা, বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ যেমন বিইকেএমইএ সভাপতি, বিজিএমইএ প্রতিনিধি, বাংলাদেশীয় চা সংসদের চেয়ারম্যান এবং বিইএফ কমিটির সদস্যবৃন্দ। তারা জোর দিয়ে বলেন যে, সরকারকে সামাজিক অংশীজনদের সঙ্গে আরো আলোচনা করে ঐকমত্যভিত্তিক সমাধানে পৌঁছাতে হবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতেই রয়েছে পোশাক খাতের টেকসই ভবিষ্যৎ

বিলসের কর্মশালায় বক্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদক

'পোশাক খাতের টেকসই ভবিষ্যতের জন্য শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তুলা চাষ থেকে শুরু করে ভোক্তাদের কাছে পণ্য সরবরাহ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।'

গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস মনডিয়াল এফএনভির সহায়তায় সাংবাদিকদের জন্য তৈরি পোশাক খাতে হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স বিষয়ে দুই দিনব্যাপী একটি সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তারা এসব কথা বলেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মনডিয়াল এফএনভির কনসালট্যান্ট মো. শাহিনুর রহমান, বাংলাদেশ লেবার রাইটস জার্নালিস্টস ফোরামের সভাপতি কাজী আবদুল হান্নান, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের অফিস সম্পাদক জাকির হোসেন, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক আওরঙ্গজেব আকন এবং বিলসের উপপরিচালক মো. ইউসুফ আল-মামুন। দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের গতকাল ছিল শেষ দিন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেলেন বান্দরবানের অপহৃত দুই শ্রমিক

বান্দরবান প্রতিনিধি

বান্দরবান সদর উপজেলায় একটি ইটভাটা থেকে অপহৃত দুই শ্রমিককে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছে অপহরণকারীরা। বৃহস্পতিবার রাতে সদর ইউনিয়নের কানাপাড়া এলাকার জঙ্গলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। অপহৃত শ্রমিকরা হলেন তপন দাশ (৬৫) ও জয় নাথ (৫৫)। তারা উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের লামারপাড়া এলাকার এএইচএন ইটভাটার শ্রমিক।

বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও এএইচএন ইটভাটার মালিক আবদুল কুদ্দুছ জানান, ১৪ লাখ টাকা

মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেয় অপহরণকারীরা।

এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ৪ সেপ্টেম্বর রাতে তপন দাশ ও জয় নাথকে অপহরণ করে অস্ত্রধারীরা। এরপর পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনী বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়েও তাদের উদ্ধার করতে পারেনি।

বণিকবার্তা সোমবার, সেপ্টেম্বর ১, ২০২৫

নারী শ্রমিকদের আত্মহত্যার ৭৬ শতাংশই ঘটেছে সৌদি আরবে

প্রবাসে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকারের প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে আন্তরিক প্রয়াস কাম্য

দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি রেমিট্যান্স। এ রেমিট্যান্স আসে প্রবাসীদের আয় থেকে। বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান উৎস হিসেবে রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে সহায়তা করে। এটি দেশের জিডিপিতে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী করে। অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা আনতে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছরই হাজার হাজার শ্রমিক বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। এসব শ্রমিকের উল্লেখযোগ্য অংশ নারী। নারীদের বেশির ভাগই কাজ করেন গৃহকর্মী কিংবা গার্মেন্টস শ্রমিক হিসেবে। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, জর্ডান ও লেবাননই তাদের প্রধান গন্তব্য। নানা কারণে সেখানে তাদের মৃত্যু হয়। প্রতি বছর প্রবাসী নারী শ্রমিকদের মৃত্যুর বড় একটি অংশ আত্মহত্যাজনিত। আর এসব ঘটনার বেশির ভাগই ঘটে সৌদি আরবে। সেখানে নারী শ্রমিকরা প্রায়ই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, একাকিত্ব ও কর্মপরিবেশের চাপে ভেঙে পড়েন। গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন দেশে গেছেন ৩ লাখ ৪৭ হাজার ৪৯৩ নারী কর্মী। একই সময়ে দেশে এসেছে ৪১২ নারীর মরদেহ। এর মধ্যে আত্মহত্যার শিকার হয়েছেন ৮৪ অভিবাসী নারী। উদ্বেগজনক বিষয় হলো এসব আত্মহত্যার ৭৬ শতাংশ ঘটেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবে। অস্বাভাবিক মৃত্যু প্রতিরোধে আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ বৃদ্ধি ও বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোকে আরো সক্রিয় হতে হবে। মৃত্যুর ঘটনায় প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে সংশ্লিষ্ট দেশের পুলিশের তদন্ত করা উচিত। তদন্ত করে দোষী সাব্যস্ত হলে বিচার করতে হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কেউ বিচারের আওতায় আসছে না। যে কারণে বারবার এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

কোনো অভিবাসী শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হলে তার সুবিচার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। দুঃখজনক বিষয় হলো বাংলাদেশের শ্রমিকরা অবিচারের শিকার হলেও সরকার বেশির ভাগ সময় তার প্রতিকার করতে পারছে না। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় না থাকায় অভিবাসী কর্মীরা নির্যাতন ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। মামলা করলেও সুবিচার পাচ্ছেন না। অভিবাসীদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব নিতে হবে। অন্য মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। এক ছাদের নিচে যদি সব সেবা নিশ্চিত না করা যায়, তাহলে মন্ত্রণালয় ভালোভাবে কাজ করতে পারবে না। অভিবাসী শ্রমিকের মৃত্যুসনদ তৈরিতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নির্ধারিত মানদণ্ড রয়েছে। বাংলাদেশের অভিবাসী শ্রমিকদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে সে মান যেন সংশ্লিষ্ট দেশ অনুসরণ করে সেটি নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জোর তৎপরতা চালাতে হবে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ফিলিপাইন হলো বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মানবসম্পদ রফতানিকারক দেশ। বর্তমানে দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ১১ কোটি ৩৯ লাখ। ২০২৩ সালে দেশটির জিডিপির ৮ দশমিক ৯ শতাংশ এসেছে প্রবাসী আয় থেকে। ফিলিপাইনের অর্থনৈতিক বিকাশে প্রবাসীদের আয়কে কোনোভাবেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। বর্তমানে অধিকাংশ ফিলিপিনো অভিবাসী শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয়, বিশেষ করে সৌদি আরবে। ফিলিপাইনে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ইতিহাস দীর্ঘ। ১৯৭০-এর দশকের আগে পর্যন্ত বিদেশে ফিলিপিনোদের কর্মসংস্থান ছিল সীমিত। এর পেছনে রাষ্ট্রীয় কোনো সহায়তা বা নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে ১৯৭৪ সালে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। এরপর থেকে ফিলিপাইনের বিভিন্ন সরকার বিদেশে কর্মসংস্থান প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। এর পেছনে একদিকে যেমন বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রার আয়ও বেড়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও ফিলিপাইনের অভিবাসনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে হাইড্রোকার্বন সম্পদের বিপুল মজুদের কারণে। এতে তেল ও নির্মাণ খাতে শ্রমিকের ঘাটতি দেখা দেয়। আর সেই সুযোগে বহু ফিলিপিনো শ্রমিক সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার ও বাহরাইনের মতো দেশগুলোয় কর্মসংস্থানের সুযোগ পান। একই সময় যুক্তরাষ্ট্রেও ফিলিপিনো অভিবাসীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। এটি ফিলিপাইনের পক্ষে সম্ভব হয়েছে দক্ষ মানবসম্পদ রফতানির কারণে।

এদিকে ফিলিপিনো অভিবাসীদের মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যাও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে মাত্র ৩ লাখ ৮০ হাজার শ্রমিক কাজ করেছিলেন, যেখানে ছিল অধিকাংশ পুরুষ। কিন্তু ২০২১ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮ লাখ ৯০ হাজারে, যার ৬০ শতাংশই নারী। সৌদি আরব শুধু বাংলাদেশের নারী শ্রমিকদের নির্যাতন করে না। তারা আফ্রিকার দেশ কেনিয়া ও উগান্ডা এবং এশিয়ার দেশ ফিলিপিনো নারী শ্রমিকদের নির্যাতন করে। প্রবাসী শ্রমিকদের প্রতি নির্যাতন, হয়রানি ও শোষণের অভিযোগ সামনে এলে ফিলিপিনো সরকার সৌদি আরবসহ কয়েকটি দেশে সাময়িকভাবে কর্মী পাঠানো বন্ধ করে দেয়। কিন্তু বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিকদের নির্যাতন, হয়রানি ও শোষণের অভিযোগ উঠলেও আমরা সেখানেই কর্মী পাঠাচ্ছি। কোনো ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছি না।

বিদেশে নারী শ্রমিকের মৃত্যু যে কারণেই হোক, সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে প্রতিটি মৃত্যুর পুলিশি তদন্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট দেশ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিলে তা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরতে হবে। আর মরদেহ দেশে আসার পর পরিবার অভিযোগ করলে তারও তদন্ত করতে হবে। শুধু কারণ লিখে লাশের সঙ্গে চিকিৎসকের দেয়া মৃত্যুর সনদ পাঠিয়ে দায় সারা যাবে না।

দুই বছর ধরে বিভিন্ন কারণে মধ্যপ্রাচ্যে নারী যাওয়া কমেছে। মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে যাওয়া, একাধিক বাসায় কাজ করানো, ১৪-১৬ ঘণ্টার কাজ, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটি না থাকা, কম বেতন, অনিয়মিত বেতন, নিয়মিত খাবার না দেয়া উল্লেখযোগ্য। এর বাইরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগও আছে। যৌন নিপীড়নের অভিযোগও আছে। গৃহকর্মী পাঠানো নিয়ে নেতিবাচক প্রচারে যাওয়ার আগ্রহ কমে গেছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ না দেয়ায় গৃহকর্মী বাদে অন্য কোনো খাতে নারীদের জন্য কাজের তেমন সুযোগ তৈরি করা হয়নি। আর বাসায় কাজ করতে গিয়ে নারীরা যে নিয়মিত নিপীড়নের শিকার হয়ে ফিরে আসছেন, এটা নিয়ে একটা সচেতনতা তৈরি হয়েছে। তাই মিথ্যে প্রলোভনে নারীরা যেতে আর উৎসাহী হচ্ছেন না। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, ২০২২ সালে বিদেশে নারী কর্মী গেছেন ১ লাখ ৫ হাজার ৪৬৬ জন। ২০২৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৭৬ হাজার ১০৮ জনে। ২০২৪ সালে তা আরো কমে ৬১ হাজার ১৫৮ জনে নেমে এসেছে। অর্থাৎ ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে কমেছে ২৮ শতাংশ। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে কমেছে ২০ শতাংশ।

আন্তর্জাতিক আইনে রয়েছে কর্মীদের সুন্দর কর্মপরিবেশে থাকতে দিতে হবে। সুন্দর কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে সরকারের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নিতে হবে। দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থাসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক প্লাটফর্মেও এ বিষয়গুলো তুলে ধরতে হবে। নিয়োগের চুক্তিপত্রগুলো স্পষ্ট করতে হবে এবং কাজে যোগদানের আগেই কর্মীকে সে বিষয়ে অবহিত করতে হবে। এছাড়া বাংলাদেশী নাগরিককে যে দেশে পাঠানো হবে সেই দেশের সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো আগেই জানিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারেন। প্রবাসী শ্রমিকদের নিয়মিত তদারকিতে সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসকেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রবাসে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকারের প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে আন্তরিক প্রয়াস কাম্য।

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৫ ■ ভাদ্র ২০, ১৪৩২

রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে আয়োজিত এক বৈঠকে সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিরা ছবি: বিজিএমইএ

বিজিএমইএর সঙ্গে বৈঠকে বায়ার্স ফোরামের প্রতিনিধিরা

পোশাক শিল্পে প্রবৃদ্ধির বড় সুযোগ এনে দিতে পারে ফ্যাশন ডিজাইনিং

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

পোশাক শিল্পে ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির বড় সুযোগ রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজিতে (বিইউএফটি) টেকনিক্যাল ডিজাইন সেকশন খোলা ও কারখানা পর্যায়ে তরুণ ফ্যাশন ডিজাইনারদের নিয়োগ দেয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছে ব্র্যান্ড পোশাকের ক্রেতা বা বায়ার্স ফোরামের প্রতিনিধিরা। এটি বাংলাদেশের পোশাক রফতানিকারকদের কাছে অন্যতম প্রত্যাশা বলেও উল্লেখ করেন তারা।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) নেতাদের সঙ্গে গতকাল এক বৈঠকে এ কথা বলেন বায়ার্স ফোরামের প্রতিনিধিরা।

বৈশ্বিক ফ্যাশন শিল্পে টেকসই সাপ্লাই চেইন জোরদার করতে রাজধানীর উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে আয়োজিত এ বৈঠকে ৪০টিরও বেশি ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে অংশীদারত্বমূলক কৌশল নির্ধারণ ও টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া। বৈঠকে টেকসই সাপ্লাই চেইন নিশ্চিত করতে পোশাক ব্র্যান্ডগুলো ও বিজিএমইএ কোন কোন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরো জোরদার করতে পারে সে বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়।

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের নেতৃত্বে বৈঠকে অংশ নেন সংগঠনের প্রথম সহসভাপতি সেলিম রহমান; সহসভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম, মিজানুর রহমান, ভিদিয়া অমৃত খান, মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী, শাহ রাঈদ চৌধুরী ও মোহাম্মদ আব্দুর রহিম; পরিচালক ফয়সাল সামাদ, মো. হাসিব উদ্দিন, মোহাম্মদ আবদুস সালাম, নাফিস-উদ-দৌলা, সুমাইয়া ইসলাম, মজুমদার আরিফুর রহমান, শেখ হোসেন মোহাম্মদ মোস্তাফিজ, কাজী মিজানুর রহমান, ড. রশিদ আহমেদ হোসাইনী, রুমানা রশীদ, মোহাম্মদ সোহেল, সামিহা আজিম এবং স্ট্যান্ডিং কমিটি অন বিজিএমইএ ব্র্যান্ডিংয়ের চেয়ারম্যান খান মনিরুল আলম (শুভ), স্ট্যান্ডিং কমিটি অন বায়ার্স ফোরামের চেয়ারম্যান মাশেদ রহমান আব্দুল্লাহ ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ওয়ান স্টপ সেলের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক ভূঁইয়া।

বৈঠকে বাংলাদেশী পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কারোপ, সমন্বিত আচরণবিধি প্রবর্তন, পণ্য বৈচিত্র্যকরণ, শ্রম সংস্কার, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের প্রস্তুতি, জিএসপি প্লাস থ্রেশহোল্ডের চ্যালেঞ্জসহ প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় ব্র্যান্ডগুলোর পক্ষ থেকে টেকসই সাপ্লাই চেইন নিশ্চিত করতে লজিস্টিক উন্নয়ন, এনবিআর ও কাস্টমস বিষয়ক জটিলতা নিরসন, টেকসই ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শ্রম পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং পরিবেশগত সাসটেইনেবিলিটির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

বায়ার্স ফোরাম প্রতিনিধিরা জানান, তৈরি পোশাক শিল্পে ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির বিশাল সুযোগ রয়েছে। তারা বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজিতে (বিইউএফটি) টেকনিক্যাল ডিজাইন শাখা চালু করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি কারখানা পর্যায়ে তরুণ ফ্যাশন ডিজাইনারদের নিয়োগ দেয়ার পরামর্শ দেন। এটি বাংলাদেশের পোশাক রফতানিকারকদের কাছে ব্যান্ডগুলোর অন্যতম প্রত্যাশা বলেও জানানো হয়।

বৈঠকে বিজিএমইএর অন্যতম এজেন্ডা ছিল পোশাক শিল্পের জন্য একটি সমন্বিত আচরণবিধি প্রণয়নে ব্র্যান্ডগুলোর সহযোগিতা ও সমর্থন আদায়, যা সাপ্লাই চেইনে সব অংশীদারকে উপকৃত করবে।

বৈঠকে বিজিএমইএর পরিচালক নাফিস-উদ-দৌলা পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে দেখান, একটি সমন্বিত আচরণবিধি কীভাবে নিরীক্ষা প্রক্রিয়া সহজতর করে এবং কারখানার ওপর চাপ কমিয়ে শিল্পকে আরো নৈতিক, টেকসই ও দায়িত্বশীল করে তুলতে পারে।

আলোচনায় শ্রম সংস্কারের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। এ সময় বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাংলাদেশে শ্রম সংস্কারের সাম্প্রতিক অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন, 'এ সংস্কারগুলো শুধু আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণের জন্য নয়, বরং একটি টেকসই ও নিরাপদ শিল্প পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য করা হচ্ছে।' তিনি ব্র্যান্ডগুলোকে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের এ ইতিবাচক পরিবর্তনের অংশীদার হিসেবে কাজ করার আহ্বান জানান।

বৈঠকে বিজিএমইএ নেতারা বাংলাদেশ থেকে পোশাক সোর্সিং বৃদ্ধি ও আরো উচ্চমানের উদ্ভাবনী পণ্য উৎপাদনে সরবরাহকারীদের সঙ্গে অংশীদারত্ব জোরদারের জন্য ব্র্যান্ডগুলোর প্রতি অনুরোধ করেন। পোশাক শিল্পকে আরো প্রতিযোগিতামূলক ও নৈতিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য বেটার প্রাইসিং এবং ইফিশিয়েন্সি মডেল প্রণয়নসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের পাশে থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

থমথমে উত্তরা ইপিজেড সব কারখানা বন্ধ

■ রংপুর ব্যুরো

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে চলমান শ্রমিক আন্দোলন রূপ নিয়েছে সহিংসতায়। মঙ্গলবার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে শ্রমিক নিহতের ঘটনায় ইপিজেডের ২৪টি কারখানার সব কার্যক্রম বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বেপজার নির্বাহী পরিচালক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বুধবার পরিস্থিতি দেখে বৃহস্পতিবার কারখানাগুলো খুলবে কি না-এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এদিকে এ ঘটনায় চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বেপজা কর্তৃপক্ষ।

সংঘর্ষ তদন্তে চার সদস্যের কমিটি

সংঘর্ষের ঘটনা তদন্তে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) পক্ষ থেকে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে শ্রমিক নিহতের ঘটনায় এখনও মামলা হয়নি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে কারখানা খুলে দিতে বুধবার বিকালে শ্রমিকদের সঙ্গে কারখানা মালিক, জেলা ও পুলিশ প্রশাসন, বেপজা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে সভা ডাকা হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান বলেন, গত মঙ্গলবার দুপুরে তারা সেনাবাহিনী, বিজিবি, ইপিজেড, কারখানা কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন অংশীজনদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে শ্রমিকদের ২৩ দফা দাবির বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন। বুধবার শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে আবার সভা হবে। শ্রমিকদের যৌক্তিক দাবিগুলো কারখানার মালিকরা মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেন, এ ঘটনায় বেপজার পক্ষ থেকে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা আজিমুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পর এখানকার পরিস্থিতি থমথমে ছিল। তবে সেনাবাহিনী-পুলিশ সবাই মিলে নিয়ন্ত্রণে এনেছে। গতকাল সব কোম্পানি বন্ধ রাখা হয়েছে। আমরা চাই যত দ্রুত সম্ভব এই সমস্যাগুলোর সমাধান করে ইপিজেড চালু করে দেওয়া হোক। আরেক বাসিন্দা মারজান ইসলাম বলেন, আমরা বেশ কয়েক দিন ধরেই দেখছি কিছু শ্রমিক আন্দোলন করছে। কিন্তু গতকাল হঠাৎ করে কী হয়ে গেল, এত ঝামেলা আমরা বুঝতেই পারলাম না। এখন পরিস্থিতি শান্ত আছে, সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করছে সবকিছু। আমরা শুনছি ইপিজেড বন্ধের একটা পাঁয়তারা চলছে। যদি এ রকম কিছু থাকে আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। এমন পরিস্থিতি মোকাবিলায় জীবন দিতেও রাজি আমরা।

ইপিজেড মোড়ে দোকান করেন রইছুল ইসলাম। তিনি বলেন, কোম্পানিগুলো বন্ধ থাকায় বেচা-বিক্রি একদম নেই বললে চলে। কারণ এখানে যারাই আসে, ইপিজেডের উদ্দেশ্যে আসে। বিক্রি না থাকায় লোনের কিস্তি আর পরিবারের ব্যয় সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

এদিকে শ্রমিক হত্যার ঘটনায় বিবৃতি দিয়েছে জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানায়, আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের ওপর কোনোরকম মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা দেওয়া যাবে না। গুলির নির্দেশদাতাকে শনাক্ত করে তদন্তসাপেক্ষে বিচারের আওতায় আনতে হবে। এ ছাড়া প্রাণনাশ ঘটে এমন কোনো মারণাস্ত্র নীলফামারী জেলার কোথাও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবহার করতে পারবে না বলে দাবি জানায় দলটি। মোট সাতটি দাবি উপস্থাপন করা হয় সংবাদ সম্মেলনে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক আবু সাঈদ লিওনসহ জেলার নেতৃবৃন্দ।

২৩ দফা দাবিতে গত শনিবার থেকে এভারগ্রিন কোম্পানির শ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করলে ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে অন্য কারখানার শ্রমিকদের মধ্যেও। সংঘর্ষের পর বিকালের দিকে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও র‍্যাবের যৌথ উদ্যোগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ দৈনিক ইত্তেফাক

কাস্টমস জটিলতা নিরসন ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শ্রম পরিবেশ নিশ্চিতে জোর দিল বায়ার্স ফোরাম

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

টেকসই সাপ্লাই চেইন নিশ্চিত করতে পোশাক ব্র্যান্ডগুলো এবং বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) কোন কোন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরো জোরদার করতে পারে—সে বিষয়ে বৈঠক করেছে বিজিএমইএ ও বায়ার্স ফোরাম। বুধবার উত্তরাস্থ বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে এ বৈঠক হয়েছে। এই বৈঠকটির মূল লক্ষ্য ছিল পোশাকশিল্পের ভবিষ্যৎ অংশীদারিত্বমূলক কৌশল এবং টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়া। বৈঠকে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের নেতৃত্বে সংগঠনটির পক্ষে আলোচনায় অংশ নেন প্রথম সহসভাপতি সেলিম রহমান, সহসভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম, সহসভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমান, সহসভাপতি ভিদিয়া অমৃত খান, সহসভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী, পরিচালক শাহ রাঈদ চৌধুরী, পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম প্রমুখ। অন্যদিকে বায়ার্স ফোরাম থেকে ৪০টিরও বেশি ব্র্যান্ডের প্রতিনিধিরা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে আলোচনার মধ্যে ছিল পোশাকশিল্পের জন্য বাংলাদেশের পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ, সমন্বিত আচরণ বিধি প্রবর্তন, পণ্য বৈচিত্র্যকরণ, শ্রম সংস্কার, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বাংলাদেশের এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের প্রস্তুতি, জিএসপি প্লাস থ্রেশহোল্ডের চ্যালেঞ্জসহ প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়।

ব্র্যান্ড প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে টেকসই সাপ্লাই চেইন নিশ্চিত করতে লজিস্টিক উন্নয়ন, এনবিআর ও কাস্টমস বিষয়ক জটিলতাগুলো নিরসন, টেকসই ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শ্রমপরিবেশ তৈরি এবং পরিবেশগত সাসটেইনেবিলিটির ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে বিজিএমইএ-এর অন্যতম এজেন্ডা ছিল পোশাকশিল্পের জন্য একটি সমন্বিত আচরণবিধি প্রণয়নে পোশাক ব্র্যান্ডগুলোর সহযোগিতা ও সমর্থন পাওয়া, যা সাপ্লাই চেইনে সব অংশীদারের উপকার করবে। এছাড়া আলোচনায় শ্রম সংস্কার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাংলাদেশে শ্রম সংস্কারের সাম্প্রতিক অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন, 'এই সংস্কারগুলো শুধু আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণের জন্যই নয়, বরং একটি টেকসই ও নিরাপদ শিল্পপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য করা হচ্ছে। তিনি ব্র্যান্ডগুলোকে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের এই ইতিবাচক পরিবর্তনে অংশীদার হিসেবে কাজ করার আহ্বান জানান। বৈঠকে বিজিএমইএ নেতারা বাংলাদেশ থেকে পোশাক সোর্সিং বৃদ্ধি করা এবং আরো উদ্ভাবনী উচ্চমানের পণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশে সরবরাহকারীদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব জোরদার করার জন্য ব্র্যান্ডগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

বায়ার্স ফোরামের প্রতিনিধিরা বলেন, 'শিল্পে ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির বিশাল সুযোগ রয়েছে।' তারা বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি'তে (বিইউএফটি) টেকনিক্যাল ডিজাইন সেকশন খোলা এবং কারখানা পর্যায়ে তরুণ ফ্যাশন ডিজাইনারদের নিয়োগ দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, 'এটি বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিকারকদের কাছে ব্যান্ডগুলোর অন্যতম প্রত্যাশা। বিজিএমইএ নেতারা পোশাকশিল্পকে আরো প্রতিযোগিতামূলক এবং নৈতিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য শিল্পে বেটার প্রাইসিং মডেল, ইফিশিয়েন্সি মডেল প্রণয়নসহ শিল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের পাশে এগিয়ে আসার জন্য পোশাক ব্র্যান্ডগুলোকে আহ্বান জানিয়েছেন।

দেশ রূপান্তর বৃহস্পতিবার, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

শ্রমিকদের ওপর আঘাত প্রমাণ করে সরকার শ্রমিকবান্ধব নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

সমাবেশে বাম গণতান্ত্রিক জোট

অন্তর্বর্তীকালীন শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষাকারী সরকার নয় বলে অভিযোগ করেছে বাম গণতান্ত্রিক জোট। তাদের মতে, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষার বদলে সরকার তাদের ওপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক সমাবেশে বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতারা এসব কথা বলেন। নীলফামারী উত্তরা ইপিজেডের শ্রমিকদের ওপরে হামলা এবং শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে এ সমাবেশ আয়োজন করা হয়।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতারা এক বিবৃতিতে বলেছেন, গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হলেও শ্রমজীবী মানুষ এখনো বৈষম্যের মধ্যেই আছে। দেশে নেই চাকরির নিশ্চয়তা, কর্মক্ষেত্রে নেই নিরাপদ পরিবেশ। ইতিমধ্যে অসংখ্য কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গেলেই শ্রমিকদের ওপর নেমে আসছে হামলা, মামলা, এমনকি গুলি। তাদের দাবি, এই পরিস্থিতিতে দেশ চলতে পারে না।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতারা অভিযোগ করেন, ক্রমাগত কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে হাজারো শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন। তবু সরকারের কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেই নতুন কর্মসংস্থান তৈরির। বরং শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি উত্থাপন করলে তা দমন করতে দমননীতি বেছে নেওয়া হচ্ছে। নেতারা বলেন, আমরা ঢাকা শহরে দেখলাম কেউ কেউ আন্দোলন করলে ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে তাদের বরণ করা হয়, আবার শ্রমিকরা আন্দোলন করলে কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়। মব সন্ত্রাস দমনে কঠোর পদক্ষেপ না নেওয়া সরকার শ্রমিকদের ওপরে আঘাত করে প্রমাণ করছে তারা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষাকারী সরকার নয়।

সমাবেশে নেতারা আরও বলেন, নীলফামারীতে উত্তরা ইপিজেডের এভারগ্রিন নামের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে সম্প্রতি ৫১ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। এ নিয়ে সেখানে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এ অবস্থায় শ্রমিকদের বেতন-ভাতা না দিয়ে আজ (গতকাল) থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য এভারগ্রিন কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এ বিষয়ে ইপিজেডের প্রধান ফটকে নোটিস টানিয়ে দেওয়া হয়। গত ২ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় কাজে যোগ দিতে গিয়ে এভারগ্রিন কারখানার শ্রমিকরা ওই নোটিস দেখতে পান। ভেতরে ঢুকতে না পেরে তারা ইপিজেডের সামনের সড়কে অবস্থান নেন। এই যে পরিস্থিতির উদ্ভব হলো তার দায় মালিকপক্ষকেই নিতে হবে।

অবিলম্বে কারখানা খুলে দেওয়া ও সর্বত্র কাজের নিশ্চয়তার দাবি জানিয়ে জোটের নেতারা বলেন, শ্রমিক হত্যার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে। একই সঙ্গে নিহত পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান তারা।

সমাবেশে নেতারা বলেন, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক কারখানায় অরাজকতা চলছে। অনেকের বকেয়া বেতনভাতা পরিশোধ করা হয় না, নিয়মিত বেতনভাতা পান না। এজন্য বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন-সংগ্রাম চলছে। এ অবস্থায় সরকারকে দেশের সর্বত্র নিয়মিতভাবে প্রতিটি কারখানায় বেতনভাতা পরিশোধ ও কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানান। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পল্টন মোড়ে এসে শেষ হয়। বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)'র সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্সের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশিদ ফিরোজ, বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের পলিটব্যুরোর সদস্য অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী। সমাবেশ পরিচালনা করেন সিপিবির সহকারী সাধারণ সম্পাদক মিহির ঘোষ প্রমুখ।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

শ্রমজীবী মানুষ এখনো বৈষম্যের মধ্যেই আছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বাম জোট

শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ

বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতারা বলেছেন, গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হলেও শ্রমজীবী মানুষ এখনো বৈষম্যের মধ্যেই আছে। নেই চাকরির নিশ্চয়তা এবং কর্মক্ষেত্রে নেই কাজের পরিবেশ। এরই মধ্যে অসংখ্য কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। নতুন কর্মসংস্থান নেই। কারখানা বন্ধের বিরুদ্ধে কথা বললে শুধু হামলা-মামলা নয়, গুলি খেতে হচ্ছে। গতকাল বুধবার ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডের শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে এসব কথা বলেন বাম জোটের নেতারা। জোটের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্সের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের পলিটব্যুরোর সদস্য অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, বাসদের (মার্ক্সবাদী) কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী এবং সিপিবির সহকারী সাধারণ সম্পাদক মিহির ঘোষ।

সমাবেশে নেতারা শ্রমিকদের ওপর হামলা এবং যৌথ বাহিনী কর্তৃক গুলি করে শ্রমিক হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, এ দায় সরকারকে নিতে হবে। এই হত্যার জবাব সরকারকেই দিতে হবে। এই সরকারের আমলে বিগত দিনেও শ্রমিকের রক্ত ঝরেছে, তার দায়ও সরকারকে নিতে হবে। তাঁরা বলেন, ঢাকা শহরে কেউ কেউ আন্দোলন করলে ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে তাদের বরণ করা হয়, আবার শ্রমিকরা আন্দোলন করলে কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়। মব সন্ত্রাস দমনে কঠোর পদক্ষেপ না নেওয়া সরকার শ্রমিকদের ওপর আঘাত করে প্রমাণ করছে, তারা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষাকারী সরকার নয়।

নেতারা বলেন, আমরা জানতে পারলাম, নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডের এভারগ্রিন নামের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে সম্প্রতি ৫১ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। এ নিয়ে সেখানে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এ অবস্থায় শ্রমিকদের বেতন-ভাতা না দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য এভারগ্রিন কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এ বিষয়ে ইপিজেডের প্রধান ফটকে নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়। অবিলম্বে কারখানা খুলে দেওয়া এবং সর্বত্র কাজের নিশ্চয়তার দাবি জানান নেতারা।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫,

জাহাজভাঙা শিল্প

'দাসত্বের জীবন' থেকে কি শ্রমিকের মুক্তি নেই

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে অবস্থিত জাহাজভাঙা শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ খাত। প্রতিবছর শত শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আসে এই খাত থেকে, হাজার হাজার টন ইস্পাত পুনঃপ্রক্রিয়াজাত হয়। কিন্তু এই আপাত-সাফল্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক অন্ধকার অধ্যায়, সেটি হলো শ্রমিকদের চরম দুর্দশা। এই খাতের শ্রমিকেরা মানবেতর জীবন যাপন করবেন, তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

প্রথম আলোর প্রতিবেদনে সীতাকুণ্ডের জাহাজভাঙা শিল্পের শ্রমিকদের জীবনযাপনের এক বেদনাদায়ক চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবেদন অনুসারে, এই শিল্পের শ্রমিকেরা ৬৪ বর্গফুটের স্যাঁতসেঁতে কক্ষে গাদাগাদি করে থাকছেন তিন থেকে পাঁচজন করে, যেখানে রান্না ও শোবার জায়গা একই। নেই স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নেই পরিচ্ছন্নতার কোনো ব্যবস্থা। সেখানকার এমআই ও জামাল কলোনির মতো শ্রমিক আবাসনগুলো যেন বসবাসের অযোগ্য।

এই দুর্দশা শুধু আবাসনসংকটে সীমাবদ্ধ নয়; শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে যে তথ্য সামনে এসেছে, তা রীতিমতো উদ্বেগজনক। একজন দক্ষ ফিটারম্যান ২০ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়েও প্রতি ঘণ্টায় ৫৫ টাকা, অর্থাৎ দিনে মাত্র ৪৪০ টাকা মজুরি পাচ্ছেন। এটি দেশের অন্য শহরে একজন দিনমজুরের আয়ের প্রায় অর্ধেক। সরকার ঘোষিত দৈনিক ন্যূনতম মজুরি যেখানে ৮০০ টাকা, সেখানে এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিকেরা পাচ্ছেন তারও অনেক কম। এমনকি কাটার বা ওয়্যার শ্রমিকদের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরি আরও কম, মাত্র ২৪০-৩৫০ টাকা। এই মজুরি দিয়ে একজন শ্রমিক কীভাবে নিজের পরিবারের ভরণপোষণ করবেন, তা একটি বড় প্রশ্ন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) তথ্যানুসারে, এই শ্রমিকদের নিয়োগপত্র নেই, নেই সবেতন ছুটি বা উৎসব বোনাস। ক্যানসারের মতো ভয়াবহ রোগের কারণ হতে পারে এমন বিষাক্ত উপাদান, যেমন অ্যাসবাস্টাস, পিসিবি ও টিবিটি নিয়ে কাজ করেও তাঁদের জন্য কোনো স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা নেই। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

মালিকপক্ষ অবশ্য এই অভিযোগগুলো অস্বীকার করে। বাংলাদেশ শিপব্রেকার্স অ্যান্ড রিসাইক্লার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসবিআরএ) ভারপ্রাপ্ত সচিবের দাবি, এই শিল্পের বেতন পোশাক কারখানার চেয়ে বেশি। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কলকারখানা পরিদর্শক মো. টিপু সুলতান বলছেন, তাঁরা দু-একটি কারখানাকে নোটিশ দিয়েছেন, কিন্তু তাতে শ্রমিকদের জীবনে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

জাহাজভাঙা শিল্পে এই শ্রমিক শোষণ চলতে পারে না। মালিকপক্ষ এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত অবিলম্বে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা। শুধু আইন থাকা যথেষ্ট নয়, তার কঠোর প্রয়োগ প্রয়োজন।

প্রথম আলো • বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫,

নারীর বিনা মজুরির কাজের মূল্য বছরে প্রায় ৬ লাখ কোটি টাকা

বিবিএসের জরিপ

বাসার অবৈতনিক কাজ জিডিপিতে হিসাব হয় না। যদি হতো তাহলে তা চলতি মূল্যে জিডিপির ১৬ দশমিক ১৪ শতাংশ হতো।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রান্না ও ঘর গোছানোর মতো গৃহস্থালির কাজের পাশাপাশি নানা ধরনের সেবাযত্নের কাজ করেন দেশের নারীরা। এ জন্য তাঁরা কোনো মজুরি পান না। সংসারের প্রয়োজনেই তাঁরা এসব কাজ করেন। তাঁদের এই শ্রমের আর্থিক মূল্য কত, তার একটি চিত্র পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক হিসাবে দেখা গেছে, এ দেশের নারীরা যদি গৃহস্থালি ও সেবাযত্নের কাজের জন্য মজুরি পেতেন, তাহলে বছরে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ লাখ ৭০ হাজার কোটি (৫ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন) টাকা। ২০২১ সালের সময় ব্যবহার জরিপ ও ২০২২ সালের শ্রমশক্তি জরিপের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এ হিসাব তৈরি করেছে বিবিএস।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বিবিএস মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে হাউসহোল্ড প্রোডাকশন স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্ট (এইচপিএসএ) তথ্য প্রকাশ করেছে বিবিএস। সেখানেই নারীর বিনা মজুরির মূল্যমানের এ চিত্র উঠে এসেছে। জরিপ তৈরিতে সহায়তা করেছে ইউএন উইমেন।

রান্না, কাপড় ধোয়া, ঘর গোছানো, শিশু ও বৃদ্ধের যত্ন নেওয়া কিংবা অসুস্থ ব্যক্তির সেবা—এমন অসংখ্য কাজের ওপরই ভর করে চলে পরিবার ও সমাজ। এসব কাজ দেশের অর্থনীতিতে স্বীকৃত নয়।

বিবিএসের হিসাবে দেখা গেছে, নারীর বিনা মজুরির গৃহস্থালির কাজের আর্থিক মূল্য ৩ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা। আর নারীরা বৃদ্ধ, শিশুসহ পরিবারের সদস্যদের যে সেবাযত্নের কাজ করে থাকেন, তার আর্থিক মূল্য ২ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। সব মিলিয়ে নারীর বিনা মজুরির কাজের মূল্য বছরে ৫ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকা। এর সঙ্গে পুরুষের বিনা মজুরির কাজের মূল্য একত্র করলে নারী-পুরুষ সবার বিনা মজুরির কাজের আর্থিক মূল্য হয় বছরে ৬ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকা।

পুরুষের ৭ গুণের বেশি সময় দেন নারীরা

জরিপে উঠে এসেছে, একজন নারী দিনে ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে প্রায় ৬ (৫ দশমিক ৯) ঘণ্টা অবৈতনিক বা মজুরিহীন কাজ করেন। এই সময়ে পুরুষেরা গড়ে এক ঘণ্টার কম সময় পরিবারে এ ধরনের কাজ করেন। এ হিসাবে নারীরা প্রতিদিন গৃহস্থালি ও সেবাযত্নের কাজে পুরুষের তুলনায় গড়ে ৭ দশমিক ৩ গুণ বেশি সময় দেন।

এক বছরের হিসাব করলে দেখা যায়, বাংলাদেশে বছরে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে গড়ে ২ হাজার ৪৩৫ ঘণ্টা অবৈতনিক বা মজুরিহীন গৃহস্থালি ও যত্নমূলক কাজ করেন। এর মধ্যে ৮৮ শতাংশ সময় ব্যয় করেন শুধু নারীরা। আলাদা করে হিসাব করলে মজুরিবিহীন গৃহস্থালি কাজের ৮৯ শতাংশ ও সেবাযত্নের কাজের ৮৬ শতাংশ সময় দেন নারীরা।

কোন কাজে কত সময়

বাসাবাড়িতে যেসব কাজে নারীরা সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেন, তার মধ্যে শীর্ষ তিন খাত হচ্ছে রান্না ও খাবার প্রস্তুত, বাচ্চাদের দেখাশোনা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। এর মধ্যে বছরে গড়ে ১ হাজার ২০৮ ঘণ্টা পরিবারের সদস্যদের জন্য রান্না ও খাবার তৈরিতে; ৪২০ ঘণ্টা বাচ্চাদের দেখাশোনার কাজে এবং ২৩৭ ঘণ্টা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যয় করেন নারীরা। অন্যদিকে পরিবারে পুরুষের অবৈতনিক শীর্ষ তিন খাত হচ্ছে কেনাকাটা, বাচ্চাদের দেখাশোনা এবং এসব কাজ করতে প্রয়োজনীয় যাতায়াত।

নারী-পুরুষের এসব অবৈতনিক কাজ মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) হিসাবে যোগ হয় না। বিবিএসের জরিপ বলছে, বাসাবাড়ির অবৈতনিক কাজ যোগ করলে তা চলতি মূল্যে জিডিপির ১৬ দশমিক ১৪ শতাংশ হতো। শুধু নারীর অবৈতনিক কাজ যোগ করলে তা চলতি মূল্যে জিডিপির ১৩ দশমিক ৫৭ শতাংশ হতো।

আলোচনা

জরিপের ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ বলেন, নারীর শ্রম দীর্ঘদিন ধরে অর্থনীতির ছায়ায় ছিল। এই প্রতিবেদন সেই অমূল্য অবদানকে দৃশ্যমান করল। তিনি বলেন, নারীর বিনা মজুরির কাজ নিয়ে মানুষের বিদ্যমান মানসিকতা এমনি পরিবর্তন হয়ে যাবে না। এ জন্য গবেষণা ও জরিপের মতো তথ্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এই গবেষণা ভবিষ্যতে লিঙ্গ-প্রতিক্রিয়াশীল নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নে সহায়তা করবে।

শারমীন মুরশিদ আরও বলেন, 'আমরা নারীরা পরিবার ও সমাজের কাছ থেকে; জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে সমতার সম্মান চাই। জানি, এটি সহজে পাওয়া যাবে না। তবে তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে সবাইকে এই সম্মান দেওয়ার বিষয়ে রাজি করাতে হবে।'

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে ইউএন উইমেনের প্রতিনিধি গীতাঞ্জলি সিং বলেন, যত্ন কোনো খরচ নয়, এটি একটি বিনিয়োগ। নারীর কাজ বেতনভুক্ত হোক বা না হোক, সেটিকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃতি ও সমর্থন দিতে হবে।

বিবিএসের পরিসংখ্যান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের সচিব আলেয়া আক্তার বলেন, 'আমরা যেসব পরিসংখ্যান দিয়েছি, তাতেও নারীর বেতনবিহীন কাজের পুরোটা প্রতিফলিত হয় না। পরিবারে ও সমাজে নারীরা আরও অনেক বেশি অবদান রাখছেন।'

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মমতাজ আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন বিবিএসের মহাপরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

উত্তরা ইপিজেড

শ্রমিক অসন্তোষে দুই দিন পর আজ খুলছে বন্ধ কারখানা

নীলফামারী প্রতিনিধি

টানা দুইদিন বন্ধ থাকার পর আজ বৃহস্পতিবার থেকে পুনরায় চালু হচ্ছে নীলফামারীর উত্তরা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) কারখানাগুলো। তবে পরচুলা তৈরির কারখানা এভারগ্রিন লিমিটেড চালু হবে আগামী শনিবার। গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে আলোচনা শেষে বেপজা কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

গতকাল বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ইপিজেডের বেপজা অফিসের হলরুমে অনুষ্ঠিত শ্রমিক, কারখানা মালিক, বেপজা, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার আলোচনা হয়। কারখানা মালিকপক্ষ শ্রমিকদের দাবি মেনে নেওয়ায় আজ (বৃহস্পতিবার) থেকে খুলছে ইপিজেড।

ওই আলোচনায় অংশ নেওয়া জেলা বিএনপির সদস্য আইনজীবী আবু মোহাম্মদ সোয়েম, জেলা জামায়াতের নায়েমে আমির, ড. খায়রুল আনাম, এনসিপির জেলা আহ্বায়ক আব্দুল মজিদ। আলোচনা শেষে রাত পৌনে ৮টার দিকে তারা সাংবাদিকদের বলেন, 'আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ইপিজেডের সকল কারখানা খুলে যাবে। শুধু এভারগ্রিন কারখানার কিছু প্রস্তুতিজনিত কারণে আগামী শনিবার খুলবে।'

নীলফামারী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান সাংবাদিকদের বলেন, 'বুধবার বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত জেলা প্রশাসন, কারখানা মালিক, বেপজা কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা হয়। শ্রমিকদের যৌক্তিক দাবিগুলোর বেশির ভাগ কারখানা মালিকরা মেনে নিয়েছেন। এ কারণে বৃহস্পতিবার থেকে সব কারখানা খুলবে।'

তিনি জানান, 'এভারগ্রিনের বেপজার সঙ্গে কিছু চুক্তি হবে। এ কারণে এভারগ্রিন কাল খুলবে না। তবে শনিবার থেকে তারা কারখানা খুলবে।'

জেলা প্রশাসক আরও বলেন, ঘটে যাওয়া ঘটনার তদন্তে বেপজার পক্ষ থেকে ৪ সদস্যের কমিটি হয়েছে।

উত্তরা ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল জব্বারও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ যে, উক্ত ইপিজেডে এভারগ্রিন কারখানা কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ৫১ জন শ্রমিক ছাঁটাই করে। গত তিন দিন ধরে ওই শ্রমিকরা ২৩ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন করে আসছিলেন। এমন অবস্থায় গত সোমবার গভীর রাতে এভারগ্রিন কর্তৃপক্ষ পুরো কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে। তার প্রতিবাদসহ অন্য দাবিতে ওই কারখানার প্রায় ৬ থেকে ৭ হাজার শ্রমিক ওইদিন ইপিজেডের প্রধান ফটকে সড়ক অবরোধ করেন। এ সময় আইনশৃঙ্খলাবাহিনী সড়ক থেকে শ্রমিকদের সরে যাওয়ার অনুরোধ করলে শুরু হয় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ। একপর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গুলি চালালে হাবিব ইসলাম নামের এক শ্রমিক নিহত ও অন্তত ১৪ জন আহত হন। এতে পরিস্থিতি খারাপের দিকে গেলে ইপিজেডের সব কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। ২৪টি শিল্পকারখানার উৎপাদন বন্ধ থাকে। ইপিজেড এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সেখানে দুই প্লাটুন করে বিজিবি, পুলিশ ও সেনা মোতায়েন রাখা হয়। বন্ধ রাখা হয় ইপিজেডের মূল ফটক।

এদিকে শ্রমিক নিহতের ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি। নিহত শ্রমিকের পরিবার ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ দাফন করা হয়।

নীলফামারী সদর থানার ওসি এম আর সাঈদ দেশ রূপান্তরকে বলেন, মঙ্গলবারের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। তবে মামলার প্রক্রিয়া চলমান আছে।

২০০১ সালে নীলফামারীর সদরের সংগলশী এলাকায় ২১৩.৬৬ একর এলাকার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা উত্তরাঞ্চল (উত্তরা ইপিজেড)। বর্তমানে এখানে ২৪টি দেশি-বিদেশি কারখানা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যেখানে নারী-পুরুষ মিলে প্রায় ৬৫ হাজারের ওপর কর্মচারী-শ্রমিক কাজ করেন।

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

গাজীপুরে এনসিপি সদস্যসচিব

শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেছেন, 'বাংলাদেশের পুরনো সংবিধানে শ্রমিকদের অধিকার, জনতার অধিকার নিশ্চিত করা হয়নি। ওই সংবিধান মানুষকে মুক্তি দিতে পারেনি। সরকার ও রাজনৈতিক দলের কাছে আমাদের আহ্বান শ্রমিকের অধিকারের কথা, জনতার অধিকারের কথা থাকে এমন একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। এই সংবিধানে মানুষের কথা, শ্রমিকের কথা পরিষ্কারভাবে সুরক্ষিত করতে হবে।' গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় গাজীপুর চৌরাস্তা এলাকায় চান্দনা স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে পরিবহন, গার্মেন্টস, হকারসহ শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে শ্রমিক সমাবেশে এসব বলেন তিনি।

তিনি বলেন, চব্বিশের অভ্যুত্থানের পরও শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা যায়নি। শ্রম সুপারিশ কমিটি গঠন করা হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) গাজীপুর জেলা মহানগর শ্রমিক উইংয়ের আয়োজনে সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন এনসিপি শ্রমিক উইংয়ের প্রধান সমন্বয়কারী মাজহারুল ইসলাম ফকির। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক আলী নাসের খান, এনসিপির কেন্দ্রীয় সংগঠক আবদুল্লাহ আল মুহিম, রিয়াজ মোর্শেদ প্রমুখ।

THE BUSINESS STANDARD
MONDAY 08.09.2025

Banking issues force 400 RMG factories to halt production: BGMEA

RMG - BANGLADESH

TBS REPORT

The trade body calls for policy support to reopen these factories

Around 400 garment factories in Bangladesh have been forced to halt production due to banking sector-related problems, according to the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

With the right policy support, these factories could reopen, potentially creating employment for an additional 100,000 workers, the trade body opined.

The statement came during a BGMEA meeting chaired by President Mahmud Hasan Khan at the BGMEA Complex in Uttara, attended by 70 members.

BGMEA Vice President Md Shehab Udduza Chowdhury, Director Faisal Samad, and BGMEA Standing Committee on Exit Policy Chairman Asif Ibrahim and Standing Committee on One Stop Sale Chairman Mozammel Haque Bhuiyan were also present.

At the meeting, members proposed extending the term for default loans from three to 10 years, citing the current economic challenges that make short-term repayment difficult.

They also discussed a more tolerant exit policy to allow affected entrepreneurs to leave the business with dignity.

BGMEA members also said the policy support provided by Bangladesh Bank should not be limited to large exporters; it should also include small and medium-sized factories.

The garment factory leaders said that many organisations are facing complications such as cheque dishonor and financial lawsuits due to being victims of forced loans for irregular reasons, which further hinders their operations. They urged the BGMEA board to take a proactive role in resolving this situation.

The meeting called for specific measures to solve the problems of 77 long-standing sick factories in the garment sector. It was noted that approximately 400 garment factories have currently ceased production due to banking issues. If they receive policy support, these factories could restart and create an additional one lakh jobs.

কালের কণ্ঠ
শনিবার। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

সিসা কারখানায় বিপর্যস্ত পরিবেশ

রায়হান আহমেদ, হবিগঞ্জ ▷

হবিগঞ্জ

- পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই ব্যাটারি পুড়িয়ে সিসা তৈরি করা হচ্ছে
- ব্যাটারি পোড়ানোর কালো ধোঁয়া ও এসিডের গন্ধে হুমকিতে জনস্বাস্থ্য

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই ব্যাটারি পুড়িয়ে সিসা তৈরির কারখানা গড়ে তুলেছেন জাতীয় নাগরিক কমিটির (এনসিপি) জেলা সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী মাহবুবুল বারী চৌধুরী মুবিন। তিনি হবিগঞ্জ পৌর শহরের রাজনগর এলাকার সাবেক কমিশনার রফিকুল বারী চৌধুরী মামুনের ছেলে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, উপজেলার আউশকান্দি এলাকায় বিবিয়ানা গ্যাসকূপের সামনে রাস্তার দক্ষিণ পাশে সিসা তৈরির কারখানা অবস্থিত। সেখানে পুরনো ও নষ্ট ব্যাটারি পুড়িয়ে সিসা তৈরি করা হচ্ছে। কারখানায় প্রতিদিন গড়ে সাড়ে চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার ব্যাটারি পুড়িয়ে সিসা আলাদা করা হচ্ছে। আর এসব ব্যাটারি পোড়ানোর কালো ধোঁয়া ও এসিডের উৎকট গন্ধে অতিষ্ঠ জনজীবন। বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ। পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রবিহীন এ কারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ ফসলি জমি বেয়ে সরাসরি জোয়ালভাঙ্গার হাওরে যায়। হাওর থেকে কুশিয়ারা নদী থেকে সৃষ্ট খালের পানিতে মিশে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

কারখানা ঘুরে দেখা যায়, সেখানে ১০-১২ জন শ্রমিক কাজ করছেন। এই কাজ করে তাঁরাও নানা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছেন বলে জানান। বগুড়া থেকে আসা কর্মরত শ্রমিক মো. ওয়াজেদ ও হাসান। তাঁরা জানান, শ্বাসকষ্ট ও চর্মরোগে ভুগলেও কাজ না থাকায় ১৫ হাজার টাকা বেতনে এমন বিপজ্জনক কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের কাজ ব্যাটারি কেটে সিসা গলানো। এসব সিসা পুরনো কাভারে ভরে নতুন ব্যাটারি তৈরি করা হয়। এ ছাড়া মোবাইল, ফ্রিজ, টিভি ও টিন তৈরি করতে সিসা প্রয়োজনীয় দ্রব্য। এ কারণে সিসার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

এদিকে বিবিয়ানা গ্যাসকূপের অদূরে এবং জনগুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা সিসা তৈরির কারখানার কার্যক্রম বিরামহীনভাবে চলতে থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। এ ব্যাপারে স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য আজিজুর রহমান বলেন, 'রাস্তাসংলগ্ন এই কারখানা থেকে নির্গত এসিড ও সিসা পোড়ানো কালো ধোঁয়ায় আমরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। আমাদের দাবি, পরিবেশবিধ্বংসী কারখানাটি জনস্বার্থে বন্ধ করে দেওয়া হোক।'

আউশকান্দি বাজারের ব্যবসায়ীরা বলেন, শুধু ব্যাটারি কারখানাই নয়। আইন মোতাবেক জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ইটভাটা, মুরগির খামার স্থাপন করা যাবে না। তার পরও পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি না নিয়ে যত্রতত্র গড়ে উঠছে এসব কারখানা। যার ফলে জীববৈচিত্র্যে বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

সিসা কারখানার ম্যানেজার মো. জিন্নাহ বলেন, নবীগঞ্জ রোডের আউশকান্দি বিস্তীর্ণ এলাকা ফাঁকা পড়ে থাকে। ঘনবসতি এলাকায় কারখানা স্থাপন করলে নানা অভিযোগ ওঠে। এ কারণে আউশকান্দি এলাকা বেছে নেওয়া হয়। সিসা তৈরির কারখানার মালিক মাহবুবুল বারী চৌধুরী মুবিনের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে ব্যস্ততা দেখিয়ে তিনি কথা বলতে চাননি।

নবীগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রত্যয় হাশেম বলেন, 'বিষয়টি শুনে আমরা সিসা কারখানায় অভিযান পরিচালনা করেছি। অভিযানের সময় কাউকে পাওয়া যায়নি। পরে এরই পাশে দুটি প্লাস্টিকের কারখানার দুজন কর্মচারীকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।'

হবিগঞ্জ জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. মো. ইউসুফ আলীর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'পরিবেশ বিপর্যস্ত হওয়ায় সিসা তৈরির কারখানা করা যাবে না। আমরা এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

THE BUSINESS STANDARD THURSDAY 04.09.2025

RMG owners object to govt initiative to allow trade union with 20 workers

TRADE UNION – BANGLADESH

TBS REPORT

The country's ready-made garment industry owners have formally objected to the government's initiative to allow trade unions to be formed if only 20 workers of a factory want to do so.

In a meeting at the Secretariat yesterday, leaders of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) raised their concerns in a meeting with five government advisers, warning of the potential negative impact on the industry if the measure is implemented, according to meeting sources.

Sources said, the advisers assured the owners that their objections would be taken into consideration. The owners were also requested to submit their concerns in writing to the ministry, outlining the reasons for their opposition to the proposed amendments.

The meeting, chaired by Muhammad Fouzul Kabir Khan, adviser to the power, energy and mineral resources ministry, was also attended by Brigadier General (Retd) Dr M Sakhawat Hussain, adviser to the labour and employment ministry, along with three other advisers.

"We have conveyed our concerns. We have been asked to put them in writing, and we will do so soon," Mahmud Hasan Khan Babu, president of BGMEA told The Business Standard after the meeting.

He added, "We will explain in writing the potential consequences for the industry if the proposed amendments to the labour law are implemented."

BKMEA President Mohammad Hatem echoed BGMEA president, telling TBS, "The advisers said they will review our concerns. We will submit a written explanation of the problems."

The government has recently initiated amendments to the existing Bangladesh Labour Act (BLA), following long-standing discussions about obstacles and complications workers face in forming trade unions – especially in the ready-made garment sector. The issue has also drawn significant international pressure.

Currently, the law allows trade unions to be formed if 20% of a factory's workforce supports it. However, labour leaders are demanding that this threshold be lowered further. At the same time, the government has proposed amendments allowing a trade union to be formed if 20 workers in a factory wish to do so, with a cap of five trade unions per factory.

Since this proposal emerged, factory owners have consistently voiced their objections in various forums.

Industry representatives argue that such changes could disrupt the production environment in

প্রথম আলো • শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

কুমিল্লায় আখতার হোসেন
গণ-অভ্যুত্থানের পরেও শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত হয়নি

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

জাতীয় নাগরিক কমিটির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেছেন, '২৪-এর অভ্যুত্থানের পরেও শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত হয়নি। আমাদের শ্রমিক ভাইয়েরা বিভিন্ন শিল্পকারখানায় কাজ করেন, কিন্তু সেখানে এখনো তাঁদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি।'

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় গাজীপুরের চৌরাস্তা এলাকায় চান্দনা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ মাঠে এনসিপির গাজীপুর জেলা মহানগর শ্রমিক উইং-এর আয়োজনে শ্রমিক সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। পরিবহন, গার্মেন্টস, হকারসহ শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

আখতার হোসেন বলেন, বাংলাদেশের পুরোনো সংবিধান শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। নতুন সংবিধান প্রণয়নের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সংবিধানে শ্রমিকদের অধিকার ও জনগণের অধিকার সুরক্ষিত থাকতে হবে।

এনসিপির সদস্যসচিব আরও বলেন, শ্রমিকেরা যে শ্রম দেন, তার ওপরই সরকার চলে, দেশ এগিয়ে যায়। কিন্তু তাঁদের ন্যায্যতা এখনো নিশ্চিত করা হয়নি। শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরি পান না।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন এনসিপির শ্রমিক উইংয়ের প্রধান সমন্বয়কারী মাজহারুল ইসলাম ফকির। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক আলী নাসের খান, কেন্দ্রীয় সংগঠক আবদুল্লাহ আল মুহিম প্রমুখ।

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ২৬ ভদ্র ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 10 September 2025

জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প: অর্থনৈতিক সুযোগ এবং পরিবেশগত বিপদ

জীবিকার টানে মানুষ কত কিছুই না করে; কখনো তাদের কাজ ছড়িয়ে দেয় আলো, আবার কখনো আনে অন্ধকার। সাগরের ঢেউয়ে ভেসে আসে ধাতব দৈত্যেরা, নিঃশব্দে উপকূলে ভেঙে পড়ে, রেখে যায় অর্থ আর বিষ। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে গেলে এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ে—সমুদ্রের ঢেউয়ের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল পরিত্যক্ত জাহাজ, যা এখানে এসেছে শেষ সময় কাটাতে। পরিত্যক্ত জাহাজগুলো ভেঙে ফেলা হচ্ছে, যেন সমুদ্র থেকে সোনা তোলা হচ্ছে, কিন্তু এর সঙ্গে মিশে আছে বিষ। একদিকে হাজার হাজার মানুষ সেখানে কাজ করে ঘরে পেটের ভাতের জন্য টাকা নিয়ে যায়, অন্যদিকে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে বিষাক্ত রাসায়নিক, ধোঁয়া, গ্যাস ও তেল। এভাবেই চট্টগ্রামের জাহাজ ভাঙ্গার শিল্পের-বাস্তবতা আমাদের সামনে আসে।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জাহাজ ভাঙ্গার দেশ। এই শিল্প মূলত চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপকূলজুড়ে গড়ে উঠেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে ব্যবহার উপযোগী নয় এমন বা পুরনো জাহাজ এখানে আনা হয়। একে একে ধাতব পাতগুলো কেটে ফেলা হয়, মেশিন ও যন্ত্রাংশ ভেঙে নেওয়া হয় এবং স্টিল দেশের বিভিন্ন শিল্পে কাজে লাগে। এই প্রক্রিয়ায় বিদেশ থেকে অর্থ আসে এবং হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়। অনেক সময় একটি জাহাজ ভেঙে কয়েক কোটি টাকার লোহা আসে, তাই অনেকেই এই শিল্পকে 'চলন্ত খনি' হিসেবে অভিহিত করেন।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর একটি পৃথিবী রেখে দিতে হলে এখনই ভাবতে হবে এই বিপদের পথ থেকে কিভাবে বের হওয়া যায়। সমস্যার দিকে আঙুল তোলা সহজ, কিন্তু সমাধানের পথে হাঁটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি জাহাজ ভাঙার আগে চেক করতে হবে সেখানে কোনো ক্ষতিকর উপাদান আছে কি না। বিদেশ থেকেও এগুলো পূর্বনির্ধারিতভাবে আনা উচিত। যথাযথ প্রশিক্ষণ, হেলমেট, মাস্ক এবং সেফটি গিয়ার ছাড়া কাউকে কাজ করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। বর্জ্য কীভাবে ফেলা হবে তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজনীয় মেশিন লাগানো জরুরি। পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়মিত তদারকি এবং জরিমানা কার্যকর করা আবশ্যক। স্থানীয় জনগণ, শ্রমিক এবং শিল্প মালিকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে শুধু টাকা নয়, জীবনের নিরাপত্তাও জড়িত।

একদিকে দেশের মানুষ কর্মসংস্থান পাচ্ছে এবং সরকার বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছে, যা ইতিবাচক। কিন্তু পরিবেশ ধ্বংস হয়ে গেলে এই লাভের কোনো মূল্য থাকবে না। আমাদের উচিত এই শিল্পকে বন্ধ না করে সঠিকভাবে পরিচালনা করা। উন্নত দেশগুলোর মতো নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে জাহাজ ভাঙা সম্ভব। তবে এজন্য দরকার সদিচ্ছা, কঠোর নিয়ম ও দায়শীল মনোভাব। সচেতন না হলে আগামী দিনের সীতাকুণ্ড হবে বিষাক্ত বালুর মাঠ, সমুদ্র থাকবে না, থাকবে বিষে ভরা পানি। তখন এই লাভও কোনো কাজে আসবে না।

আরমীন আমীন ঐশী

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫.

শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতে নতুন সংবিধান প্রয়োজন

গাজীপুর প্রতিনিধি

আখতার হোসেন

জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্য সচিব আখতার হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশের পুরনো যে সংবিধান সেখানে শ্রমিকদের অধিকার, জনতার অধিকার নিশ্চিত করা হয়নি। এই সংবিধান বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তি দিতে পারেনি। আমরা বাংলাদেশ সরকার ও রাজনৈতিক দলের কাছে আহ্বান করছি, অবশ্যই শ্রমিকের অধিকারের কথা, জনতার অধিকারের কথা থাকে এমন একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষের কথা, শ্রমিকদের কথা এই সংবিধানে পরিষ্কারভাবে সুরক্ষিত করতে হবে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় গাজীপুর চৌরাস্তা এলাকায় চান্দনা স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে পরিবহন, গার্মেন্টস, হকারসহ সব শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে শ্রমিক সমাবেশে এসব বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ২৪-এর অভ্যুত্থানের পরেও শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা যায়নি। শ্রম সুপারিশ কমিটি গঠন করা হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। আমাদের শ্রমিক ভাইয়েরা বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেন কিন্তু সেখানে এখনো তাদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি। আমাদের শ্রমিকরা যে শ্রম দেন, সেই শ্রমে সরকার চলে, দেশ এগিয়ে যায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত শ্রমিকদের ন্যায্যতা নিশ্চিত করা হয়নি। শ্রমিকরা ন্যায্যমূল্য পান না। শ্রমিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু অফিস-আদালত ও সরকারি সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিকরা বঞ্চিত থেকেছেন সবসময়। তাই আমরা বলতে চাই, শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, শ্রমিকদের মর্যাদা দিতে হবে।

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) গাজীপুর জেলা মহানগর শ্রমিক উইংয়ের আয়োজনে এ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন এনসিপি শ্রমিক উইংয়ের প্রধান সমন্বয়কারী মাজহারুল ইসলাম ফকির। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক আলী নাসের খান, এনসিপির কেন্দ্রীয় সংগঠক আব্দুল্লাহ আল মুহিম, রিয়াজ মোর্শেদ, বশির আহম্মেদ, শ্রমিক নেতা আরমান হোসেনসহ এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতারা ও শ্রমিক উইংয়ের শীর্ষ নেতারা।

সোমবার
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

বেপজার ইপিজেডগুলোয় দুর্ঘটনাজনিত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া শুরু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) ইপিজেডগুলোতে থাকা তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু ও স্থায়ী শারীরিক অক্ষমতায় আর্থিক সুবিধা দেওয়া শুরু হয়েছে।

এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর সঙ্গে এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম (ইআইএস) নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে বেপজা। প্রকল্পটিতে আইএলওর সঙ্গে কারিগরি সহায়তা করছে জার্মান উন্নয়ন সংস্থার (জিআইজেড)। যার অর্থায়ন করবে বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো।

গতকাল রবিবার ধানমন্ডির বেপজা কমপ্লেক্সে ঐ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডের দুই জন নিহত শ্রমিকের পরিবার ও কুমিল্লা ইপিজেডের কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় শারীরিক অক্ষমতাজনিত কারণে এক জন শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এর মাধ্যমে তারা পেনশনের মতো মাসিক ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা পেতে থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুর ক্ষেত্রে সর্বশেষ মাসিক বেতনের ৪০-৬০ শতাংশ এবং আহতের ক্ষেত্রে শারীরিক অক্ষমতার ওপর বিবেচনা করে পেনশন নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বেপজা, আইএলও এবং জিআইজেড-এর মধ্যে একটি লেটার অব ইনটেন্ট সই হয়। পরবর্তী সময়ে এসব সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি এনডোর্সমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি শ্রমিকদের কাছে থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন আবেদন যাচাই করে প্রাথমিকভাবে উল্লিখিত তিন জনকে পেনশন সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

অনুষ্ঠানে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান, বিএসপি, এনডিসি, পিএসসি বলেন, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বেপজা শুধু বিনিয়োগ বৃদ্ধিই নয়, শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষায়ও কাজ করে যাচ্ছে। আমরা যে কার্যক্রম শুরু করতে পেরেছি তা কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের সুরক্ষা আরও নিশ্চিত করবে। আমরা ইপিজেড শ্রমিকদের জন্য নানা ধরনের সুবিধা দিয়ে যাচ্ছি, যার অংশ হিসেবে এটা একটা বড় উদ্যোগের সূচনা করছে। শ্রমিকদের কর্মচাঞ্চল্য আমাদের দেশের টেকসই উন্নয়নের মূল ভিত্তি।

তিনি বলেন, আমরা শুধু আহত-নিহত শ্রমিকদের পেনশন সুবিধা নয়। ইপিজেডে কোনো ফ্যাক্টরি বন্ধ হলে, দ্রুত বেতন দেওয়ার একটা উদ্যোগ নিয়েছি। সেজন্য ফান্ড করা হবে, যেন আপনাদের কষ্টের টাকা আটকে না থাকে।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর (নিযুক্ত) ম্যাক্স টুনন, জার্মান উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি ড. মাইকেল ক্রোড, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মুনির হোসেন খান, বেপজার সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন) আশরাফুল কবীর প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বেপজার অধীনে আটটি ইপিজেড এবং চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া পটুয়াখালী ও যশোরে নতুন দুটি ইপিজেড প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে।

২০২৫-এর আগস্ট পর্যন্ত বেপজাধীন জোনসমূহে ৪৫৪টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে যেখানে প্রায় সাড়ে ৫ লাখ মানুষ কর্মরত। মোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এখন পর্যন্ত রপ্তানি হয়েছে ১২০ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের পণ্য।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বেপজার ৯টি জোনের আয়তন দেশের মোট আয়তনের মাত্র ০.০০১ শতাংশ হলেও গত অর্থবছরে এই ক্ষুদ্র আয়তন থেকেই বেপজা দেশের মোট রপ্তানির ১৭ দশমিক শূন্য ৩ ভাগ অবদান রেখেছে।

THE FINANCIAL EXPRESS September 14, 2025

BGMEA to formulate unified code to cut audit duplication

MONIRA MUNNI

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), the apparel apex body, has undertaken a move to explore audit practices aiming to formulate a unified code of conduct to reduce multiple and overlapping of inspections.

BGMEA is conducting a survey in this regard and asked all its member factories through a circular issued on September 10 to provide information on the audit practices and costs associated with each inspection.

The circular noted that the initiative would help reduce duplication of audits while ensuring that compliance and sustainability practices in the country's readymade garment industry will remain 'robust and credible'.

Talking to the FE, a number of local apparel exporters said social audits are frequently repeated throughout the year, often by the same auditors, collecting identical data for different customers. Such repetition consumes time and money and disrupts their production processes, as factories must accommodate audits to verify data already provided, they added.

Social auditing in supply chains is designed to identify labour and human rights risks and ensure that suppliers satisfy global, regional or company standards of ethical labour and supply-chain practices.

According to a report by the International Trade Center (ITC) published last year, Bangladeshi RMG industry continued undergoing the highest average number of social audits, even as audits declined in other surveyed countries including China, Vietnam, Turkey and India.

The report titled 'Navigating the Regulatory Landscape: Audit Fatigue in the Garment and Textile Industry' said excessive auditing could lead to "fatigue" and "inefficiencies" in supply chains.

The average number of social audits per facility in Bangladesh was 3.6 in 2021, rising to 3.7 in 2022 and then returning to 3.6 in 2023.

In China, the number was 3.1 in 2021, decreasing to 2.8 in 2023. Vietnam also experienced a similar downward trend, with an average of 3.2 audits in 2021 declining to 2.6 in 2023.

The average number of social audits in Turkey and India was 2.9 and 2.5 in 2021, respectively, and fell to 2.3 and 2.2 in 2023, according to the ITC report.

On September 03, the BGMEA leaders met with buyers' forum, where top representatives from 40 buyers and retailers, including H&M, Puma, PGH, Gap, Lidl, Aldi, Tchibo, Bestseller and Targe USA, were present. The apparel body requested their support in introducing a unified code of conduct in the country's garment sector.

During the meeting, a BGMEA presentation showed that different audit firms asked for a wide range of data points ranging from 85 to more than 600 focusing issues mostly on labour, safety, environment, ethics, wages, and working hours.

Talking to the FE, BGMEA Director Faisal Samad said there are many social issues that are commonly asked by different buyers. If the highest standards are taken into consideration for a unified code of conduct, they must be acceptable to all concerned, he said, adding that the purpose of the BGMEA survey is to identify the overlapping areas so that they could be minimised.

He further noted that once completed, they will sit with all stakeholders, including buyers, to move towards a unified code of conduct.

Munni_fe@yahoo.com

সোমবার। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫। ৩১ ভদ্র ১৪৩২ সময়ের আলো

শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণে নতুন মাত্রা

পেনশনের মতো মাসিক আর্থিক সহায়তা পাবে শ্রমিক পরিবার

● নিজস্ব প্রতিবেদক

শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণে নতুন মাত্রা যোগ হলো। নিহত শ্রমিক পরিবার ও আহত শ্রমিককে নোটিস অব অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। অর্থাৎ পেনশনের মতো মাসিক আর্থিক সহায়তা পাবে শ্রমিক পরিবার। বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) গতকাল রোববার আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সহযোগিতায় আনুষ্ঠানিকভাবে 'এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিমের (ইআইএস)' আওতায় ক্ষতিপূরণের নোটিস অব অ্যাওয়ার্ড প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা স্থায়ী শারীরিক অক্ষমতার শিকার ইপিজেডের পোশাক খাতের শ্রমিকগণ আর্থিক সুবিধা পাবেন।

গতকালের অনুষ্ঠানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডের দুজন মৃত শ্রমিকের পরিবার এবং কুমিল্লা ইপিজেডের একজন স্থায়ীভাবে অক্ষম শ্রমিককে তাদের ক্ষতিপূরণের নোটিস অব অ্যাওয়ার্ড হস্তান্তর করা হয়। এর মাধ্যমে তারা পেনশনের মতো মাসিক আর্থিক সহায়তা পাবেন, যা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য টেকসই সহায়তা নিশ্চিত করবে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের অর্থায়নে পরিচালিত এ প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে আইএলও এবং জার্মান উন্নয়ন সংস্থা (জিআইজেড)। চলতি বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি বেপজা, আইএলও ও জিআইজেডের মধ্যে লেটার অব ইনটেন্ট স্বাক্ষরের মাধ্যমে এ প্রকল্প আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। পরবর্তীতে বেপজা, বিনিয়োগকারী, শ্রমিক কল্যাণ সমিতি, আইএলও ও জিআইজেড প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি এন্ডোর্সমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়। গতকাল কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে প্রথম তিনজন সুবিধাভোগীর জন্য ক্ষতিপূরণের নোটিস অব অ্যাওয়ার্ড অনুমোদন করা হয়। অনুষ্ঠানে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান, বিএসপি, এনডিসি, পিএসসি বলেন, 'আজকের দিনটি বাংলাদেশের শ্রমিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে একটি টেকসই, মানবিক ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কাঠামোতে রূপান্তরের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই নোটিস অব অ্যাওয়ার্ড কেবল একটি কাগজ নয়–এটি আমাদের শ্রমিকদের প্রতি সংকটকালে পাশে দাঁড়ানোর দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতীক।'

তিনি আরও বলেন, 'ইপিজেড শ্রমিকদের নিষ্ঠা, সততা ও পরিশ্রমই বেপজার সাফল্যের মূল ভিত্তি। তাই তাদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। এ কারণেই আমরা ইআইএস পাইলট প্রকল্প চালু করেছি এবং ইপিজেড শ্রম আইনকে অধিকতর শ্রমিকবান্ধব করার উদ্যোগ নিয়েছি। এ ছাড়া আমরা একটি বিশেষ তহবিল গঠনের চেষ্টা করছি যেন হঠাৎ কোনো কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে সেই ফান্ড থেকে শ্রমিকদের পাওনা দ্রুত ও ন্যায্যভাবে পরিশোধ করা যায়।' এটা আমাদের অঙ্গীকার যে বেপজা সবসময় শ্রমিকদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করবে, কারণ তারাই আমাদের সাফল্যের মূল ভিত্তি, তিনি যোগ করেন।

আইএলও কান্ট্রি ডিরেক্টর (নিযুক্ত) ম্যাক্স টুনন বলেন, 'কোনো আর্থিক সহায়তাই একটি জীবনকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। তবে সময়োপযোগী ক্ষতিপূরণ পরিবারগুলোকে নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি প্রদান করে। আমরা বেপজা ও অংশীদারদের সঙ্গে এ প্রকল্পকে বিস্তৃত ও শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

জার্মান উন্নয়ন সংস্থার (জিআইজেড) প্রতিনিধি ড. মাইকেল ক্লোড বলেন, 'এই প্রকল্পটি শ্রমিক ও মালিক উভয়ের সুরক্ষায় একটি সম্মিলিত দায়িত্বের প্রতিফলন। জিআইজেড বাংলাদেশের শ্রমব্যবস্থাকে আরও নিরাপদ এবং স্থিতিশীল করতে এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে সহায়তা করতে পেরে গর্বিত।'

প্রথম আলো • সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫,

১৪ মাস বেতন পান না শিক্ষকেরা

টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট

শুধু মানিকগঞ্জেরই নয়, সারা দেশে মোট ১০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছেন না।

আমার ক্যারিয়ারের জন্য আমার স্বামী ভালো বেতনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন কম বেতনে চাকরি করছেন। অথচ এখন আমিই বেতন পাচ্ছি না।

মাহমুদা খাতুন, সহকারী শিক্ষক

দীর্ঘদিন ধরে বেতন-ভাতা না পাওয়ায় শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসহনীয় অর্থকষ্টে দিন চলছে।

মো. আমিনুল হক, সুপারিনটেনডেন্ট

আব্দুল মোমিন, *মানিকগঞ্জ*

মানিকগঞ্জের টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ১৪ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। দীর্ঘদিন ধরে বেতন না পাওয়ায় পরিবার নিয়ে তাঁরা মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

শুধু মানিকগঞ্জেরই নয়, সারা দেশে মোট ১০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছেন না। এ অবস্থায় সম্প্রতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মবিরতি ও অবস্থান ধর্মঘট পালন করেন তাঁরা।

শিক্ষকদের অভিযোগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় তাঁরা বেতন পাচ্ছেন না। ফলে বাড়িভাড়া, সন্তানের শিক্ষা ও চিকিৎসা—সবই ব্যাহত হচ্ছে। অনেক শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ধারদেনা করে সংসার চালাচ্ছেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে, ২০০৬ সাল থেকে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের অধীন মানিকগঞ্জসহ দেশের ১০টি জেলায় টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প শুরু হয় এবং শেষ হয় ২০১৪ সালে। ২০০৬ সাল থেকে জেলা শহরে একটি ভাড়া ভবনে মানিকগঞ্জের টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৪ সালের ১৪ জুন থেকে সদরের চান্দরা এলাকায় নিজস্ব ভবনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম চলে আসছে। এখানে টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে বর্তমানে ৯ম শ্রেণিতে ১৩৩ জন ও ১০ম শ্রেণিতে ৮০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন ১৫ জন।

২০০৬ থেকে ২০০৮ সালের জুন পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ ছিল। এরপর তিনবার প্রকল্পের মেয়াদ বর্ধিতকরণ হওয়ার পর ২০১৪ সালের জুনে শেষ হয়। ওই সময় পর্যন্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিয়মিত বেতন-ভাতা পেতেন। ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত অনিয়মিত বেতন-ভাতা দেওয়া হয়। তবে ২০২৪ সালের জুলাই থেকে এখন পর্যন্ত ১৪ মাস ধরে শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। এতে অর্থকষ্টে দিনাতিপাত করছেন তাঁরা।

শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, শিক্ষার্থীদের পাঠদানেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। মনোবল হারিয়ে অনেক শিক্ষক ক্লাসে স্বাভাবিক মনোযোগ দিতে পারছেন না। দেশের টেক্সটাইলশিল্পে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে এই টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে কর্মরত সব জনবল তৈরি পোশাক ও বস্ত্রশিল্প খাতকে আরও শক্তিশালী, নিরাপদ ও প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি করছেন। অথচ ১৪ মাস ধরে বেতন-ভাতা না পেয়ে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক ও কর্মচারীরা মানবেতর জীবন যাপন করছেন। শিক্ষকদের বেতন না দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরে এক অচলাবস্থা তৈরি হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) মো. সোবহান আলী ২০০৭ সাল থেকে শিক্ষকতায় আছেন। জেলা সদরে স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে একটি ভাড়া বাসায় থাকেন। তিনি বলেন, '১৪ মাস ধরে বেতন-ভাতা পাচ্ছি না। উর্ধ্বগতির এই বাজারে কেনাকাটা, বাসাভাড়া ও দুই ছেলের পড়ালেখা করানো নিয়ে সমস্যায় পড়েছি। ধারদেনা করে চলতে হচ্ছে।'

সহকারী শিক্ষক (ভাষা) মাহমুদা খাতুন বলেন, 'আমার ক্যারিয়ারের জন্য আমার স্বামী ভালো বেতনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন কম বেতনে চাকরি করছেন। অথচ এখন আমিই বেতন পাচ্ছি না। সংসারের খরচ, বাসাভাড়া ও দুই মেয়ের পড়ালেখার খরচ নিয়ে অর্থকষ্টে দিন কাটাচ্ছি।'

শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ২০১৮ সালে শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সরকারের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন করেন তাঁরা। ২০১৯ সালে উচ্চ আদালত তাঁদের পক্ষে রায় দেন। শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগদানের তারিখ থেকে বেতন-ভাতা রাজস্ব খাতে প্রদানের জন্য উচ্চ আদালত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে দেন। পরে বস্ত্র অধিদপ্তর ওই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করে। এরপর চলতি বছরের ২১ মে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগও শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষে রায় দেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির সুপারিনটেনডেন্ট মো. আমিনুল হক বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বেতন-ভাতা না পাওয়ায় শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসহনীয় অর্থকষ্টে দিন চলছে। প্রকল্পের অধীন নয়, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত করার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায় এখনো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। তাঁরা দ্রুত বকেয়া বেতন পরিশোধ ও নিয়মিত বেতন প্রদানের জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

The Daily Star SEPTEMBER 23, 2025

Why are vital labour markets still closed?

Govt must address the migration crisis as a priority

It is disheartening to see Bangladesh's labour migration to some major overseas markets remaining stalled for years. According to a report by this daily, the country has yet to reverse or recover from the restrictions imposed by destination countries such as the United Arab Emirates (UAE), Malaysia, Oman, and Bahrain, with no clear timeline for reopening. This is despite repeated assurances and high-level engagements from the authorities in recent times.

The situation in the UAE and Malaysia, both major markets for Bangladeshi workers, highlights the depth of the crisis. The UAE has remained effectively closed since July 2024, when some migrants demonstrated in solidarity with the quota reform protesters at home. This is reflected in the fact that no visit or work visas have been issued over the past year, although there has been no official confirmation. Moreover, there is some talk that the ban or restriction may extend to 2026 as well. The stalemate, which has left aspiring workers stuck in limbo, has persisted despite efforts by the interim government, including during the World Governments Summit held in Dubai earlier this year where Chief Adviser Prof Muhammad Yunus urged UAE ministers to lift the ban.

The Malaysia situation remains equally bleak. Despite recent efforts put by the governments of both countries in reopening the market—leading to Expatriates Welfare and Overseas Employment Adviser Asif Nazrul announcing in mid-May the "imminent" deployment of 7,926 workers in the first batch—there has been no tangible progress yet. Of particular concern is the protracted uncertainty over the future of the 18,000 or so workers left stranded after missing the May 31, 2024 departure deadline, when the market last closed. Any recruitment drive post-reopening is supposed to prioritise those stranded, who paid hefty sums to recruiting agencies—far above the official fee—but to no avail so far. The question is, what's stalling the progress?

Over the past decade, Oman, Bahrain, Iraq, Libya, Sudan, Egypt, and Brunei have also closed their doors to Bangladeshi workers at various times. Among them, Bahrain closed its labour market in 2018, Oman in September 2024, and the Maldives last year; they have yet to be reopened. The picture that emerges from this reality of market closures and visa suspensions is deeply troubling. Over the years, we have repeatedly warned about the long-term consequences of our recruitment practices. We have highlighted the widespread irregularities in recruitment as well as the stranglehold of syndicates. The continuation of these systemic flaws has not only driven up costs for aspiring migrants but also eroded the confidence of destination countries, which is now evident.

This situation must be reversed. Our overdependence on Saudi Arabia against the backdrop of shrinking access to other labour markets is totally unsustainable. We urge the government to address this crisis as a key priority. The lack of progress or breakthrough in reopening closed markets is proof that diplomatic efforts alone are not enough. We must overhaul the entire labour recruitment system to ensure the welfare of our workers and steady economic progress for the nation.

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১ আশ্বিন ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 16 September 2025

শ্রম আইন সংশোধন দ্রুত শেষ করার তাগিদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য রপ্তানিতে পাল্টা শুল্ক কমাতে হলে বাণিজ্যঘাটতি কমানোর পাশাপাশি শ্রম আইন সংশোধনপ্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করতে বলেছে ঢাকা সফররত মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদল। তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর নেতাদের সঙ্গে গতকাল ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠক করে এমনটাই বলেছে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদল। যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডেন লিঞ্চ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের নেতৃত্বে সংগঠনটির সহ-সভাপতি মো. রেজওয়ান সেলিম, পরিচালক ফয়সাল সামাদ, মোহাম্মদ আবদুস সালাম প্রমুখ মার্কিন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠকে আরও ছিলেন– ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন। ব্রেন্ডেন লিঞ্চ দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক মার্কিন বাণিজ্যনীতি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

সূত্র জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল বিজিএমইএর নেতাদের স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিয়েছে যে পাল্টা শুল্ক নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে এখনও আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়নি। ফলে পাল্টা শুল্কের হার সেটি আরও কমানোর সুযোগ রয়েছে। তার জন্য বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বাণিজ্যঘাটতি এবং শ্রম আইন সংশোধনপ্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।

বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান জানিয়েছেন, 'বাণিজ্যঘাটতি কমানোর বিষয়ে আমরা প্রতিনিধিদলকে জানিয়েছি, ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানি শুরু হয়েছে। এছাড়া গম, এলএনজিসহ অন্যান্য পণ্য আমদানির প্রক্রিয়াও চলছে। এসব পণ্য আমদানি হলে বাণিজ্যঘাটতি অনেকটাই কমে আসবে। এছাড়া শ্রম আইন সংশোধনের ১২৪টির মধ্যে ১২২টির বিষয়ে আমরা ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে একমত হয়েছি। বাকিগুলোর বিষয়েও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছানো যাবে। তাছাড়া আইএলওর কনভেনশন অনুসমর্থন নিয়েও আমাদের কোনো আপত্তি নেই।'

প্রতিনিধিদল স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে, পাল্টা শুল্ক আরও কমাতে চাইলে বাণিজ্যঘাটতি এবং শ্রম আইন সংশোধনপ্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করতে হবে

পাল্টা শুল্ক ৩৫ শতাংশ থেকে কমে ২০ শতাংশ হলেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়নি। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে বাণিজ্য চুক্তির একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছে। বাণিজ্য চুক্তির বিষয়টি চূড়ান্ত করতে তিন দিনের সফরে ঢাকায় এসেছে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদলটি।

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সঙ্গে গত রোববার সচিবালয়ে বৈঠক করে প্রতিনিধিদল। এতে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নাজনীন কাউসার চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সফররত মার্কিনদল প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের পাশাপাশি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের সঙ্গেও বৈঠক করবে বলে জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৩ আশ্বিন ১৪৩২
Dhaka : Thursday 18 September 2025

শ্রমিকের পাওনা পরিশোধে নাসা গ্রুপের সম্পত্তি বিক্রির সিদ্ধান্ত

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নাসা গ্রুপের অন্যতম মালিক নজরুল ইসলাম মজুমদারের কাছ থেকে সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিতে হবে। এ সময়ের মধ্যে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিয়ে তাদের সম্পদ বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে এবং শ্রমিকের চলতি মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধের বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধু তা-ই নয়, এ সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠান চালু রাখা অথবা বন্ধ করার সিদ্ধান্তও জানাতে হবে নাসা গ্রুপকে। নইলে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং নাসা গ্রুপের মালিক, মালিকের স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ের পাসপোর্ট বাতিল করা হবে।

সচিবালয়ে গত মঙ্গলবার শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আজ রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

বৈঠকে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আবদুল হাফিজ, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সচিব মো. সাইফুল্লা পান্না, অর্থসচিব খায়েরুজ্জামান মজুমদার, শ্রমসচিব মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক, বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান, বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রধান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংকের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তিতে নাসা গ্রুপের মালিকপক্ষের সম্পদের বিবরণও তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে গুলশান-১-এ ১২ তলার ২টি ভবন, গুলশান-১-এ দখল করা বাসা (যেখান থেকে নজরুল ইসলাম মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হয়) এবং গুলশানে ৭১ নম্বর প্লটে ১ বিঘা জমি, যা পারটেক্স গ্রুপের কাছ থেকে কেনা। তেজগাঁও শিল্প এলাকায় মহাখালী বাসস্ট্যান্ডের পাশে রয়েছে ৩ বিঘা জমির ওপর নাসার প্রধান কার্যালয়, তেজগাঁও আড়ংয়ের বিপরীতে ৭ বিঘা জমি, আড়ংয়ের পাশে লাগোয়া গাজী গ্রুপ থেকে কেনা ৭ বিঘা জমি, মহাখালী ডিওএইচএসের মসজিদের পাশে ১০ কাঠা জমি, ঢাকার নিকেতনে ১০ বিঘা জমি এবং ঢাকায় মেয়ে আনিকার নামে একাধিক প্লট।

ঢাকার উত্তরায় রয়েছে ১০ বিঘা জমি, উত্তরা মাসকট প্লাজার পশ্চিমে ফার্নিচারের দোকান, উত্তরা-১৩ নম্বর সেক্টরে একটি প্লট এবং দিয়াবাড়িতে ৩ প্লট মিলে ৪ দশমিক ৫ বিঘা জমিতে ৪০০ কোটি টাকা দামের সুইমিংপুল, মসজিদ ও গেস্ট হাউস।

নাসা গ্রুপের পূর্বাচলের কাছাকাছি ৩০০ ফুট এলাকায় রয়েছে ২ বিঘা জমি। এ ছাড়া রয়েছে আবাসন প্রকল্প জলসিঁড়ির (সেক্টর-১৭) কাছে একটি কাঁচা মার্কেট, হাতিরঝিল প্রকল্পে বড় দুটি খেজুরের ডিপো, যাতে ১০ কোটি টাকার খেজুর আছে, পূর্বাচলে ২০টি প্লট ও ২ দশমিক ৫ বিঘার ওপরে একটি হাসপাতাল, জলসিঁড়ি সেক্টর-১৭-তে নজরুল ইসলাম মজুমদারের নামে ২ দশমিক ৫ বিঘা জমির ওপর ১০০ কোটি টাকা দামের মার্কেট, জলসিঁড়ি-২ নম্বর সেক্টরে ৮টি প্লট রয়েছে, জলসিঁড়ি নীলা মার্কেটের সামনে পুলিশ হাউজিংয়ের বিপরীতে ৩০ বিঘা জমি এবং ৩০০ ফিটের কাছে ৩০ বিঘা জমি রয়েছে।

অভ্যুত্থানের পরও গুলি করে শ্রমিক হত্যা কেন

কল্লোল মোস্তফা

গণ-অভ্যুত্থানে সবচেয়ে বেশি নিহত হয়েছিলেন শ্রমজীবী মানুষ। সেই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসা অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও গুলি করে শ্রমিক হত্যা বন্ধ হয়নি। ২ সেপ্টেম্বর নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে হাবিব ইসলাম (২১) নামের একজন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। হাবিব ইকু ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি নিটিং কারখানায় কর্মরত ছিলেন।

উত্তরা ইপিজেডের এভারগ্রিন নামের একটি কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই এবং বেতন-ভাতা না দিয়ে হঠাৎ কারখানা বন্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিলেন কারখানাটির শ্রমিকেরা। সেনাবাহিনী ও পুলিশ বল প্রয়োগ করে বিক্ষোভরত শ্রমিকদের ইপিজেডের সামনের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে গেলে সংঘর্ষ বাধে। একপর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে ইকু ইন্টারন্যাশনাল কারখানা থেকে নাইট ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফিরতে থাকা হাবিব ইসলাম নিহত হন।

নিহত হাবিব তো কোনো সংখ্যা নয়, রক্ত-মাংসের মানুষ। তাঁরও তো অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল। নিহত হাবিবের পিতা বাবা দুলাল হোসেন ছেলে সম্পর্কে প্রথম আলোর কাছে বলেছেন, 'ছেলেটা আমার অনেক ভালো ছিল। খেলাধুলা করি সব সময় ফূর্তিতে থাকত। কারও সাথে ঝগড়া-বিবাদ নাই। এই সপ্তায় অর নাইট ডিউটি পইড়ছে। এই জন্য দিনত ঘুমায় আর সইন্ধ্যা হইলে রাইতের খাবার খায়া ডিউটিত যায়। কাইল সইন্ধ্যাত এক সাথে রাইতের খাবার খাইছি। কায় জানে বাবার সাথে ওইটাই মোর শেষ খাবার হইবে।'

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে হাবিব ইসলামের অকাল ও করুণ মৃত্যুর পরদিন ৩ সেপ্টেম্বর বেলা তিনটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত জেলা প্রশাসন, কারখানার মালিক, বেপজা কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা হয়। সভায় শ্রমিকদের যৌক্তিক দাবিগুলোর বেশির ভাগ কারখানার মালিকেরা মেনে নেন। ফলে ৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার থেকে ইপিজেডের অন্যান্য কারখানা এবং ৬ সেপ্টেম্বর শনিবার থেকে এভারগ্রিন কারখানা খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

দেখা যাচ্ছে, মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টার আলোচনার মাধ্যমে যে সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল, সে সমস্যাটিকে দিনের পর দিন জিইয়ে রাখা হয়েছিল। এভারগ্রিন কারখানায় বেআইনিভাবে শ্রমিক ছাঁটাইকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েক দিন ধরেই শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ কাজ করছিল। কিন্তু সেই অসন্তোষের নিয়মতান্ত্রিক সমাধানের কোনো উদ্যোগ মালিকপক্ষ বা ইপিজেড কর্তৃপক্ষ কারও দিক থেকেই ছিল না। একপর্যায়ে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা না দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হলে শ্রম অসন্তোষের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটেছিল।

গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসা অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও গুলি করে শ্রমিক হত্যা বন্ধ হয়নি। ফাইল ছবি

শ্রমিকের মৃত্যুর পর বেপজা কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে কারখানা মালিক, জেলা প্রশাসন সবাই যে রকম গুরুত্ব দিয়ে শ্রমিকদের অভিযোগ নিষ্পত্তি করল, সময় থাকতে এ রকম উদ্যোগ নেওয়া হলে হাবিব ইসলামকে প্রাণ দিতে হতো না। দেশে শ্রম অসন্তোষের প্রতিকারের যথাযথ প্রক্রিয়া না থাকায় এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। বিগত স্বৈরাচারী সরকারের আমলেও আমরা দেখেছি বকেয়া মজুরি আদায় বা শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামা শ্রমিকদের গুলি করে হত্যা করা হতো। আফসোসের ব্যাপার হলো গণ-অভ্যুত্থানের পরও পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হলো না। শুধু এবারই নয়, অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে এর আগেও গুলি করে শ্রমিক হত্যার ঘটনা ঘটেছে। সহানুভূতি দেখানোর বদলে বকেয়া মজুরি বা ছাঁটাইয়ের কারণে নিরুপায় হয়ে রাস্তায় নামা শ্রমিকদের সঙ্গে নির্মম আচরণ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ম্যাংগো টেক্স লিমিটেডের সুইং অপারেটর কাওসার হোসেন খান এবং অক্টোবরে আশুলিয়ার জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন লিমিটেড কারখানা শ্রমিক চম্পা খাতুনকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গুলি করে হত্যা করেছিল।

অথচ এই ধরনের ঘটনা যেন না হয়, সে জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম সংস্কার কমিশন ও পুলিশ সংস্কার কমিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো সুপারিশ করেছিল। দেশে সংস্কার নিয়ে কত আলোচনা অথচ শ্রম ও পুলিশ সংস্কারের কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন না হওয়ায় শ্রম অসন্তোষ ও তার ফলশ্রুতিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে শ্রমিক নিহত হওয়া বন্ধ হচ্ছে না।

শিল্পাঞ্চলে শ্রম অসন্তোষের সুনির্দিষ্ট কতগুলো কারণ আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মজুরি পরিশোধে বিলম্ব, অপর্যাপ্ত মজুরি, ওভারটাইম ও ছুটিসংক্রান্ত অনিয়ম, বেআইনি ছাঁটাই, পাওনা না দিয়েই হঠাৎ কারখানা বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি। মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা ও সমস্যা সমাধানের উদ্যোগের অভাবে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব অমীমাংসিত থেকে যায়, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। অধিকাংশ কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন না থাকায় শ্রমিকদের দর-কষাকষির কোনো সুযোগ থাকে না। শ্রম অধিদপ্তর ও কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের যথাযথ নজরদারি না থাকায় শ্রম আইন প্রতিপালিত হয় না।

শ্রম সংস্কার কমিশন এসব কাঠামোগত ও প্রশাসনিক সমস্যা সমধানের জন্য সুনির্দিষ্ট কতগুলো সুপারিশ করেছে। এ রকম একটি সুপারিশ হলো সমন্বিত অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা বা গ্রিভেন্স রিড্রেস মেকানিজম চালু করা। এই ব্যবস্থার অধীনে অনলাইন পোর্টাল, টোল-ফ্রি হটলাইন এবং সরাসরি অভিযোগ কেন্দ্র কার্যকর করার কথা বলা হয়েছিল, যেখান থেকে শ্রমিকেরা সহজে তাঁদের সমস্যা উত্থাপন এবং দ্রুত সমাধান পেতে পারেন।

কমিশন আরও যেসব গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছে, তার মধ্যে রয়েছে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা যাওয়ার আগেই তার সম্ভাব্য কারণগুলো চিহ্নিত করা এবং প্রাথমিক পর্যায়ে তা প্রতিরোধের উদ্যোগ নেওয়া; মালিক-শ্রমিক সংলাপ বাধ্যতামূলক করা; শিল্পকারখানাগুলোতে বেতন-বোনাস, কর্মঘণ্টা, ওভারটাইম, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত আলোচনার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, সরকারের পক্ষ থেকে শক্তিশালী তদারকি ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা হলে কারখানা পর্যায়ে বড় ধরনের অসন্তোষ তৈরি হওয়ার আগেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হতো।

অন্যদিকে পুলিশ সংস্কার কমিশন বিক্ষোভ মোকাবিলার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর নীতিমালা অনুযায়ী পাঁচ ধাপে বলপ্রয়োগের সুপারিশ করেছিল। বিক্ষোভ দমনের ক্ষেত্রে পুলিশ বা সেনাবাহিনী এই নীতিমালা মেনে চললে বিভিন্ন আন্দোলন মোকাবিলায় যে ধরনের ভারসাম্যহীন আচরণের ঘটনা ঘটেছে, সে রকম ঘটত না। কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোনো ভূমিকাই পালন করছে না, আবার অন্য ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করছে। মব সন্ত্রাস দমনে নিষ্ক্রিয় থাকা বাহিনীগুলোই আবার বিভিন্ন অধিকার আন্দোলন দমনে নিষ্ঠুর আচরণ করছে।

অথচ পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশে পরিস্থিতি অনুযায়ী ধাপে ধাপে বলপ্রয়োগের সুপারিশ করা হয়েছিল। সংঘবদ্ধ জনতা মিছিল, সমাবেশ বা বিক্ষোভ প্রদর্শন করার প্রবণতা দেখালে পুলিশ সদস্যরা প্রথমে নিরাপদে দৃশ্যমানভাবে নিয়োজিত হবেন। যদি জনতা মারমুখী আচরণ করে, ব্যাপক ভাঙচুরের ঘটনা ঘটায় এবং পুলিশ ও সাধারণ জনগণকে আঘাত করে আহত করে, তখন ধীরে ধীরে গ্যাস স্প্রে, সাউন্ড হ্যান্ড গ্রেনেড, জলকামান, গ্যাস বা স্মোক ক্যানিস্টার ও লঞ্চার, হ্যান্ড স্টান ক্যানিস্টার, পেপার স্প্রে, শটগান, ইলেকট্রিক পিস্তল প্রভৃতি ব্যবহার করা যাবে। শুধু আত্মরক্ষা বা সম্পত্তি রক্ষার অধিকার প্রয়োগের জন্য জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করা যাবে। তবে সেই অধিকারও সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্যদিকে জাতিসংঘের তদন্ত রিপোর্টে সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রেও গুলিবর্ষণের সুযোগ না রেখে শুধু আত্মরক্ষার্থে গুলির বিধান রাখার সুপারিশ করা হয়েছিল।

শ্রম ও পুলিশ সংস্কার কমিশনের এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তা স্পষ্ট নয়। বিশেষ করে শ্রমিকদের জন্য সমন্বিত অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা কার্যকর করা হলে এবং বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী চললে এভাবে শ্রমিক বিক্ষোভ ও শ্রমিক হত্যার ঘটনা ঘটতে পারত না। এত দিনেও এসব জরুরি সংস্কার না করার কারণে জনস্বার্থবিষয়ক সংস্কারে সরকারের আন্তরিকতা আজ প্রশ্নবিদ্ধ।

গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি সত্যিকারের সম্মান জানাতে হলে শ্রম ও পুলিশ সংস্কারের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন ভীষণ জরুরি।

* **কল্লোল মোস্তফা** বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পরিবেশ ও উন্নয়ন অর্থনীতিবিষয়ক লেখক
kallol_mustafa@yahoo.com

** মতামত লেখকের নিজস্ব*

প্রথম আলো • সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রথম আলো

ঢাকা : সোমবার ৩১ ভাদ্র ১৪৩২
Dhaka, Monday 15 September 2025
সংবাদ
e-mail : sangbadec

কর্মসংস্থানের জরুরি পরিস্থিতি' তৈরি হয়েছে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

দেশে বেকারত্ব বেড়ে যাওয়ায় 'এমপ্লয়মেন্ট ইমারজেন্সি বা কর্মসংস্থানের জরুরি পরিস্থিতি' তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদেরা। চলমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। একই সঙ্গে শিক্ষা খাতের সংকট ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অপ্রতুলতা দেখা দিয়েছে। ফলে আগামী দিনগুলোতে দেশের দরিদ্র পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা করছেন অর্থনীতিবিদেরা।

বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) আয়োজিত 'দারিদ্র্য না কমে কেন বাড়ছে' শীর্ষক অনলাইন সেমিনারে অংশ নিয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন অর্থনীতিবিদ এ কথা বলেন। গত শনিবার রাতে অনলাইনে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান।

সম্প্রতি পিপিআরসির প্রকাশিত এক জরিপে দারিদ্র্যের হার নতুন করে দশ শতাংশীয় পয়েন্ট বৃদ্ধির তথ্য উঠে আসে। দারিদ্র্য বেড়ে যাওয়ার পেছনের কারণগুলো বিশ্লেষণ করা হয় সেমিনারে। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, 'গত তিন বছরে দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশীয় পয়েন্ট বেড়ে ২৮ শতাংশ হয়েছে। দেশের ১৮ শতাংশ মানুষ রয়েছে অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায়। সুতরাং দারিদ্র্য ও ঝুঁকিতে থাকা মানুষের হার প্রায় ৪৬ শতাংশ। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, গ্রামেই দরিদ্রতা বেড়েছে সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়া ৫১ শতাংশ পরিবারে কেউ না কেউ দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত। বেকারত্বের হার ৩ দশমিক ৯৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪ দশমিক ৬৩ শতাংশ হয়েছে। বেকার মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭ লাখ ৩০ হাজারে। আর বর্তমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি মানুষের আর্থিক অবস্থাকে আরও নাজুক করে তুলেছে। তাই কর্মসংস্থানের জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।'

> গত তিন বছরে দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশীয় পয়েন্ট বেড়ে ২৮ শতাংশ হয়েছে। দেশের ১৮ শতাংশ মানুষ রয়েছে অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায়। সুতরাং দারিদ্র্য ও ঝুঁকিতে থাকা মানুষের হার প্রায় ৪৬ শতাংশ

সেমিনারের প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিয়ে গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, 'অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার নানা সংস্কারের উদ্যোগ নিলেও দরিদ্রতা দূরীকরণের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। 'এ বিষয়ক কোনো আলোচ্যসূচিও সরকারের ছিল না।'

আলোচনায় অংশ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সেলিম রায়হান বলেন, '২০২২ সালে বিবিএসের করা দারিদ্র্য জরিপে করোনার কোনো প্রভাব উঠে না আসাটা আমাকে বিস্মিত করেছিল। অতীতে আমরা দেখেছি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি বা দারিদ্র্য কমাতে তেমন কোনো ভূমিকা রাখেনি। বরং একদিকে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, অন্যদিকে বৈষম্য বেড়েছে। এমনকি পোশাক খাতের অধিকাংশ শ্রমিকদের বেতন দরিদ্রদের আয়সীমার নিচে।'

ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে সেলিম রায়হান বলেন, 'বর্তমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি রাতারাতি হয়তো পরিবর্তন হবে না। ফলে দারিদ্র্য সমস্যা আরও ঘনীভূত হতে পারে। আর বর্তমানের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ পরবর্তী সরকার চালিয়ে নেবে কি নাড়সেই প্রশ্নও রয়ে গেছে।'

সেমিনারে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেন, 'গত কয়েক দশকে আমরা কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধি দেখেছি। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ থমকে ছিল। গত ১৫ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হলেও শিল্প খাতে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়নি।

তাই কাজের সুযোগ বাড়েনি। কিন্তু বিবিএসের হিসাবে সপ্তাহে ১ ঘণ্টা কাজ করলে তাকে কর্মসংস্থানে যুক্ত ধরা হচ্ছে। এটা বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, এই বেতনে চলা যায় না।'

আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এম এ সাত্তার মণ্ডল বলেন, 'গ্রামের দরিদ্রতা বৃদ্ধির কিছু কারণ থাকতে পারে। যেমন এখন কৃষি উৎপাদনে সার, সেচ এসবের ব্যয় বেড়ে গেছে। খরার কারণে দীর্ঘ সময় সেচ দিতে হচ্ছে, ফলে ডিজেল ব্যয় বাড়ছে। এতে কৃষকের লাভের পরিমাণ কমে গেছে। সেই সঙ্গে ক্রয়ক্ষমতাও কমেছে। কিন্তু প্রকৃত মজুরি সেভাবে বাড়েনি।'

সেমিনারে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) নির্বাহী পরিচালক ইমরান মতিন বলেন, কর্মসংস্থানের পাশাপাশি শিক্ষা খাতেও সংকট তৈরি হয়েছে। আবার বর্তমান সামাজিক সুরক্ষা প্রচেষ্টাও যথেষ্ট নয়। এখানে সুশাসন নিশ্চিত করা জরুরি। আমরা দেখছি কর্মসংস্থানে নারীর অংশগ্রহণ কমছে। তাই এসবের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রয়োজন।

প্রশ্নোত্তর পর্বে হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, 'মূলত বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের দারিদ্র্য অবস্থার চিত্র তুলে আনার জন্যই কিছুদিন আগে জরিপটি পরিচালনা করা হয় যাতে দেখা যায় দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত ৫১ শতাংশ পরিবার। যাদের নিয়মিত ওষুধ কিনে খেতে হয়। তাই এই জনগোষ্ঠীকে নতুনভাবে সামাজিক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।'

MONDAY SEPTEMBER 15, 2025
BHADRA 31, 1432 BS
The Daily Star

Women's participation in labour force falling

MD ASADUZ ZAMAN

Bangladesh's labour force shrank by 17 lakh in just one year, with women accounting for most of the decline, according to the final report of the BBS's Labour Force Survey 2024.

The report shows that the total labour force stood at 7.17 crore in 2024, down from 7.34 crore the previous year. Male participation remained largely unchanged at 4.8 crore, compared with 4.81 crore in 2023. Female participation, however, fell sharply from 2.53 crore to 2.37 crore over the same period.

This marks the first contraction in the country's labour force since 2010. Between 2010 and 2023, the labour force expanded by more than 1.6 crore, driven largely by rising female participation, which grew from 1.72 crore in 2010 to 2.53 crore in 2023.

"Women's labour force participation tends to vary with the level of development," said Rizwanul Islam, former special adviser at the International Labour Organization's (ILO) Geneva office.

He pointed to a U-shaped relationship: participation declines at the middle stage of development and rises again at higher stages. One reason, he explained, is that as education enrolment increases, labour force participation often falls.

"Employment opportunities, especially in manufacturing, are shrinking. This may explain the decline in urban labour force participation among women with little or no education," he said.

Islam noted that for women with higher levels of education, the picture is more complex. Limited availability of jobs matching their aspirations, the absence of supportive infrastructure such as childcare facilities, and social factors all play a role.

To increase labour force participation among educated urban women, he emphasised the need to create more opportunities in modern service sectors, including education, healthcare, finance, and hospitality.

TREND OF LABOUR FORCE
(In crore)

SOURCE: BBS

> The economy is naturally moving away from agriculture, but the fruits of this transformation are not reflected in employment, especially not in female employment.
>
> **Sayema Haque Bidisha**
> Professor of economics at DU

Sayema Haque Bidisha, professor of economics at the University of Dhaka, pointed out that in the mainstream labour market, comprising urban, semi-skilled, and formal jobs, there is not much improvement in women's participation.

"This is tied to structural transformation. The economy is naturally moving away from agriculture, but the fruits of this transformation are not reflected in employment, especially not in female employment," she opined. Bidisha highlighted four main factors behind the decline.

First, job creation overall remains slow, which is widely termed a case of jobless growth. "If job creation is weak, women's participation also suffers."

Second, in the female-specific context, competition in the garment industry has intensified with the advent of automation and advanced technologies.

"Statistics, though not always from official sources, show women's share in garments is now around 65 percent, compared to over

She identified the quality of women's employment as the major concern. "In manufacturing, formal, urban, and skill-based female jobs have not shown encouraging trends."

Bidisha, also a former research director of the South Asian Network on Economic Modeling, said an increase in agriculture is not negative, but the real concern is whether women are accessing better-quality jobs that match the economy's structural shift.

"Ideally, employment should move toward manufacturing and small service sectors, but we are not seeing that shift at all," she added.

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫,

ছয় মাসে নারী কর্মী কমেছে ২ হাজার

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন

প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের ৬১টি তফসিলি ব্যাংকে মোট কর্মী রয়েছে ২ লাখ ১৩ হাজারের বেশি। যেখানে নারী কর্মী ৩৫ হাজার ৭৮২ জন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের আর্থিক খাতে নারী কর্মী আরও কমে গেছে। গত ছয় মাসে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নারী কর্মীর সংখ্যা কমেছে প্রায় ২ হাজার বা ৫ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্প্রতি প্রকাশিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জেন্ডার সমতাবিষয়ক প্রতিবেদনে এই চিত্র উঠে এসেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছরের জুলাই-ডিসেম্বরে সরকারি, বেসরকারি ও বিদেশি তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নারী কর্মীর সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার ৬৪৯। চলতি বছরের প্রথমার্ধ (জানুয়ারি-জুন) শেষে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৫ হাজার ৭৮২। সেই হিসাবে ছয় মাসের ব্যবধানে ব্যাংক খাতে নারী কর্মী কমেছে প্রায় দুই হাজার বা প্রায় ৫ শতাংশ।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের ব্যাংকগুলোতে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, যাতায়াত সুবিধা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মতো গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলোর আগের ছয় মাসের তুলনায় চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে অবনতি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি অবনতি হয়েছে অফিস সময়ের পর নারীদের যাতায়াত সুবিধার। গত বছরের শেষ ছয় মাসে ব্যাংকগুলোতে ৫২ শতাংশ নারী এই সুবিধা পেতেন। গত ছয় মাসে তা কমে ৩৭ শতাংশে নেমে এসেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত জুন শেষে দেশের ৬১টি তফসিলি ব্যাংকে নারী ও পুরুষ মিলিয়ে মোট কর্মীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ১৩ হাজারের বেশি, যার মধ্যে নারী কর্মী ১৭ শতাংশ। বাকি ৮৩ শতাংশ পুরুষ কর্মী। এ ছাড়া গত জুন শেষে ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট কর্মীর ১৭ শতাংশ ছিল নারী। অর্থাৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রতি পাঁচজন পুরুষ কর্মীর বিপরীতে নারী কর্মী প্রায় একজন। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারী কর্মীদের মধ্যে প্রারম্ভিক ও মধ্যবর্তী পর্যায়ে নারীদের অবস্থান বেশি। উচ্চ পদে কর্মরত নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অনেক কম।

ব্যাংক খাতে নারী কর্মী কমে যাওয়া ও নারীদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেসরকারি একটি ব্যাংকের প্রারম্ভিক পর্যায়ের এক নারী কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, নারীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছয় মাসের ছুটিকে কর্মমূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া হয় না। কাজের মূল্যায়ন, ডে কেয়ার ও যাতায়াত সুবিধায় নারীদের ক্ষেত্রে নানা ধরনের বৈষম্য রয়েছে। সন্ধ্যা ছয়টার পর নারী কর্মীদের অফিস ছাড়তে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা থাকলেও তা বেশির ভাগ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মানে না। গত পাঁচ বছরে সন্তান পরিপালনের অসুবিধার কারণে আমার পরিচিত বিভিন্ন ব্যাংকের সাতজন নারী কর্মকর্তাকে চাকরি ছাড়তে দেখেছি। এ ছাড়া ক্রেডিট বিভাগেও নারীদের অন্তর্ভুক্তি কম। এসব ঘটনা বেশির ভাগ ব্যাংকে নারী কর্মীদের জন্য অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তফসিলি ব্যাংকগুলোতে কর্মরত জনবল (জানুয়ারি-জুন ২০২৫)

ব্যাংকের ধরন	নারী	পুরুষ	মোট কর্মী
রাষ্ট্রায়ত্ত	৮,৭৪৮	৪৩,৬৯০	৫২,৪৩৮
বিশেষায়িত	১,৯৫২	১০,০৪১	১১,৯৯৩
বেসরকারি	২৪,০৫০	১,২০,৬৮৭	১,৪৪,৭৩৭
বিদেশি	১,০৩২	৩,০৬৭	৪,০৯৯
মোট	৩৫,৭৮২	১,৭৭,৪৮৫	২,১৩,২৬৭

> ব্যাংক খাতে নারী কর্মী কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ মধ্যবর্তী পর্যায়ের নারী কর্মকর্তাদের ঘাটতি। শুরুতে অনেক নারী ব্যাংকার আগ্রহ নিয়ে যোগ দেন। তবে সন্তান জন্ম বা পরিবার সামলানোর চাপের কারণে অনেকেই মাঝপথে চাকরি ছেড়ে দেন।
>
> **তানজেরি হক**
> প্রায়োরিটি ও উইমেন ব্যাংকিং প্রধান, ইস্টার্ন ব্যাংক

উচ্চপর্যায়ে নারী কম

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের ব্যাংক খাতে নারীদের অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে বাড়লেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো নীতিনির্ধারণী বা উচ্চপর্যায়ে এখনো নারীরা অনেক পিছিয়ে রয়েছেন। আবার উচ্চপর্যায়ে নারী কর্মীর ক্ষেত্রে দেশি ব্যাংকগুলোর মধ্যে বেসরকারি ব্যাংকগুলো বেশি পিছিয়ে। এ ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক। রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের উচ্চপর্যায়ে নারী কর্মীর অংশগ্রহণের হার ১৫ দশমিক ৩০ শতাংশ। বিদেশি ব্যাংকের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় ১৪ শতাংশ। আর বেসরকারি ব্যাংকের ক্ষেত্রে এই হার ৭ দশমিক ৮৫ শতাংশ।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ব্যাংকের বোর্ডের সদস্য বা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি বিদেশি ব্যাংকে। এ দেশে কার্যক্রম পরিচালনাকারী বিদেশি ব্যাংকগুলোতে এই হার ১৭ দশমিক ২৪ শতাংশ। আর পরিচালনা পর্ষদে নারীর অংশগ্রহণ সবচেয়ে কম রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোতে, এই হার প্রায় ৪ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে ব্যাংক খাতে কর্মরত নারী কর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নারী কর্মী রয়েছে প্রারম্ভিক পর্যায়ে, যা মোট নারী কর্মীর প্রায় ১৮ শতাংশ। আর মধ্যবর্তী পর্যায়ে কর্মরত রয়েছে মোট নারী কর্মীর প্রায় ১৬ শতাংশ।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) অধ্যাপক শাহ মো. আহসান হাবিব প্রথম আলোকে বলেন, দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সার্বিকভাবে ব্যাংক খাতে সংকট চলছে। তাই নারী কর্মীদের জন্য আদর্শ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে বেশির ভাগ ব্যাংক মনোযোগ দিতে পারছে না। ব্যাংকগুলো এখন খেলাপি ঋণ ও সংকট উত্তরণে ব্যস্ত। এ ছাড়া দেশের প্রেক্ষাপটে পারিবারিক কারণেও নারীরা কর্মজীবনের অনেক সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন না। তবে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত ও কিছু সুবিধা বাড়ানো গেলে ব্যাংক খাতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো সম্ভব।

নারী বেশি বেসরকারি ব্যাংকে

প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাষ্ট্রমালিকানাধীন, বিশেষায়িত, বেসরকারি বাণিজ্যিক ও বিদেশি ব্যাংক—এই চার ধরনের ব্যাংকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নারী কর্মী বেসরকারি ব্যাংকে। গত জুন শেষে দেশের ৪৩টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে মোট নারী কর্মীর সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার ৫০ জন। এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নারী কর্মী রয়েছে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকে। ছয়টি রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকে গত জুন শেষে নারী কর্মীর সংখ্যা ছিল ৮ হাজার ৭৪৮ জন। সবচেয়ে কম নারী কর্মী বিদেশি ব্যাংকে, ১ হাজার ৩২ জন। আর বিশেষায়িত তিন ব্যাংকে নারী কর্মীর সংখ্যা ছিল এ সময়ে ১ হাজার ৯৫২ জন।

জানতে চাইলে ইস্টার্ন ব্যাংকের প্রায়োরিটি ও উইমেন ব্যাংকিংয়ের প্রধান তানজেরি হক প্রথম আলোকে বলেন, ব্যাংক খাতে নারী কর্মী কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ মধ্যবর্তী পর্যায়ের নারী কর্মকর্তাদের ঘাটতি। শুরুতে অনেক নারী ব্যাংকার আগ্রহ নিয়ে যোগ দেন। তবে সন্তান জন্ম বা পরিবার সামলানোর চাপের কারণে অনেকেই মাঝপথে চাকরি ছেড়ে দেন। ফলে দীর্ঘ মেয়াদে নেতৃত্ব পর্যায়ে পৌঁছানোর মতো নারী কর্মীর সংখ্যা কমে যায়। পাশাপাশি অনেক প্রতিষ্ঠানে এখনো পক্ষপাতের প্রবণতা রয়েছে। অনেকেই ধারণা করেন, নারী নেতৃত্ব নিলে সমানতালে পারিবারিক দায়িত্ব সামলানো কঠিন হবে। এই মানসিকতা না বদলাতে পারলে পরিবর্তন আসবে না।

শোভন কাজ

৫ চতুর্দশ বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা
বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২৫ ■ আশ্বিন ৩, ১৪৩২

আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্ট মিলিয়ে নতুন করে প্রায় তিন হাজার মানুষের সরাসরি কর্মসংস্থান তৈরি হবে

সাক্ষাৎকার

কুতুবউদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান, এনভয় টেক্সটাইলস, এনভয় লিগ্যাসি এবং শেলটেক গ্রুপ

গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, রিয়েল এস্টেট, শক্তি, আইটিসহ বিভিন্ন খাতে এনভয় লিগ্যাসি ও শেলটেকের বর্তমান ব্যবসার পরিস্থিতি কেমন?

এনভয় লিগ্যাসি ও শেলটেক গ্রুপ বিভিন্ন খাতে ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো পোশাক ও বস্ত্র শিল্প, রিয়েল এস্টেট, সিরামিক টাইলস, এসপিসি পোল, শিরিষ কাগজ, মাংস প্রক্রিয়াকরণ, স্টক ব্রোকারেজ ফার্ম, নির্মাণ শিল্প, হোটেল ইন্ডাস্ট্রি, বিভিন্ন এয়ারলাইনসের জিএসএ, মিডিয়া, চা বাগান, প্ল্যানিং অ্যান্ড কনসালট্যান্সি ইত্যাদি।

বর্তমানে রফতানিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসাগুলোর ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছি। রিয়েল এস্টেটের কথাই যদি ধরা যাক, অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রির পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে কমে এসেছে। এর একটি কারণ হলো, ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ক্রেতারা আসন্ন নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মনে করি। নির্মাণ শিল্পও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কারণ জনগণ এখন নতুন করে বাড়িঘর করছে না। সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো ধীরগতিতে চলছে বিধায় এক্ষেত্রেও আমাদের প্রত্যাশিত আয় করা সম্ভব হচ্ছে না। শিরিষ কাগজ নানা পলিসিগত জটিলতার কারণে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হচ্ছে না। একইভাবে এসপিসি পোল ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে সরকারি কার্যক্রমে মন্থরগতি থাকায় একই অবস্থায় রয়েছে। জিএসএগুলো কাঙ্ক্ষিত আয় করতে না পারলেও আমরা সার্বিকভাবে লোকসানের সম্মুখীন হইনি। শেয়ারবাজারের ব্যাপারে আপনারা সবাই জানেন। শেয়ারবাজার চাঙ্গা হওয়ার আগ পর্যন্ত ব্রোকারেজ হাউজগুলোর ভালো করার সুযোগ নেই। চা বাগান আমাদের একটি নতুন প্রতিষ্ঠান, এখানে মুনাফা অর্জন একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

এককথায় বলা যায়, আমাদের রফতানিমুখী শিল্পগুলো ভালো করছে এবং স্থানীয় ব্যবসাগুলো আশানুরূপ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফলতার মুখ দেখছে না।

বিনিয়োগ ও ব্যবসায় কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে?

বিনিয়োগ ও ব্যবসার ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে পর্যাপ্ত গ্যাস, মানসম্মত (কোয়ালিটি) ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, অবকাঠামো, ব্যাংকের সুদহার বৃদ্ধি (৯ থেকে এখন ১৪-১৫ শতাংশে ঠেকেছে), ঘুস বাণিজ্য, ট্রান্সপোর্টেশন চার্জ বৃদ্ধি, অন্যান্য দেশের তুলনায় পোর্টের অদক্ষতা, আমলাতন্ত্রের দীর্ঘসূত্রতা, কোনো কোনো সময় রাজনৈতিক অস্থিরতা, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট ইত্যাদি।

চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলগুলো সম্পর্কে জানতে চাই। সরকারের তরফ থেকে কোনো নীতিসহায়তার প্রত্যাশা রয়েছে?

সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত উচ্চ ট্যারিফ বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়াচ্ছিল। তবে সেটি কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে অনেকাংশেই কমিয়ে আনা গিয়েছে এবং এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমরা এজন্য সাধুবাদ জানাই অন্তর্বর্তী সরকারকে। এরই মধ্যে দেখা গিয়েছে, দেশের নানা রফতানিমুখী প্রতিষ্ঠান বন্ধ হচ্ছে। এর পেছনের রয়েছে আর্থিক চাপ, গত বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি। আমরা যে চ্যালেঞ্জগুলোর কথা উল্লেখ করেছি, সরকারের সাহায্য পেলে সেগুলো সমাধান করা সম্ভব। বিশেষ করে ঘুস বাণিজ্য অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে যাওয়া ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত খারাপ একটি দিক। ব্যবসাকে সহজীকরণের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন, যেমন ওয়ান-স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সমস্ত লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন এবং গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা। ব্যাংকের সুদহার অচিরেই কমিয়ে আনা। ঋণখেলাপির সংখ্যা কমানোর মাধ্যমে ব্যাংকের কস্ট অব ফান্ড কমাতে হবে, যেন ক্যাশ ফ্লো অব্যাহত থাকে। নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বাস্তবসম্মত উদ্যোগ নেয়া জরুরি, যা বেকারত্ব দূর করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বাস্তবসম্মত নীতি প্রণয়ন করতে হবে, যা এরই মধ্যে সরকার অনেকাংশ করতে সমর্থ হয়েছে। তবে দেশের বাণিজ্য পরিস্থিতি আরো উন্নত করার জন্য দেশীয় ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত সংলাপ করা প্রয়োজন, যেন তাদের দাবি ও পরামর্শগুলো জানা সম্ভব হয়। স্থানীয় উদ্যোক্তারা যদি ব্যবসা করার অনুকূল পরিবেশ না পান তাহলে বিদেশী বিনিয়োগ পাওয়া দুরূহ হবে।

আগামী পাঁচ বছরে কোন খাতে নতুন বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে এবং এ বিনিয়োগ বাংলাদেশের শিল্প খাতকে কীভাবে এগিয়ে নেবে?

আমাদের বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে পোশাক শিল্পকে সংযুক্ত করতে চাই (ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ), যেন একই ছাদের নিচে তুলা থেকে ফিনিশড গার্মেন্টি পর্যন্ত প্রস্তুত করতে পারি।

আমরা বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো শতভাগ রফতানিমুখী কৃষিজাত শিল্পের যাত্রা করাতে সক্ষম হয়েছি, যেখান থেকে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি নাগাদ বাংলাদেশ থেকে সুইট কর্ন ও আনারস রফতানি করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ইনশাআল্লাহ।

টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস খাতে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কীভাবে সাহায্য করছে?

টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস খাতে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশন এরই মধ্যে বড় পরিবর্তন এনেছে। অটোমেটেড কাটিং, ডিজিটাল প্রডাকশন প্ল্যানিং এবং (ইন্টারনেট অব থিংস) ভিত্তিক রিয়েল-টাইম মনিটরিং উৎপাদন প্রক্রিয়াকে দ্রুত, নির্ভুল ও দক্ষ করে তুলছে। এর ফলে অপচয় কমছে, লিড টাইম কমছে, একই সঙ্গে উৎপাদনক্ষমতা বাড়ছে। ডাটা অ্যানালিটিকস ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহার ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত ডিজাইন তৈরি ও উৎপাদন সামঞ্জস্য করতে সহায়তা করছে, যা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা টিকিয়ে রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে, ইকোল্যাব টেকনোলজি বাংলাদেশী টেক্সটাইল শিল্পে টেকসই উৎপাদনের নতুন দিগন্ত খুলে লেজার ফিনিশিং খরচ সাশ্রয়ী সমাধান দিচ্ছে, ওজোন-ওয়াশ পানি ও রাসায়নিক খরচ নাটকীয়ভাবে কমাচ্ছে, আর E-Flow/Smart Foam অল্প পানিতেই ফিনিশিংয়ের মান উন্নত করছে। পাশাপাশি Eco-Performance Lab পুরো উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবেশগত প্রভাব নির্ণয় করছে, যা EU-সহ বৈশ্বিক বাজারের কার্বন ট্রেসেবিলিটি ও ESG রিপোর্টিং সহজ করছে। এসব প্রযুক্তি শুধু ব্যবসার খরচই কমাচ্ছে

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২৫ ● আশ্বিন ৩, ১৪৩২

কর্মসংস্থান তৈরি করতে গেলে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বিনিয়োগ লাগবে

ড. এ কে এনামুল হক

দেশে ও বিদেশে আমাদের দক্ষ শ্রমিকের অভাব রয়েছে। বাংলাদেশে এখনো একটা স্যুট তৈরি করতে ১০-১৫ দিন লাগে। কিন্তু থাইল্যান্ডে সকালে অর্ডার করলে বিকালে তা রেডি হয়ে যায়। এ থেকেই বোঝা যায় আমাদের দক্ষ শ্রমিকের অভাব। যদিও সেটা আরেকটা শিল্প। তবে সেটাকেও পোশাক শিল্পের আওতায় আনা যায়। সেটা করতে গেলে আমাদের শ্রমিকের দক্ষতা ও উৎপাদনক্ষমতা লাগবে, সেটা বর্তমানে আমাদের নেই। নেই বলেই আমরা সস্তা পণ্য উৎপাদন করছি। এটা হলো প্রথম কথা। দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য অর্থনীতিতে যখন পরিবর্তন হয়, যখন অর্থনীতির অবনমন ঘটে তখন ওই সস্তা পণ্যগুলোই প্রভাবিত হয়। সুতরাং স্বল্প দামে পণ্য বিক্রি করা খারাপ নয়। সস্তা দামে পণ্য বিক্রি করা শঙ্কামুক্ত। কারণ যখন অর্থনীতি উর্ধ্বমুখী হয় তখনো আমরা পণ্য বিক্রি করতে পারি, আবার যখন অর্থনীতিতে মন্দা হয় তখনো বিক্রি করতে পারি। তবে এটা বলছি না আমরা উচ্চমূল্যের পণ্য বিক্রিতে যাব না। উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদনে গেলে মুনাফা বেশি পাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। যখন সার্বিক পরিবেশ তৈরি হবে, কর্মদক্ষ শ্রমিক পাব, তখন আমরা ধীরে ধীরে ওইদিকে এগোব। একসময় আমাদের তৈরি পোশাক শিল্পই ছিল না, এখন আমাদের হয়েছে। একইভাবে আমরা দামি ও উন্নত পণ্যের দিকেও এগোব। একটা পণ্যের জন্য নেগোশিয়েট করতে গিয়ে পুরো অর্থনীতির সম্ভাবনাকে যেন বিপদে না ফেলি। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের যদি মনেই হয়, যুক্তরাষ্ট্র থেকে এনেই আমরা সব করতে পারব তাহলে আমরা চীন থেকে কাঁচামাল আমদানি করি কেন? চীন সস্তায় বিক্রি করে বলেই আমরা সেখান থেকে আমদানি করি। সস্তা আমদানি ছিল বলেই আমরা সস্তায় সরবরাহ করতে পারি।

দেশে পাঁচ-ছয় হাজার আরএমজি ফ্যাক্টরি রয়েছে। সেখানে শিক্ষিতদের কর্মসংস্থান খুব বেশি না। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বেশি যায় বায়িং হাউজে। আমদানি-রফতানির ব্যবসায় যায়। শিক্ষিত শ্রেণী এর সঙ্গে জড়িত কিন্তু সার্বিক অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত না। দ্বিতীয়ত, সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি। সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির জন্য আমাদের কৌশল ভিন্ন হওয়া উচিত। পোশাক খাত দিয়ে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি এত বেশি হবে না। কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি করতে হলে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ আনতে হবে। কোন বিনিয়োগ? যে বিনিয়োগে শিক্ষিত শ্রেণীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। সুতরাং সেটা ভিন্ন পলিসি। পোশাক শিল্প যে প্রবৃদ্ধি দেয় সেটা এই দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে আমার দেশে ২২ লাখ যে কৃষি শ্রমিক আছেন তারাও ধীরে ধীরে অকৃষিজ শ্রমের দিকে ধাবিত হচ্ছেন। গত হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভেতে (এইচআইইএস) দেখা যাচ্ছে, আমাদের কৃষি গৃহস্থালির ৫০ শতাংশ আয় আসে অকৃষি থেকে। অকৃষি হচ্ছে কৃষির বাইরে থেকে আয় করে। অর্থাৎ কৃষকরাও এখন কৃষির বাইরে চলে যাচ্ছেন। তাহলে আমরা গড় শ্রমিক প্রবৃদ্ধি যদি দুই মিলিয়ন ধরে নিই, সেক্ষেত্রে আরো দুই মিলিয়ন কৃষি থেকে বেরিয়ে আসছেন। ফলে নিম্ন পর্যায়ের চাকরিগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পোশাক শিল্প একটা প্রধানতম পর্যায়ের শিল্প, পাশাপাশি আমাদের আরো অনেক ক্ষুদ্র শিল্প, চামড়া ও জুতা শিল্প আছে। বাংলাদেশে আগামীতে আসা উচিত টয় ইন্ডাস্ট্রি। এগুলো অনেক নিম্ন দক্ষতার শ্রমিককে কাজে নিয়ে নেবে। আর শিক্ষিতদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মূল টার্গেট হচ্ছে উচ্চমূল্যের বিনিয়োগ করা, যেখানে শিক্ষিতদের তারা কাজে লাগাতে পারবে। এটা ভিন্ন নীতি। পোশাক শিল্প এটা করতে পারবে না।

গত ১৫-২০ বছরে আমাদের অর্থনীতির যে পরিমাণ অগ্রগতি হয়েছে সেই তুলনায় আমাদের কর্মসংস্থান বাড়েনি। এক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দিই, আমরা বিপুল ব্যয়ে পদ্মা ব্রিজ তৈরি করেছি, কিন্তু সেখানে কতটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে? এগুলো আসলে জিডিপিকে বাড়িয়েছে, কর্মসংস্থান নয়। ঢাকায় ফ্লাইওভার তৈরি হয়েছে, এগুলো কেবল অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যেটা অর্থনীতির ভিত। এর সঙ্গে কর্মসংস্থানের সম্পর্ক নেই। কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি কখন হবে? যখন শিল্প-কলকারখানা হবে তখন। সেজন্যই বলছি, কর্মসংস্থান তৈরি করতে গেলে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং বিনিয়োগ লাগবে। কৃষি বরং স্যাচুরেটেড, কৃষি থেকে আমরা বের করতে চাচ্ছি। তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে অগ্রগতি না হলে অগ্রগতি হবে না। পোশাক শিল্পে গত ১০ বছরে (২০১৪-২৪) যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সেটা খুব একটা হয়নি। অধিকাংশ শিল্প-কলকারখানা ম্যাকানাইজড সিস্টেমে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি অতটা না। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ১-২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। অথচ গত ১০ বছরে আমার আউটপুট বেড়েছে শতভাগ। কিন্তু কর্মসংস্থান সেই তুলনায় হয়নি, এটাই হলো কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধির উদহারণ। আমার অর্থনীতি যেদিকে যাচ্ছে সে তুলনায় কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি আসছে না। এটা আমাদের আগে ছিল না। ফলে এখন অনেক বড় চ্যালেঞ্জ হলো অর্থনীতিতে বিনিয়োগ আনা। বিনিয়োগ শুধু বাইরে থেকেই নয়, ভেতর থেকেও আসতে হবে। যাতে কর্মসংস্থান তৈরি হয়। কর্মসংস্থানে প্রবৃদ্ধি বাড়ে।

অনেকে বলছেন, আমাদের জন্য সম্ভাবনাময় খাত হচ্ছে ফুটওয়্যার ও লেদার ইন্ডাস্ট্রি। পোশাক শিল্পে আন্তর্জাতিক মানের কোম্পানি হয়েছে। কিন্তু ফুটওয়্যার ও লেদার ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা আন্তর্জাতিক মানের হতে পারছি না কেন? আমরা এখানে খুব ধীরলয়ে এগোচ্ছি। আমাদের মূল সমস্যা হলো, আমাদের লেদার সরবরাহ সারা বছর সমান নয়। এছাড়া ঈদের সময় একটা বিশাল সরবরাহ আসে। সে সময় প্রচুর ছোট ছোট শিল্প তৈরি হয়, যারা লেদার প্রক্রিয়াজাত করে। আমাদের এপেক্স ও বাটা ভালো ইন্ডাস্ট্রি। তাদের নিজস্ব ইটিপি আছে। বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলোর নিজস্ব সক্ষমতা রয়েছে সার্বিক কাজের জন্য। ঢাকায় যেটা নিয়ে আমরা বেশি হইচই করি সেটার জন্য ইন্ডাস্ট্রির চেয়ে সরকারের দোষ বেশি। সাভারে জোন করে তাদের সেখানে যেতে বলা হলো। কিন্তু সেখানে ইটিপি চলে না, সিইটিপি চলে না। এর অর্থ সরকার সঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে পারেনি। এটা বেশি দিন আগের নয়। ২০০৬ সালে আমাদের একটা প্রতিবেদনে বলেছিলাম, প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেটে সিইটিপি করতে হবে। এটা যদি না করে তাহলে দূষণ বেড়ে যাবে। আর এই সিইটিপি করার দায়দায়িত্ব যদি পুরোটা ইন্ডাস্ট্রিকে দিই তাহলে তার খরচ বেড়ে যাবে। সুতরাং নগরায়ণের কৌশলগত নীতিমালা তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে একজনকে দোষ দিলে সেটা হবে না। আমরা একসময় লেদার শিল্পকে দোষ দিলাম—সেটা নিয়ে গেল সরকার, নিয়ে সেটাকে বেশি দূর নিতে পারেনি। সেখানে একই অবস্থা। তাতে বোঝা যাচ্ছে, আমরা সমন্বয়ের ভিত্তিতে পরিকল্পনা করছি না। আমরা প্ল্যানিং করছি অনেকটা তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের জন্য। এ মুহূর্তে ট্রাম্পের সমস্যাকে যদি কেবল পোশাক শিল্পের সমস্যা বলি সেটা ঠিক হবে না।

দ্বিতীয়ত, পোশাক শিল্পকে যেসব সুযোগ-সুবিধা, বিশেষত ব্যাংক থেকে শুরু করে বন্ডেড ওয়্যারহাউজসহ ট্যাক্স সুবিধা দেয়া হয়, এই একই সুবিধা কখনো লেদার শিল্পকে দেয়া হচ্ছে না। একই সুবিধা ক্ষুদ্র শিল্প ও ইলেকট্রনিকস মেশিনারিজে দেয়া হচ্ছে না। টয় ইন্ডাস্ট্রিতে দেয়া হচ্ছে না। সব যদি একই সুবিধা সব ইন্ডাস্ট্রিকে দেয়া হয় তাহলে অগ্রগতি ভিন্ন হবে। সব সুযোগ-সুবিধা একটি শিল্পকেন্দ্রিক। সমস্যা হচ্ছে পাবলিক পলিসিতে। যারা পোশাক শিল্পের মালিক তাদের বিশাল অংশ রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন ও আছেন। তারা সবাই তাদের ইন্ডাস্ট্রির কথাই বলেছেন, তারা দেশের অন্য ইন্ডাস্ট্রিগুলোর বিষয়ে কথা বলেন না। পোশাক শিল্পে কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি খুবই কম। কর্মসংস্থান বাড়াতে হলে এখন দরকার অন্য শিল্পগুলোকে বিকশিত করা। ফলে প্রথম দিকে কর্মসংস্থানের হার বেশি থাকবে, কারখানার বয়স যত বাড়বে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার তত কমতে থাকবে। এভাবে চিন্তা করেই পরিকল্পনা করতে হবে। এভাবে পরিকল্পনা করে যদি আমি কর্মসংস্থান বাড়াতে চাই তাহলে বাকি শিল্পগুলোকে ইনসেনটিভ বা প্রণোদনা দিতে হবে। যে প্রণোদনা আশি-নব্বইয়ের দশকে পোশাক শিল্পকে দেয়া হয়েছিল।

পোশাক শিল্প শুরু থেকেই এমনকি কভিড মহামারীতেও সরকারের আনুকূল্য পেয়েছে। অন্য খাতগুলো এমনটা পায়নি। ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর আমরা আরো অস্থির ও অনিশ্চিত ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় চলে যাচ্ছি। কিন্তু এতে পোশাক শিল্পের তেমন ক্ষতি হয়নি। আমরা যদি রফতানি তথ্য বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে, যুক্তরাষ্ট্রে গত এক বছরে, অর্থাৎ ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত রফতানি প্রায় ৪০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এটা নিয়ে এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এগুলো আমরা যতটা বলি ততটা ঘটে না। আমরা একসময় তৈরি পোশাক ১০ বিলিয়ন ডলার রফতানি করতাম। এখন আমরা ৫০ বিলিয়ন ডলার রফতানি করছি। এজন্যই বলি এটা খুব প্রতিযোগিতামূলক শিল্প। পৃথিবীতে অনেক অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও পোশাক শিল্পের ক্ষতি হয়নি। যেহেতু পোশাক শিল্পের মালিকরা ক্ষমতাশীল, তারা সরকারে আছে, তাই তারা কেবল তাদের কথাই বলবে। এটার সঙ্গে দ্বিমত করছি না। আমি যদি সরকারে থাকতাম তাহলে আমি আরো অন্য ১০টি শিল্পের কথা ভাবতাম। সব শিল্পকে একই পলিসিতে নিয়ে আসা

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

গত ১৫-২০ বছরে আমাদের অর্থনীতির যে পরিমাণ অগ্রগতি হয়েছে সে তুলনায় আমাদের কর্মসংস্থান বাড়েনি। আমরা বিপুল ব্যয়ে পদ্মা ব্রিজ তৈরি করেছি, কিন্তু সেখানে কতটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে? এগুলো আসলে জিডিপিকে বাড়িয়েছে, কর্মসংস্থান নয়। ঢাকায় ফ্লাইওভার তৈরি হয়েছে, এগুলো কেবল অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যেটা অর্থনীতির ভিত। এর সঙ্গে কর্মসংস্থানের সম্পর্ক নেই। কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি কখন হবে? যখন শিল্প-কলকারখানা হবে তখন। সেজন্যই বলছি, কর্মসংস্থান তৈরি করতে গেলে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং বিনিয়োগ লাগবে। কৃষি বরং স্যাচুরেটেড, কৃষি থেকে আমরা বের করতে চাচ্ছি। তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে অগ্রগতি না হলে অগ্রগতি হবে না

গেলে অগ্রগতি হবে। সেভাবেই চিন্তা করা উচিত। কেবল একটা শিল্পকে নিয়ে চিন্তা করা কখনই উত্তম পলিসি নয়।

আমরা মোটা দাগে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় তৈরি পোশাক রফতানি করি। এদিকে এশিয়া বৈশ্বিক জিডিপিতে ৫০ শতাংশ অবদান রাখছে। চীন, জাপান, ভারতের মতো বাজারের পাশাপাশি আসিয়ান জোটভুক্ত দেশ ও অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড রয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য হাব ভবিষ্যতে আরো গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে। এ বাজারগুলোয় আমাদের দুর্বল অবস্থানের অনেকগুলো কারণ আছে। এসব জায়গায় আমাদের ভাষার সমস্যাটা অনেক বড় বাধা। আমরা একসময় ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিলাম। ফলে আমরা ইংরেজি ভালো জানি, তাই আমরা ইংরেজি ভাষাভাষীদের কাছে চলে যাচ্ছি। সুতরাং এটা আমাদের প্রাকৃতিক সুবিধা। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা সেখানেই টাকা বিনিয়োগ করেন, পাচার করেন, সেখানেই ব্যবসা বাণিজ্য করেন। তারা সেখানে তাদের পরিবারসহ স্থায়ী হতে চান। ইউরোপে নাগরিকত্ব পাওয়া অন্যান্য দেশের তুলনায় সহজ। যেসব দেশে নাগরিকত্ব পাওয়া কঠিন তারা সেসব দেশকে নিরাপদ মনে করেন না। ফলে তারা ইউরোপে বিনিয়োগ করেন। আমাদের ব্যবসায়ীরা নাগরিকত্ব নেন সিঙ্গাপুরের, দুবাইয়ের। অন্যদিকে চীন ও সিঙ্গাপুরের বড় ব্যবসায়ীরা তারা নিজ দেশকেই অগ্রাধিকার দেন, তারা নিজ দেশেই পরিবারসহ স্থায়ী হতে চান। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য ব্যবসা করা নয়, মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যবসা করে টাকা-পয়সা ইনকাম করে বিদেশে পরিবারসহ স্থায়ী হওয়া। আমাকে যদি বলেন আমি কোথায় যেতে চাই? সেটা অবশ্যই ইউরোপ হবে। ফলে সেখানেই আমার বিনিয়োগ হবে, আমার অগ্রগতি সেখানেই হবে। এটাই তো প্রাকৃতিক বিষয়। এছাড়া আমি এটা অন্য কোথাও করতে পারব না। এর সঙ্গে রাজনীতি, দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিং জড়িত। ফলে যদি বিষয়টাকে একভাবে দেখা হয় তখন আমি এর সঙ্গে একমত নই। তাদের উচিত ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে বিস্তৃত করে এক বিলিয়ন মানুষের বাজারে প্রবেশ করা। চীন এক্ষেত্রে বিশাল মার্কেট। জাপান-আমেরিকার মতোই বড় বাজার। ব্যবসায়ীদের চিন্তা করতে হবে কীভাবে এসব বাজারে প্রবেশ করা যায়। ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় কীভাবে প্রবেশ করা যায় সেগুলো নিয়ে ভাবা দরকার। এগুলো বড় মার্কেট। কিন্তু আমরা সেখানে যাচ্ছি না। আমাদের চিন্তাটা যে পুরোপুরি ব্যবসাকেন্দ্রিক সেটা মনে হচ্ছে না। এর বাইরেও অনেক চিন্তা আছে। সরকারের উচিত এসব বাজারে অনুপ্রবেশে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দেয়া।

বাণিজ্যযুদ্ধে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ব্রাজিলের মতো অনেক দেশ সুবিধা নিতে পারলেও আমরা তেমন সুবিধা করতে পারিনি। প্রথমত, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার সঙ্গে চীনের একটা ভালো বোঝাপড়ার সম্পর্ক বহুদিন ধরে চলে আসছে। চীনের ব্যবসা, বিনিয়োগ ও জনগণ—এ সুবিধা তাদের প্রাকৃতিক। চীনের অর্থনীতিতে যেহেতু লেবার ইনটেনসিভ ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হচ্ছে না, ফলে তারা শিফট করে যাচ্ছে। তারা শিফট করে সেখানেই যাবে যেখানে চীনারা বসবাস করছে। ফলে ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া এ সুযোগ নিচ্ছে। আমাদের উচিত হবে আমাদের লক্ষ্য ঠিক করা। আমাদের লক্ষ্য যদি একবার আমেরিকা, একবার চীন, আবার আমরা চিন্তা করি যে চীন বা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নেগোসিয়েট করব, তাহলে চীন এখানে বিনিয়োগে কীভাবে আসবে? ভিয়েতনামের উন্নয়ন কেবল ভিয়েতনাম দিয়ে হয়নি, ভিয়েতনামের অগ্রগতিতে চীনের ভূমিকা আছে। কারণ চীনের বিনিয়োগ ভিয়েতনামে বা কম্বোডিয়ায় শিফট করে গেছে। আমরা যদি মনে করি আমরা কেবল ইউরোপের সঙ্গে থাকব, তাহলে আমাদের উন্নয়ন খুবই সীমিত হয়ে যাবে। তখন ইউরোপ আরো নতুন নীতি নিয়ে আসবে। শ্রম মানদণ্ড, উৎপাদন নীতিমালা এবং সোর্সিং ঠিক করার কথা বলবে। তখন আমাদের উৎপাদন ব্যয় আরো বাড়তে থাকবে। সুতরাং ভিয়েতনামের সঙ্গে আমরা যেভাবে তুলনা করছি, সেটা সমান নয়। আরেকটা বিষয় হলো, ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শিক্ষার হার আমাদের চেয়ে বেশি। শিক্ষার হার বেশি হলে কিছু ন্যাচারাল অ্যাডভান্টেজ আছে। শিক্ষার সঙ্গে জীবনযাপন পদ্ধতি জড়িত। শিক্ষার হার বেশি হলে সব ধরনের রোগের হার কমে। ফলে সেখানে অনেক নীতি সহজে বাস্তবায়ন করা যায়। আমাদের ক্ষেত্রে এগুলো চ্যালেঞ্জ। সুতরাং আমাদের এগোতে হবে সাবধানে। গত ১০ বছরে পোশাক শিল্প খাতে কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি হয়নি। আমরা হয়তো পৃথিবীর সেরা পরিবেশবান্ধব শিল্প করেছি। কিন্তু তা কর্মসংস্থান তৈরিতে কাজে লাগেনি। যেহেতু পোশাক খাতে কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি কমে গেছে, তখন সেই খাতের দিকে ধাবিত হওয়া উচিত যে খাতে কর্মসংস্থানের অগ্রগতি আছে। কারণ জুলাই বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জ হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। কর্মসংস্থানকে টার্গেট করে পলিসি আসা উচিত।

নতুন যুগের চাহিদা অনুযায়ী আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কার আনা উচিত। আমাদের শিক্ষাকে ঔপনিবেশিকতা থেকে বের হওয়া উচিত। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পুরোপুরি উপনিবেশবাদের কাঠামো টিকে আছে। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কোনো কিছু তৈরি করা না, কোনো রকম একটা ডিগ্রি দেয়া! ঔপনিবেশিক আমলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল এমন একটা ডিগ্রি তৈরি করা, যাতে সিভিল সার্ভেন্ট হতে পারে। আমাদের পুরো জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মূল উদ্দেশ্য ছিল, ছাত্ররা যেন সিভিল সার্ভেন্ট হতে পারে। সুতরাং এতে বোঝা যায়, আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকতার ভেতর আছি। ঔপনিবেশিকতা থেকে বের হতে হলে শিক্ষাকে এ কাঠামো থেকে মুক্ত হতে হবে। দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেবাস একই রকম হবে কেন? সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সিলেবাস হলে সেটা কোনো শিক্ষা হলো না। একটা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ভিন্ন ভিন্ন সিলেবাস হবে। হার্ভার্ডের সিলেবাসের সঙ্গে প্রিন্সটনের সিলেবাসের মিল নেই। প্রিন্সটনের সঙ্গে স্ট্যানফোর্ডের মিল নেই। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) মিল নেই। আমাদের দেশে ঔপনিবেশিক মানসিকতার জন্য আমরা একই শিক্ষা সব জায়গায় দেয়ার চেষ্টা করছি। এটা কাজ করবে না।

লেখক: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)

...িকবার্তা
...তিবার, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২৫ ■ আশ্বিন ৩.

বাংলাদেশের শ্রম, কর্মসংস্থান ও নৌ-পরিবহন কার্যক্রম ও দিকনির্দেশনা

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি আমাদের শ্রমিকরা। তারা দিনরাত পরিশ্রম করে শিল্প, কৃষি, সেবা ও রফতানি খাতকে সচল রেখেছেন। আজ আমরা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রফতানিকারক দেশ, প্রবাসী আয়ে অন্যতম শীর্ষ দেশ এবং শিল্পোন্নয়নের ধারায় দ্রুত অগ্রসরমান। এ অর্জনের পেছনে রয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর ঘাম ও শ্রম। তবে স্বীকার করতে হবে আমাদের শ্রম ও কর্মসংস্থান খাত এবং নৌ-পরিবহন অবকাঠামো এখনো নানা চ্যালেঞ্জে ঘেরা। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আমি বিভিন্ন সভা, সেমিনার, আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং সংবাদমাধ্যমে ধারাবাহিক বক্তব্য রেখেছি। আজ সেসব আলোচনাকে একত্রিত করে বাংলাদেশের শ্রম, কর্মসংস্থান ও নৌ-পরিবহন খাতের বর্তমান চিত্র ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা তুলে ধরছি।

২০০৬ সালে প্রণয়ন করা শ্রম আইন বিশ্ব অর্থনীতি ও বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের বর্তমান বাস্তবতায় সময়োপযোগী করা এখন অপরিহার্য। তাই আমরা শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছি। সংশোধিত আইনে শিশুশ্রম ও জোরপূর্বক শ্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার জন্য কঠোর ধারা যুক্ত করা হচ্ছে। শিশুশ্রম প্রতিরোধে শাস্তি বহুগুণ বাড়ানো হবে।

আমরা এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কনভেনশন ১৩৮ ও ১৮২ অনুসমর্থন করেছি, যা শিশুদের কাজে নিয়োজিত না করার বৈশ্বিক অঙ্গীকারের প্রতিফলন। একই সঙ্গে কনভেনশন ১৫৫, ১৮৭ ও ১৯০ অনুসমর্থনের প্রক্রিয়া চলছে, যাতে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও মর্যাদা নিশ্চিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের অ্যাকশন প্ল্যান ও আইএলওর পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত করছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আধুনিক শ্রম আইনই হবে আমাদের শ্রম খাতের উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার।

বাংলাদেশে শিশুশ্রম একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। পরিসংখ্যান বলছে, দেশে প্রায় ৩৫ লাখ শিশুশ্রমিক রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১০ লাখ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। এ বাস্তবতা আমাদের জন্য অস্বস্তিকর। শিশুশ্রম শুধু একটি সামাজিক সমস্যা নয়, এটি আমাদের অর্থনীতি ও বৈশ্বিক ভাবমূর্তির জন্যও হুমকি।

আমরা এ সমস্যা নিরসনে বহুমুখী উদ্যোগ নিয়েছি। শুধু আইন নয়, বাস্তব পদক্ষেপেও জোর দিচ্ছি। শিক্ষা প্রসার, পরিবারকে আর্থিক সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি—এসবের মাধ্যমে শিশুশ্রম হ্রাস করা হচ্ছে। একই সঙ্গে শিশুশ্রমের সংজ্ঞা নতুনভাবে নির্ধারণের পরিকল্পনা চলছে, যাতে সমস্যার প্রকৃত মাত্রা বোঝা যায় এবং কার্যকর সমাধান টানা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশী শ্রমিকরা আমাদের রফতানি আয়ের মূল ভিত্তি তৈরি করেছেন। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকরা দেশের সাফল্যে অসামান্য অবদান রেখেছেন। কিন্তু তাদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।

আমি বারবার আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের আহ্বান জানিয়েছি, তারা যেন আমাদের শ্রমিকদের শ্রমের ন্যায্যমূল্য প্রদান করেন। সস্তা দামে পণ্য কেনার প্রতিযোগিতা শ্রমিকের জীবনমানকে নিচে নামিয়ে আনে। আন্তর্জাতিক বাজারে যদি আমাদের পণ্যের প্রকৃত মূল্যনির্ধারণ করা হয়, তবে শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি পাবেন এবং শিল্পও স্থায়ীভাবে লাভবান হবে।

শ্রমিকের ন্যায্য বেতন-ভাতা আদায়ে সরকার সবসময় সচেষ্ট। সম্প্রতি মালিকদের বকেয়া পরিশোধে সহায়তা করতে সরকার সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করেছে। তবে তাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা এ ঋণ ফেরত দেবেন না, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে। শ্রমিকের পাওনা মজুরি আদায়ে কোনো ছাড় দেয়া হবে না। এ বিষয়ে সরকার আপসহীন।

আমরা দেখেছি, কিছু অসাধু মালিক বিদেশে অর্থ পাচারের উদ্দেশ্যে কারখানা স্থাপন করেন। পরে হঠাৎ করে কারখানা বন্ধ করে শ্রমিকদের বকেয়া না দিয়েই পালিয়ে যান। এটি শ্রমিকের জীবনে চরম দুর্ভোগ তৈরি করে এবং দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে। আমি প্রকাশ্যে সতর্ক করেছি, এ ধরনের অনিয়ম আর বরদাস্ত করা হবে না। নজরদারি জোরদার করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শ্রম খাতের যেকোনো সংস্কার কেবল কাগজে-কলমে সফল হতে পারে না; এজন্য শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সমন্বয় অপরিহার্য। এ কারণেই আমি নিজে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ কমিটির বৈঠক পরিচালনা করি। এখানে আমরা তিন পক্ষের মতামত শুনি এবং সমাধান খুঁজি। আমি বিশ্বাস করি, শ্রমিকের অধিকার রক্ষা, মালিকের ব্যবসার স্বার্থ ও সরকারের নীতিগত দায়িত্ব এ তিনটির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেই টেকসই সমাধান সম্ভব।

বাংলাদেশের তরুণরা আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করাই আমার অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। সম্প্রতি রাজশাহীতে নতুন একটি কারখানা চালু হয়েছে, যা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের উদ্যোগ সারা দেশে প্রসারিত করা হবে।

একই সঙ্গে আমরা কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছি। বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতা করতে হলে আমাদের তরুণদের আধুনিক দক্ষতায় সজ্জিত হতে হবে। এজন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্প খাতের সহযোগিতা বাড়ানো হচ্ছে।

বাংলাদেশের শ্রম খাত কেবল জাতীয় ইস্যু নয়, এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, রফতানি ও বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তাই আমরা আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। তাদের সঙ্গে বিভিন্ন বৈঠকে আমি বাংলাদেশের অঙ্গীকার তুলে ধরেছি। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও ধারাবাহিক আলোচনায় রয়েছি। আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে আমি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে জানিয়েছি, আমরা শ্রম অধিকার রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ এবং এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছি।

আমি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেও কাজ করার সুবাদে বন্দর ও স্থল-পোর্ট ব্যবস্থার ওপর বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছি। আমরা অপ্রয়োজনীয় ও লোকসানগ্রস্ত স্থলবন্দর বন্ধ করে এগুলোকে কার্যকর ও আয়সংক্রান্ত করা, আর প্রয়োজনীয় পোর্টগুলো সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণ করেই দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে গতিশীল করতে চাই। উদাহরণস্বরূপ, সোনামসজিদ-ল্যান্ড পোর্টের সম্প্রসারণকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি এবং হিলি, ঘুমদুমসহ সম্ভাব্য কেন্দ্রগুলোর কার্যকারিতা বাড়াতে মাঠ পর্যায়ে কাজ চালাচ্ছি, যাতে সীমান্ত ট্রেডে সময় ও খরচ কমে এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরা লাভবান হন।

এছাড়া আমরা বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে কার্যকর উদ্যোগ নিচ্ছি, বিশেষ করে বন্দর অবকাঠামো, গভীর সমুদ্রবন্দর ও ডকইয়ার্ড নির্মাণ এবং জাহাজ ক্রয়ে বিনিয়োগকারী দেশগুলোর সঙ্গে সমন্বয় বাড়াচ্ছি। মাতারবাড়ী ডিপ-সি পোর্টে আন্তর্জাতিক মানের ডকইয়ার্ড গঠনের পরিকল্পনা ও বিদেশী সহায়তা গ্রহণের উদ্যোগ চলছে; একইভাবে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের জাহাজ ক্রয়ের জন্য চীনসহ বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে সমন্বয় কাজ করছে। এসব উদ্যোগ সম্পন্ন হলে আমাদের নৌ-পরিবহন খাতে সক্ষমতা বেড়ে যাবে এবং রফতানিমুখী শিল্পের সাপ্লাইচেইনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বাংলাদেশ এখন একটি জনমিতিক সুবিধার সময় অতিক্রম করছে। আমাদের বিপুলসংখ্যক তরুণ আগামী দিনের শ্রমবাজারের প্রধান শক্তি। তাদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে, শুধু দেশের ভেতরে নয়, আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারেও। এজন্য ভাষা শিক্ষা, প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ, বিদেশগামী শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন—এসব ক্ষেত্রেও আমরা বিশেষ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি।

আমাদের অগ্রাধিকার স্পষ্ট। এসব অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে শ্রম আইনকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করা। শিশুশ্রম সম্পূর্ণ নির্মূল করা। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি ও অধিকার নিশ্চিত করা। বকেয়া মজুরি আদায়ে সরকারের কঠোর অবস্থান অব্যাহত রাখা। শ্রমিক-মালিক-সরকারের ত্রিপক্ষীয় সমন্বয় শক্তিশালী করা। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও তরুণদের দক্ষতা উন্নয়ন। অকার্যকর বন্দর সংস্কার ও কার্যকর বন্দর আধুনিকীকরণ। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ও ডিপ-সি পোর্ট উদ্যোগ বাস্তবায়ন। বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান সুসংহত করা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস সরকার, মালিক, শ্রমিক ও আন্তর্জাতিক অংশীদাররা একসঙ্গে কাজ করলে বাংলাদেশ কেবল অর্থনৈতিক অগ্রগতিতেই নয়, শ্রম অধিকার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নৌ-পরিবহন সক্ষমতার ক্ষেত্রেও একটি বৈশ্বিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

লেখক: উপদেষ্টা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

শোভন কাজ

বৃহস্পতিবার
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পথ কী?

■ মো. মাজেদুল হক

ইকোনমিক ডায়নামিকস অ্যান্ড মুড অ্যাট হাউজ হোল্ড লেভেল ইন মিড ২০২৫ শীর্ষক এক গবেষণায় বলা হয়েছে যে, গত মে মাসে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৭ দশমিক ৯৩ শতাংশ। পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার গবেষণাকাজটি করেছে। ২০২২ সালে সরকারি হিসাবে দারিদ্র্যের হার ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ

অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হচ্ছে। এর আগে রাজনৈতিক সরকার ছিল। রাজনৈতিক সরকারের সময় অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছিল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নানা কারণে সমালোচিত হয়েছে। রাজনৈতিক সরকারের সময় মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), বেকারত্বের হার, মূল্যস্ফীতির হার, দারিদ্র্যের হার নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিল বেসরকারি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। সত্য যে, তথ্যের গরমিল বা বিভ্রাট সব সময় ছিল। তথ্যের গরমিল থাকলে সঠিকভাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নেওয়া যায় না। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সঠিক তথ্য প্রদান করার চেষ্টা চলছে। বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজমান। বিশেষ করে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ-পরবর্তী সময় থেকে মূল্যস্ফীতি বেড়েই চলেছে। এছাড়াও, রাজনৈতিক সরকারের সময় অনেক টাকা ছাপানো হয়েছিল, যার কারণে মূল্যস্ফীতি বেড়ে গেছে। অনেক শ্বেতহস্তী এবং অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করার কারণেও মূল্যস্ফীতি বেড়ে যায়। এছাড়াও, মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ার আরো কারণ রয়েছে। আমদানিকৃত পণ্যের ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় মূল্যস্ফীতি বেড়ে যায়। অনেক পণ্যের জোগান থেকে চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে যায়। এছাড়াও, মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যায়। উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজমান থাকায় অনেক মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়েছে। কারণ, মূল্যস্ফীতির হার যেভাবে বেড়েছে, সে হারে মজুরি হার বাড়েনি। এর ফলে মানুষের প্রকৃত আয় কমে গেছে। মানুষের আয় থেকে ব্যয় বেড়েছে। আয়ের ৫৫ শতাংশ ব্যয় করতে হয় খাদ্য কিনতে, চিকিৎসায় ৮ শতাংশ, শিক্ষায় ৮ শতাংশ, যাতায়াতে ৭ শতাংশ এবং পরিষেবায় ৪ শতাংশ। মৌলিক চাহিদা মেটাতে মানুষকে হিমশিম খেতে হয়েছে। বিবিএসের তথ্য মোতাবেক, ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে মূল্যস্ফীতির চেয়ে মজুরিহার বৃদ্ধি বেশি ছিল। এরপর ৩৯ মাস ধরে মূল্যস্ফীতির চেয়ে মজুরি বৃদ্ধির হার কম।

বাংলাদেশ ব্যাংকের 'বাংলাদেশ মূল্যস্ফীতির গতি' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন মাসে গড় মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৮ দশমিক ৯ শতাংশ। একই সময়ে মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল ৮ দশমিক ২ শতাংশ। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের প্রকৃত আয় কমে যাওয়ায় দারিদ্র্যের হার বেড়ে গেছে। মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের জীবনযাত্রার মান নেমে যায় এবং দেশের সামগ্রিক দারিদ্র্যের হার বেড়ে যায়। বাংলাদেশে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের হারও বেড়ে গেছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানুষের জীবনযাত্রা মানের ১১টি মাত্রিকতা নিয়ে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকটি গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক প্রতিবেদন বলছে, দেশে ২৪ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ মানুষ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যে রয়েছে। ইকোনমিক ডায়নামিকস অ্যান্ড মুড অ্যাট হাউজ হোল্ড লেভেল ইন মিড ২০২৫ শীর্ষক এক গবেষণায় বলা হয়েছে যে, গত মে মাসে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৭ দশমিক ৯৩ শতাংশ। পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার গবেষণাকাজটি করেছে। ২০২২ সালে সরকারি হিসাবে দারিদ্র্যের হার ছিল ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ। ২০২২ সালে অতি দারিদ্র্যের হার ছিল ৫ দশমিক ৬ শতাংশ, সেখানে এখন অতি দারিদ্র্যের হার দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৩৫। ইতিপূর্বে, বিশ্বব্যাংক তার 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট'-এ আশঙ্কা করেছিল ২০২৫ সালে ৩০ লাখ মানুষ অতি দরিদ্র হবে। এর কারণ হলো—উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের প্রকৃত আয় কমে যাওয়া, বিদ্যমান দুর্বল শ্রমবাজার এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মন্থরগতি। গত অর্থবছর থেকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন আগের তুলনায় অনেক কম ছিল। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের প্রবাহ খুবই কম। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ অনেক কমে গেছে। যার ফলে, কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। গত অর্থবছরে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি ছিল সাত শতাংশের নিচে। চলমান অর্থবছরে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি বাড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। কাঙ্ক্ষিত ব্যাংকিং সুবিধা না পাওয়ায় উৎপাদন বন্ধ হয়। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) বলেছে, ব্যাংকিং সমস্যার কারণে প্রায় ৪০০টি পোশাককারখানার উৎপাদন বন্ধ রাখা হয়। এর ফলে মানুষ কাজ হারায়। এর ফলে মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়ে। 'জেন্ডার-ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা' শীর্ষক প্রতিবেদন বলেছে, ২০২৪-২৫-এর জুলাই-ডিসেম্বরের মধ্যে দেশে প্রায় ২১ লাখ মানুষ চাকরি হারিয়েছে। এর মধ্যে ১৮ লাখ নারী। দুঃখজনক যে, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কর্মসংস্থান বাড়েনি। অনেক স্নাতক ডিগ্রিধারী কাজ পাচ্ছে না।

বর্তমানে ৯ লাখ স্নাতক ডিগ্রিধারী বেকার আছে। আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য রেখা দিয়ে দরিদ্র মানুষ চিহ্নিত করা হয়। ক্রয়ক্ষমতাসমতা অনুসারে দিনে ২ দশমিক ১৫ ডলার আয় করে প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা কেনার সামর্থ্য না থাকলে অতি দরিদ্র হিসেবে ধরা হয়। এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। তবে প্রতিটি দেশের জন্য নিজস্ব একটা দারিদ্র্য রেখা ঠিক করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় দারিদ্র্যসীমার মানদণ্ড হলো খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত পণ্য ও সেবা ক্রয় করার জন্য একজন মানুষের প্রতি মাসে গড়ে ৩ হাজার ৮২২ টাকা ব্যয় করার সামর্থ্য না থাকলে তিনি দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাবেন। এর পাশাপাশি দারিদ্র্য পরিমাপের ১১৯ ধরনের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রাখে বিবিএস। এটা সত্য যে, দারিদ্র্যহার কমানোর সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ পুরো বিশ্বে অনুকরণীয়। এর স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস ঢাকায় পালন করেছে বিশ্বব্যাংক। দারিদ্র্য বিমোচন করার পাশাপাশি বাংলাদেশ অনেক আর্থসামাজিক সূচকে এগিয়ে ছিল। যার কারণে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের মনোনীত হয়। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারের একটা পরিকল্পনা থাকে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। যদিও এখনো নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয়নি। জাতীয় বাজেট দারিদ্র্যহার কমানোর জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। প্রকৃত গরিবদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সম্ভব হলে বাজেট সংশোধন করে দারিদ্র্য বিমোচনে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। বেশি বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারলে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। রাষ্ট্রায়ত্ত অনেক বন্ধ প্রতিষ্ঠান চালু করা যেতে পারে। বলা প্রয়োজন যে, স্বাধীনতার পর প্রায় ১৫০টি পাট ও বস্ত্রকল জাতীয়করণ করা হয়েছিল। এখন তা ৫০-এ নেমে এসেছে। এ বন্ধ পাট ও বস্ত্রকলগুলো সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে খোলা যেতে পারে। এতে অনেক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। রাজশাহী অঞ্চলে বন্ধ রেশমকারখানা রাষ্ট্রের সহায়তায় খুলে দিতে হবে।

দারিদ্র্য বিমোচনে মালয়েশিয়াকে মডেল হিসেবে ধরা যায়। মালয়েশিয়ার স্বাধীনতার প্রায় ১০ বছর পর দেশটির প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা দরিদ্র বলে বিবেচিত হতো। বর্তমানে ১০০ জন মালয়েশিয়ানের মধ্যে মাত্র ছয় জন দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে। কারণ, মালয়েশিয়ার অর্থনীতিকে বহুমুখীকরণ করা হয়েছে। মালয়েশিয়াকে অনুকরণ করে বাংলাদেশ সহজেই দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারে। তবে অর্থনীতি বহুমুখীকরণের পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নীতিগতভাবে এগিয়ে যেতে হবে। কোনোভাবেই যেন খেটে খাওয়া মানুষের প্রকৃত আয় কমে না যায়। আর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দেশের শ্রমবাজারের পাশাপাশি বিদেশের শ্রমবাজার সম্প্রসারিত করতে হবে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারলে কমবে দারিদ্র্যের হার। বাড়বে মানুষের জীবনমান। এগিয়ে যাবে অর্থনীতি।

● লেখক : অর্থনীতি বিশ্লেষক এবং পাবলিক পলিসি কমেন্টেটর

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ৩ আশ্বিন ১৪৩২

ঝুঁকি বীমার ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না শিল্প কারখানা

জুনায়েদ হোসাইন

২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টে ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক ৩৬ দিনের রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। দীর্ঘ এই সময়ে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। একই সময় এবং ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে দেশের প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাক শিল্প কারখানা, গুদাম এবং অন্যান্য স্থাপনায় ব্যাপক ভাঙচুর, লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে। এতে শিল্পোদ্যোক্তারা বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। তবে অপ্রত্যাশিত ক্ষতি মোকাবিলার জন্য প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠান অগ্নি এবং সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ করলেও ঘটনার এক বছরেও বীমা দাবি পাচ্ছেন না কারখানা মালিকরা। এ নিয়ে দেখা দিয়েছে জটিলতা। সমাধানে খাত সংশ্লিষ্ট অন্যতম বাণিজ্যিক সংগঠন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) চিঠি দিয়েছে। বীমা দাবি বা ক্ষতিপূরণ পেতে তারা বীমা আইন ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নজির তুলে ধরেছেন।

আইডিআরএর পক্ষ থেকে বিটিএমএর চিঠির সত্যতা নিশ্চিত করা হলেও বীমা দাবি বা নিষ্পত্তির বিষয়ে জটিলতা রয়েছে বলে জানিয়েছে। সংস্থাটি বলছে, সাধারণ বীমা করপোরেশনের পর্যালোচনা ও বীমা আইনের আলোকে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উত্থাপিত বীমা দাবি নিষ্পত্তির সুযোগ নেই। তবে, উপমহাদেশের কয়েকটি দেশে ঘটে যাওয়া জেন-জি আন্দোলনের প্রভাব ও এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের বীমা দাবি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে বলে মনে করে সংস্থাটি। যা ভবিষ্যতে বীমা পলিসির আওতায় আনার বিষয়ে আইডিআরএ উদ্যোগ নেবে।

অন্যদিকে আইডিআরএ এবং সাধারণ বীমা করপোরেশনের ব্যাখ্যার কারণে বীমা কোম্পানিগুলো নানা ধরনের পদ্ধতিগত জটিলতা এবং পলিসির শর্তের অপব্যাখ্যা করে দাবি পরিশোধে বিলম্ব করছে বলে জানিয়েছেন শিল্পোদ্যোক্তারা।

বিটিএমএর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, সরকার পতন আন্দোলনের চূড়ান্ত ও পরবর্তী পর্যায়ে দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল ও বাণিজ্যিক অঞ্চলে কিছু দুষ্কৃতকারী ও

‘২০২৪-এর জুলাই-আগস্ট’ বীমা দাবি

উচ্ছৃঙ্খল শ্রমিক মিলে বিভিন্ন শিল্পকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ চালায়, যাতে দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো একটি বড় ধরনের ক্ষতির শিকার হয়। অথচ ওই সমস্ত শিল্পকারখানা বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্দোলকারী জনতার আক্রোশের শিকার বা আন্দোনের লক্ষ্যবস্তু ছিল না বা হতে পারে না। সংগঠনটি মনে করে, এটা একেবারেই স্পষ্ট যে, কিছু দুষ্কৃতকারী অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগে ওই সমস্ত শিল্পকারখানা বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে লুটতরাজের হীন উদ্দেশ্যে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালায়।

জানা গেছে, চলতি বছর ৩ মার্চ রাষ্ট্রায়ত্ত সাধারণ বীমাকারী প্রতিষ্ঠান, সাধারণ বীমা করপোরেশনে দেশের সব বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের মুখ্য নির্বাহী বা প্রতিনিধি ও জরিপকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পকারখানা বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উত্থাপিত বীমা দাবি বিষয়ে একটি সভা করে। সভায় শিল্পকারখানার উত্থাপিত বীমা দাবির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তবে সভায় সাধারণ বীমা করপোরেশনের পক্ষ থেকে বিদেশি পুনঃবীমাকারীদের বিষয়ে উল্লেখ করে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উত্থাপিত বীমা দাবিকে পপুলার রাইজিং বা জনপ্রিয় উত্থান এবং সিভিল কমোশন বা নাগরিক বিশৃঙ্খলা এবং সন্ত্রাসজনিত ক্ষতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে, উক্ত ক্ষতিকে অগ্নিবীমা এবং শিল্পকারখানার সব ঝুঁকি পলিসিকে আবরিত তথা আওতাভুক্ত নয় বলে অভিমত প্রদান করে।

সাধারণ বীমা করপোরেশনের এমন সিদ্ধান্তকে ত্রুটিপূর্ণ এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করছে বিটিএমএ। তারা সাধারণ বীমার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি বীমা আইন ২০১০ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে দাবি নিষ্পত্তির দাবি জানিয়েছেন।

একইভাবে বীমা কোম্পানি আইনে 'দাঙ্গা-হাঙ্গামা' সংক্রান্ত ধারাকে বীমা দাবি প্রত্যাখ্যানের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের থেকে বিরত রাখতে আইডিআরএকে এই ধারার একটি যৌক্তিক এবং স্বচ্ছ ব্যাখ্যা প্রদানের দাবি জানিয়েছে বিটিএমএ।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সেক্রেটারি জেনারেল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. জাকির হোসেন দেশ রূপান্তরকে বলেন, বিটিএমএ ক্ষতিগ্রস্ত কারখানা মালিকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে তুলে ধরেছে। কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত আশানুরূপ কোনো প্রতিকার পাইনি। বিশেষ করে ৩ মার্চ সাধারণ বীমা করপোরেশন যেভাবে আমাদের মূল্যায়ন করেছে, সেটি তারা করতে পারে কি না, বা বীমা আইন ২০১০ এর আওতায় তারা এমন ব্যাখ্যা দিতে পারেন বলে আমরা মনে করি না। যাই হোক, আপাতত সমস্যার বিষয় ও সমাধানের জন্য আবেদন করা হয়েছে। এর মধ্যে সদস্য কারখানা থেকে আমরা ক্ষতির পরিমাণ ও কারণ এবং ধরন জানতে চেয়েছি, সেটি পেলে ২০২৪-এর জুলাই আন্দোলনের সময় ও পরবর্তী সময়ে ক্ষতির পরিমাণ বা পরিসংখ্যান বলা যাবে। বিষয়টি আমরা গুরুত্বসহ দেখছি।

একই প্রসঙ্গে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (আইডিআরএ) সদস্য (সাধারণ বীমা) মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক দেশ রূপান্তরকে বলেন, আমাদের দেশের সাধারণ বীমা কোম্পানি যেসব বিষয়ে ইন্সুরেন্স কাভারেজ দিয়ে থাকে সেখানে জুলাই আন্দোলনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। পপুলার রাইজিং বা জনপ্রিয় উত্থান এবং সিভিল কমোশন বা নাগরিক বিশৃঙ্খলার বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ফলে এ নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে।

তবে উত্থাপিত বীমা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের অনেক দেশের উদাহরণ এসেছে, কিন্তু সেসব দেশে এমন ঘটনার পলিসি থাকতে পারে। সে জন্য তারা কাভারেজ দিচ্ছে। আমাদের দেশে এখনো এমন কোনো কাভারেজ আসেনি। কিন্তু আমাদের সাধারণ বীমা করপোরেশন বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ ও মতামত নিয়েছে। তারা এ বিষয়ে বাংলাদেশের বীমা দাবি এবং এর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়ে মতামত দিতে পারেনি। যাই হোক, আমাদের তো (জেন-জি) এটাই প্রথম, ভবিষ্যতে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে। আবারও এমন ঘটনা ঘটতে পারে, সেটি মাথায় রেখে প্রস্তুতি নিতে হবে। বীমা পলিসি ঠিক করতে হবে। রি-ইন্সুরেন্স (পুনঃবীমা) বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

Bangladesh had 9 lakh unemployed graduates in 2024

Labour force survey shows

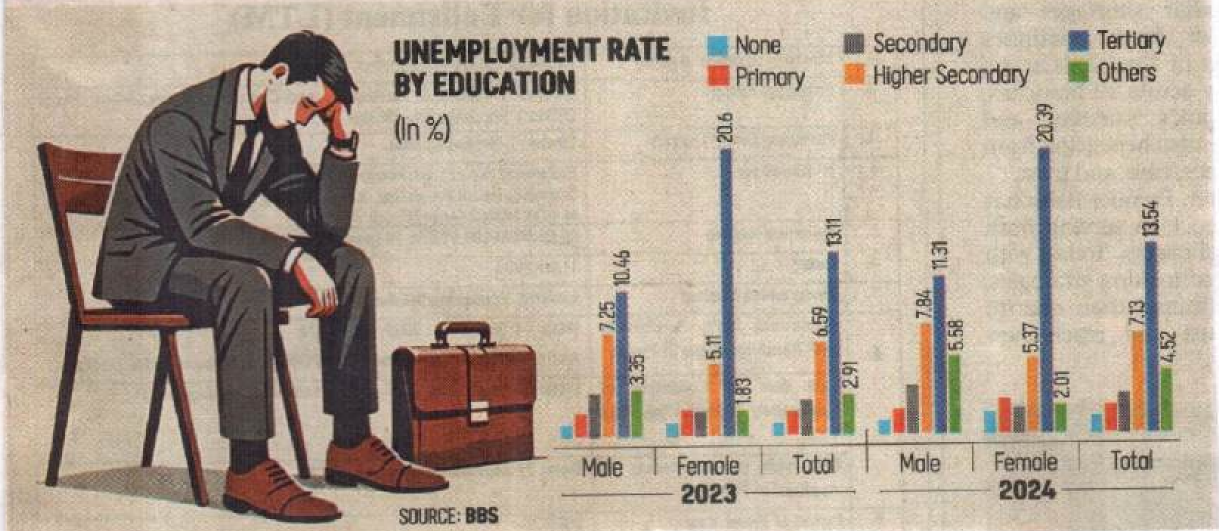

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh had nearly 9 lakh unemployed graduates in 2024, as the unemployment rate among tertiary-level educated individuals rose slightly, according to the final report of the Labour Force Survey (LFS) 2024 released by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) yesterday.

The unemployment rate among graduates increased to 13.5 percent in 2024, up from 13.11 percent the previous year — the highest among all education levels.

However, in absolute numbers, the total number of unemployed graduates stood at 8.85 lakh, reflecting a decrease of 20,000 from the previous year.

Among unemployed graduates, over 20 percent were women, while the overall national unemployment rate stood at 4.48 percent last year.

On the other hand, unemployment among youths with education below the secondary level increased by over 1 lakh, bringing the total to 5.07 lakh.

In percentage terms, the unemployment rate in this group rose by 0.51 percentage points.

Fahmida Khatun, executive director of the Centre for Policy Dialogue (CPD), said the situation is far from satisfactory.

She said that opportunities in both the government and private sectors have not expanded as expected, limiting overall business growth.

"The only real source of jobs is the government, and even there the numbers are limited, and not every year do those opportunities come through. That's why, logically speaking, under these conditions, employment growth cannot realistically be expected."

In terms of the economy, the only thing that has been achieved preliminarily is preventing a complete collapse, she said.

For example, efforts to bring inflation down, pursuing contractionary monetary policy, trying to stabilise the banking sector, and then, since there's little capital, attempting to rebuild reserves.

"From the freefall, a few indicators have been stabilised, so the economy has been somewhat prevented from falling into total disaster."

But alongside that, there are other issues. "Yes, GDP has grown, but that's misleading, because one of the main drivers of growth is investment — private and foreign investment. And that hasn't increased."

She questioned how employment can grow without investment.

And in the past year, there has not been the expected investment.

"Many other economic activities have also been disrupted in various ways. Some factories have come under attack, some have shut down. As a result, production has been hampered. That's why we see that GDP projections are now lower; GDP growth has slowed," she said.

"At this point, we're stuck in a kind of low-level equilibrium: GDP growth is down, inflation is gradually declining, but investment isn't increasing. Even though they say it's rising slightly, it was already extremely low before, so that tiny increase doesn't mean anything," Khatun said.

On top of that, the law-and-order situation has deteriorated, the cost of doing business remains high due to infrastructure weaknesses, high energy and fuel prices, and persistent corruption — all of this hasn't improved.

"Because inflation is high, the government and Bangladesh Bank are sticking to contractionary monetary policy, which has pushed interest rates up."

প্রথম আলো • শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫,

ঢাকায় উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থানের গতি কমেছে

পিআরআইয়ের সেমিনারে তথ্য

সেমিনারে বলা হয়, ২০১০-১৭ সাল পর্যন্ত শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থান গড়ে ৪ শতাংশ করে বেড়েছে। ২০১৭-২২ সালে তা কমে ০.৮ শতাংশে নেমেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকা একসময় প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি হলেও এখন অতি নগরায়ণের কারণে ঢাকায় উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থানের গতি মন্থর হয়ে গেছে। তাই এখন প্রবৃদ্ধির জন্য নতুন শহরকে বেছে নিতে হবে। তা না হলে পরবর্তী ধাপের উন্নয়ন সম্ভব নয়। ২০১০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ঢাকাসহ শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থান গড়ে ৪ শতাংশ হারে বেড়েছে। কিন্তু ২০১৭ থেকে ২০২২ সালে তা কমে শূন্য দশমিক ৮ শতাংশে নেমে এসেছে। শিল্প কর্মসংস্থান নেতিবাচক ধারায় নেমে গেছে।

গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) পক্ষ থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার আয়োজিত 'নগরায়ণ এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন' শীর্ষক সেমিনারে গবেষণায় প্রাপ্ত এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। রাজধানীর বনানীর পিআরআই কার্যালয়ে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে বলা হয়, দেশের মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশের বেশি একটি শহরে বসবাস করলে সেই শহরে মাথাপিছু আয় কমে যায়। বৃহত্তর ঢাকায় এখন দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৩ শতাংশের বাস। ঢাকার এমন অতিকেন্দ্রিকতার কারণে মোট দেশজ উৎপাদনের বা জিডিপির প্রায় ৬ থেকে ১০ শতাংশ ক্ষতি হচ্ছে। ঢাকায় সুযোগ কমে আসায় এখন ঢাকার বাইরে কারখানা স্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু তা অপরিকল্পিতভাবে। এই অপরিকল্পিত উন্নয়ন থামিয়ে পরিকল্পিত নগরায়ণ দরকার। সে জন্য চট্টগ্রামের কর্ণফুলী ও খুলনার বাইপাস এবং কুমিল্লা নতুন বিকল্প হতে পারে।

পিআরআই আয়োজিত এই সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বা বিআইজিডির নির্বাহী পরিচালক ইমরান মতিন। সভাপতিত্ব করেন পিআরআইয়ের নির্বাহী পরিচালক খুরশীদ আলম। আর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সংস্থাটির পরিচালক আহমদ আহসান।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, অগ্রসর অর্থনীতির দেশে প্রতি হাজার মানুষের জন্য সাত একর খোলা জায়গা থাকে। কিন্তু ঢাকায় খোলা জায়গা নেই বললেই চলে। খুলনায় এটা দুই একর করার পরিকল্পনা রয়েছে। আরও কিছু শহরে এটা নিয়ে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এদিকে এখানকার পৌরসভাগুলোতে কোনো পারফরম্যান্স মনিটরিং নেই। ৪০টি সংস্থার আওতায় তাদের কাজ করতে হয়।

সেমিনার শেষে এ বিষয়ে আহমদ আহসান প্রথম আলোকে বলেন, ঢাকাকে কেন্দ্র করে গত কয়েক দশকে যেভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম হয়েছে, তাতে জিডিপির বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। এই উন্নয়ন যদি অন্য শহরে ছড়িয়ে দেওয়া যেত, তাহলে জিডিপি আরও বাড়ত। আগামী পাঁচ-ছয় বছরে নতুন কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সরকারের ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ছিল অর্থের অপচয়।

> **ভবিষ্যতে জমি ব্যবস্থাপনার বড় গবেষণাকেন্দ্র হতে পারে জেনেভা ক্যাম্প। সেখানে খুব অল্প জমির মধ্যে সবকিছু করা হয়। বিকেন্দ্রীকরণকে জোরদার করতে হলে স্থানীয় সরকারকে শুধু দায়িত্ব দিলে হবে না, ক্ষমতাও দিতে হবে।**
>
> **হোসেন জিল্লুর রহমান**
> নির্বাহী চেয়ারম্যান, পিপিআরসি

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, ঢাকার মতো বিশ্বের অনেক দেশেই ব্যাংকক ও সিউলের মতো বড় শহর আছে। কিন্তু বাংলাদেশে ঢাকা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো শহর নেই, এটাই সমস্যা। চট্টগ্রামও দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। সেখানে আগে রেলওয়ে ও নৌবাহিনীর প্রধান কার্যালয় ছিল। কিন্তু নীতি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সেগুলো সরিয়ে আনা হয়েছে।

হোসেন জিল্লুর রহমান আরও বলেন, ভবিষ্যতে জমি ব্যবস্থাপনার বড় গবেষণাকেন্দ্র হতে পারে জেনেভা ক্যাম্প। সেখানে খুব অল্প জমির মধ্যে সবকিছু করা হয়। বিকেন্দ্রীকরণকে জোরদার করতে হলে স্থানীয় সরকারকে শুধু দায়িত্ব দিলে হবে না, ক্ষমতাও দিতে হবে।

নগরায়ণের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণও গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের আলাপ ঐকমত্য কমিশনসহ কোনো টেবিলেই আনা হচ্ছে না।

সভাপতির বক্তব্যে পিআরআইয়ের নির্বাহী পরিচালক খুরশীদ আলম বলেন, পোশাক খাতের প্রবৃদ্ধির সঙ্গে গুলশান-বনানী বড় হতে থাকে, শ্রমিক বাড়তে থাকে, ঘনত্ব বাড়তে থাকে। পরবর্তী সময়ে গাজীপুর-নরসিংদীতে জমি পাওয়া সহজ হওয়ায় কারখানা সেদিকে চলে যায়। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড এবং কালুরঘাট একসময় শিল্প এলাকা ছিল, এখন সব ঢাকামুখী।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিআইজিডির নির্বাহী পরিচালক ইমরান মতিন বলেন, দেশে একটিমাত্র বড় শহর থাকায় সে শহরে জীবনযাত্রাসহ ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যয় বাড়ছে। দেশের দ্বিতীয় কোনো শহর ঢাকার মতো সুযোগ-সুবিধা দিতে পারছে না, নাকি ঢাকায় ব্যবসা করা সহজ বলে সবাই ঢাকামুখী—সেটি খতিয়ে দেখা দরকার।

সেমিনারে মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে ঢাকায় এখনো ব্যবসার খরচ সবচেয়ে কম বলে জানান বাংলা কেমিকাল নামের একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী এম এম সিদ্দিকী।

পিআরআইয়ের প্রধান অর্থনীতিবিদ আশিকুর রহমান বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন করপোরেশনগুলো তৈরি করা হয়েছিল। চট্টগ্রামের মেয়রকে পাশ কাটিয়ে বরাদ্দ দেওয়ার জন্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। একইভাবে গাজীপুর ও খুলনায় মেয়র পছন্দ না হওয়ায় এটা করা হয়েছিল। তবে ঢাকার বাইরে অনেক শহরে অন্যান্য সামাজিক সুবিধা নেই।

কালের কণ্ঠ

শুক্রবার। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

বাড়ল ৫৪ শতাংশ

ওষুধশিল্পের শ্রমিক কর্মচারীর নিম্নতম মজুরি ১৩,৭৫০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ওষুধশিল্প খাতের শ্রমিকদের জন্য নতুন নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করেছে সরকার। এই খাতের জন্য সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৩ হাজার ৭৫০ টাকা। এর আগে ওষুধ কারখানার শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতন ছিল আট হাজার ৯০০ টাকা। সে হিসাবে নতুন কাঠামোয় মজুরি বেড়েছে প্রায় ৫৪ শতাংশ।

গত রবিবার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এসংক্রান্ত জারি করা প্রজ্ঞাপনের গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ফার্মাসিউটিক্যালসশিল্প খাতের শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে।

২০২৪ সালে অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে বেতন-ভাতার দাবিতে আন্দোলনে নামেন ওষুধশিল্পের শ্রমিকরা। টানা আন্দোলনে শ্রমিকদের দাবির মুখে নতুন বেতনকাঠামো গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। ওই সময়ে সর্বনিম্ন বেতন ১৬ হাজার টাকা করার দাবি ছিল শ্রমিকদের, যা মালিকরা মেনে নিয়েছিলেন।

ঠিক এক বছর আগে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকার সাভার, আশুলিয়া, গাজীপুরসহ বিভিন্ন এলাকার ওষুধ কারখানার শ্রমিকরা একযোগে আন্দোলনে নেমেছিলেন। পরে মালিকরা শ্রমিকদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলে আন্দোলনকারী শ্রমিকরা তখন কাজে ফিরে যান। আন্দোলনের মুখে শ্রমিক অসন্তোষে অন্তত ২৫টি কারখানা দু-তিন সপ্তাহ বন্ধ ছিল। দেশে ওষুধশিল্পের ইতিহাসে এটি ছিল বড় ধরনের শ্রমিক অসন্তোষ।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের নতুন প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, গ্রেডভেদে ওষুধশিল্প খাতে শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি হবে ১৩ হাজার ৭৫০ টাকা, আর সর্বোচ্চ ২২ হাজার টাকা। মোট ছয়টি গ্রেডে এসব মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রেডে মজুরির ক্ষেত্রে বিভাগীয় শহর ও সিটি করপোরেশন এবং জেলা ও অন্য এলাকাভিত্তিক—এই দুই শ্রেণি রাখা হয়েছে। সব শ্রমিকের জন্য চিকিৎসা ও যাতায়াত ভাতা সমান রাখা হয়েছে। তবে বাড়িভাড়া ও মূল বেতনের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে।

নতুন কাঠামোয় সর্বশেষ বা ষষ্ঠ গ্রেডে শ্রমিক হিসেবে ধরা হয়েছে অদক্ষ কাজের সহকারীকে।

প্রথম আলো • শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

কর্ম সুরক্ষা

ঢাকার গৃহকর্মীরা আইনি অধিকার আর কবে পাবেন

সেলিম জাহান

ঢাকা শহরে গৃহকর্মীর সংখ্যা বিস্তর। নগরজীবনের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রমবাজারও দ্রুত বেড়েছে। ঢাকার গৃহকর্মীর বাজারকে মোটামুটি তিন ভাগে ফেলা যায়—গুলশান-বনানী-বারিধারার মতো অভিজাত এলাকা, উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের আবাসিক এলাকা আর নিম্নমধ্যবিত্তদের মহল্লা। অবশ্য বাস্তবে এ বিভাজন একেবারে খাঁটি নয়, ব্যতিক্রম থাকেই।

এটাও মনে রাখতে হবে, ঢাকার গৃহকর্মীদের বিশাল অংশই নারী। ফলে এই পেশার ভেতর একধরনের নারী-পটভূমি এবং নারীর অভিজ্ঞতা জড়িয়ে আছে। শহরে গৃহকর্মীরা মূলত তিন ধরনের কাজ করে থাকেন। প্রথমেই আছে সার্বক্ষণিক গৃহকর্মী। তাঁরা মালিকের বাড়িতেই থেকে সারা দিন-সারা রাত কাজ করেন। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা মালিকই করে দেন। দ্বিতীয় ধরনের কর্মীরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মালিকের বাড়িতে কাজ করে রাতে নিজের বাসায় ফেরেন। তাঁরা সাধারণত পরিবার নিয়ে শহরে বাস করেন। আর তৃতীয় ধরন হলো, ঠিকে গৃহকর্মী। তাঁরা এক বাড়িতে নির্দিষ্ট সময় ধরে কিছু কাজ করে চলে যান অন্য বাড়িতে। এভাবে দিনে পাঁচ-ছয়টি বাড়িতে কাজ করেন। আর এ ব্যবস্থায় সাধারণত খাওয়াদাওয়ার কোনো সুবিধা থাকে না।

অভিজাত এলাকায় একজন গৃহকর্মী মাসে গড়ে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা পান। থাকা-খাওয়ার পাশাপাশি কিছু পোশাক-আশাক, হালকা অসুখে ওষুধ, সপ্তাহে এক দিন ছুটি এবং বছরে আরও এক-দুই সপ্তাহ ছুটি মেলে। তবে বড় কোনো অসুখ হলে চিকিৎসার খরচ গৃহকর্মীকেই বহন করতে হয়। কোথাও কোথাও তাঁদের বিনোদনের জন্য আলাদা টেলিভিশনও দেওয়া থাকে। মধ্যবিত্ত এলাকায় গৃহকর্মীদের বেতন গড়ে পাঁচ-সাত হাজার টাকা। কাজের শর্তগুলো লিখিতভাবে ঠিক করা হয় না, বরং মৌখিক বোঝাপড়াতেই চলে। সাধারণত দিনে দুবেলা খাবার, বছরে একবার ঈদে নতুন পোশাক আর একবার গ্রামে যাওয়ার ছুটি থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রান্নাঘরের পাশে বা বারান্দায় মাদুর পেতে ঘুমাতে হয়।

অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছেন নিম্নবিত্ত পরিবারের গৃহকর্মীরা। তাঁদের অধিকাংশই কিশোর-কিশোরী। মাসিক বেতন সাধারণত দু-তিন হাজার টাকার বেশি হয় না। থাকা-খাওয়া ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও কম। কিছু পরিবারে তাদের জন্য পড়াশোনার সুযোগও করে দেয়।

ঢাকায় কাজ করা অনেক গৃহকর্মীরই পরিবার থাকে শহরেই। তাঁদেরও ছোট ছোট শিশু আছে, কারও সন্তান আবার স্কুলে যায়। গৃহকর্মী যখন ভোর থেকে রাত পর্যন্ত অন্যের বাড়ির সন্তানদের দেখাশোনা করেন, তখন তাঁর নিজের সন্তানকে দেখবে কে? অনেক ক্ষেত্রেই এ জন্য আলাদা লোক রাখতে হয় আর সেই খরচ চলে যায় গৃহকর্মীর উপার্জিত সামান্য বেতনের ভেতর থেকেই।

সামাজিক দিক থেকেও গৃহকর্মীদের প্রতি অবজ্ঞা কম নয়। অথচ তাঁরা-ও মানুষ, তাঁদেরও অনুভূতি আছে আর পেটের দায়েই তাঁরা অন্যের দ্বারে কাজ করতে আসেন। কিন্তু সেই মানবিক দিক আমরা সহজেই ভুলে যাই। খাবারের ক্ষেত্রেও বৈষম্য চোখে পড়ে। অনেক সময় তাঁদের জন্য রাখা হয় গৃহস্থের খাবারের উচ্ছিষ্ট। দেখা যায়, ফল বা দই-মিষ্টি নষ্ট হতে শুরু করলে তবেই তাঁদের পাতে দেওয়া হয়। এ যেন আমাদের দয়ার চূড়ান্ত প্রকাশ।

গৃহকর্মীদের ওপর নির্যাতনের ঘটনাও কম নয়। এই নির্যাতন কখনো শারীরিক, কখনো মানসিক। শারীরিক নির্যাতনের মধ্যে থাকে মারধর, না খাইয়ে রাখা, এমনকি গুরুতর আঘাত দেওয়া পর্যন্ত। এর শিকার হয় মূলত কিশোর-কিশোরী গৃহকর্মীরা, যাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে মালিকেরা হাত বাড়ান। মানসিক নির্যাতনও তেমনি বহুমুখী—বাড়ি যেতে না দেওয়া, বারবার চুরির সন্দেহ করা, বেতন আটকে রাখা, সামান্য ভুলের জন্য জরিমানা করা বা বেতন কেটে নেওয়া—সবই তাঁদের প্রতিদিনের বাস্তবতা।

> সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো ২০১৫ সালে প্রণীত 'গৃহকর্মীদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি'কে আইনে রূপ দেওয়া। এতে গৃহকর্মীদের জন্য একটি শক্তিশালী আইনগত ভিত্তি তৈরি হবে। এভাবে সরাসরি সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত হবে, যদিও আইন থাকলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না। কিন্তু আইন না থাকলে কোনো নিয়মই বাধ্যতামূলক হবে না এবং ভঙ্গ হলে তার সঠিক প্রতিকারও পাওয়া যাবে না

সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হলো যৌন নিপীড়ন। এটি কখনো হয়রানি, কখনো আবার ধর্ষণ পর্যন্ত গড়ায়। অনেক সময় গৃহকর্তারাই এ ধরনের অপরাধে জড়িত থাকেন। গৃহকর্মীরা ভয় বা বাধ্যতার কারণে কারও কাছে মুখ খুলতে পারেন না। গৃহকর্ত্রীকে বললেও উল্টো দোষারোপ করা হয় তাঁদেরই। ফলে এই নির্যাতনের বেশির ভাগ ঘটনাই চাপা থেকে যায়। সংবাদমাধ্যমের তথ্য বলছে, ২০০৮ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশে অন্তত তিন শ গৃহকর্মী নির্যাতন ও সহিংসতার কারণে প্রাণ হারিয়েছেন।

বাংলাদেশে গৃহকর্মীদের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার জন্য ২০১৫ সালে 'গৃহকর্মীদের সুরক্ষা ও কল্যাণনীতি' প্রণয়ন করা হয়। এই নীতিতে তাঁদের কাজের পরিবেশ, কল্যাণ, নিয়োগকর্তা-গৃহকর্মীর সম্পর্ক, ন্যায্য মজুরি, সুযোগ-সুবিধা, অবসর, এমনকি শিশুশ্রম থেকে সুরক্ষার বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বড় দুর্ভাগ্য হলো, এই নীতি বাধ্যতামূলক নয়। তাই কার্যত গৃহকর্মীরা দেশের শ্রম আইনের বাইরে থেকে যাচ্ছেন এবং আইনি সুরক্ষা পাচ্ছেন না।

বাংলাদেশে গৃহকর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে যা করা দরকার, তা আইন, অর্থনীতি ও সামাজিক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো ২০১৫ সালে প্রণীত 'গৃহকর্মীদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি'কে আইনে রূপ দেওয়া। এতে গৃহকর্মীদের জন্য একটি শক্তিশালী আইনগত ভিত্তি তৈরি হবে। এভাবে সরাসরি সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত হবে, যদিও আইন থাকলেই সব সমস্যা সমাধান হবে না। কিন্তু আইন না থাকলে কোনো নিয়মই বাধ্যতামূলক হবে না এবং ভঙ্গ হলে তার সঠিক প্রতিকারও পাওয়া যাবে না।

তবে ২০১৫ সালের পর সমাজে অনেক কিছু বদলেছে। তাই আইনীকরণের আগে নীতিটি বর্তমান সময় ও বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আপডেট করা প্রয়োজন। পাশাপাশি গৃহকর্মীদের সংগঠনগুলোকে আরও শক্তিশালী করা জরুরি। 'জাতীয় নারী গৃহকর্মী ইউনিয়ন' ও 'গৃহকর্মী অধিকার নেটওয়ার্ক'কে বিস্তৃত, কার্যকর ও গতিশীল করতে হবে। এভাবে তারা সব গৃহকর্মীর পক্ষে শক্তিশালী আন্দোলন চালাতে পারবে।

● **সেলিম জাহান** জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দপ্তর এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ বিভাগের ভূতপূর্ব পরিচালক

NEW AGE SATURDAY, SEPTEMBER 20, 2025,

RMG exports to US, EU post strong growth in 10 years

Sustaining growth may be challenging in future, experts warn

Saddam Hossain

RMG EXPORTS TO US AND EU

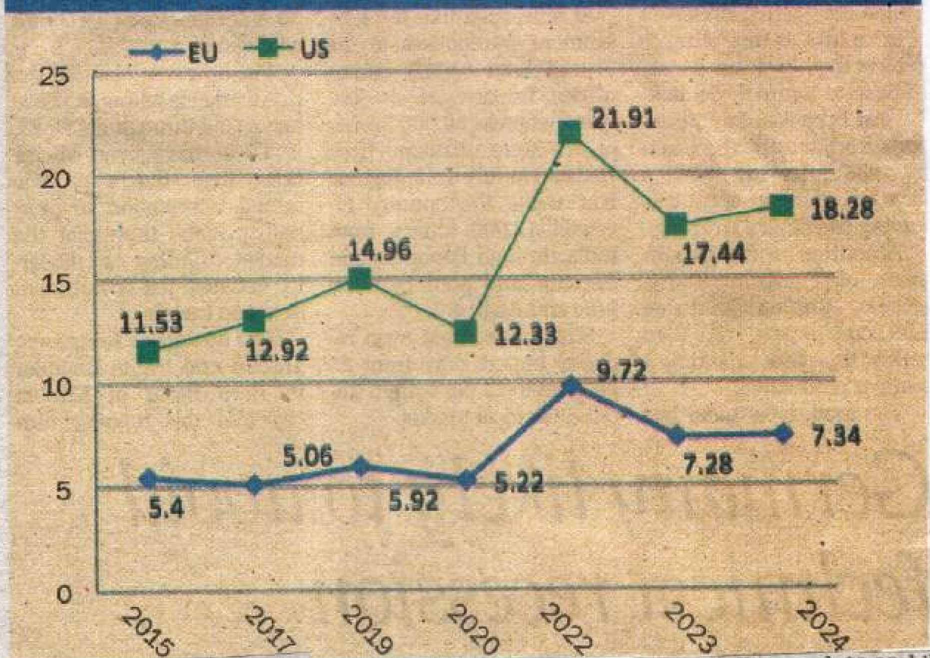

BANGLADESH'S ready-made garment exports to both the European Union countries and the United States posted robust growth over the past decade, between 2015 and 2024, according to official data from the respective markets.

According to the Office of Textiles and Apparel, Bangladesh's RMG export to the US — the largest single-country destination for the country — surged by 35.87 per cent to $7.34 billion in 2024 from $5.4 billion in 2015.

The growth trend remained consistent throughout the decade, reflecting the strength of Bangladesh's apparel industry on the US market.

Similarly, Eurostat data show that RMG exports to the EU — the largest overall market for Bangladeshi apparel — jumped 58.45 per cent to $18.27 billion in 2024 from $11.53 billion in 2015.

The EU market also demonstrated sustained growth throughout the ten-year period.

Industry insiders noted that the decade-long growth was steady, except in 2020, when global apparel trade experienced a sharp decline due to the Covid pandemic.

The highest export of the RMG products to the US and EU from Bangladesh were $9.72 billion in 2022 and $21.92 billion in the same year respectively.

Industry insiders attributed the strong performance to competitive labour costs, large-scale production capacity and growing buyer confidence in Bangladesh's apparel sector.

However, they cautioned, innovation, design diversification and sustainability practices will be crucial for maintaining this growth momentum in the coming years, especially amid possible shifts in global trade policies, potential US tariff measures and rising competition on the EU market.

During the decade, the overall import of the RMG products by the US witnessed a decline of 6.93 per cent to $79.25 billion in 2024, from $85.15 billion in 2015.

For the EU countries, the import of RMG items from their global suppliers reached $85.51 billion, a robust 20.47 per cent higher than $71.01 billion in 2015, according to Eurostat data.

In the US, Bangladesh secured its position as the third highest apparel exporter over the decade, while China remained the top and Vietnam was the second highest exporter.

Moreover, in the EU, Bangladesh was the second-highest apparel exporter after China, followed by its competitors Turkey, India and Vietnam.

The decade-long rise in apparel exports to the EU and US has significantly strengthened Bangladesh's foreign exchange earnings, with the sector now contributing over 80 per cent of the country's total export receipts.

Over the decade, the US imported $30.5 billion worth of RMG items from China, which witnessed a sharp decline of 46 per cent to $16.5 billion, due to trade conflict between the countries.

From Vietnam, the US' apparel imports was $10.56 billion in 2015, which surged by 42 per cent to $15 billion in 2024.

The US RMG imports from India and Indonesia were $3.66 billion and $4.94 billion in 2015, which soared to $4.7 billion and $4.25 billion in 2024 respectively.

The EU's RMG imports from China witnessed a 4.14 per cent decline $24.06 billion in 2024, which was $25.1 billion in 2015.

The import from Turkey stood at $9.31 billion in 2024, which was 19.6 per cent higher than $7.78 billion in 2015.

The RMG imports from India and Vietnam were $4.18 billion and $3.98 billion in 2024, which were $3.9 billion and $2.31 billion respectively.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, told New Age that over the past decade, Bangladesh's apparel exports to Europe and the United States had grown steadily, driven by rising demand from European consumers and our ability to maintain competitive pricing.

'However, sustaining this growth will become increasingly challenging as our export capacity nears saturation,' he added.

Moreover, the EU is implementing key regulatory initiatives such as Corporate Sustainability Due Diligence Directive, European Green Deal and Digital Product Passport.

'These require European buyers to identify and address human rights, labour and environmental risks throughout their supply chains, significantly impacting Bangladesh's apparel sector,' he added.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

RMG exports to US, EU post

Meanwhile, US tariffs on Chinese and Indian products have encouraged some manufacturers to relocate production to Bangladesh, offering growth opportunities.

However, this has also intensified competition on the European market as Chinese and Indian suppliers increase their focus there, he added.

Relying solely on low costs is no longer sustainable in this complex landscape, he added.

The government must provide policy support, tax incentives and promote green investments alongside stronger trade diplomacy with the EU and the US, he added.

Recently, the US administration imposed a 20-per cent reciprocal tariff on Bangladeshi exporting goods, lowered from earlier declared 35 per cent and 37 per cent.

Talking to New Age, Inamul Haq Khan, senior vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said that due to competitive labour cost, price, and establishment, Bangladesh had been getting more orders.

'Our production system is more mature than any other manufacturing country, which keeps us ahead and assists us to get buyers' confidence,' he added.

He also stated that due to US tariffs on competitors, Bangladesh was receiving more orders as they were shifting from China and even many Chinese entrepreneurs had begun to establish facilities in Bangladesh.

'The competition on the US market might see an increase, but we could do well through government policy supports, innovation, and high-value products,' he added.

Mohiuddin Rubel, former BGMEA director, noted that although growth was good in both the US and the EU, some issues in the US had made the market concerning.

'If such challenges were to arrive at the EU, then we must suffer. The scenario of global trade is changing frequently, so we have to focus on new markets, high-value products,' he added.

কালের কণ্ঠ
মঙ্গলবার । ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

শ্রমিক অধিকার ও শ্রম সংক্রান্ত সংস্কার প্রস্তাবের বাস্তবতা

সাহিদা পারভীন শিখা

> সরকারকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেন কোনো শ্রমিককে সংগঠন গঠনের জন্য হেনস্তার শিকার না হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সংগঠনের চেষ্টা দমন করতে তাঁদের ছাঁটাই করা হয়, ভয়ভীতি দেখানো হয়, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়রানি, হামলা বা মামলা দেওয়া হয়

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনেক বড় অবদান রাখা সত্ত্বেও শ্রমিকরা চূড়ান্ত পর্যায়ের অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার। দেশের প্রায় ছয় কোটি শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে একটি বড় অংশ গার্মেন্টস, নির্মাণ, পরিবহন, কৃষি ও সেবা খাতে যুক্ত। অনেকেই অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে, যেখানে নেই কোনো সুনির্দিষ্ট চাকরির নিরাপত্তা, শ্রমিক কল্যাণ সুবিধা এবং সংগঠনের অধিকার। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাত, যেখানে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক কাজ করে, দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ আসে এখান থেকে। কিন্তু এ খাতের শ্রমিকদের বেশির ভাগই পায় না যথোপযুক্ত মজুরি। নিরাপদ কর্মপরিবেশের অভাবে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে; যেমন—রানা প্লাজা ধস কিংবা তাজরীন গার্মেন্টসের আগুন।

বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক ঐতিহ্য রয়েছে। পাকিস্তান আমলে শ্রমিকরা বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমঘণ্টা নির্ধারণ, মজুরি বৃদ্ধির দাবি আদায় করেছিলেন। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব, সুবিধাবাদী নেতৃত্ব এবং বিভক্তি শ্রমিক সংগঠনগুলোকে দুর্বল করে দেয়। বর্তমানে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নানা রকম দুর্বলতা রয়েছে। ফলে শ্রমিকদের প্রকৃত স্বার্থ উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা আস্থা হারাচ্ছেন সংগঠনের প্রতি। সরকার শ্রমনীতি প্রণয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নের অঙ্গীকার করলেও বাস্তবে তা অনেক সময়েই কার্যকর হয় না। আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী, শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার, মজুরি নিয়ে দর-কষাকষি করার অধিকার থাকলেও বহু ক্ষেত্রে এই অধিকার চর্চা করতে গিয়ে শ্রমিকরা হয়রানির শিকার হন। ফলে শ্রমিকরা সংগঠিত হওয়ার আগে দশবার ভাবেন।

সম্প্রতি গঠিত শ্রম সংস্কার কমিশন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দিয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে শ্রমিকদের জীবনমানে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। কমিশনের প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে :

১. তিন বছর পর পর জাতীয় মজুরি নির্ধারণ করা; ২. বার্ষিক মূল্যস্ফীতির ভিত্তিতে মজুরি সমন্বয়; ৩. সময়মতো বেতন না দিলে ক্ষতিপূরণ; ৪. শ্রমিকদের জন্য আপৎকালীন তহবিল গঠন; ৫. ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের শর্ত শিথিল; ৬. আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ বন্ধ; ৭. মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাসে উন্নীত করা; ৮. শ্রম আদালতকে আধুনিকায়ন ও সংস্কার; ৯. শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা বাড়ানো।

প্রস্তাবগুলো অনেকাংশেই সময়োপযোগী এবং শ্রমিকবান্ধব। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই প্রস্তাব বাস্তবায়নে সরকার কতটা আন্তরিক? অতীত অভিজ্ঞতা বলে, নীতিগত সিদ্ধান্ত অনেক সময়ই মাঠ পর্যায়ে এসে বাস্তবায়িত হয় না। আইন থাকলেও তার প্রয়োগ দুর্বল থাকে। আবার মালিকদের সংগঠন যেকোনো সংস্কারমূলক পদক্ষেপকে ব্যাহত করতে সক্রিয় থাকে। প্রথমত, শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত না হলে কোনো সংস্কারই বাস্তব ফল দেবে না। দ্বিতীয়ত, শ্রম আদালতের ধীরগতি, মামলার জট ও রায় কার্যকর না হওয়া শ্রমিকদের ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করে। তৃতীয়ত, শ্রম আইন প্রয়োগে যারা দায়িত্বে আছে; যেমন—শ্রম পরিদর্শক বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, তাদের প্রশিক্ষণ, জনবল ও নিরপেক্ষতা অনেক সময়েই প্রশ্নবিদ্ধ।

এ ছাড়া নারী কর্মীদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ, মাতৃত্বকালীন ছুটি, যৌন হয়রানি বিরোধী কার্যকর ব্যবস্থা এখনো অনেক প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত। ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বেও নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত, যা একটি দুঃখজনক বাস্তবতা।

তবু শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবগুলো যদি আন্তরিকতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে। এ জন্য দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং মালিক-শ্রমিক অংশীদারির ভিত্তিতে একটি স্বচ্ছ ও কার্যকর কাঠামো গঠন। সরকারকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেন কোনো শ্রমিককে সংগঠন গঠনের জন্য হেনস্তার শিকার না হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সংগঠনের চেষ্টা দমন করতে তাঁদের ছাঁটাই করা হয়, ভয়ভীতি দেখানো হয়, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়রানি, হামলা বা মামলা দেওয়া হয়। ফলে শ্রমিকরা সংগঠিত হওয়ার আগে দশবার ভাবেন। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর প্রয়োজন আত্মসমালোচনা ও গণতান্ত্রিক সংস্কার। শ্রমিকদের সচেতনতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ ও অধিকার বিষয়ক প্রচার চালাতে হবে। সর্বোপরি মালিক শ্রেণিকে বোঝাতে হবে যে শ্রমিকদের কল্যাণ শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পূর্বশর্তও বটে। একটি কর্মীবান্ধব পরিবেশ কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ায়, যা শেষ পর্যন্ত মালিকেরও লাভ।

শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা যদি শ্রমিকদের উন্নত জীবনের ভিত্তি তৈরি করতে পারি, তবেই বাংলাদেশ একটি মানবিক, ন্যায্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

লেখক : সাধারণ সম্পাদক
জাতীয় নারী শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

THE FINANCIAL EXPRESS September 20, 2025

Climate change and child labour

The overlooked crisis in Bangladesh

Climate resilience without child protection is incomplete. The future of millions of Bangladeshi children-and of the nation itself-depends on immediate actions

writes **Matiur Rahman**

Bangladesh is often portrayed as a global hotspot for climate vulnerability. Rising seas, intensified cyclones, heatwaves, and river erosion dominate headlines. Yet amidst this environmental narrative, one of the most urgent human consequences remains largely invisible: children being pushed into hazardous labour as families struggle to survive climate-induced shocks. Climate change is no longer just an environmental challenge-it has become a social crisis, particularly for the country's youngest citizens.

Recent data underscore the severity of this overlooked issue. According to the International Labour Organisation (ILO) and UNICEF, Bangladesh is not on track to eliminate child labour by the 2025 target, with a child labour rate of about 4.4 per cent in 2022. Most of these children work in informal sectors under hazardous conditions, facing health risks, exploitation, and limited prospects for education. Poverty, intertwined with disrupted access to schools, remains the primary driver.

In 2024, climate crises severely disrupted the education of around 33 million Bangladeshi children. Heatwaves, floods, and cyclones caused prolonged school closures across the country. In Sylhet, for example, recent floods resulted in up to eight weeks of lost schooling, thereby increasing the risk of dropouts. For families grappling with damaged homes and lost livelihoods, sending children to work often becomes a grim necessity rather than a choice.

Education disruption is not just a short-term inconvenience; it is a gateway into exploitation. Children who miss school due to climate events often find themselves entering the informal labour market-working in agriculture, brick kilns, fisheries, or domestic work-to support their families. Once in labour, children rarely return to formal education, perpetuating intergenerational cycles of poverty and vulnerability.

The 2022 National Child Labour Survey paints a concerning picture: approximately 1.78 million children aged 5-17 are engaged in child labour, and 1.07 million of them are involved in hazardous work. Around 61 per cent of working children are employed in agriculture, a sector susceptible to climate shocks such as floods, droughts, and salinity intrusion.

The social-environmental interplay is stark. Climate-induced disasters degrade livelihoods, displace communities, and push children into labour. Families, struggling to recover from repeated shocks, see children's labour as a necessary survival strategy. In disaster-prone regions, this has become a systemic problem rather than an exception.

The coastal belts of Khulna, Satkhira, or Barisal, or the charlands of Jamuna and Meghna expose the undeniable human impact of climate change. Cyclones Sidr, Aila, and Amphan destroyed homes, uprooted families, and undermined local economies. Children, already vulnerable, are forced to leave school to work in shrimp processing units, tea stalls, or as domestic help in cities. In the chars, river erosion displaces entire communities, and children are thrust into agricultural labour or day-to-day survival work.

This is not anecdotal. Studies show that climate-vulnerable districts exhibit disproportionately high rates of child labour compared to national averages. Yet, climate adaptation funding rarely integrates child protection measures. While embankments are strengthened and cyclone shelters constructed, education continuity and child protection remain underfunded.

Bangladesh has policies aimed at eliminating child labour by 2025, including the National Child Labour Elimination Action Plan. There are also strategies for climate adaptation, such as the Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP). However, these frameworks primarily operate in silos. Child labour programmes focus on enforcement, awareness, and social protection, whereas climate adaptation programmes prioritise infrastructure, technology, and disaster preparedness. The result is a disconnect that leaves children vulnerable in the face of climate shocks.

Conditional cash transfers, school retention incentives, and post-disaster livelihood programmes remain inadequately linked. This fragmentation allows climate-driven child labour to persist despite apparent policy efforts. Without integrated approaches, Bangladesh risks leaving its most vulnerable citizens-children-trapped in cycles of exploitation.

Data from 2022-2025 confirms a worrying trend: climate change acts as a multiplier of vulnerabilities for children. Floods, cyclones, and heatwaves increase socioeconomic pressures, directly sustaining child labour. Agricultural dependency makes children in rural and disaster-prone regions especially vulnerable. Families facing repeated crop loss or fisheries destruction have little choice but to rely on their children for supplementary income.

Consider the coastal shrimp farming regions, where salinity intrusion has made rice cultivation impossible. Families displaced by cyclones like Amphan often migrate to urban centres, only to find children working long hours in hazardous environments, far from schools. In the chars, erosion and flooding force relocation and expose children to exploitative labour in brick kilns or seasonal agriculture. These patterns are not isolated-they reflect systemic vulnerability shaped by climate change and poverty.

Breaking the climate-child labour link requires more than rhetoric. It demands a child-centred approach to both climate adaptation and social protection. Integrating child protection into climate budgets is essential, with adaptation programs explicitly including measures such as ensuring continuity of education, establishing child-friendly shelters, and providing psychosocial support.

Conditional cash transfers can further support this effort by offering families financial assistance tied to keeping their children in school, particularly in the aftermath of disasters. Community-based monitoring, led by local committees of teachers, parents, and social workers, can help track children at risk of entering the labour market due to climate-related events.

Effective policy coordination is also critical, requiring collaboration among the ministries of labour, education, and climate change. Donors should also mandate reporting on the impacts of child labour when funding adaptation projects. Finally, including the voices of children in planning processes ensures that adaptation strategies address real-life vulnerabilities rather than merely abstract metrics.

Protecting children from climate-driven labour is both a moral obligation and a developmental necessity. A generation forced into work instead of school risks perpetuating cycles of poverty, underdevelopment, and social inequality. Sustainability cannot

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Degrees of despair: Why university graduates can't find work

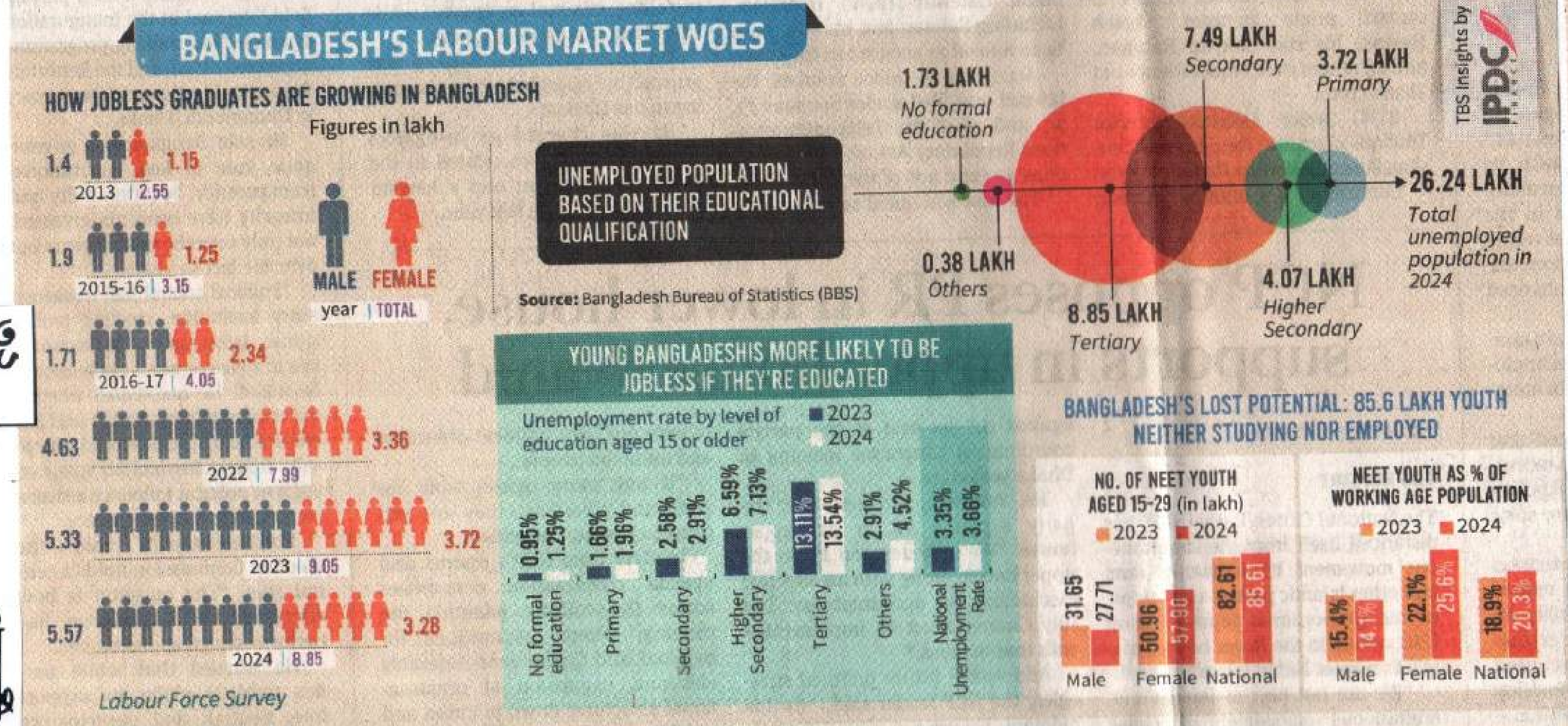

UNEMPLOYMENT - BANGLADESH

SAJJADUR RAHMAN

Ashiq Ahmed grew up in a small village in Gopalganj, the son of a farmer who dreamed his child would break free from the cycle of hardship through education. Ashiq worked on his father's dream: he studied political science at a National University-affiliated college and graduated in 2018. But his dream journey has an abrupt break. Seven years later after his graduation, he is still jobless.

In Dhaka, Sufia Khatun carries a similar story. The daughter of a maid who was abandoned by her husband, Sufia pushed through all the odds and completed her honours in history from a National University college. Four years have passed since. She, too, remains unemployed, her mother's sacrifices unrewarded.

Ashiq and Sufia are not exceptions. They represent a generation of graduates for whom a university degree has become a ticket to a waiting room, not a career. Across Bangladesh, a crisis of educated unemployment is fast becoming one of the nation's most pressing social and economic challenges.

Bdjobs.com, the country's largest job portal, says around 35% of National University graduates remain unemployed even at age 30, when the doors of both public and private jobs start closing for good. In comparison, the rates are far lower for private university graduates (14%)

৩২
পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

be measured merely in embankments or disaster preparedness–it must be measured in the lives and opportunities of children.

Bangladesh has made commendable progress in climate adaptation and poverty reduction. However, if policies fail to address the intersection of climate vulnerability and child labour, the country risks losing an entire generation to hazardous work. The SDG targets for education, decent jobs, and poverty reduction will remain hollow promises if climate-driven child labour persists.

Policymakers, civil society, and international partners must act decisively. Integrating climate resilience with child protection is not optional–it is essential. Conditional cash transfers, climate-resilient schooling, post-disaster child protection, and community-based monitoring are practical solutions that can be scaled nationally.

The stakes are high. Each flood, cyclone, or heatwave threatens a child's right to education, safety, and opportunity. Sustainability is not only about surviving environmental shocks–it is about protecting children from the human consequences of climate change.

Bangladesh stands at a crossroads. Will it continue to treat climate change and child labour as separate issues, or will it pioneer a truly child-centred approach to sustainability? The answer will define the country's development trajectory for decades. Ensuring children remain in school and out of hazardous labour is not just an ethical duty–it is the foundation for a resilient and just society.

Time is running out. Climate resilience without child protection is incomplete. The future of millions of Bangladeshi children–and of the nation itself–depends on immediate actions.

Dr Matiur Rahman is a researcher and development professional.
matiurrahman588@gmail.com

Degrees of despair: Why university graduates can't find work

CONTINUED FROM PAGE 1

and public university graduates (29%) – a stark reflection of the market's poor regard for National University colleges, which produce the majority of the nation's graduates.

The numbers are no less damning in academic studies. A Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) survey last December found nearly 28% of National University graduates were unemployed, with another 16% pushed into self-employment and 13% juggling part-time work and study. Fewer than half – just 42% – had landed salaried jobs.

The Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) offered an even starker picture last week in its latest Labour Force Survey. In a paradox almost unique to Bangladesh, unemployment is lowest among those with no education (1.25%) and highest among those with university degrees (13.54%). One in every three unemployed Bangladeshis today is a graduate. That is nearly 900,000 jobless degree-holders – double the number just eight years ago.

An expanding pipeline with nowhere to go

The trajectory is even more worrying. Graduate unemployment was 4.9% in 2010. By 2016-17, it had risen to 11.2%. It now stands at 13.5% and climbing. In other words, the more graduates cross the academic threshold, the fewer jobs there are waiting for them.

The University Grants Commission warned in 2022 that more than 700,000 graduates are entering the labour market each year. Six in 10 come from National University-affiliated colleges, notorious for weak teaching standards, outdated curricula, and poor links with industry. Yet the higher education pipeline is only expanding – 56 public universities now, up from 50 just three years ago; 116 private universities, up from 101. No one is asking where all these young people will go.

More graduates than jobs

Employers, meanwhile, are blunt. "Under a normal business and investment-friendly environment, the country can absorb at best 300,000 graduates a year," says Fazlee Shamim Ehsan, president of the Bangladesh Employers' Federation. "But this is not the time. Over the last year, there has been hardly any new recruitment. Companies only replaced those who left or died."

Economists echo that concern. "Drivers of employment generation are investments, both local and foreign," says Fahmida Khatun, executive director of the Centre for Policy Dialogue (CPD). "But Bangladesh's economy, at $450 billion, is too small to absorb this massive youth force."

The real danger, she warns, lies in the mismatch between what universities produce and what employers need. "Bangladesh is heading into a dangerous mismatch: education divorced from employment. The question is no longer whether we have enough graduates, but whether our universities can produce the kind of human capital the economy desperately needs."

7 lakh graduates in 2022, 62% from one university

Bangladesh produced more than 7 lakh university graduates in 2022, with nearly two-thirds or 4.5 lakh coming from the National University-affiliated colleges – long criticised for weak teaching standards and student quality.

The UGC's annual report shows the National University alone accounted for 61.7% of the 701,993 students who graduated that year. The Open University contributed 15.7%, while 50 public universities contributed 12.3%, and over 100 private universities contributed 10.3%.

The figure is likely closer to 7.5 lakh now as the UGC has yet to release reports for 2023 and 2024. "Our 2023 report is now in the press, and we have already sought information for 2024, which will take a year to publish," a UGC official told The Business Standard.

Growth without jobs

Bangladesh's demographic profile should be its biggest strength. The average age of the population is just 26-27 years, prime working age, says Fahmida of CPD. But while the economy has grown, it has failed to generate enough jobs.

Investment trends explain part of the puzzle. As a share of GDP, gross investment fell to 29.38% in FY25 from 30.70% in FY24, driven by a decline in private investment. Agriculture, which now contributes less than 11% to GDP, still employs 45% of the workforce – signs of underemployment and disguised employment.

Meanwhile, the industrial sector accounts for 37.44% of GDP but employs only 17.38% of the population. While the services sector accounted for 51.62% of GDP, it employed less than 38% of the workforce.

"There is a paradox," says Fahmida. "We cannot meet job market demand because of a serious skills mismatch. That's why local employers continue to hire skilled manpower from abroad."

Subjects having highest and lowest % of unemployed graduates

About 31% of BA (Pass) graduates remain unemployed, the highest among all disciplines, followed by political science (23%), library management (20.57%), Bangla (18.49%), and Islamic history and culture (17.45%).

In contrast, unemployment is almost negligible among certain subjects: just 0.17% for English graduates, 0.35% for economics and accounting, 0.69% for sociology, and 0.72% for finance and banking.

A model out of sync

The crisis is not just about universities but about the country's development model itself, argue experts.

"It [unemployment] is a matter of grave concern," says Hossain Zillur Rahman, executive chairman of Power and Participation Research Centre (PPRC) and former adviser to a caretaker government. "The development model of the last 10-15 years was not employment-friendly. And the education system is not aligned with job market demand."

Unless Bangladesh can recalibrate both its growth strategy and higher education system, the graduate unemployment problem risks becoming a long-term drag on prosperity.

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫,

ওয়েজবোর্ড শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীনে হোক

নিজস্ব প্রতিবেদক

তথ্য উপদেষ্টা

তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, 'সাংবাদিক হিসেবে শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করলেও বেতন নির্ধারণ করছে তথ্য মন্ত্রণালয়, এটা অবাস্তব। আমরা চাই ওয়েজবোর্ডের বিষয়টি শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীনে হোক।' গতকাল বুধবার বিকেলে তথ্য ভবনে সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড গঠন এবং 'সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (খসড়া)' সংক্রান্ত আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। তথ্য উপদেষ্টা বলেন, 'একটা বাস্তবতা হচ্ছে– আপনি একজন সাংবাদিক হিসেবে শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করছেন, কিন্তু আপনার বেতন নির্ধারণ করছে তথ্য মন্ত্রণালয়। এটা বাস্তবসম্মত নয়, এটি একটি আনরিয়েল।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা চাই এর সমাধান হোক– আমার হাতে থাকা সময়ের মধ্যেই। সাংবাদিকদের জন্য বাস্তবসম্মত বেতন কাঠামো ও সুরক্ষা আইন নিশ্চিত করতে আমি আন্তরিকভাবে চাই। তবে সত্য হচ্ছে, মালিকপক্ষের সদিচ্ছার অভাবেই এটি এতদিন বাস্তবায়ন হয়নি।'

তথ্য উপদেষ্টা বলেন, 'বেতন না বাড়ালে সাংবাদিকরা বিপথগামী হবেন। ভালো বেতন পেলে সাংবাদিকদের চাঁদাবাজি ও দালালি কমে যাবে।'

আলোচনায় একপর্যায়ে বিতর্ক ওঠে– সাংবাদিকরা আদৌ কি শ্রমিক? কেউ পক্ষে যুক্তি দেন, কেউ বিপক্ষে। তবে বেশিরভাগের মত, সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলে কর্মীরাও শ্রমিক হিসেবেই গণ্য হবেন। এ ছাড়া 'সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫ (খসড়া)' নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হয়রানি, মামলা, জরিমানা এবং পেশাগত নিরাপত্তার ঘাটতির বিষয়গুলো উঠে আসে। অনেকে বলেন, বেতন কাঠামোর পাশাপাশি ন্যূনতম নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে সাংবাদিকতা আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

আলোচনার শেষাংশে মাহফুজ আলম বলেন, 'পরিকল্পনা, প্রস্তাবনা, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তির ভিত্তিতে আগামী ১০ দিনের মধ্যে দুপক্ষকে বসে চূড়ান্ত রূপরেখা দিতে হবে; না হলে আমরা সামনে এগোতে পারব না।'

DHAKA WEDNESDAY SEPTEMBER 17, 2025
ASHWIN 2, 1432 BS
The Daily Star

Women's unpaid work deserves respect and fair recognition

Shaheen Anam
is executive director at Manusher Jonno Foundation.

SHAHEEN ANAM

As per a recent survey report made public on September 9, in Bangladesh, unpaid work overall was valued at Tk 670,000 crore in 2021, which was equivalent to 18.9 percent of the country's GDP. Of that work, women performed 85 percent—equivalent to Tk 570,000 crore or 16.14 percent of GDP. The survey was conducted by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and UN Women Bangladesh, with support from the global Women Count programme and technical assistance from the Asian Development Bank (ADB). The survey, the first ever Household Production Satellite Account (HPSA), drew on data from the Time Use Survey 2021 and Labour Force Survey (LFS) 2022.

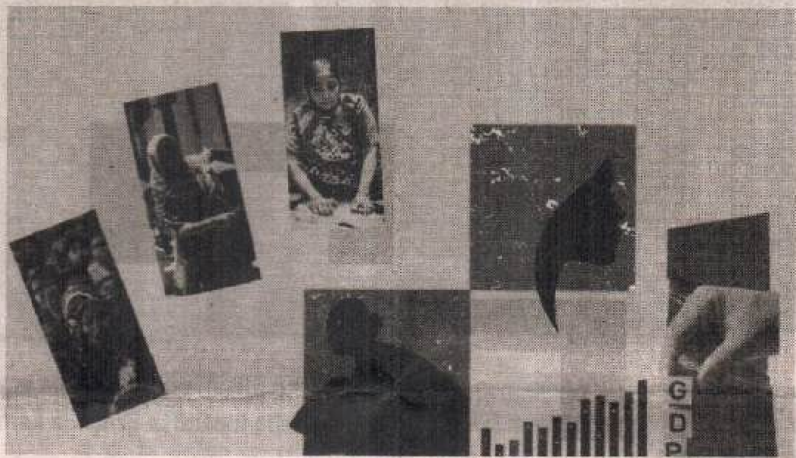

VISUAL: ALIZA RAHMAN

The report follows on the pledge made by the current government in the FY2025-26 budget to integrate unpaid labour into official GDP calculations. However, this is the result of many years of advocacy and lobbying by women's and development organisations to monetise women's unpaid work and give it a formal recognition. This is a landmark step in favour of millions of women who perform essential services yet remain out of the national accounting system.

Efforts to ascribe a monetary value to women's unpaid care and household work have been a topic of global discussion over the last few decades. An Oxfam report released in 2019, before the commencement of the World Economic Forum's (WEF) annual meeting, states that unpaid work done by women across the globe amounts to $10 trillion a year—43 times the annual turnover of Apple, the world's biggest company!

In Bangladesh, this effort has been spearheaded by researchers and several organisations, such as Manusher Jonno Foundation (MJF), Bangladesh Mahila Parishad, Oxfam, ActionAid, etc. The earliest recorded comprehensive research on women's unpaid care work in Bangladesh was conducted by M Hamid in 1996, which used the replacement cost valuation method to estimate its economic value. The pilot Time Use Survey was conducted by the BBS in 2012, followed by the first national Time Use Survey in 2021, supported by UN Women.

Meanwhile, the demand grew for not only ascribing monetary value to unpaid care work but for according it a formal recognition by including it in the national GDP calculations. This demand was met with scepticism by economists who explained that GDP is calculated using the international standard method called System of National Accounts (SNA), and products not marketed cannot be included in it.

Meanwhile, a study conducted in 2014 by the Centre for Policy Dialogue (CPD) for MJF revealed that, on an average, a female member of a household undertakes 12.1 non-SNA activities, while the corresponding figure for a male member is only 2.7. Using the replacement method, the study goes on to summarise that if women's unpaid work were to be monetised, it would amount to 2.5 to 2.9 times higher than the income of women received from paid work.

In our search to find a solution to the SNA issue, we came across examples from countries such as Mexico, India and South Africa, which have used satellite accounts to calculate women's unpaid care work and have successfully shown its estimation in their GDP calculations.

The BBS survey is a critical effort to give value to women who work behind closed doors—work that is both productive and reproductive but does not get recognised, valued or honoured. The lack of recognition of women's unpaid work has led to their marginalisation as a productive force, even though they are by and large responsible for the food security, health and well-being of their families and communities. The invisibility of their contributions has led to their devaluation and them not getting the honour and respect they deserve at home and society. The high rates of domestic violence is also a result of their lesser status within the households. The most telling image that comes to mind is the famous poster by Banchte Shekha, which depicts a woman with 12 hands, each doing a task: cooking, cleaning, taking care of cattle and poultry, tending to the sick, etc. Under the poster reads the line, "My wife does not work." Again, if you ask a homemaker, "Do you work?", she will answer, "No, I don't work."

It is this mindset that has to change. A positive image surrounding women's work needs to be created by highlighting their contributions and changing the tag line on the Banchte

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Shekha poster from "My wife does not work" to "Yes, my wife works; in fact, she works more than I do!" The definition of work is that if you get remuneration, it is work, and if you don't, then it is not work but tasks you are supposed to perform. Who performs these unaccounted, unrecognised tasks? Women, of course. As per the Time Use Survey 2021, women spend 7.3 times more time on unpaid household and care work than men. Despite being essential to the well-being of the family, this work has largely remained invisible and outside national accounts.

However, merely calculating the monetary value of unpaid care and household work is not enough. It is only the first step towards the long journey of achieving equal rights and status of women within households and society.

The BBS report has put forward a number of recommendations which should be implemented if women are to gain from this pathbreaking survey. First, an inter-ministerial mechanism should be set up to integrate unpaid work into laws and policies, prioritising care in the national budget for sustained financing as well as regular data collection. Most importantly, however, we have to challenge social norms and practices that undervalues household work and sees it only as "women's work." For this, massive campaigns and dissemination strategies are needed to spread the findings of this report and emphasise the contribution of women in all its dimensions. There is an urgent need to recognise, reduce and redistribute care work to free up women to undertake activities and tasks of their choice.

Finally, we indeed want more and more women to develop skills and enter the job market for employment, and that employment has to ensure a living wage, and be decent and secure. However, the reality in Bangladesh, especially the rural areas, is that millions of women will remain at home, either by choice or compulsion, performing essential services, silently, behind the scene, contributing to the harmony and well-being of their families. It is to those women that we pay our respect, and hope this BBS report, through implementation of its recommendations, will succeed in enhancing their status within their families and contribute to creating a more gender-equal and just society.

NEW AGE WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2025,

Richest 1pc people own 38pc global wealth: ILO

Moinul Haque

THE International Labour Organisation has reported that the richest 1 per cent people of the world now control 20 per cent of the global income and 38 per cent of the total wealth, holding nearly 2.5 times the income and more than 20 times the wealth of the bottom 50 per cent of the population.

The report titled 'The State of Social Justice: A Work in Progress', was published on Tuesday at the UN General Assembly in New York.

Published ahead of the World Social Summit in Doha to mark 30 years since the 1995 Copenhagen Summit, the report found that although the world is wealthier, healthier, and better educated than in 1995, the benefits remain unevenly shared and progress in reducing inequality has stalled.

It showed that deep-rooted social and economic disparities continue to challenge global social justice, despite advances in education, productivity, and social protection over the past three decades.

The report highlighted that persistent disparities left millions worldwide without fair treatment or equal opportunity, one quarter of the global population still lacked access to clean water, underscoring basic deficits despite unprecedented global wealth.

Earlier, an Oxfam report published in January 2025 said that the world's richest 1per cent own 45 per cent of global wealth, up from 43 per cent reported in January 2024.

According to the ILO report, gender inequality remains pronounced while women earn only 78 cents for every dollar earned by men in 2025.

At current trends, it said, closing the global gender pay gap could take 50 to 100 years, with low- and lower-middle-income countries potentially requiring almost a century to achieve parity.

The report showed that roughly 800 million people lived on under $3 per day, struggling to meet minimum caloric requirements, which contributed to high working poverty rates.

Child labour continues to affect millions, with 138 million children aged 5 to 17 in 2024 engaged in labour, nearly half of them in hazardous work, depriving them of education and childhood, it said.

At the same time, the ILO report underscored significant progress since 1995, particularly following the World Summit for Social Development.

Global education, it mentioned, has improved, with school completion rates rising by 10 percentage points for primary education, 17 points for lower secondary, and 22 points for upper secondary.

The report said that economic productivity had surged, with annual output per worker increasing by 78 per cent globally since 1995 and by 215 per cent in upper-middle-income countries.

Labour productivity inequality between countries has declined by 40 per cent since 1995, largely driven by middle-income nations narrowing the gap with high-income countries, the report pointed out.

It revealed that child labour rates for ages 5–14 have fallen from 20.6 per cent in 1995 to 7.8 per cent in 2024, reducing the absolute number of children in labour from 25 crore to 10.6 crore.

Social protection coverage has expanded, with over 50 per cent of the global population now covered by at least one scheme, though nearly half remain excluded, according to the report.

Work-related mortality has also improved, declining by more than 10 per cent since 2000.

Extreme poverty, the report also said, has fallen sharply, from 39 per cent of the global population in 1995 to 10 per cent in 2023, while working poverty among employed persons decreased from 27.9 per cent in 2000 to 6.9 per cent in 2024.

'The world has made undeniable progress in social protection, education, and productivity. But millions remain excluded from opportunity and dignity at work,' ILO director-general Gilbert F Houngbo said.

He said that social justice was not only a moral imperative – it was essential for economic security, social cohesion, and peace.

The report warned that without deliberate policy interventions, global inequalities could deepen further amid ongoing environmental, digital, and demographic transitions.

It called for urgent actions to ensure equitable access to opportunities, reduce income and gender disparities, and manage transitions inclusively.

The findings will feed into discussions at the upcoming November World Social Summit in Doha and guide the ILO-led Global Coalition for Social Justice, which brings together governments, employers, workers, and other partners to promote fairer, more inclusive societies worldwide.

DHAKA WEDNESDAY SEPTEMBER 17, 2025
ASHWIN 2, 1432 BS
The Daily Star

Scaling up our export diversification

ZAHID HUSSAIN

When President Obama revoked Bangladesh's Generalised System of Preferences (GSP) status in 2013, the direct economic shock was mild. Garments, the country's powerhouse export, had always been excluded from these trade privileges. Ironically, in the years that followed, garment exports continued their brisk ascent in the US market even as they faced some of the stiffest tariff barriers of any major supplier. By contrast, non-garment sectors such as leather, ceramics, pharmaceuticals, furniture, jute and agro-processing struggled to gain similar momentum.

This divergence invites reflection. Faced with the same tariff storms, what propelled one sector forward while the others remained exposed to every unpredictable headwind of global change? In tracing the garment sector's journey, there are lessons for Bangladesh as it seeks to diversify exports and navigate the uncertain tides of LDC graduation.

RISE OF RMG

To understand Bangladesh's garment ascent, we must return to the 1970s, when the industry resembled a band of agile explorers, quick to adapt but largely unproven. The turning point came in 1979 with the landmark Daewoo-Desh Garments partnership. South Korea did more than dispatch machinery; it transferred the spirit of enterprise and institutional frameworks. Compliance standards, buyer connections and production expertise were woven into the evolving fabric of Bangladesh's garment industry.

Soon after, the Multi-Fibre Arrangement (MFA) emerged, rerouting garment orders from established East Asian powerhouses to newcomers like Bangladesh. It acted as an incubator, allowing the RMG sector to flourish, sheltered from overwhelming competition. Policies tailored to garments, bonded warehouses, back-to-back letters of credit and export processing zones reinforced this growth. Cash incentives sweetened the deal but were never the main driver.

The EU's Everything but Arms (EBA) initiative offered Duty-Free Quota-Free (DFQF) access to Least Developed Countries. With relaxed Rules of Origin, Bangladesh became one of the EU's largest apparel suppliers. This preferential access boosted exports and incentivised backward integration.

Perhaps the most profound transformation was the sector's role in advancing female empowerment. Garment work became a gateway for millions of women from rural and economically disadvantaged backgrounds. Factory jobs brought greater autonomy, delayed marriage and improved health and education for children.

This evolution created a compelling global narrative. International brands such as H&M and Walmart began championing Bangladesh's female workforce as evidence of their commitment to sustainability and social responsibility.

Development organisations rolled out initiatives like NARI, offering transitional housing, skills training and employment opportunities for women migrating from impoverished northern regions.

NEAR, YET FAR

Bolstered by a compelling social narrative, Bangladesh's garment sector became a force to be reckoned with. Despite daunting tariffs, global buyers were persuaded not simply by competitive pricing but by the sector's track record of reliability, capacity and social impact.

The institutional backbone was built over years, crystallising around two organisations: Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA). Originally set up to advocate for industry interests, they evolved into de facto regulatory authorities. BGMEA became the voice of the woven garment industry, negotiating with government bodies, foreign buyers and development agencies. BKMEA championed knitwear with a focus on workforce training and ethical labour practices.

As their influence grew, leaders from these associations took seats in parliament, joined advisory boards and engaged donor communities.

Each new export achievement amplified their clout; their roles extended beyond policy advocacy to actual policy design. From shaping rules around bonded warehouses to setting the stage for minimum wage discussions, BGMEA and BKMEA moved ahead of traditional regulators. Ultimately, the garment sector did far more than stitch together an export powerhouse; it engineered a new political economy.

Their success bred momentum. More factories led to a swelling membership; more members brought increased resources, enabling greater institutional capacity. Owners prospered while workers earned wages at least 50 percent below the estimated living wage for Dhaka, according to the Global Living Wage Coalition 2022 benchmark.

STAGNANT NON-GARMENTS

The grass is not as green on the other side! Not even close. Unlike the garment industry, non-RMG sectors never experienced a transformative partnership akin to the Daewoo-Desh moment. Industries remain fragmented, driven by individual entrepreneurs but hampered by limited capital and weak organisation.

Leather exporters contend with EU REACH regulations and US ASTM standards; ceramics face FDA and product safety hurdles; agro-processors must navigate phytosanitary rules. These are not boxes to tick but barriers to international trust.

These industries bear full Most Favoured Nation tariffs without the branding clout to absorb costs. Supply chains are shallow, buyer networks are sparse, and policy support is underdeveloped.

Pharmaceuticals depend on imported ingredients for over 90 percent of production, exposing them to global shocks. Over the past two decades, SMEs have emerged in leather, ceramics, agro-processing, jute and light engineering, but most fail to achieve scale or export success.

While numbers vary between fields, both anecdotal accounts and trade data indicate that fewer than 10 percent of non-RMG firms manage to survive beyond five years while maintaining export viability.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Their struggle is not necessarily fueled by a lack of demand. Instead, they are hemmed in by costly certification requirements, limited access to buyers, tariff burdens, and fragile institutional architecture. The sheer volume of these businesses hints at untapped vigour -- a deep reservoir of potential waiting to be realised. The missing piece is not ambition, but the institutional platforms needed to bridge ideas and opportunity.

Imagine leather, ceramics, jute, or agro-processing equipped with their own powerful associations -- entities capable of advocating for their industries, guiding producers toward global compliance, and pushing for supportive reforms. Envision a leather hub, complete with export councils, testing facilities, CETP, and training centres. Or picture a ceramics alliance connecting producers with safety certification and global branding expertise. Or visualise a pharmaceutical coalition mobilising regulatory experts, TRIPS strategists, and trade negotiators to navigate the post-LDC terrain.

GOING FORWARD

The model that made Bangladesh the world's second-largest apparel exporter is under strain. Cheap labour and back-to-back LCs are no longer enough in a world demanding traceability, automation and ethical sourcing. Which factory stitched the shirt? Where did the cotton come from? Were the workers paid fairly, and were the dyes used environmentally safe?

Non-RMG sectors are disjoint and rarely heard. With dedicated institutions tailored to their needs, they too could become engines of progress. These industries need their own watershed event -- a catalytic "Daewoo moment" that can spark transformation. It calls for reimagining policy encompassing bonded warehousing, export financing, comprehensive certification and a shift in branding -- each with its own origin story and vision for the future.

The writer is former lead economist at World Bank's Dhaka office

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১০ আশ্বিন ১৪৩২
Dhaka : Thursday 25 September 2025
সংবাদ

দক্ষতার চেয়ে জন্ম পরিচয়ই ৭১ শতাংশ মানুষের রোজগার নিশ্চিত করে: আইএলও

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

তিন দশকে বিশ্বব্যাপী অনেক উন্নয়ন হলেও বৈষম্য, আস্থাহীনতা ও নীতির ঘাটতি এখনো সামাজিক ন্যায়বিচারের পথে বড় অন্তরায়। বিশ্বে এখনো ৭১ শতাংশ মানুষের রোজগার নির্ধারিত হয় তাদের জন্মসূত্রে। অর্থাৎ কোন দেশে জন্ম হয়েছে, কোন লিঙ্গের মানুষ, পারিবারিক পটভূমি কেমন ইত্যাদির ভিত্তিতে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) নতুন প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। সংস্থাটি গত মঙ্গলবার 'সামাজিক ন্যায়বিচারের অবস্থা: অগ্রসরমাণ একটি কাজ' শীর্ষক এ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

১৯৯৫ সালের সামাজিক উন্নয়নবিষয়ক কোপেনহেগেন শীর্ষ সম্মেলনের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে আইএলও। আগামী নভেম্বরে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতারের রাজধানী দোহায় অনুষ্ঠেয় বিশ্ব সামাজিক শীর্ষ সম্মেলনকে সামনে রেখে এটি প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়, বৈশ্বিক লিঙ্গভিত্তিক মজুরিবৈষম্য এখনো দূর হয়নি। শ্রমশক্তিতে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের ব্যবধান ২০০৫ সালের পর থেকে মাত্র ৩ শতাংশ কমেছে। এই হার এখন ২৪ শতাংশ। এভাবে চলতে থাকলে বৈশ্বিক লিঙ্গভিত্তিক মজুরিবৈষম্য দূর হতে আরও ১০০ বছর লাগবে।

আইএলওর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর মানুষের আস্থা কমেছে এবং বিরাজমান বৈষম্যের কারণে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বৈশ্বিক অগ্রগতি স্তিমিত হয়ে পড়েছে। তবে তিন দশকে দারিদ্র্য হ্রাস, শিক্ষা ও উৎপাদনশীলতায় উন্নতি হয়েছে। শিশুশ্রমের হার ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ থেকে কমে ১০ শতাংশে নেমেছে। চরম দারিদ্র্য ৩৯ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ১০ শতাংশে। প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পন্নের হার বেড়েছে ১০ শতাংশ। প্রথমবারের মতো বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যার সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করাও সম্ভব হয়েছে। তবে এত সব অর্জনের সুফল সবার মধ্যে

> বিশ্বে এখনও ৭১ শতাংশ মানুষের রোজগার নির্ধারিত হয় তাদের জন্মসূত্রে। অর্থাৎ কোন দেশে জন্ম হয়েছে, কোন লিঙ্গের মানুষ, পারিবারিক পটভূমি কেমন ইত্যাদির ভিত্তিতে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) নতুন প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে

সমানভাবে পৌঁছায়নি। অগ্রগতির আড়ালে প্রচুর বৈষম্য রয়ে গেছে।

১৯৮২ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আস্থা কমছে এবং হতাশা ক্রমেই বাড়ছে। আইএলও সতর্ক করে বলেছে, এ আস্থাহীনতা যদি অব্যাহত থাকে, তবে তা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও বৈশ্বিক সহযোগিতার বৈধতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আইএলও বলেছে, পরিবেশগত, ডিজিটাল এবং ডেমোগ্রাফিক পরিবর্তন অবিশ্বাস্য গতিতে শ্রমবাজারকে রূপান্তর করছে। সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকলে এসব রূপান্তর বৈষম্যকে আরও প্রকট করে তুলতে পারে। এ অবস্থায় দরকার দক্ষতা ও সামাজিক সুরক্ষায় বিনিয়োগ, ন্যায্য পারিশ্রমিক পদ্ধতি প্রবর্তন এবং সক্রিয় শ্রমবাজার নীতিমালা প্রণয়ন।

আইএলওর মহাপরিচালক গিলবার্ট এফ হাউংবো বলেন, 'বিশ্বে অবশ্যই অগ্রগতি হয়েছে। তবে আমরা এ কথা উপেক্ষা করতে পারি না যে এখনো কোটি কোটি মানুষ কাজের মর্যাদা ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সামাজিক ন্যায়বিচার শুধু নৈতিক প্রয়োজন নয়, এটি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সামাজিক সংহতি ও শান্তির জন্য অপরিহার্য।'

প্রতিবেদনটিতে অসম সুযোগ মোকাবিলায় জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। অর্থনৈতিক অর্জনের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা এবং পরিবেশগত, ডিজিটাল ও জনসংখ্যাগত রূপান্তর এমনভাবে পরিচালনার কথা বলা হয়েছে, যাতে কেউ পিছিয়ে না থাকে।

আইএলওর প্রতিবেদনে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, অর্থায়ন ও শিল্প থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, জলবায়ুজনিত ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচারকে নীতিমালার কেন্দ্রে রাখতে হবে। সরকার, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক অংশীদারদের সহযোগিতা বাড়াতে হবে, যাতে তারা বৈশ্বিক প্রতিকূলতায় একসঙ্গে সাড়া দিতে পারে। আইএলও আশা করছে, দোহায় আসন্ন বিশ্ব সামাজিক সম্মেলনে এ প্রতিবেদন উপস্থাপিত হলে বৈষম্য মোকাবিলা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন দিকনির্দেশনা আসবে।

THE FINANCIAL EXPRESS September 23, 2025

Creating high-value jobs

It demands graduation from technology adoption to advancement

Policies need to be changed to create the demand for engineering graduates in R&D to drive the evolution of products and processes to be in the global race

Different studies indicate that Bangladesh has been suffering from increasing unemployment among the graduates of engineering and technical education and depressed salaries for fresh graduates. Such a job market reality has compelled graduates from B.Sc engineering programmes to seek jobs at the 9th and 10th grades, which used to be allocated for diploma degree holders graduating from polytechnic institutions. Consequently, a confrontational situation has emerged, compelling the government to step in. Besides, such a reality raises questions about our belief that technology education is highly relevant in the age of rapid progression of technology and the positive correlation between progress in human capital and economic prosperity. Furthermore, Bangladesh's apparent failure to leverage engineering education creates questions about sustaining economic growth, beyond low-skilled labour and loan-centric infrastructure accumulation through giving contracts to foreign firms. Therefore, it has become essential to look into the root causes and to figure out a scalable solution for creating high-value jobs and driving economic growth by leveraging engineering education.

TECHNOLOGY ADOPTION-BASED DEVELOPMENT STRATEGY-MAKING ENGINEERING COMPETENCE IRRELEVANT: To operate surveying instruments and conduct land surveys, Bangladesh's engineering education started in 1876 as the Dacca Survey School. Subsequently, the school's programme was upgraded to a diploma in technical education to take care of the construction and maintenance of roads, canals, bridges, and other civil infrastructures, and offer support services for adopting imported technologies. Unfortunately, although Dacca Survey School was upgraded to Ahsanullah Engineering College and started offering B.Sc engineering programme in 1948, the purpose of engineering education remained the same-offering technology selection, procurement, installation, operation, and maintenance. Besides, despite the focus on developing an industrial economy after the colonial period, the focus has remained the same, even to date. On the other hand, by following top-ranking global universities, Bangladesh has been expanding engineering education in terms of both the number of graduates and the level of degrees. Unfortunately, due to increasing automation and modular design, both complexity and scale of maintenance have been shrinking, resulting in making lower-level technical competence good enough. Consequently, science, mathematics and theory of technology centric engineering education has become increasingly irrelevant to Bangladesh's technology adoption-based development agenda.

LEVERAGING ENGINEERING EDUCATION DEMANDS GRADUATION FROM TECHNOLOGY ADOPTION TO ADVANCEMENT: One of the notable successes of Bangladesh's engineering education has been that its graduates are good candidates to pursue higher studies in universities in North America and other advanced countries. Ironically, their competence has become irrelevant to the local job market due to Bangladesh's technology-import-centric development strategy and policy. Such a reality demands that we focus on finding the relevance of engineering education to high-value job creation in driving economic growth. Besides, instead of just believing in human capital theory and terming engineering human capital as an exogenous factor contributing to economic growth, we should be aware of the clear linkage. As recent endogenous economic growth theories explain, ideas for advancing technologies for improving products and production processes are significant sources of productivity gain of material, energy, labour, and other production inputs-leading to higher performance of firms and economies. Besides, ideas are scalable, offering endless growth opportunities. Furthermore, highly science- and mathematics-centric engineering education empowers graduates to play a role in idea production instead of performing, repairing, and maintaining jobs. Hence, to create high-value jobs to drive economic growth, Bangladesh faces the urgency of migrating from technology adoption to advancement to improve the quality and reduce the cost of products and processes by engaging local engineering graduates in R&D.

CREATING THE DEMAND AND IMPROVING THE SUPPLY OF ENGINEERING GRADUATES, FOR JOB CREATION THROUGH ECONOMIC GROWTH: Among others, three essential policy barriers are (i) Bangladesh's decision of giving contracts of technology centric major infrastructure projects to foreign firms, (ii) pursuing capital machinery import centric and incentives-based import substitution and export-oriented manufacturing, (iii) offering subsidies and tax differentials to offset competitiveness of farming and other sectors, and (iv) scaling up academic programmes due to belief in human capital and economic growth theories. As a result, Bangladesh government has created a less challenging path for developing infrastructure, and the private sector has found an easy profit-making opportunity. Hence, both the government and the private sectors have been shying away from increasing local value addition through ideas by engaging engineering graduates in R&D.

On the other hand, engineering academic institutions are in a race to follow global curricula without having any focus on how to prepare graduates to add value by driving the evolution of products and processes. Therefore, these policies need to be changed to create the demand for engineering graduates in R&D to drive the evolution of products and processes to be in the global race.

As explained, during the last 75 years, despite the expansion of engineering education in both breadth and depth and economic growth out of technology adoption-centric policies, Bangladesh's engineering education has become increasingly irrelevant to the local job market. Besides, along with the growing job crisis, Bangladesh has been missing the opportunity to drive economic growth further through product and process innovation by engaging those graduates in R&D. Unfortunately, over the decades, Bangladesh has created significant policy barriers that must be overcome to address two critical issues: higher economic growth and creating high-value jobs for engineering graduates.

M. Rokonuzzaman, Ph.D is academic and researcher on technology, innovation, and policy. Zaman.rokon.bd@gmail.com

THE FINANCIAL EXPRESS September 24, 2025

Jobless growth and the return of poverty

Poverty reduction in Bangladesh has meant nudging people just above the line, without ensuring a sustainable escape. The result is a population always staying one crisis away from collapse

writes
Wasi Ahmed

Bangladesh once stood out as a development success story, celebrated for its laudable performance in lifting millions out of poverty. Today, that narrative is fast unravelling. For the first time in decades, poverty rates are climbing rather than falling. The irony is bitter: the economy is still growing, but the growth is not producing jobs or broad-based prosperity. Instead, it is deepening inequality, entrenching vulnerabilities and pushing families back into hardship.

This reversal was a stark message from a recent dialogue hosted by the Power and Participation Research Centre (PPRC), which brought together some of the country's respected economists and policy thinkers. Their findings should disrupt any complacency in policymaking circles. Poverty, they warned, has risen by nearly 10 percentage points since 2022. One in four citizens is now poor. One in ten is trapped in extreme poverty. Another 18 per cent-the "vulnerable non-poor"-are barely hanging on just above the poverty line, exposed to every shock.

It is a grim picture. The core problem is obvious: Bangladesh is running an economic model that celebrates GDP expansion while ignoring the most basic measure of development-jobs. The phrase "jobless growth" has long been dismissed by policymakers as academic jargon.

But the evidence is now undeniable. Despite a decade of robust GDP numbers, unemployment stands at 2.73 million, with youth unemployment and underemployment at crisis levels. More than 40 per cent of young people are classified as NEET-not in employment, education or training. Growth has not been translated into employment. Worse, inequality has widened, slowing poverty reduction.

If joblessness defines one side of the poverty reversal, broken education and health systems define the other. Around 15.5 per cent of children between five and 18 are not in school, largely because their families cannot afford it. With households covering about 70 per cent of education costs, poor families are being priced out of opportunity.

In the dialogue, PPRC Chairman Dr Hossain Zillur Rahman calls it "risk of generational poverty." Children denied schooling today are condemned to poor job or income prospects, creating a vicious cycle. When families cannot access health services or cope with chronic illness, the slide into debt and poverty accelerates.

The reversal is even more severe in rural Bangladesh. Agricultural growth is slowing, real wages for farm workers are eroding and rural non-farm income-a lifeline that accounts for 60 per cent of household earnings-is shrinking.

If the government truly wants to halt poverty, rural policy deserves urgent attention with a view to improving agricultural productivity, protecting workers' real wages, expanding rural employment, and pumping capital into the non-farm economy. Anything less will mean widening disparity between rural and urban Bangladesh.

What makes this reversal particularly damning is that it was avoidable. Private investment has been stuck at 23-24 per cent of GDP for over a decade, while foreign direct investment has limped along below 1.0 per cent. These stagnant figures tell the story of an economy unwilling to expand opportunity.

Meanwhile, the social protection system-the very safety net designed to catch the vulnerable-is fragmented, outdated, and shockingly inadequate. There are some 20 overlapping schemes, none of them delivering effectively.

Poverty reduction in Bangladesh has meant nudging people just above the line, without ensuring a sustainable escape. The result is a population always staying one crisis away from collapse. Covid-19, inflation, and political turmoil have only exposed how fragile the model really is.

The problem is not just economic-it is political. For years, successive governments have basked in the glow of GDP numbers, ignoring the cracks beneath. Poverty reduction is no longer at the centre of the reform agenda. Job creation is treated as a side effect, not the main goal. Education and health remain heavily privatised, forcing poor families to pay what they cannot afford.

The way forward is not difficult to discern. Experts laid it out with clarity:

- Put employment generation at the core of economic planning.
- Reinvest in public education and healthcare to break the intergenerational poverty trap.
- Address rural decline by supporting farm productivity and non-farm livelihoods.
- Overhaul social protection into a shock-responsive, inclusive and data-driven system.
- Remove bottlenecks to private and foreign investment to expand opportunities.

Above all, policymakers must abandon the illusion that GDP growth alone will carry the poor forward. It will not. Bangladesh must now confront the hard truth: poverty reduction has stalled because growth has been hollow. Bangladesh's poverty reduction journey was once built on bold choices-empowering women through microfinance, expanding primary education, leveraging garments for jobs.

Those choices worked because they were people-centric. The current reversal is a test of whether today's policymakers will take the bold steps needed to rescue millions from sliding back?

The answer will determine whether Bangladesh's future is one of shared prosperity-or widening exclusion embedded in jobless growth.

wasiahmed.bd@gmail.com

শোভন কাজ

NEW AGE

সমকাল ■ বুধবার। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বরিশালে হরিজন উচ্ছেদে হাইকোর্টের স্থিতাবস্থা জারি

■ সমকাল প্রতিবেদক

বরিশাল শহরে ঐতিহ্যবাহী হরিজন সম্প্রদায়ের উচ্ছেদে তিন মাসের স্থিতাবস্থা (স্টাটাসকো) জারি করেছেন হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে ওই সিটি করপোরেশনের হরিজন সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ কার্যক্রম কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রতি রুল জারি করেছেন আদালত। আগামী তিন মাসের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথ সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চ গতকাল মঙ্গলবার এ আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী বিভাষ চন্দ্র বিশ্বাস, প্রজ্ঞা পারমিতা, অনুপ সাহা, মিনা রানী দে।

এর আগে বরিশাল সিটি করপোরেশনের হরিজন সম্প্রদায়ের উচ্ছেদে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়। আইনজীবী সৌমিত্র সরদার, হিন্দোল নন্দী, বিপ্লব পোদ্দারসহ কয়েকজন আইনজীবী এ রিট করেন। এছাড়া রিটে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, উচ্ছেদ-আতঙ্কে আছেন বরিশাল সিটি করপোরেশনের হরিজন সম্প্রদায়ের (সুইপার) একটি কলোনির বাসিন্দারা। নগরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাঠপট্টি এলাকার ওই কলোনিতে ৩৬টি পরিবারে প্রায় ১০০ সংখ্যালঘু হরিজন সম্প্রদায়ের সদস্যরা থাকেন।

সম্প্রতি সিটি করপোরেশন ও জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে মৌখিকভাবে জানানো হয়, আগামী ৪ অক্টোবরের পর তাদের এ কলোনি ছেড়ে দিতে হবে। এতে উৎকণ্ঠার মধ্যে আছেন কলোনির বাসিন্দারা। এ উচ্ছেদ প্রক্রিয়া বন্ধের দাবিতে গত ১১ সেপ্টেম্বর নগর ভবন ও জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে গিয়ে স্মারকলিপি দেন বাসিন্দারা। ওই আবেদনের পর কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ায় হাইকোর্টে রিট করা হয়।

জানা গেছে, ব্রিটিশ আমলে ভারতের তেলেগু এলাকা থেকে আসা এ হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজন দেড়শ বছর ধরে কলোনিতে বাস করছেন। তাদের দাবি, তারা নগরের কাঠপট্টি এলাকার এ কলোনিতে বসবাস করে নগরের পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন করছেন। এত বছরেও তাদের উচ্ছেদের চেষ্টা হয়নি। গত সপ্তাহে হঠাৎ করে তাদের নতুন জায়গায় যেতে বলা হয়েছে, যা তাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এখানে বহুতল মার্কেট নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেজন্য সিটি করপোরেশনের মাধ্যমে উচ্ছেদের তৎপরতা চলছে।

বণিক বার্তা শুক্রবার, সেপ্টেম্বর ২৬, ২০২৫

ওআইসি শ্রম কেন্দ্রের গোলটেবিল বৈঠকে শ্রম উপদেষ্টা

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ওআইসি শ্রম কেন্দ্রের দ্বিতীয় সাধারণ পরিষদের উচ্চপর্যায়ের একটি গোলটেবিল বৈঠক আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার প্রায় ২৬টি দেশ অংশ নেয়। বৈঠকে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন উদ্ভাবনীমূলক শ্রমনীতিতে আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয় তুলে ধরেন বলে গতকাল এক তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়েছে।

উপদেষ্টা বলেছেন, 'গত এপ্রিলে বাংলাদেশ শ্রম কেন্দ্র সংবিধিতে সই করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ১০টি মৌলিক কনভেনশনের মধ্যে আটটিসহ মোট ৩৬টি কনভেনশন ও একটি প্রোটোকলে অনুস্বাক্ষর করেছে। বাকি দুটি মৌলিক কনভেনশন (কনভেনশন ১৫৫ ও ১৮৭) এবং কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি বন্ধে কনভেনশন ১৯০ অনুস্বাক্ষরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।'

শ্রমবাজারের একীভূতকরণ ও শ্রমিকদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে উপদেষ্টা বলেন, 'দক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মসংস্থান ও চলাচল নিশ্চিত করতে নতুন উদ্যোগ ও নীতি সংস্কার প্রয়োজন।' এজন্য ওআইসি শ্রম কেন্দ্র সাসটেইনেবল, ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার ফর ইসলামিক কান্ট্রিজের মাধ্যমে তথ্য বিনিময় ও যৌথ গবেষণার আহ্বান জানান তিনি। তিনি ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার দেশগুলোর চাহিদা অনুযায়ী শ্রম বাজার উন্মুক্ত করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রম খাতের বিকাশে প্রশিক্ষণ আয়োজনসহ বিভিন্ন আইনগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুগোপযোগী বিধিবিধান পালনের জন্য ওআইসি শ্রম কেন্দ্রকে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

SEPTEMBER 27, 2025,

Labour reforms crucial in getting large-scale FDI, says Yunus

United News of Bangladesh · New York

CHIEF adviser Muhammad Yunus on Thursday underscored the critical role of labour reforms in attracting large-scale foreign direct investment to Bangladesh.

Speaking at a discussion followed by dinner, he reaffirmed the interim government's commitment to implementing key reforms, aligned with International Labour Organisation conventions, before the upcoming national election in February.

The high-level dinner hosted at the Bangladesh Permanent Mission to the United Nations brought together diplomats, UN officials and senior political leaders from Bangladesh for a focused dialogue on labour laws, workers' rights, and ongoing reform efforts in the country.

Leaders from three major political parties in Bangladesh participated, contributing to an open and constructive exchange on labour issues.

The discussion, moderated by Lutfey Siddiqi, special envoy to the chief adviser, included comments from the director-general of the ILO and senior representatives from various UN agencies.

Participants commented on the broader implications of labour reform for Bangladesh's economic future and international standing, said chief adviser's deputy press secretary Abul Kalam Azad Majumder.

Before the formal address by the chief adviser, political leaders from the three major parties were invited to share informal remarks.

Each emphasised the importance of the garment industry and expressed support for continued labour sector reform.

Mirza Fakhrul Islam Alamgir, secretary general of the Bangladesh Nationalist Party, described the garment industry as a cornerstone of Bangladesh's economy.

He noted that any future government must prioritise its growth and sustainability and acknowledged the interim government's efforts to advance labour reforms and ILO commitments.

Syed Abdullah Mohammad Taher, Nayeb-e-Amir of Bangladesh Jamaat-e-Islami, highlighted that many in his party bring direct experience from the garments industry.

He said that this gave them a valuable insight into how the sector can become more globally competitive.

He expressed support for the interim government's reform agenda and a desire to build on these reforms, if elected.

Humayun Kabir, foreign affairs adviser to BNP's acting chairman, Tarique Rahman, echoed the BNP's appreciation for the current labour initiatives.

He said that such efforts should not only be continued, but further expanded under any incoming administration.

A common theme among all three speakers was the urgent need for Bangladesh to secure fairer pricing for its garment exports.

'It should not be the buyer who always dictates the terms,' said one speaker — a sentiment that drew consensus across party lines.

Tasnim Jara, a senior leader of the Nationalist Citizens Party, offered a personal reflection, recalling the Rana Plaza tragedy as a defining moment in her political journey.

Then a medical student, she volunteered to treat the injured. 'That incident shaped my politics,' she said, calling attention to the human cost of unsafe labour practices and the pressing need for reform.

In closing remarks, the chief adviser reiterated the government's resolve to implement meaningful and lasting reforms.

কালের কণ্ঠ | শুক্রবার । ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

পোশাকশিল্পের আটকে থাকা বৈদেশিক মুদ্রা উদ্ধারে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ▷

চট্টগ্রাম বন্দরের ট্যারিফ (শুল্ক) বৃদ্ধি এক বছরের জন্য স্থগিত রাখা এবং শিপিং লাইন ও ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারদের বেআইনি কার্যক্রমে আটকে থাকা পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা উদ্ধারে সহায়তা করার বিষয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলের পোর্ট অ্যান্ড শিপিং বিষয়ক স্থায়ী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজিএমইএ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে গত মঙ্গলবার এই সভা অনুষ্ঠিত হলেও বিষয়টি জানানো হয় গতকাল বৃহস্পতিবার।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের পোর্ট অ্যান্ড শিপিং বিষয়ক স্থায়ী কমিটির প্রথম সভা

সভায় বিজিএমইএ নেতারা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের বর্তমান কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ট্যারিফ বৃদ্ধি এক মাসের জন্য স্থগিত করায় বন্দর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানানো হয়। তবে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিজিএমইএ নেতারা এই ট্যারিফ বৃদ্ধি আরো এক বছর স্থগিত করতে বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ জানান।

সভায় বক্তারা দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের বড় একটি সমস্যা তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার এবং শিপিং লাইনের (এমএলও) রপ্তানি পণ্য চালান বিদেশি ক্রেতার কাছে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে তারা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিধিমালা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অমান্য করছে। বিদেশি কনসাইনির ব্যাংকের এনডোর্সকৃত ট্রান্সপোর্ট ডকুমেন্ট ছাড়া রপ্তানি পণ্য ডেলিভারি দেওয়ার কারণে দীর্ঘকাল ধরে অনেক পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার কোটি বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত হয়নি।

বক্তারা আরো উল্লেখ করেন, ২০০৩ সালে চট্টগ্রামের চারটি প্রতিষ্ঠানের অর্থ উদ্ধারের আবেদন তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর কাছে যাওয়ার পরও আজ পর্যন্ত এর কোনো প্রতিকার সম্ভব হয়নি। শিপিং লাইনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিলেই উচ্চ আদালতে রিট এবং ভয়ভীতির কারণে ভুক্তভোগী প্রতিষ্ঠানগুলো একপ্রকার ধরেই নিয়েছে যে তাদের প্রতিকারের কোনো পথ খোলা নেই।

সম্প্রতি বিজিএমইএর সদস্য প্রতিষ্ঠান মেসার্স মেলো ফ্যাশন লিমিটেডের তিন লাখ ৯৬ হাজার ৪৪৮.৮০ মার্কিন ডলার মূল্যের রপ্তানি পণ্য ব্যাংক ডকুমেন্ট ছাড়া 'ওয়ানলাইন শিপিং'-এর বিদেশি ক্রেতার কাছে হস্তান্তরের ঘটনাটি আবারও এই সমস্যাকে আলোচনায় নিয়ে আসে। দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে আটকে থাকা ভুক্তভোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থ উদ্ধারে বিজিএমইএ সহযোগিতা করবে বলে নেতারা আশ্বস্ত করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পোর্ট অ্যান্ড শিপিং বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও বিজিএমইএর সাবেক প্রথম সহসভাপতি নাসির উদ্দিন চৌধুরী। সভায় আরো বক্তব্য দেন বিজিএমইএ পরিচালক ও পোর্ট অ্যান্ড শিপিং বিষয়ক স্থায়ী কমিটির পরিচালক ইনচার্জ মোহাম্মদ সাইফ উল্লাহ মনসুর, বিজিএমইএ পরিচালক এম ডি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সাবেক পরিচালক ও পোর্ট অ্যান্ড শিপিং বিষয়ক স্থায়ী কমিটির উপদেষ্টা এ এম মাহবুব চৌধুরী এবং পোর্ট অ্যান্ড শিপিং কমিটির সদস্য বিজয় শেখর দাশ, কাজী মো. শফিকুল ইসলাম (টিটু), মো. আবদুল বারেক, মো. তসলিম আরিফ প্রমুখ।

কালের কণ্ঠ | শুক্রবার । ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশের পোশাকশিল্প টেকসই উন্নয়নে 'বিশ্বমানের' উদাহরণ

কারখানা পরিদর্শনে সুইস রাষ্ট্রদূত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প দ্রুতই টেকসই উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত সুইস রাষ্ট্রদূত রেতো রেঙ্গলি। সাভারের টিম গ্রুপের ফোর এ ইয়ার্ন ডায়িং কারখানা পরিদর্শন শেষে গতকাল বৃহস্পতিবার এক ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন রাষ্ট্রদূত।

ব্রিফিংয়ের আগে তিনি সাভারের বাইপাইলে অবস্থিত কারখানার বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন। শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গেও তাঁদের সুযোগ-সুবিধা এবং কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবস্থাপনা নিয়ে তিনি কথা বলেন।

সাংবাদিকদের সুইস রাষ্ট্রদূত আরো জানান, কারখানাটির কর্মপরিবেশ দেখে তিনি 'ইমপ্রেসড'। এর আগে কোনো দেশে এত চমৎকার কাঠামোর কারখানা দেখেননি তিনি। বাংলাদেশের পোশাক খাতের টেকসই উন্নয়নের এটি একটি বড় উদাহরণ। স্বাস্থ্যকর সবুজ পরিবেশে শ্রমিকরা কাজ করছেন। তাঁদের চিকিৎসা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট দায়িত্বশীল। কারখানাটিতে উৎপাদিত পোশাক তাঁর দেশ সুইজারল্যান্ডে আমদানি হয়—এ কারণে কর্মপরিবেশ দেখতে কারখানাটি পরিদর্শন করেন তিনি। তবে নিজের এই বক্তব্যের বাইরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেননি রাষ্ট্রদূত।

বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখার আগে ফোর এ ইয়ার্ন ডায়িংয়ের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। এ সময় সুইস দূতাবাসের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মিডিয়া বিষয়ক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা খালেদ চৌধুরী, ফোর ইয়ার্ন ডায়িংয়ের পক্ষে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল্লাহ হিল নকিব, মার্কেটিং ও মার্চেনডাইজিং বিভাগের প্রধান মেহেদী হাসান আসিফ ও অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আবদুল্লাহ হিল নকিব সাংবাদিকদের জানান, মূলত বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পোশাক খাত নিয়ে যে অপপ্রচার আছে, সেটা যে সত্য নয় তা সরেজমিনে দেখাতেই রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে এসেছেন তাঁরা।

দৈনিক ইত্তেফাক | ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠাতে 'প্রতারণা' নূর আলীসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠাতে প্রতারণার মাধ্যমে ৪০ কোটি টাকা আত্মসাৎ এবং অর্থ পাচারের অভিযোগে ইউনিক ইস্টার্ন প্রাইভেট লিমিটেডের মালিক নূর আলীসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ-সিআইডি। রবিবার গুলশান থানায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে এ মামলা করা হয়েছে। এই তথ্য গতকাল সোমবার সিআইডির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

ব্যবসায়ী নূর আলী ইউনিক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। গত শতকের আশির দশকে জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমেই তার ব্যবসা শুরু হয়েছিল। তিনি আওয়ামী লীগ থেকে সংসদ সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সিআইডির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মালয়েশিয়ায় 'জনশক্তি রপ্তানি সিন্ডিকেটের অন্যতম সদস্য' ইউনিক ইস্টার্নের মালিক নূর আলীসহ সংশ্লিষ্ট ১৪ জনের বিরুদ্ধে ৪০ কোটি ৭১ লাখ টাকার 'সংঘবদ্ধ প্রতারণার প্রাথমিক প্রমাণ' মিলেছে। সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম বিভাগ এ মামলা তদন্ত করছে।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, নূর আলী এবং অন্যরা মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর সময় প্রত্যেকের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ফি ছাড়াও অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছেন।

২০২২ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ২ বছরে তারা ৩ হাজার ৭৮৭ জন কর্মীকে মালয়েশিয়ায় পাঠিয়েছে। সরকারি ফি ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা নির্ধারিত থাকলেও নূর আলীসহ অভিযুক্তরা জনপ্রতি ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা আদায় করেন।

ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে পাসপোর্ট খরচ, কোভিড-১৯ টেস্ট, মেডিক্যাল ফি ও পোশাক সংক্রান্ত ফিয়ে নামে অতিরিক্ত খরচ আদায়ের তথ্য পাওয়ার কথা বলা হয়েছে সিআইডির বিজ্ঞপ্তিতে।

DHAKA WEDNESDAY SEPTEMBER 24, 2025
ASHWIN 9, 1432 BS
The Daily Star

৪২

Bangladesh's ship recycling industry at a crossroads

SHAIKH MD MUJAHID UL ISLAM

Bangladesh has missed the critical deadline to implement the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships (HKC 2009), which it ratified in June 2023, but enforcement is still pending as of June 2025. A recent article in Maritime Executive suggested that Bangladesh and Pakistan might delay enforcing the Convention by citing their socio-economic challenges and referencing international agreements like the 1992 Rio Declaration. However, experts stress that once a country ratifies an international treaty such as the Hong Kong Convention, it is legally bound under the Vienna Convention on the Law of Treaties to honor its commitments in good faith. The often non-binding language of declarations such as the Rio Declaration cannot override the binding force of ratified conventions.

The ship recycling industry (SRI) in Bangladesh is currently regulated by the Ship Breaking and Recycling Rules 2011 and the Ship Recycling Act 2018, under which the Ship Recycling Board (SRB) holds official authority. Unfortunately, the Board faces a severe manpower shortage, preventing it from effectively managing key responsibilities such as issuing No Objection Certificates (NOCs) and permits for dismantling ships. In practice, these daily administrative tasks are handled by the Ship Recycling Wing of the Ministry of Industry. The country is in a transitional phase, transferring oversight from the Ministry's Wing to the SRB. This bureaucratic shift raises concerns about whether Bangladesh has enough administrative capacity to monitor and enforce regulations as the HKC 2009's implementation deadline approaches. Since shipbreaking yards make significant capital investments in acquiring ships for dismantling, delays in permits could result in substantial financial losses due to accruing bank interest, threatening the sector's economic viability.

For the compulsion of the HKC 2009, after June 2025, no ship can be legally permitted for dismantling in any yard in Bangladesh that has not attained "green yard" status in compliance with HKC standards. Currently, only seven yards—including PHP, SN Corporation, Kabir Recycling Yard, Arab Recycling Yard, and KR Recycling Yard—have received green certification, while fifteen others are in the process of upgrading. Most operational yards remain non-compliant but together employ thousands of workers directly and support millions more in related industries such as steel manufacturing and furniture production.

Restricting ship imports to compliant yards could jeopardise these workers' livelihoods and threaten the stability of related sectors. Moreover, without enough scrap metal from ship recycling, Bangladesh's steel industry would need to import raw materials, adding pressure on the country's foreign currency reserves. The global ship recycling industry's shift from Europe to Asia was driven by the region's more relaxed regulations and environmental standards. If Bangladesh unilaterally enforces strict rules to meet the Hong Kong Convention, competing countries like Pakistan, India, and the Philippines could seize the opportunity to attract business, reducing Bangladesh's market share. Another urgent issue is hazardous waste disposal. The Bangladeshi government, with support from Japan, is developing a Treatment, Storage, and Disposal Facility (TSDF) to safely manage hazardous materials from ship recycling. However, delays in land acquisition have hindered progress, making it unlikely the TSDF will be operational by the 2025 enforcement deadline. As a result, safe hazardous waste disposal remains uncertain.

Since its inception, the Hong Kong Convention has faced criticism for disproportionately placing the burden on ship recycling states rather than ship-owning nations. Recycling countries are required to establish safe recycling facilities, maintain TSDFs, prepare Ship Recycling Plans (SRPs), and implement strict occupational health and safety standards. Meanwhile, ship owners often shift responsibility to lesser-known flag states or cash buyers by changing a ship's flag before dismantling, avoiding accountability for the ship's end-of-life impacts despite profits during its operational life. This imbalance raises a key question: is Bangladesh truly prepared to enforce the Hong Kong Convention by the 2025 deadline? Failure by Bangladesh and other major recyclers to comply- whether due to unreadiness or socioeconomic reasons- would violate international law.

Ratification shows Bangladesh's commitment to uphold treaty obligations in good faith, and it is essential to distinguish between legally binding conventions and soft international declarations. More importantly, this issue goes beyond legal obligations; it concerns protecting workers' health and safety, as well as safeguarding marine and terrestrial environments. Since the international community cannot reliably monitor occupational safety or environmental compliance at ship recycling yards, national enforcement is critical. Proper implementation of the Convention would improve working conditions for vulnerable laborers and reduce environmental pollution.

A coordinated and practical approach is needed to address these challenges. First, the International Maritime Organization (IMO) should work with recycling countries to develop tailored mandatory standards within the Hong Kong Convention framework, considering their socio-economic realities. Many yards cannot afford the costs imposed by classification societies like ClassNK, GMS, or Bureau Veritas, which certify facilities based on high MEPC guidelines. Adjusting these standards to be both feasible and effective is essential.

Second, the IMO should strengthen inspection and monitoring efforts in major recycling countries to accurately assess occupational safety and environmental compliance. Transparent,

Friday • September 26, 2025 • Page 20

THE FINANCIAL EXPRESS

FE TRADE & MARKET

BD apparel sector advancing towards sustainability, says Swiss envoy

FE REPORT

Bangladesh's readymade garment (RMG) sector is steadily advancing on the path of sustainable development, said Swiss Ambassador to Bangladesh Reto Renggli on Thursday.

Also praising the industry for its significant improvements in workplace environment, workers' health and safety, and compliance standards, he urged the stakeholders to maintain this positive momentum.

The Swiss envoy made the remarks after visiting the Four A Yarn Dyeing factory, a concern of Team Group, located at Baipail in Savar.

Prior to a briefing, he visited various sections of the factory, interacted with workers and management, and observed the facilities firsthand.

"I was very pleased to visit this factory this morning for two reasons," Ambassador Renggli said.

"First, it is a very modern facility, and I was truly impressed by what I saw. Second, this factory produces for brands in Switzerland, and as the Swiss Ambassador, it's important for me to understand the working conditions in factories that supply the Swiss market," he added.

The envoy further said: "Beyond the production process, I was particularly impressed by the company's sustainability goals, which they aim to achieve by 2030. I believe this is an excellent example of how business success can be combined with sustainable development."

The ambassador also lauded the factory operators for providing a clean and green environment for workers, along with healthcare and other welfare benefits.

Earlier, Ambassador Renggli held a

He also calls upon stakeholders to keep the positive momentum up

meeting with the management of Four A Yarn Dyeing.

Swiss Embassy's Senior Political, Economic and Press Officer Khaled Chowdhury accompanied him during the visit.

From the company side, Deputy Managing Director Abdullah Hil Nakib, Head of Marketing and Merchandising Mehedi Hasan Asif, and other senior officials were present.

Mr. Nakib told news men that the Swiss envoy's visit was aimed at countering negative perceptions and misinformation about Bangladesh's apparel sector abroad.

"We wanted to show the ambassador the real picture of our industry - the working environment, workers' welfare, and product quality," he said.

"He (Ambassador) was very pleased with what he saw and even sought our permission to share his experience on social media, which we believe will help improve the country's brand image," said Mr. Nakib.

He further said the ambassador also expressed the interest in promoting a more accurate understanding of Bangladesh's garment industry in Switzerland.

Four A Yarn Dyeing is a US Green Building Council (USGBC) certified green factory with the highest Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Platinum rating.

The facility manufactures high-value jackets, with free-on-board (FOB) prices close to $100 per piece. These jackets retail for $700-$800 in European and US markets. Mr. Nakib said, "We have a total of 82 production lines. Our total turnover is expected to reach $70 million-plus this year."

He went on: "We are planning for further growth as we are in discussions with several value-added buyers. If these discussions materialise, our turnover could reach close to $100 million by 2026."

"We are now waiting for a significant leap forward, as our group has been maintaining a 15 to 20 percent annual growth rate," he added.

Responding to a question, the Team Group DMD said the recent US tariff hike on Chinese products would create pressure on China.

"It is true that they will try to push more into the EU market, and it would definitely create challenges," he said.

"But the challenge will not be so big that we won't be able to overcome it, because I believe it won't be that easy for the Chinese to capture the EU market."

Citing a recent conversation with a European customer, he said: "Even a few days ago, I was talking to one of our buyers, and they mentioned that they are gradually trying to move away from Chinese suppliers. This sentiment is slowly growing."

Highlighting the importance of long-term relationships, he said: "The relationship we have built with our customers really matters. Until today, no customer has ever left us because of issues with our service, delivery, or quality."

Currently, the factory produces and supplies garments for at least 20 leading global brands, including Tommy Hilfiger, Calvin Klein (CK), and Jack & Jones, it was learnt.

newsmanjasi@gmail.com

কালের কণ্ঠ শুক্রবার । ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ।

নাসা গ্রুপের ১৬ কারখানা বন্ধ

বেকার হাজারো শ্রমিকের কান্না ও কষ্টের জীবন

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব, চট্টগ্রাম ও
ওমর ফারুক, সাভার (ঢাকা) ▷

চট্টগ্রামে অবস্থিত তৈরি পোশাক কারখানা এমএলসি অ্যাপারেলসের শ্রমিক আবদুল আলীম বিড়বিড় করেই বললেন, বিয়েতে স্ত্রীকে দেওয়া এক ভরি ওজনের সোনার গয়না বন্ধক রেখেছেন। তা থেকে পাওয়া অর্থে চাল, ডাল ও তেল কিনেছেন। দুই মাস বেতন-ভাতা পাননি। শেষ পর্যন্ত কারখানাই বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। গত বুধবার চট্টগ্রামের সড়কে নেমে শত শত শ্রমিক বিক্ষোভ করলেও কারখানা খোলা হয়নি। পরে স্ত্রীর অনুরোধে স্বর্ণালংকার বিক্রি করে এখন পেট চালাতে হচ্ছে।

জানা গেছে, চট্টগ্রাম, আশুলিয়া, গাজীপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নাসা গ্রুপের সব মিলিয়ে ১৬টি কারখানা গতকাল থেকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাতে আবদুল আলীমের মতো হাজার হাজার শ্রমিক চরম অনিশ্চয়তায় আছেন। জানা গেছে, চট্টগ্রামের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) নাসা গ্রুপের দুটি পোশাক কারখানা গতকাল স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ফলে বেতন-ভাতা না পাওয়ায় দুই কারখানার দুই হাজর ৫০০ শ্রমিক চরম অনিশ্চয়তায় রয়েছেন। কারখানা বন্ধের দরুন গত আগস্ট ও অক্টোবরের বেতন পাওয়া নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়। বেতন না পাওয়ায় অনেকেই সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। কেউ স্বর্ণ বন্ধক রেখে, কেউ আবার ঘরের জিনিসপত্র বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, গত বছরের ৫ আগস্টের পর মালিককে আটকের পর থেকে চট্টগ্রামের দুই কারখানায় কাজ কমে যায়। অন্যান্য কারখানায়ও একই অবস্থা দেখা দেয়। ফলে চলতি বছরের দুই-তিন মাস ধরে বেতন বকেয়া পড়ে রয়েছে। এরই মধ্যে হঠাৎ বেতন না দিয়ে কারখানা বন্ধের নোটিশ হাতে পেলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন শ্রমিকরা। গত বুধবার সকাল ৯টা থেকে শ্রমিকরা চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউস থেকে শাহ আমানত বিমানবন্দর সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। শ্রমিক মো. দেলোয়ার হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গত দুই মাস আমরা কোনো বেতন-ভাতা পাইনি। জমানো টাকা থেকে খরচ করে চলছি। এভাবে কত দিন চলব?'

সাভার কাছে আশুলিয়ায় নাসা গ্রুপের ১০টি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১০ বছর ধরে আশুলিয়ায় নাসা বেসিক কারখানার সুইং অপারেটর হিসেবে কাজ করছিলেন রংপুর জেলার পীরগাছা থানার কান্দিরহাট গ্রামের আম্বিয়া বেগম। দুই ছেলে ও স্বামীকে নিয়ে আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুরে আমির হোসেনের বাড়িতে ভাড়া থাকেন। স্বামীর আছে চায়ের দোকান। আর তিনি পোশাক কারখানায় চাকরি করে সংসারের হাল ধরেছিলেন। কারখানা বন্ধ, দুই মাসের বেতন বকেয়া পড়েছে। গত বুধবার বকেয়া পাওনার দাবিতে কারখানার সামনে অবস্থান নিয়েছিলেন শ্রমিকরা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা লাঠিপেটা করে, গরম পানি দিয়ে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। আম্বিয়া বলেন, 'আমার এক সন্তানের বয়স ১৮ বছর, আরেকজনের বয়স আট বছর। স্বামীর আয়ে আমাদের চলে না, তাই কোনো রকমে চাকরি করে এদের নিয়ে সংসার চালাতাম। কিন্তু কারখানা বন্ধ হওয়ায় বাড়িওয়ালা ঘর ভাড়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন। দোকানদারও বাকি দিচ্ছেন না। আমরা এখন কী করব?'

নাসা সুপার কারখানার সুইং অপারেটর আজিজুল হক বলেন, 'গ্রামে জমিজমা না থাকায় অভাবের সংসার চালাতে আশুলিয়ায় এসে পোশাক কারখানায় চাকরি নিয়েছিলাম। নিজে খেয়ে ঘরভাড়া দিয়ে কিছু টাকা বাড়িতে পাঠাতাম। কিন্তু গত বছর কারখানার মালিক গ্রেপ্তার হলে আমাদের কপাল পুড়েছে। আগে কখনো আমাদের বেতন বকেয়া থাকত না। কিন্তু গত দুই মাস ধরে বেতন না পেয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে। বাধ্য হয়ে কয়েক দিন অটোরিকশা চালিয়েছি।'

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও সোয়েটার শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের আইনবিষয়ক সম্পাদক খায়রুল মামুন মিন্টু বলেন, নাসা গ্রুপের বিভিন্ন কারখানায় শুধু আশুলিয়ায় প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। জুলাই ও আগস্ট মাসের বকেয়া বেতন ও বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে দুই থেকে তিন হাজার শ্রমিক সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন। কিন্তু কোনো ফল হয়নি।

THE FINANCIAL EXPRESS September 26, 2025

Review of social safety net programmes

The government's decision to review once a year the benefits provided under cash-based social safety net (SSN) programmes in line with the Consumer Price Index (CPI) is a timely and pragmatic move. The objective is clear -- to ensure that the allowances offered under these schemes remain realistic and meaningful for beneficiaries rather than being eroded by inflation. The decision was taken at a meeting of the Finance Division, where policymakers agreed on the need to systematise and institutionalise benefit adjustments.

At present, there are nearly 95 social safety net programmes in operation, of which about 21 are cash-based. The meeting recommended three approaches for a review of these benefits: adjusting them against the CPI, Gross National Income (GNI) per capita, or a weighted average of the two. CPI-based adjustments would help allowances retain their purchasing power against inflation, while GNI-based adjustments could link them to overall economic progress. A weighted average, meanwhile, would capture both dimensions -- price stability and national prosperity -- making the system more comprehensive. Among the programmes under consideration, the key schemes expected to undergo regular reviews include old-age allowance, widow and husband-deserted women's allowance, disability allowance, and education stipends under the Social Welfare Ministry. Additionally, programmes such as life's quality improvement for backward communities, mother-and-child support and employment for the ultra-poor are also included in the review. A panel composed of representatives from the ministries concerned will likely use CPI as the guiding indicator to conduct annual revisions of these allowances.

The proposed review is meant to ensure that the allowances offered under the cash-based SSN schemes remain realistic and meaningful for beneficiaries rather than being eroded by inflation

While the periodic review of cash benefits is a step forward, it addresses only part of the broader challenges that beset SSN programmes. Corruption, mismanagement, and overlapping of initiatives across ministries continue to undermine efficiency. A lack of coordination and monitoring often prevents benefits from reaching the real target groups. Instances of mistargeting-where ineligible people receive allowances while deserving ones are left out-have further diluted the impact of these schemes. To maximise the effectiveness of SSNs, reforms must go beyond indexation. A comprehensive review of all safety net programmes is urgently needed. Proper targeting begins with the creation of a detailed, up-to-date database of households living below the poverty line. Such a database would enable policymakers and implementing agencies to tailor interventions to the needs of specific groups, reduce duplication and channel resources more effectively. Equally important is strengthening, monitoring and accountability mechanisms. Transparent implementation, robust oversight, and efficient use of resources are vital to prevent leakages and ensure that the intended beneficiaries truly benefit. Addressing these systemic gaps would not only enhance the credibility of SSNs but also reinforce their role as a cornerstone of inclusive development.

The government's decision to link benefits with inflation is thus a welcome initiative. But it must be part of a broader, sustainable reform agenda that focuses on efficiency, transparency and proper targeting. Only then can the social safety nets fulfil their promise of protecting the poor and vulnerable while helping advance the country's goal of equitable growth.

THE BUSINESS STANDARD FRIDAY 26.09.2025

Shipbreakers caught in govt agencies' wrangle over industry revenues

SHIPBREAKING - CHATTOGRAM

MIZANUR RAHMAN YOUSUF

Bangladesh will soon lose top position if such dispute continues, experts warn

The country's shipbreakers are caught in confusion and fear of added financial strain as two government agencies recently asserted authority over parts of Chattogram's Sitakunda coast where most ship dismantling yards are located.

For decades, shipbreakers have taken annual leases of diluvion land, newly formed coastal areas created by the Bay of Bengal, from the Chattogram deputy commissioner's office.

Alongside, the industry pays various fees to the industries ministry, under which it is formally regulated. Operators must also secure clearances from the Department of Environment, the Department of Explosives, and the Department of Inspection for Factories and Establishments.

However, the Bangladesh Ship Breakers and Recyclers Association (BSBRA) recently received letters and verbal notices from two other agencies – the Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA) and the Chattogram Port Authority (CPA) – both pressing claims share over the same stretches of land.

In a reply to CPA on 19 August, the association warned that such claims are creating uncertainty for yard owners who have already been paying lease and approval fees.

"Currently, all yard owners lease diluvion land yearly from the DC office. Now, two other departments are asking for payments on the same land. This creates unbearable pressure on the industry," the association wrote.

Zahirul Islam Rinku, vice president of association, told The Business Standard that industry leaders fear the claims may result in double or even triple taxation.

"Unless the government resolves this issue at the policy level, shipbreaking yards will face a tangle of competing authorities, rising costs, and legal uncertainty," he added.

Rinku further said they already pay port dues and other fees to the CPA when a ship is imported and anchored at the outer anchorage. "We don't understand why CPA is asking for further revenues."

Commodore Kaosar Rashid, member (engineering) of the CPA, confirmed he had written to BSBRA instructing it to obtain a CPA licence.

"The land belongs to the yard owners, but under state law they must secure CPA approval to operate legally since the industry falls within the port's jurisdiction," he said.

Nayan Shil, deputy director of BIWTA Chattogram, told TBS that the Sandwip channel belongs to BIWTA, and the CPA cannot claim it.

"We have already discussed this matter with the CPA. Shipbreaking yards will ultimately have to obtain a license from us as a legal requirement," he added.

Overlapping claims

Shipbreaking yards pay lease fees to the district administration, which claims authority over the Sitakunda coast's khas land and has been issuing leases there for over 40 years.

A government gazette dated 19 October 2011 declared several mouzas under Sitakunda upazila – Uttor Salimpur, Bhatiary, Jahanabad, Shitalpur, Dokkhin Sonaichari, Moddhom Sonaichari, and Uttor Sonaichari – as a shipbreaking industrial zone. The notification explicitly included "leased khas land" as part of the designated zone.

At present, yard owners pay Tk30,000 per acre of diluvion land. Depending on yard size, lease payments typically between Tk1-2 lakh annually, depending on yard size.

The industries ministry, meanwhile, collects revenue from factories operating in the shipbreaking zone. The Bangladesh Ship Recycling Board (BSRB) under the ministry recently imposed an annual Tk40,000 DASR (Documents of Authorisation for Ship Recycling) fee and also charges for no-objection certificates.

The CPA, pointing to a 2019 notification that extended its port limits up to Mirsarai, issued its letter on 10 August asking shipbreakers to seek CPA approval.

Separately, the BIWTA, citing a 2020 gazette notification, has verbally claimed ownership of parts of the land and asked shipbreakers to obtain its approval to continue operations.

Calls for resolution

BSBRA has urged the CPA, BIWTA, and the district administration to first resolve the ownership question before making further demands. The association said its members are ready to lease land from whichever authority is legally recognised as the rightful owner.

Industry leaders warn that unless the turf war is resolved quickly, the pressure of multiple revenue demands could erode competitiveness and deter new investment.

Captain Anam Chowdhury, shipbreaking consultant and maritime expert, told TBS that through bilateral agreements with Japan, India secured a $76 million soft loan for ship recycling infrastructure and provided an additional $35 million in domestic incentives.

"In contrast, Bangladeshi authorities remain focused on revenue collection rather than financial, policy, or business facilitation support," he said. "The industry has been struggling for years. If this continues, Bangladesh will soon lose its top position in the global market to India."

Muhammad Ali Shahin, coordinator of YPSA, a development group that has worked on shipbreaking for over two decades, said the BSRB was created to provide one-stop services for the sector.

"BSRB should be the sole regulator and all government agencies should work through it. Otherwise, the industry will face double trouble in the future," he said.

BSRB Director General Shafiul Alam Talukder told TBS, "The industry has been going through massive transformation and facing several challenges. It's time to support the industry with clear policy direction. If government agencies impose extra revenue burdens at this crucial time, it would be a disaster."

He added, "We will hold dialogues with the authorities demanding revenues to find a rational resolution."

The industry

Bangladesh's shipbreaking industry is one of the largest in the world, concentrated along a 20km stretch of Sitakunda's coast. Each year, hundreds of decommissioned ships are dismantled here, making the country a global hub for ship recycling.

The industry supplies more than half of Bangladesh's scrap steel, sustaining a domestic steel market valued at around Tk50,000 crore, according to industry insiders.

It contributes an estimated Tk1,200–1,400 crore annually in taxes, VAT, and duties, and directly employs over 20,000 workers, with another 150,000 people dependent on related services and supply chains.

Globally, Bangladesh accounts for nearly 36% of the world's annual ship scrapping, generating turnover worth around $2.46 billion.

সমকাল | মঙ্গলবার | ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ |

১৮ বছরের আগেই ৬৫% নারী পোশাক শ্রমিকের গর্ভধারণ

সমকাল প্রতিবেদক

আইসিডিডিআর,বির গবেষণা

- তিন নারীর মধ্যে দুজন বাল্যবিয়ের শিকার
- ঘরে ও কর্মক্ষেত্রে সহিংসতার শিকার ৫৫ শতাংশ
- ২৫ শতাংশের বেশি নারী গর্ভপাতের শিকার

নারী পোশাক শ্রমিকদের ৬৫ শতাংশ ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই গর্ভধারণ করেন। ১৮ বছরের আগেই বিয়ে হয় প্রতি তিন নারীর দুজনের। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশের (আইসিডিডিআর,বি) গবেষণায় এসব তথ্য জানা গেছে।

গতকাল সোমবার রাজধানীর মহাখালীর আইসিডিডিআর,বি ক্যাম্পাসে এক সেমিনারে এই গবেষণার তথ্য উপস্থাপন করা হয়। গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডার সহায়তায় আইসিডিডিআর,বি পরিচালিত দুই বছরব্যাপী এ গবেষণায় উঠে এসেছে গার্মেন্ট খাতে কর্মরতদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও সহিংসতার শিকার হওয়ার চিত্র। ২০২২ সালের আগস্ট থেকে গত বছর ডিসেম্বর পর্যন্ত কড়াইল, মিরপুর ও টঙ্গীর বস্তি এলাকায় এ গবেষণা পরিচালিত হয়। এতে ১৫ থেকে ২৭ বছর বয়সী ৭৭৮ নারী শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন।

গবেষণায় জানা গেছে, পোশাকশিল্পে কর্মরত ৩৩ শতাংশ নারী ইচ্ছার বিরুদ্ধেই গর্ভধারণ করেন। ২৫ শতাংশের বেশি নারী কখনও না কখনও গর্ভপাত বা মাসিক অনিয়মিত হওয়ার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন।

সচেতনতা কিছুটা বেড়েছে

গবেষণার শুরুর দিকে ১৫ শতাংশ নারী জরুরি গর্ভনিরোধক সম্পর্কে জানতেন। দুই বছর শেষে সে সংখ্যা বেড়ে ৩৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতার হার ৪৯ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭০ শতাংশ। পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনায় স্বামী-স্ত্রীর যৌথ সিদ্ধান্তের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ৫৪ শতাংশের জায়গায় এখন ৭১ শতাংশ।

সহিংসতা ঘরে ও কর্মক্ষেত্রে

গবেষণায় উঠে এসেছে, নারী শ্রমিকরা শুধু ঘরে নয়, কর্মক্ষেত্রেও নিয়মিত সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। কর্মক্ষেত্রে মানসিক সহিংসতার হার গবেষণার শুরুতে ছিল ৪৮ শতাংশ, যা বেড়ে হয়েছে ৫৫ শতাংশ। স্বামীর সহিংসতা, বিশেষ করে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এদিকে সহিংসতার শিকার নারীদের আনুষ্ঠানিক সহায়তা চাওয়ার প্রবণতা কমছে। দুই বছর আগে ৩৫ শতাংশ নারী অনানুষ্ঠানিক সহায়তা (পরিবার বা বন্ধুদের) চাইতেন। তা এখন কমে ২১ শতাংশে এসেছে।

কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা বিষয়ে মাত্র ২০ শতাংশ নারী কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে থাকেন। এ চিত্র দুই বছরেও অপরিবর্তিত। যে গার্মেন্ট কারখানায় নারী শ্রমিকরা কাজ করেন, সেখানে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা অনেকটাই অনুপস্থিত। মাত্র ২২ শতাংশ কারখানায় স্যানিটারি প্যাড সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৪ শতাংশ কারখানায় পরিবার পরিকল্পনার উপকরণ বা এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়।

গবেষণায় দেখা গেছে, যারা অন্তত ৯ বছর স্কুলে পড়েছেন, বেশি বয়সে বিয়ে করেছেন; সন্তান নেওয়ার আগে তারা গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। তাদের কিশোরী বয়সে গর্ভধারণের ঝুঁকি তুলনামূলক কম। অন্যদিকে স্বামী সহিংস আচরণ করলে কিশোরীর গর্ভধারণের ঝুঁকি ২৬ শতাংশ বেশি থাকে।

নারী শ্রমিকদের চলাচলের স্বাধীনতা, মতামত দেওয়ার সুযোগ এবং পারিবারিক সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণের ক্ষমতা— এই তিনটি উপাদান সরাসরি স্বামীর সহিংসতা কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে বলে গবেষণায় জানা গেছে।

বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন

এ গবেষণা কার্যক্রমের প্রধান গবেষক ও আইসিডিডিআরবি,র ইমেরিটাস সায়েন্টিস্ট ড. রুচিরা তাবাসসুম নভেদ বলেন, অর্থনৈতিকভাবে তুলনামূলক এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও পোশাক খাতের নারী শ্রমিকদের প্রজনন স্বাস্থ্য অন্যদের চেয়ে খারাপ। এ পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকার ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) যুগ্ম সম্পাদক ফারজানা শারমিন বলেন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের জন্য কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য রাখা কঠিন। সরকারি ক্লিনিকের সময়সীমাও শ্রমিকদের জন্য উপযোগী নয়। এসব সেবা সহজলভ্য করতে হবে।

মেরী স্টোপস বাংলাদেশের সাবেক নির্বাহী পরিচালক ইয়াসমিন এইচ আহমেদ বলেন, নারীরা এখনও দোকানে গিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী কিনতে লজ্জা পান। তাই গার্মেন্ট কারখানায় এসব সামগ্রীর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। পপুলেশন কাউন্সিলের সাবেক পরিচালক ড. উবাইদুর রব বলেন, নারীরা এখন শুধু গার্মেন্টেই নন, নানা ক্ষেত্রে কর্মরত। অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ কমাতে হলে তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। এ গবেষণার ফলাফল ভবিষ্যতে পোশাকশিল্পে নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও অধিকার নিশ্চিত করতে কার্যকর নীতিমালা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

কালের কণ্ঠ | শনিবার। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে শ্রম সংস্কার অপরিহার্য

উচ্চ পর্যায়ের নৈশভোজে ড. ইউনূস

বাসস ▷

প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, বৃহৎ পরিসরে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য শ্রম সংস্কার অপরিহার্য। তিনি ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনের আগে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কনভেনশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার বাস্তবায়নে অন্তর্বর্তী সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

জাতিসংঘে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন আয়োজিত এক উচ্চ পর্যায়ের নৈশভোজে প্রধান উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। সেখানে শ্রম আইন, শ্রমিকের অধিকার ও চলমান সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন কূটনীতিক, জাতিসংঘ কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতারা। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি নেতারা আলোচনায় অংশ নিয়ে শ্রম খাত সংস্কার অব্যাহত রাখার প্রতি ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আইএলও মহাপরিচালক ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

বাংলাদেশি কর্মী নিতে আগ্রহী আলবেনিয়া : ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তির চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ থেকে দক্ষ ও অদক্ষ কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছে আলবেনিয়া। বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের ফাঁকে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে এ প্রস্তাব দেন আলবেনিয়ার প্রেসিডেন্ট বাজরাম বেগাজ। প্রেসিডেন্ট বেগাজ বলেন, 'আমাদের দেশে শ্রমশক্তির প্রয়োজন। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি আলবেনীয় কম্পানি বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের আবেদন করেছে।'

প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, তরুণ ও উদ্যমী কর্মশক্তির কারণে বাংলাদেশ আলবেনিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে সক্ষম।

সময়ের আলো | শনিবার। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

প্রাইভেটকার চালকদের শ্রমের স্বীকৃতি দিতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা প্রাইভেট কার চালক ইউনিয়নের উপদেষ্টা ও গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেছেন, প্রাইভেটকার চালকদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে, তাদের কাজের জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। তাদের সংগঠন ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে। শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ঢাকা প্রাইভেট কার চালক ইউনিয়নের এক বছর পূর্তিতে আয়োজিত সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি।

সাকি বলেন, প্রাইভেট কার চালানো একটা সুনির্দিষ্ট পেশা। প্রাইভেট কার চালকরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ডিউটি করেন, শ্রম দেন। কিন্তু এই পেশা এবং শ্রমের কোনো সরকারি বা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে লাখো মানুষের প্রাণের বিনিময়ে এই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি ছিল নাগরিকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। গত ৫৪ বছরে এই মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যে ফ্যাসিস্ট সরকারগুলো এ দেশে ক্ষমতায় এসেছিল তাদের শিরোমণি শেখ হাসিনাকে আমাদের দেশের ছাত্র, শ্রমিক, জনতা অভ্যুত্থান করে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। ১৯৭১ সালে আমাদের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, নাগরিকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হবে, সেটা আজকে এই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আবার নতুন করে আমরা দেখেছি।

জোনায়েদ সাকি বলেন, এই দেশের পঁচানব্বই ভাগ মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ। কৃষক, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, দিনমজুর, শ্রমজীবী, শহরে-গ্রামে প্রতিদিন শ্রম দেন, সম্পদ তৈরি করেন। আমাদের দেশের এই খেটে খাওয়া মানুষরা বিদেশে গিয়ে প্রবাসী শ্রমিক হিসেবে দিনরাত খেটে এই দেশে রেমিট্যান্স পাঠান। আর তার ফলেই জিডিপি বাড়ে। তার ফলেই বাজেট বাড়ে। আমাদের সমৃদ্ধি বাড়ে। কিন্তু যারা শ্রম দিয়ে সম্পদ তৈরি করেন তাদের অধিকার পাওয়া যায় না। তাদের মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫ আশ্বিন ১৪৩২ দেশ রূপান্তর

শিল্প খাতের ৯০ ভাগই ক্ষুদ্র উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

আলোচনা সভায় বক্তারা

১ কোটি ১৮ লাখ কর্মসংস্থানের উদ্যোক্তারা আছেন নানাবিধ জটিলতায়

দেশের শিল্প খাতের প্রায় ৯০ ভাগই সিএমএসএমই বা কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, এবং মাঝারি উদ্যোগ। যেখানে প্রায় ১১ দশমিক ৮ মিলিয়ন বা ১ কোটি ১৮ লাখ লোক কর্মরত আছে। জিডিপিতে (মোট দেশজ উৎপাদন) এখাতের অবদান ২৮ শতাংশ। তবে প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা না পাওয়া, সরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতা, অপ্রতুল অবকাঠামো, দক্ষতার স্বল্পতা, নীতি সহায়তা না পাওয়ার পাশাপাশি কঠিন শর্তাবলি, স্থানীয় ও বৈশ্বিক বাজারে অভিগম্যতার সীমাবদ্ধতা এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে পিছিয়ে থাকার কারণে উদ্যোক্তাদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না বলে মনে করেন খাত সংশ্লিষ্ট ও বিশেষজ্ঞরা।

গতকাল সোমবার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'সিএমএসএমই খাতের ব্র্যান্ডিং ও বিপণন চ্যালেঞ্জ : রপ্তানির সম্ভাবনা' বিষয়ক ফোকাস গ্রুপ.আলোচনা সভায় তারা এমন মত দিয়েছেন। মতিঝিল ঢাকা চেম্বার মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, ঢাকা চেম্বারের সভাপতি তাসকীন আহমেদ। সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ওবায়দুর রহমান প্রধান অতিথি ছিলেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) চেয়ারম্যান মো. সাইফুল ইসলাম এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসান আরিফ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মূল প্রবন্ধে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি বলেন, সম্প্রতি আমাদের রপ্তানির ওপর অতিরিক্ত মার্কিন শুল্কারোপের কারণে বিশেষ করে তৈরি পোশাকের পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিতে খরচ বৃদ্ধি পাবে, এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশীয় উদ্যোক্তাদের জরুরি ভিত্তিতে ব্যয় হ্রাসে উদ্ভাবন ও সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর নজর দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের এসএমইরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ঋণ সহায়তা না পাওয়া, অপ্রতুল অবকাঠামো, দক্ষতার স্বল্পতা, নীতি সহায়তা না পাওয়ার পাশাপাশি কঠিন শর্তাবলি, বাজারে অভিগম্যতার সীমাবদ্ধতা এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে পিছিয়ে থাকার মুখোমুখি হয়ে থাকেন। এ ছাড়া পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের জটিলতা, পণ্য মূল্যের উচ্চ হার, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার দক্ষতার অভাব প্রভৃতি বিষয়গুলো আমাদের উদ্যোক্তাদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে।

এসএমইদের উন্নয়নে পণ্যের সনদ ও কমপ্লায়েন্স সহযোগিতা প্রদান, টেকসই নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রদান, পণ্যের মান উন্নয়ন ও ব্র্যান্ডিং, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য রপ্তানি সম্প্রসারণে সরকারি সহায়তা ও ক্লাস্টার উন্নয়ন, সমন্বিত নীতি সহায়তা, সিএমএসএমই ডেটাবেইস তৈরি, বেকওয়ার্ড লিংকেজ খাতের সম্প্রসারণে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং স্টার্টআপ উদ্যোক্তা উন্নয়নে সার্বিক সহায়তার আহ্বান জানান তাসীকন আহমেদ।

শিল্প সচিব বলেন, ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং আমাদের সিএমএসএমইদের জন্য অতবী গুরুত্বপূর্ণ, সেই সঙ্গে চ্যালেঞ্জিংও। তবে নিজেদের বৈশ্বিক ব্রান্ড না থাকায় রপ্তানি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নীত হচ্ছে না বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন, উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা সহায়তা প্রাপ্তিতে আস্থার অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারের বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করার পাশাপাশি কর্মকৌশল নির্ধারণে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের দূতাবাসের কর্মকর্তাদের কার্যক্রম আরও গতিশীল হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন।

তিনি জানান, ২০১৯ সালের তৈরিকৃত এসএমই নীতিমালাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে এবং সেখানে নতুন নতুন ব্যবসায়িক খাতগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, অনলাইনে ব্যবসা পরিচালনায় সহায়তা করতে ট্রেড লাইসেন্স প্রদানে উদ্যোক্তাদের বসবাসের ঠিকানাকে ব্যবসায়িক ঠিকানা ব্যবহারের বিষয়টি ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করে যেতে পারে।

শিল্প সচিব আরও বলেন, ব্র্যান্ডিংয়ের সঙ্গে পণ্যের মান ও মেধাস্বত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করা গেলে আমাদের রপ্তানি বেশ বৃদ্ধি পাবে। এসএমই খাতের উন্নয়নে সরকারি সব সংস্থার একটি সম্মিলিত উদ্যোগ একান্ত অপরিহার্য।

বিসিক চেয়ারম্যান বলেন, বিসিকের নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও উদ্যোক্তাদের জন্য শিল্প পার্ক স্থাপন, স্বল্প হারে আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে এবং বিসিক শিল্প পার্কে শিল্প স্থাপনে হোল্ডিং ট্যাক্স অব্যাহতি দেওয়ার লক্ষ্যে তারা কাজ করে যাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশি পণ্যের অন্তর্ভুক্তি আরও বাড়ানোর জরুরি বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, বৈশ্বিক বাজারে পণ্য প্রসারের জন্য দেশের ইতিবাচক ব্র্যান্ডিং তৈরির পাশাপাশি দেশের জনগণের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। পণ্যের ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে ভোক্তারা অভিরুচি, ইচ্ছা ও আগ্রহের বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।

তিনি জানান, ইপিবিতে শিগগিরই রপ্তানি ইকো-সিস্টেম এবং সিএমএসএমই হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হবে, যেখানে সরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন, যার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সহায়তা নিশ্চিত হবে।

অনুষ্ঠানের নির্ধারিত আলোচনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএসপিডির অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস্ ম্যানুফ্যাকচার্ড অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিজিএমইএ) সভাপতি শামীম আহমেদ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের উপ সচিব ড. মো. রাজ্জাকুল ইসলাম, ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন পরিচালক ও ক্রিয়েশন (প্রাইভেট) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রাশেদুল করিম মুন্না, বাংলাদেশ জুট ফুডসের এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মো. রেজাউল করিম পিন্টু এবং হাত রাক্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাফাত কাদের অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি রাজিব এইচ চৌধুরী, সহ-সভাপতি মো. সালিম সোলায়মান সহ সংশ্লিষ্ট খাতের উদ্যোক্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫,
www.deshrupantor

নাসা গ্রুপের সম্পত্তি বেচে শ্রমিকের বেতন

নিজস্ব প্রতিবেদক

গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারের কাছ থেকে খসড়া পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সই নিয়ে তাদের সম্পদ বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মর্মে জানিয়েছে নাসা গ্রুপ কর্তৃপক্ষ। এতে শ্রমিকের চলতি মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধ করা সহজ হবে বলে জানানো হয়। গতকাল শনিবার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা আবদুল মালেকের সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করার জন্য বিভিন্ন সম্পত্তি বিক্রি-সংক্রান্ত খসড়া পাওয়ার অব অ্যাটর্নি-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিতে সই করেন। সম্পত্তি বিক্রির জন্য খসড়া পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সই হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আকর্ষণ হারাচ্ছে ব্যাংক চাকরি, কমছে নারী কর্মী

মো. জয়নাল আবেদীন ▷

একসময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সমগ্র ব্যাংক খাত ছিল মেধাবী শিক্ষার্থীদের অন্যতম প্রথম পছন্দ। বিসিএস বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতার মতো প্রতিযোগিতামূলক চাকরি ছেড়েও অনেকে যোগ দিতেন ব্যাংকিং ক্যারিয়ারে। কারণ ছিল সম্মানজনক সুযোগ-সুবিধা, বাসা ও গাড়ির জন্য সহজ ঋণ সুবিধা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা। তবে বিগত সরকারের আমলে রাজনৈতিক প্রভাব, নিয়োগে অনিয়ম, সুযোগ-সুবিধা সংকোচন এবং সামগ্রিক অনিশ্চয়তার কারণে এখন ব্যাংক খাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন অনেক মেধাবী।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্যে দেখা গেছে, ২০২৫ সালের জুন শেষে ব্যাংক খাতে কর্মীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুই লাখ ১৩ হাজার ২৬৭। মাত্র ছয় মাস আগেও এ সংখ্যা ছিল দুই লাখ ১৪ হাজার ২৪৫। অর্থাৎ অর্ধবছরে কমেছে ৯৭৮ জন কর্মী। এর মধ্যে নারী কর্মী কমেছে এক হাজার ৮৬৭ জন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দুর্নীতি ও অনিয়মে জর্জরিত হয়ে পড়া ব্যাংক খাতে অনিশ্চয়তা এখন এতটাই বেড়েছে যে চাকরির বাজারে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার আর আকর্ষণীয় থাকছে না।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে জানান, আওয়ামী সরকারের গত ১৫ বছরে কিছু ব্যাংকারের কার্যক্রমের কারণে পুরো ব্যাংকিং খাত কলুষিত হয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে পুরো ব্যাংকিং খাত। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোনো প্রতিবাদ করতে পারেননি বহু ব্যাংক কর্মকর্তা। শুধু অসহায়ের মতো অর্থপাচার, ঋণ অনিয়ম, নিয়োগ বাণিজ্য দেখা হয়েছে। তাই এখন ব্যাংক খাতে ক্যারিয়ার গঠনের আগেই অনীহা তৈরি হচ্ছে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৫৭ জন কর্মকর্তার একসঙ্গে চাকরি ছেড়ে অন্য পেশায় যোগদান তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাবীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে আসার একটি বড় কারণ ছিল নিজস্বতা। স্বাধীনভাবে তাঁরা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। এখন পরিদর্শনসহ বেশির ভাগ সিদ্ধান্ত ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ নিয়ে অনেকের মধ্যে হতাশা রয়েছে। আবার অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ে সুযোগ-সুবিধাও কিছুটা বেশি পেতেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা। ধীরে ধীরে তা কমিয়ে অন্য চাকরির মতোই করা হচ্ছে।

ব্যাংকারদের মতে, কোনো ধরনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়া নিয়োগ পাওয়া অনেককে ছাঁটাই করছে বিভিন্ন ব্যাংক। তবে সে হারে নতুন নিয়োগ হচ্ছে না। এতে ব্যাংক খাতে কর্মীর সংখ্যা কমেছে। বেশি কমেছে নারী কর্মী। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশিত জুনভিত্তিক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

ব্যাংক খাতে গত জুন শেষে নারী কর্মীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫ হাজার ৭৮২ জন, যা মোট কর্মীর ১৬.৭৮ শতাংশ। ছয় মাস আগে যেখানে নারী কর্মী ছিলেন ৩৭ হাজার ৬৪৯ জন, যা মোট কর্মীর ১৭.৫৭ শতাংশ। এর মানে ছয় মাস আগের তুলনায় নারী কর্মী কমেছে এক হাজার ৮৬৭ জন। একই সময় পুরুষ কর্মীর সংখ্যা ৮৮৯ জন বেড়ে এক লাখ ৭৬ হাজার ৫৯৬ জনে ঠেকেছে, ছয় মাস আগে যা ছিল এক লাখ ৭৭ হাজার ৪৮৫ জন।

সরকার পরিবর্তনের পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশের বেসরকারি ব্যাংক খাতে ব্যাপক ছাঁটাই আতঙ্ক বিরাজ করছে। এরই মধ্যে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংকসহ বেশ কয়েকটি ব্যাংকের কয়েক হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকরি হারিয়েছেন।

পাওয়া তথ্য মতে, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক (এসআইবিএল), ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক থেকে মোট দুই হাজার ২৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধু আল-আরাফাহ ব্যাংক থেকেই ৫৫০ জন কর্মকর্তা চাকরি হারান। তবে মাত্র চার ব্যাংকের চাকরিচ্যুত কর্মীদের চেয়ে মোট চাকরিচ্যুতির সংখ্যা কম হওয়ার কারণ নতুন নিয়োগ।

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের মানবসম্পদ বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানান, গত এক বছরে তাঁদের ব্যাংক থেকে ৫৪৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকরিচ্যুত হয়েছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মই এর প্রধান কারণ। চাকরিচ্যুতদের প্রায় ১০ শতাংশ নারী।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, নতুন সরকার আসার পর যেসব ব্যাংক একক ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে ছিল, সেসব ব্যাংক থেকে অনেক কর্মকর্তা চাকরিচ্যুত হয়েছেন। একই সঙ্গে অনিশ্চয়তার কারণে অনেক কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়েছেন। অনিশ্চয়তা থাকায় নারীরা ব্যাংক খাত থেকে অন্য খাতে চলে যাচ্ছেন। পাশাপাশি গত ছয় মাসে নতুন নিয়োগেও নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের পরিচালক চৌধুরী লিয়াকত আলী জানান, গত ছয় মাসে বেশ কিছু ব্যাংকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ধরা পড়েছে। এ কারণে অনেক কর্মকর্তা চাকরিচ্যুত হয়েছেন, একই সময় নতুন নিয়োগও কম হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের ব্যাংকগুলোতে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, যাতায়াত সুবিধা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মতো গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলোর আগের ছয় মাসের তুলনায় চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে অবনতি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি অবনতি হয়েছে অফিস সময়ের পর নারীদের যাতায়াত সুবিধার। গত বছরের শেষ ছয় মাসে ব্যাংকগুলোতে ৫২ শতাংশ নারী এই সুবিধা পেতেন। গত ছয় মাসে তা কমে ৩৭ শতাংশে নেমে এসেছে।

ব্যাংক খাতে নারী কর্মী কমে যাওয়া ও নারীদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেসরকারি একটি ব্যাংকের প্রারম্ভিক পর্যায়ের এক নারী কর্মকর্তা বলেন, 'নারীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছয় মাসের ছুটিকে কর্মমূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া হয় না। কাজের মূল্যায়ন, ডে কেয়ার ও যাতায়াত সুবিধায় নারীদের ক্ষেত্রে নানা ধরনের বৈষম্য রয়েছে। সন্ধ্যা ৬টার পর নারী কর্মীদের অফিস ছাড়তে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা থাকলেও তা বেশির ভাগ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মানে না। গত পাঁচ বছরে সন্তান পরিপালনের অসুবিধার কারণে আমার পরিচিত বিভিন্ন ব্যাংকের সাতজন নারী কর্মকর্তাকে চাকরি ছাড়তে দেখেছি। এ ছাড়া ক্রেডিট বিভাগেও নারীদের অন্তর্ভুক্তি কম। এসব ঘটনা বেশির ভাগ ব্যাংকে নারী কর্মীদের জন্য অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) অধ্যাপক শাহ মো. আহসান হাবিব বলেন, 'দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সার্বিকভাবে ব্যাংক খাতে সংকট চলছে। তাই নারী কর্মীদের জন্য আদর্শ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে বেশির ভাগ ব্যাংক মনোযোগ দিতে পারছে না। ব্যাংকগুলো এখন খেলাপি ঋণ ও সংকট উত্তরণে ব্যস্ত। এ ছাড়া দেশের প্রেক্ষাপটে পারিবারিক কারণেও নারীরা কর্মজীবনের অনেক সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন না। তবে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত ও কিছু সুবিধা বাড়ানো গেলে ব্যাংক খাতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো সম্ভব।'

একটি বেসরকারি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাংক খাতে এত কিছু হয়ে গেলেও এখনো কারো বিচার হয়নি। সর্বশেষ তথ্য মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক ও বর্তমান ৩৫ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ, অর্থপাচার এবং জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তাঁদের বিষয়ে এরই মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে সংস্থাটি। সেগুলো চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। অনুসন্ধানে কারো বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ব্যাংক খাতে চাকরি

৯৭৮ জন
গত ছয় মাসে ব্যাংক খাতে কর্মী কমেছে

১,৮৬৭ জন
একই সময় নারী কর্মী কমেছে

৫২% থেকে কমে ৩৭%
অফিস-পরবর্তী যাতায়াত সুবিধা পাওয়া নারীর সংখ্যা

২,১৩,২৬৭ জন
২০২৫ সালের জুন শেষে ব্যাংক খাতে কর্মীর সংখ্যা

২,১৪,২৪৫ জন
ছয় মাস আগেও ব্যাংক খাতে কর্মী ছিল

THE FINANCIAL EXPRESS September 30, 2025

Women to get legal rights soon to take children to workplaces: Adviser

FE REPORT

Dr Wahiduddin Mahmud, Adviser to the Ministry of Planning, said women would soon have the legal rights to take their children to workplaces, as the interim government is working to establish a provision in this regard. He said women are not only carrying the lion's share of unpaid household work, but are also excelling in formal employment - in some cases they are outshining men.

"Women are contributing in a better way than men in workplaces. A country's development can only be celebrated when women receive their due respect."

"If women are allowed to take their children to workplaces, it will pave the way for a future where recruiters will be required to establish mandatory day-care facilities in every office," he added.

The adviser made these remarks while speaking as the chief guest at a national dialogue - "Road to Recognition: A First Step towards Gender Equality" - organised by Manusher Jonno Foundation (MJF) at a city hotel on Monday. The event brought together policymakers, researchers, civil society members, and media representatives to chart a collective path towards gender equality and women's empowerment.

The dialogue spotlighted the landmark Household Production Satellite Account (HPSA) Report of the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), which values unpaid household work at Tk 6.70 trillion (18.9 per cent of the GDP). Women contribute 85 per cent of this, equivalent to 16.14 per cent of the GDP.

MJF Executive Director Shaheen Anam recalled the organisation's decade-long advocacy: "Over a decade ago, we envisioned a society where women would be respected at home and face less domestic violence. Recognising unpaid care work was central to that vision. Today, the government's acknowledgment marks a milestone for women's rights."

BBS Deputy Director Asma Akhter shared the vision for a caring society and expressed hope to update the report data further.

Banasree Mitra Neogi, MJF Director - Rights and Governance Programmes, delivered the keynote presentation. She said, "Surveys are often funded by international development partners. They will not be able to do it all the time in future. So, the government should come forward to take such initiatives to take the country forward."

Nasheeba Selim, Principal Social Development Specialist (Gender) of ADB, said, "People expect that household chores will be done by women by default. But this perception needs to be changed, and equal gender roles should be defined."

Kazi Golam Towsif, Director General (additional responsibilities), Department of Women Affairs, said, "Our motto should be that men and women would work together for betterment of the society."

NEW AGE SEPTEMBER 30, 2025,

Recognising informal workers is a test of reform

THIS is deplorable that the authorities still tend to see the informal economy as a statistical footnote, even though the sector contributes almost half of the gross domestic product and employs about 85 per cent of the workforce. According to the Labour Force Survey 2024, more than 84 per cent of the country's 69 million-strong workforce remain trapped outside the protections of formal law, without secure contracts, social insurance or wage guarantees. This is not a marginal issue but the condition of the overwhelming majority of working people, particularly women, whose contribution underpins the national economy. As the government prepares to amend the Bangladesh Labour Act, 2006, the recognition of informal sector workers should, therefore, be treated as a matter of urgent reform. The definition of 'informality' too often disguises the reality of hard labour. Agricultural workers, street vendors, rickshaw drivers, craftswomen, small traders and food sellers sustain families and fuel growth, yet they are denied their rights. To continue denying these millions official recognition is to perpetuate a hierarchy of labour that undermines dignity, fairness and social stability.

The call from experts and labour leaders for a national wage board, a universal minimum wage and the creation of a digital database of workers is, therefore, timely. At present, minimum wages apply across 42 formal sectors only, leaving the vast majority of workers at the mercy of arbitrary pay. A national wage standard, applicable to all regardless of occupation, would represent a basic guarantee of equity. Equally, a comprehensive digital database could serve as the foundation for worker identification, social protection, workplace accident insurance and unemployment support. Without such infrastructure, government promises of inclusion remain rhetorical. Worker rights in the formal sector are also routinely violated, with little occupational safety. It is no wonder that the Global Rights Index, conducted and published by the International Trade Union Confederation, has ranked Bangladesh among the 10 worst countries for workers for nine consecutive years since 2017. The stakes are higher than ever. With Bangladesh set to graduate from least developed country status in 2026, alignment with international labour standards is no longer optional but essential. Trading partners and development partners will judge the credibility of reform not by words but by whether informal workers are given real rights. The International Labour Organisation's roadmap and the recommendations of the Labour Reform Commission provide a clear path forward; the political will to implement them is what now matters.

The government must realise that recognising the informal sector, setting a national wage and building a worker database will mark a decisive step towards a fairer, more resilient economy. To delay further would be to deny millions of workers the basic rights that should be theirs by virtue of labour alone.

শোভন কাজ

NEW AGE TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025,

Child marriage, pregnancy high among RMG workers

Staff Correspondent

EARLY marriage and adolescent pregnancy remain widespread among the workers in the country's readymade garment sector, an ICDDR,B study reveals.

The study titled 'Sexual and reproductive health and rights among female garment workers living in urban slums of Bangladesh: insights from a longitudinal cohort study' was released on Monday at a seminar.

According to its findings, two out of every three female garment workers were married before turning 18, while nearly 65 per cent had their first pregnancy before they turned 18.

The findings of the study, conducted with support from Global Affairs Canada, were presented at a seminar at the Sasakawa Auditorium of the ICDDR,B head office in Mohakhali in the capital.

The report, drawing on a 24-month cohort study of women employed in the ready-made garment sector, also found that about one in three female workers experienced at least one unintended pregnancy, while one in four reported undergoing an abortion or menstrual regulation procedure.

The study was carried out between August 2022 and December 2024 in areas under the organisation's Urban Health and Demographic Surveillance System— specifically in Dhaka's Korail and Mirpur slums and Gazipur's Tongi slum.

Surveys were conducted every six months with total 778 garment workers aged 15–27 years participating as respondents.

Principal investigator of the study and ICDDR,B emeritus scientist Dr Ruchira Tabassum Naved said at the seminar that the life of earning women reflected a picture that was often contrary to what many thought it to be.

In a panel discussion followed by the presentation of the findings, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association joint secretary Farzana Sharmin, however, said that the findings did not represent the life of the workers of the export oriented factories.

Former director of Population Council Bangladesh Dr Ubaidur Rob mentioned that the national level contraceptive use was as same as that among the RMG workers at 64 per cent, which he said was not up to the expected level.

Former executive director of Marie Stopes Bangladesh Yasmin H Ahmed said that supplying contraceptive items in factories could improve the situation.

The research also explored the factors behind adolescent pregnancy among the RMG workers.

RMG worker women having at least nine years of formal education and those marrying later faced a relatively lower risk of adolescent pregnancy, according to the findings.

Beginning contraceptive use before the first pregnancy reduced the risk by 47 per cent, while starting work in the garment sector before the first pregnancy was also found to be protective as it delayed pregnancy.

Conversely, women experiencing violence by their husbands faced a 26 per cent higher risk of adolescent pregnancy, according to the study findings.

The research also found that awareness of long-acting family planning methods that gave protection for longer terms rose from 49 per cent at the start of the study to 70 per cent during the two-year follow-up.

Knowledge of emergency contraceptive pills also increased during this period, from 15 per cent to 39 per cent, while positive attitudes towards gender equality in family planning rose from 54 per cent to 71 per cent.

The study also highlighted the extent of violence faced by female workers, both at home and at work.

Reports of violence against women by husbands were high in the past 12 months, and all forms of violence except sexual violence increased over the study period.

Psychological violence in the workplace rose from 48 per cent at the start of the study to 55 per cent after two years.

Factory support services for female workers were found to be minimal.

While some factories offered counselling on sexual and reproductive health, essential supplies were scarce: only 22 per cent provided sanitary pads, and just 14 per cent supplied family planning materials.

প্রথম আলো • রোববার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫,

উপকূলীয় মৎস্যশিল্পে চাই শ্রমিকবান্ধব পরিবেশ

গোলটেবিল বৈঠক

'উপকূলীয় মৎস্যভিত্তিক শিল্পের সম্ভাবনা ও সংকট' শীর্ষক এ গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করে বেসরকারি সংস্থা কর্মজীবী নারী।

প্রতিনিধি, খুলনা

মৎস্যভিত্তিক শিল্পে সংকট থাকলেও এ খাতের সম্ভাবনা ব্যাপক। এ সম্ভাবনাময় খাতকে আরও এগিয়ে নিতে হলে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন জরুরি। শ্রমিকদের বিষয়েও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শ্রমিক বাঁচলে শিল্প টিকবে, আবার শিল্প টিকলে শ্রমিকেরও জীবন-জীবিকা সুরক্ষিত থাকবে। শ্রমিক শোষণের নানা রূপ এখনো রয়েছে। এখান থেকে মুক্তির পথ বের করতে হবে।

গতকাল শনিবার খুলনা নগরের একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মিলনায়তনে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে এ কথাগুলো বলেন বক্তারা। ক্রিশ্চিয়ান এইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় বেসরকারি সংস্থা কর্মজীবী নারী 'উপকূলীয় মৎস্যভিত্তিক শিল্পের সম্ভাবনা ও সংকট' শীর্ষক এ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। এ আয়োজনে প্রচার সহযোগী হিসেবে ছিল প্রথম আলো।

আলোচকেরা বলেন, শ্রমিকদের নিবন্ধন ও ডেটাবেজ জরুরি, যাতে তাঁদের তদারকি, উন্নয়ন এবং প্রয়োজন হলে পুনর্বিন্যাস করা সহজ হয়। এটি হলে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং তাঁদের গুরুত্বও স্পষ্ট হবে। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক—দুই ধরনের শ্রমিককেই সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. নাজমুল আহসান বলেন, উৎপাদন না বাড়লে মৎস্যভিত্তিক কোনো শিল্পই টেকসই হবে না। বর্তমানে চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে এতে দুঃখের কিছু নেই; কারণ, মালিকেরা অনেক আগেই ব্যবসার খাত পরিবর্তন করেছেন, আর শ্রমিকেরা জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে পেশা বদল করছেন। এমনকি চাষিরাও বেঁচে থাকার তাগিদে নতুন চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। রপ্তানিকারকেরা দীর্ঘদিন ধরে ভেনামি চিংড়ি চাষের কথা বলে আসছেন। প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে, পরে বাণিজ্যিকভাবে সরকার এর অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু প্রত্যাশিত উৎপাদন এখনো মেলেনি।

বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সহসভাপতি এস হুমায়ুন কবির বলেন, উপকূলীয় জেলাগুলোতে নারীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও বৃত্তির সুযোগ বাড়াতে হবে। কর্মক্ষেত্র ও কমিউনিটি পর্যায়ে নারীবান্ধব ও নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি সাশ্রয়ী মূল্যে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা জরুরি। পরিবেশবান্ধব পর্যটন, হস্তশিল্প এবং দূরবর্তী কাজের মতো বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগকে উৎসাহিত করতে হবে। এ জন্য সুলভ ইন্টারনেট, ডিজিটাল সাক্ষরতার প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর খুলনার উপমহাপরিদর্শক সানতাজ বিল্লাহ বলেন, 'এই অঞ্চলে আমরা সাধারণত মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিটের দিকে বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকি। তবে উপকূলীয় মৎস্যভিত্তিক শিল্পের আওতায় আরও অনেক কিছু রয়েছে—যেমন হ্যাচারি, মৎস্য আড়ত, ঘের ইত্যাদি। এগুলোর বেশির ভাগ এখনো নিবন্ধনপ্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কোনো বিধিমালার মাধ্যমে যদি এ খাতগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনা যায়, তাহলে বিশেষ উপকার হবে।'

বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক মোহাম্মদ জালালউদ্দীন বলেন, 'আমাদের দেশে শতাধিক হ্যাচারি রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র তিনটি হ্যাচারিতে এসপিএফ (রোগমুক্ত বিশেষ পোনা) উৎপাদন করা হয়। এসপিএফ পোনা ছাড়া অন্য পোনা যখন চাষিদের হাতে যায়, তখন মাছ মারা যায়, রোগবালাই দেখা দেয় এবং কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়া যায় না। এসপিএফ পোনার সরবরাহ কম থাকার কারণে আমাদের রপ্তানিমুখী কারখানাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই হ্যাচারিতে এসপিএফ পোনা উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে।'

আলোচনায় ক্রিশ্চিয়ান এইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর নুজহাত জাবিন বলেন, হিমায়িত খাদ্যপণ্য শিল্প নতুন কোনো শিল্প নয়। তারপরও কিন্তু মালিক এবং শ্রমিকপক্ষের মধ্যে বিশ্বস্ততার সংকট রয়ে গেছে।

DHAKA TUESDAY SEPTEMBER 30, 2025
ASHWIN 15, 1432 BS
The Daily Star

Redistribution of care work vital for equality

Speakers tell MJF national dialogue

STAFF CORRESPONDENT

Women will soon have the legal right to take their children to workplaces, as the interim government has decided to introduce this provision, said Dr Wahiduddin Mahmud, adviser to the planning ministry, at an event yesterday.

"It will pave the way for a future where recruiters are required to set up mandatory daycare facilities in every office," he said.

He made the remarks at a national dialogue titled "Road to Recognition: A First Step towards Gender Equality", organised by Manusher Jonno Foundation at a city hotel.

The dialogue highlighted the Bangladesh Bureau of Statistics' Household Production Satellite Account Report, which values unpaid household work at Tk 6,70,000 crore, equivalent to 18.9 percent of GDP. Women contribute 85 percent of this, representing 16.14 percent of GDP.

Discussing the limitations of GDP calculations, Mahmud said it is a poor measure of people's well-being, particularly for women.

He said the exclusion of women's unpaid household work dates back to economist Alfred Marshall, who wrote in his Principles of Economics that such work is not an economic good or service.

Women are contributing comparatively better than men in workplaces. A country's development can only be celebrated when women receive due respect.

Wahiduddin Mahmud
Adviser to planning ministry

"That made the damage," he said, adding that the contribution of women's domestic work has since been left out of economic calculations.

"Women are contributing comparatively better than men in workplaces. A country's development can only be celebrated when women receive due respect," he said.

At the event, speakers also stressed the need to recognise, reduce and redistribute unpaid care work as key steps towards gender equality.

They said women not only bear most of the burden of unpaid household work but are also excelling in formal employment, in some cases surpassing men.

They emphasised that women's dual contributions must receive due recognition.

MJF Executive Director Shaheen Anam recalled the organisation's decade-long advocacy.

"Over a decade ago, we envisioned a society where women are respected at home and face less domestic violence. Recognising unpaid care work was central to that vision. Today, government acknowledgement marks a milestone for women's rights."

Asma Akhter, deputy director of BBS, shared her vision for a caring society and expressed hope to update the data further.

Banasree Mitra Neogi, director (rights and governance programmes) at MJF, delivered a keynote titled "A Transformative Journey: Recognizing Unpaid Care Work towards Gender Equality in Bangladesh".

She said necessary surveys are often funded by international development partners, but they will not be able to do so all the time in future, so the government should come forward to take such an initiative.

Nusrat Aman, CEO of the AYAT Foundation, said, "The work of men should be considered an equal responsibility, not a celebration."

Nasheeba Selim, principal social development specialist (gender), ADB, said, "People expect household chores to be done by women by default. This perception needs to change."

Kazi Golam Towsif, director general (additional responsibilities) of the Department of Women Affairs, said, "Men and women must work together for society's betterment."

Gitanjali Singh, country representative of UN Women Bangladesh, said, "The combined effort of men and women will be a game-changer in the unpaid care work sector."

Stéphanie St-Laurent Brassard, second secretary (development – gender equality) at the High Commission of Canada in Bangladesh, said, "Care is not a cost; it is an investment in human potential, equality and a more prosperous future."

Katharina König, deputy team leader of Nagorikata Civic Engagement Fund, said, "We recognise women's unpaid care work with the highest importance. In future, we will run campaigns and awareness programmes."

Parveen Mahmud, chairperson of MJF Governing Board, said, "Recognition of women's unpaid care work is a remarkable achievement and a result of MJF's long-term advocacy. Society must change its perspective on gender equality."

The findings mark a milestone in MJF's "Equality through Dignity" campaign, launched in 2013 to recognise women's contributions, enhance their status in families and society, and reduce violence and discrimination.

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২০ ভাদ্র ১৪৩২
Dhaka : Thursday 4 September 2025

বাণিজ্য সংবাদ

আগস্টে তৈরি পোশাক রপ্তানি প্রায় ৫ শতাংশ কমেছে

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

এক মাসের ব্যবধানে আগস্টে আবার তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে। ফলে দেশের সামগ্রিক পণ্য রপ্তানিতে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। রপ্তানি কমেছে ২ দশমিক ৯৩ শতাংশ। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে সার্বিকভাবে পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হলেও শেষ মাস অর্থাৎ জুনে তৈরি পোশাক রপ্তানি ৬ শতাংশ কমে যায়। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় সাড়ে ২৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। তবে দ্বিতীয় মাসে আগস্টে আগের অর্থবছরের একই মাসের চেয়ে রপ্তানি পৌনে ৫ শতাংশ কমেছে। এই মাসে রপ্তানি হয়েছে ৩১৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) আজ মঙ্গলবার পণ্য রপ্তানি আয়ের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, বাংলাদেশ থেকে সদ্য সমাপ্ত আগস্ট মাসে সব মিলিয়ে ৩৯২ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের আগস্টের তুলনায় ২ দশমিক ৯৩ শতাংশ কম। গত বছরের আগস্টে রপ্তানি হয়েছিল ৪০৩ কোটি ডলারের পণ্য। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই ও আগস্ট) ৮৬৯ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০ দশমিক ৬১ শতাংশ বেশি।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৭১৩ কোটি ডলারের। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯ দশমিক ৬৩ শতাংশ। তবে কেবল আগস্টে রপ্তানি কমেছে ৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড় বাজারে পাল্টা শুল্ক নিয়ে বাংলাদেশ কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। তার পরও গত মাসে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে। এ নিয়ে রপ্তানিকারকেরা বলছেন, পাল্টা শুল্ক নিয়ে কয়েক মাস ধরে দর-কষাকষি চলমান ছিল। সে কারণে মার্কিন ক্রয়াদেশ এসেছে কম। তাই গত মাসে রপ্তানি ছিল কম। তবে শুল্কহার চূড়ান্ত হওয়ায় আগস্ট থেকে ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বাড়তি ক্রয়াদেশ দিতে আলোচনা শুরু করেছে। ফলে বাড়তি ক্রয়াদেশ প্রত্যাশা করছেন রপ্তানিকারকেরা।

আগস্টে আগের অর্থবছরের একই মাসের চেয়ে রপ্তানি পৌনে ৫ শতাংশ কমেছে। এ মাসে রপ্তানি হয়েছে ৩১৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক

ইপিবির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গত আগস্টে তৈরি পোশাক ছাড়াও চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য, চামড়াবিহীন জুতা এবং আসবাবের রপ্তানি কমেছে। তবে হোম টেক্সটাইল, পাট ও পাটজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য, প্লাস্টিক পণ্য ও প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি বেড়েছে।

চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে তৈরি পোশাকের পর দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি পণ্য হলো চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। এই পণ্য রপ্তানি হয় ২৩ কোটি ডলারের, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩ দশমিক ৬৮ শতাংশ বেশি। যদিও গত আগস্টে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি কমেছে প্রায় দেড় শতাংশ।

তৃতীয় শীর্ষ রপ্তানি পণ্য হচ্ছে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য। গত জুলাই-আগস্টে রপ্তানি হয়েছে ১৭ কোটি ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ দশমিক ৯৬ শতাংশ বেশি। যদিও গত আগস্টে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি কমেছে ৪ শতাংশ। হোম টেক্সটাইল এখন চতুর্থ শীর্ষ রপ্তানি পণ্য। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে ১৪ কোটি ডলারের হোম টেক্সটাইল রপ্তানি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২ দশমিক ৬৮ শতাংশ।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১৮ ভাদ্র ১৪৩২, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আগস্টে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৮.৯ শতাংশ বেড়ে ২.৪২ বিলিয়ন ডলার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

গেল আগস্ট মাসে দেশে ২৪২ কোটি ২০ লাখ ডলারের (২.৪২ বিলিয়ন ডলার) রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। দেশীয় মুদ্রায় যা প্রায় ২৯ হাজার ৫৪৮ কোটি ৪০ লাখ টাকা (প্রতি ডলার ১২২ টাকা ধরে)। গত বছরের একই সময়ে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ ছিল ২ দশমিক ২২ বিলিয়ন ডলার। সেই হিসাবে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে ৮ দশমিক ৯ শতাংশ। গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স প্রবাহের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করেছে। রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভেও ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে।

গত বৃহস্পতিবার গ্রস রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩১ দশমিক ১৯ বিলিয়ন ডলার। আর বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২৬ দশমিক ১৯ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই-আগস্ট) মোট রেমিট্যান্স এসেছে ৪ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার। যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে আসা ৪ দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ বেশি। ব্যাংক কর্মকর্তাদের মতে, প্রবাসী আয়ের এই স্থিতিশীল প্রবাহ নতুন অর্থবছরের শুরুটা শক্তিশালী করেছে।

এর আগে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে দেশে এসেছে ২৪৭ কোটি ৭৯ লাখ ১০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৩০ হাজার ২৩৯ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মার্চ মাসে সর্বোচ্চ ৩২৯ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল, যা ছিল বছরের রেকর্ড পরিমাণ। আর পুরো অর্থবছর (২০২৪-২৫) জুড়ে প্রবাসী আয় এসেছে ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি।

সংবাদ
শনিবার ২৯ ভাদ্র ১৪৩২
Saturday 13 September 2025

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ৭ মাসে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ২২ শতাংশ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পাল্টা শুল্ক পুরোপুরি কার্যকর হয়েছে গত মাসে। এর আগে গত জানুয়ারি থেকে জুলাই (সাত মাসে) এই বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ২২ শতাংশ। প্রবৃদ্ধির এই হার যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শীর্ষ পাঁচ রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।

চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ থেকে ৪৯৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২১ দশমিক ৬৬ শতাংশ বেশি। শুধু জুলাইয়ে রপ্তানি হয়েছে ৭০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ৯৭ শতাংশ।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) হালনাগাদ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৪ হাজার ৫৮০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই আমদানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৯৬ শতাংশ বেশি।

গত ৩১ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন বিভিন্ন দেশের পণ্য আমদানির ওপর সংশোধিত পাল্টা শুল্কহার ঘোষণা করে। গত ৭ আগস্ট এই শুল্কহার কার্যকর হয়। সংশোধিত হার অনুযায়ী, বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের পণ্যে ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক বসেছে। ভারতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে হারটি দাঁড়িয়েছে ২৫ শতাংশ। আর ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানের পাল্টা শুল্কের হার ১৯ শতাংশ। এখন পর্যন্ত চীনের পণ্যে পাল্টা শুল্ক ৩০ শতাংশ।

একাধিক তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক বলেন, 'চীনের হারানো ক্রয়াদেশের একটা অংশ বাংলাদেশে আসছে। ছয় থেকে আট মাস ধরে তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। পাল্টা শুল্কের কারণে সামনের মৌসুম থেকে আরও বাড়তি ক্রয়াদেশ আসতে পারে। যদিও কোনো কোনো ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বাড়তি শুল্কের একটি অংশ বহন করতে রপ্তানিকারকদের চাপ দিচ্ছে।'

> চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ থেকে ৪৯৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এ রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২১ দশমিক ৬৬ শতাংশ বেশি। শুধু জুলাইয়ে রপ্তানি হয়েছে ৭০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ৯৭ শতাংশ

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে দীর্ঘদিন ধরে চীন শীর্ষস্থানে থাকলেও উভয় দেশের মধ্যে চলমান বাণিজ্যযুদ্ধের কারণে সেই জায়গাটি দখলে নিয়েছে ভিয়েতনাম। চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে ভিয়েতনাম ৯৪৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ দশমিক ৯৪ শতাংশ বেশি। শুধু জুলাইয়ে ভিয়েতনাম ১৬৯ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রবৃদ্ধি হয়েছে সাড়ে ১২ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে চীন। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাইয়ে চীন ৬৯২ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২১ শতাংশ কম। শুধু জুলাইয়ে চীন ১১৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানি গত বছরের জুলাইয়ের তুলনায় ৩৮ শতাংশ কম। শীর্ষ ১০ রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে চীনের রপ্তানিই সবচেয়ে বেশি কমেছে।

অটেক্সার তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চতুর্থ শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারক ভারত চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে ৩৩১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ শতাংশ বেশি। এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়া চলতি বছরের প্রথম সাত মাসে ২৬৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬ দশমিক ৮০ শতাংশ।

বাংলাদেশের একাধিক উদ্যোক্তা জানান, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথম মেয়াদে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধে জড়ায়। তখন থেকেই চীন থেকে অল্প অল্প ক্রয়াদেশ সরছে। গত বছর নির্বাচনী প্রচারণায় চীনের ওপর বাড়তি শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন ট্রাম্প। তখন থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের অনেকে বাংলাদেশে বাড়তি ক্রয়াদেশ দেওয়া শুরু করে। সে জন্য দেশটিতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বাড়তে থাকে।

বাংলাদেশের শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি অনন্ত গ্রুপ। গত অর্থবছরে শিল্প গ্রুপটির ছয়টি প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে ৪৬ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গত বছর বাংলাদেশ থেকে ৭৩৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি ২০২৩ সালের তুলনায় দশমিক ৭৫ শতাংশ বেশি। যদিও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে ২০২৩ সালে রপ্তানি কমেছিল ২৫ শতাংশ। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছিল ৭২৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক।

কালের কণ্ঠ | বৃহস্পতিবার । ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

পোশাক রপ্তানি বাড়ছে ইউরোপে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

গত এক দশকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ৫৮ শতাংশের বেশি। ইউরোপের পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের সর্বশেষ তথ্য বলছে, ২০১৫ সালে যেখানে বাংলাদেশ থেকে ইইউতে পোশাক রপ্তানি হয়েছিল ১১.৫৪ বিলিয়ন ইউরো মূল্যের, ২০২৪ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১৮.২৮ বিলিয়ন ইউরোতে।

অন্যদিকে ইউরোপের সামগ্রিক পোশাক আমদানি একই সময়ে বেড়েছে মাত্র ২০.৪৭ শতাংশ। এই প্রবণতা বলছে, ইউরোপে বাংলাদেশের পণ্যের চাহিদা বেড়েছে এবং দেশটি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহকারী হয়ে উঠছে। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বাংলাদেশ এখন আর শুধু কম খরচের উৎস নয়, আমরা টেকসই উৎপাদন, পরিবেশবান্ধব কারখানা ও শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছি।'

মহামারির ধাক্কা ও পুনরুদ্ধার : ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ইউরোপে রপ্তানি করে ১৪.৯৬ বিলিয়ন ইউরো মূল্যের পোশাক। কিন্তু পরের বছর, অর্থাৎ ২০২০ সালে কভিড-১৯-এর প্রভাবে তা কমে দাঁড়ায় ১২.৩২ বিলিয়ন ইউরোতে। হ্রাসের হার ছিল ১৭.৬৪ শতাংশ। তবে সেখানে থেমে থাকেনি বাংলাদেশ। পরবর্তী চার বছরে, ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত দেশের রপ্তানি বেড়েছে ৪৮.৩৪ শতাংশ, যা ইউরোপের পোশাক আমদানি বৃদ্ধির চেয়ে দ্বিগুণ। ইউরোপের মোট পোশাক আমদানিও ২০২০ সালে কমে গিয়েছিল ১৪.৩১ শতাংশ। তবে ২০২৪ সালে তা পুনরায় ঘুরে দাঁড়িয়ে পৌঁছেছে ৮৫.৫৬ বিলিয়ন ইউরোতে।

পণ্যের গুণগত মান ও কারখানার পরিবেশ : বিজিএমইএর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের শীর্ষ পরিবেশবান্ধব পোশাক কারখানার দেশ। বর্তমানে দুই শর বেশি গ্রিন ফ্যাক্টরি রয়েছে, যার অনেকগুলোই বিশ্বের সেরা গ্রিন বিল্ডিং সার্টিফিকেট অর্জন করেছে। মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, 'বিশ্বব্যাপী ক্রেতারা এখন শুধু দামের দিকে নয়, পরিবেশ ও সামাজিক দায়িত্বের দিকটাও গুরুত্ব দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ এগিয়ে।' তিনি আরো জানান, ইইউর 'এভরিথিং বাট আর্মস (ইবিএ)' বাণিজ্য সুবিধার আওতায় বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে শুল্ক সুবিধা পাওয়া চলমান থাকায় এই প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।

ভবিষ্যতের সম্ভাবনা : বিশ্ব অর্থনীতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ তার সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আরো রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বিশ্বব্যাপী যখন সরবরাহ চেইনে স্বচ্ছতা ও টেকসই উৎপাদনের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, তখন বাংলাদেশ এসব ক্ষেত্রেই এগিয়ে রয়েছে—এমনটাই বলছে পরিসংখ্যান।

বাংলাদেশি পোশাকশিল্প এরই মধ্যে বিশ্বে ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছে। টেকসই ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদনকে কেন্দ্র করে যে অগ্রগতি হয়েছে, তা বজায় রাখতে পারলে ইউরোপসহ বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি আরো দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে আশা করছেন বিশ্লেষ।

টেকসই উৎপাদন, পরিবেশবান্ধব কারখানা ও শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ। ছবি : কালের কণ্ঠ

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আতঙ্কের নাম লিবিয়া

ফিরলেন ১৭৬ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক

লিবিয়ার বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টারে আটক ১৭৬ বাংলাদেশিকে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সহায়তায় দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। গতকাল সকালে বুরাক এয়ারের ইউজেড২২২ ফ্লাইটে তারা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। এর আগে গত বুধবার ত্রিপলির তাজুরা ডিটেনশন সেন্টার থেকে ১৭৬ জন বাংলাদেশিকে আইওএমের সহায়তায় বাংলাদেশের উদ্দেশে ফেরত পাঠানো হয়। ত্রিপলির বাংলাদেশ দূতাবাস জানায়, রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল আবুল হাসনাত মুহাম্মদ খায়রুল বাশারের নেতৃত্বে দূতাবাসের একটি প্রতিনিধি দল লিবিয়ার অভিবাসন অধিদপ্তরের অভ্যর্থনা কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

গৌরনদীর ৩৮ যুবক লিবিয়ার জেলে

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

লিবিয়া থেকে অবৈধভাবে ইতালি যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগরে নিখোঁজ বরিশালের গৌরনদীর ৩৮ যুবকের সন্ধান মিলেছে। ৯ সেপ্টেম্বর বেনগাজি উপকূল থেকে তাদের আটক করে লিবিয়ার কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গৌরনদী উপজেলার ডুমুরিয়া গ্রামের ইতালি প্রবাসী জাকির হোসেন মোল্লা এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।

ওই যুবকরা হলেন গৌরনদীর বাথী গ্রামের আমিনুল ইসলাম, রহিম, অহিদুল, সুজন খান, সবুজ, বড় দুলালী গ্রামের রাহুল, শাহ আলী বয়াতি, বাবুল বেপারী, তানভির হোসেন হৃদয়, মাসুদ, রাব্বী, রিয়াজুল বেপারী, বিপুল, শাহাদাত, রিমন মীর, তৌহিদ হাসান হৃদয়, উত্তর বাউরগাতী গ্রামের

গৌরনদীর ৩৮ যুবক

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] ফাহিম, ইব্রাহীম, শামিম, তারাকুপি গ্রামের মুন্না বয়াতি, উত্তর মাদ্রা গ্রামের শান্ত দত্ত, বাগিলা গ্রামের সুমন কাজী, পূর্ব ডুমুরিয়া গ্রামের কামরুল, ছোট ডুমুরিয়া গ্রামের মেহেদী হোসেন খান, পশ্চিম ডুমুরিয়ার বাবুল, পূর্ব সমরসিংহ গ্রামের আবু বক্কর, উত্তর মাগুরার সাদ্দাম, আগৈলঝাড়ার আলী হোসেন এবং মাদারীপুরের ডাসার উপজেলার সজিব ও কালকিনির ফারহান হোসেন জয়। জানা গেছে, গত ২৩ আগস্ট এই যুবকদের ১৫ থেকে ১৮ লাখ টাকার বিনিময়ে ওমরা হজের ভিসায় সৌদি আরব নেয় দালাল চক্র। সেখান থেকে চোরাই পথে নেওয়া হয় লিবিয়ায়। পরে বেনগাজি উপকূল থেকে তাদের আটক করে লিবিয়ার আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। গত ৬ সেপ্টেম্বর থেকে যুবকরা আর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি।

কালের কণ্ঠ
সোমবার । ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ।

জনশক্তি রপ্তানির নামে ১১৫৯ কোটি টাকা 'আত্মসাৎ-পাচার'

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার

■ ১৩ ওভারসিজ কম্পানির মালিকসহ ৩১ জনের বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির নামে এক হাজার ১৫৯ কোটি ৮২ লাখ দুই হাজার ৫০০ টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে ১৩টি ওভারসিজ কম্পানির মালিকসহ ৩১ জনের বিরুদ্ধে পৃথক ১৩টি মামলা করার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল রবিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।

আক্তার হোসেন বলেন, ১৩টি ওভারসিজ কম্পানির চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালকসহ অন্য আসামিরা বায়রার বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনকালে সিন্ডিকেট করে বায়রার রেজিস্ট্রেশনের শর্ত ভেঙে সরকার নির্ধারিত ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকার পাঁচ গুণ টাকা নেন। এতে তাঁরা সরকারি দলের প্রভাব খাটান। তাঁরা মালয়েশিয়া সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পাদিত চুক্তির আওতায় শ্রমিক রিক্রুটের জন্য এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ পান; কিন্তু মালয়েশিয়ায় চাকরি নির্দিষ্ট প্রস্তাবের বিপরীতে শ্রমিক পাঠানোর জন্য নির্ধারিত বাছাই ও অর্থসংশ্লিষ্ট শর্তাদি এড়িয়ে জনশক্তি/শ্রমিক পাঠানো প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি করেছেন। তাঁরা পরস্পর যোজসাজশে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়ে ও রিক্রুটেড শ্রমিকদের ক্ষতিসাধন করে চুক্তির বাইরে বিভিন্ন ধাপে বাড়তি অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন। আসামিরা সরকার নির্ধারিত ব্যয়ের

আনা হয়েছে।

চতুর্থ মামলায় নাভিরা লিমিটেডের শেখ মোহাম্মদ শাহিদুর রহমান, মাহবুবুর রহমান ও মো. শামিম হাসানকে আসামি করা হয়েছে। এতে ৮১ কোটি ৪৩ লাখ ৮৫ হাজার টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

পঞ্চম মামলায় আদিব এয়ার ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরসের মোবারক উল্লাহ, আবুল কালাম আজাদ, নওশাদ আরা আক্তার ও হাছনা আক্তার আজাদকে আসামি করা হয়েছে। মামলায় ১৩২ কোটি ২৭ লাখ ৪৭ হাজার ৫০০ টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

ষষ্ঠ মামলায় ইউনাইটেড ম্যানপাওয়ার কনসালট্যান্স লিমিটেডের নাজমা আক্তার, জেডইউ সায়েদ, জুহানা সুবাইতা ও জিশান সায়েদকে আসামি করা হয়েছে। মামলায় ৫৯ কোটি ১৪ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

সপ্তম মামলায় গ্রিনল্যান্ড ওভারসিসের রেহানা আরজুমান হাইকে আসামি করা হয়েছে। এতে ৭৯ কোটি ৬১ লাখ ২৭ হাজার ৫০০ টাকা

চেয়ে পাঁচ গুণ টাকা নিয়ে মালয়েশিয়ায় পাঠানো কর্মীর কাছ থেকে পাসপোর্ট, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত টাকা নিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। পরে আসামিরা ওই অর্থ হস্তান্তর, রূপান্তর ও স্থানান্তর করেছেন।

অনুমোদিত প্রথম মামলায় আকাশ ভ্রমণ ওভারসিজের মালিক মনসুর আহমেদ কালামকে আসামি করা হয়েছে। মামলায় ১৩৫ কোটি ৫৫ লাখ ৭৭ হাজার ৫০০ টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

দ্বিতীয় মামলায় উইনার ওভারসিজের রহিমা হক ও মাহফুজুল হককে আসামি করা হয়েছে। মামলায় ৫৯ কোটি ৮৩ লাখ ১০ হাজার টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

তৃতীয় মামলায় শাহীন ট্রাভেলসের এম শাহাদাত হোসাইনকে (তসলিম) আসামি করা হয়েছে। মামলায় ১২৩ কোটি ৯৮ লাখ ৩৫

আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

অষ্টম মামলায় পি আর ওভারসিস লিমিটেডের ইমান আকতার পুনম ও গোলাম রাব্বিবকে আসামি করা হয়েছে। মামলায় ৭৯ কোটি ৮৪ লাখ ৭২ হাজার ৫০০ টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

নবম মামলায় জাহারত অ্যাসোসিয়েট লিমিটেডের মুহাম্মদ শফিকুল আলম (ফিরোজ), নাহিদা আক্তার, রওশন আরা পারভিন ও এ কে এম মোশারফ হোসেনকে আসামি করা হয়েছে। মামলায় ১১৬ কোটি ২৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

দশম মামলায় অপূর্ব রিক্রুটিং এজেন্সির মহিউদ্দিন আহমেদকে আসামি করা হয়েছে। এতে ৫৩ কোটি ২৩ লাখ ১৫ হাজার টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

একাদশতম মামলায় মেসার্স জান্নাত ওভারসিজের লিমা বেগমকে আসামি করা হয়েছে। মামলায় ৬৩ কোটি ৫৮ লাখ ৩০ হাজার টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

দ্বাদশতম মামলায় মিডওয়ে ওভারসিস লিমিটেডের মোহাম্মদ রফিকুল হালদার ভূঁইয়া ও কাজী আদিতি রুবাইয়াতকে আসামি করা হয়েছে। এতে ৬২ কোটি ২৯ লাখ ৩২ হাজার ৫০০ টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

ত্রয়োদশতম মামলায় সাউথ পয়েন্ট ওভারসিস লিমিটেডের মঞ্জুর কাদের, সাদিয়া মঞ্জুর, আহমেদ আতাউর রহমান, আহমেদ খালেদ নুবনানী ও আহমেদ ফয়সাল রমাদানীকে আসামি করা হয়েছে। মামলায় ১১২ কোটি ৭৭ লাখ ৭৭ হাজার ৫০০ টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

এর আগে গত ১১ মার্চ মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির নামে এক হাজার ১২৮ কোটি ৬১ লাখ ৫০ হাজার টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ওরফে লোটাস কামালসহ ১২ এজেন্সির মালিকের বিরুদ্ধে পৃথক ১২টি মামলা করে দুদক।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ৩১ ভাদ্র ১৪৩২
Dhaka : Monday 15 September 2025

মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠাতে ৫ গুণ বেশি টাকা নেয়ার অভিযোগ, ১৩ কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সরকার নির্ধারিত টাকার চেয়ে ৫ গুণ বেশি টাকা নিয়ে মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠিয়ে ১ হাজার ১৫৯ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ১৩টি ওভারসিজ কোম্পানির চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালকসহ ৩১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।

গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিসের (বায়রা) বিভিন্ন পদে থাকার সময় আসামিরা সিন্ডিকেট গড়ে মালয়েশিয়াগামী শ্রমিকদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকার ৫ গুণ বেশি অর্থ নিয়েছেন। চুক্তি অনুযায়ী বাছাই ও অর্থসংক্রান্ত শর্ত উপেক্ষা করে শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে তারা ব্যাপক অনিয়ম করেছেন। চুক্তির বাইরে বিভিন্ন ধাপে বাড়তি টাকা নিয়ে শ্রমিকদের ক্ষতি করার পাশাপাশি বিপুল অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

মামলায় বলা হয়েছে, আসামিরা অবৈধ অর্থ হস্তান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির একাধিক ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা হয়েছে। মামলার আসামিরা হলেন– আকাশ ভ্রমণের চেয়ারম্যান মনসুর আহমেদ কালাম, উইনার ওভারসিজ লিমিটেডের পরিচালক রহিমা হক ও মাহফুজুল হক, শাহীন ট্রাভেলসের মালিক শাহাদাত হোসাইন (তসলিম), নাভিরা লিমিটেডের চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ শাহিদুর রহমান, পরিচালক মাহবুবুর রহমান ও মো. শামিম হাসান, আদিব এয়ার ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরসের পরিচালক কে এম মোবারক উল্লাহ, আবুল কালাম আজাদ, নওশাদ আরা আক্তার ও হাছনা আক্তার আজাদ, ইউনাইটেড ম্যানপাওয়ার কনসালট্যান্স লিমিটেডের পরিচালক নাজমা আক্তার, জেড ইউ সায়েদ, জুহানা সুবাইতা ও জিসান সায়েদ, গ্রিনল্যান্ড ওভারসিজের মালিক রেহানা আরজুমান হাই, পি আর ওভারসিজ লিমিটেডের পরিচালক ইমান আকতার পুনম ও গোলাম রাব্বিব, জাহারত অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেডের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ শফিকুল আলম ফিরোজ, পরিচালক নাহিদা আক্তার ও রওশন আরা পারভিন, অপূর্ব রিক্রুটিং এজেন্সির পরিচালক এ কে এম মোশারফ হোসেন ও মহিউদ্দিন আহমেদ, জান্নাত ওভারসিজের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রফিকুল হালদার ভূঁইয়া, পরিচালক কাজী অদিতি রুবাইয়াত ও লিমা বেগম এবং মিডওয়ে ওভারসিজ লিমিটেড ও সাউথ পয়েন্ট ওভারসিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মঞ্জুর কাদের, পরিচালক সাদিয়া মঞ্জুর, আহমেদ আতাউর রহমান, আহমেদ খালেদ নুবনানী ও আহমেদ ফয়সাল রমাদানী। এর আগে একই ধরনের অভিযোগে আরও ১২টি কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রায় ১ হাজার ১২৮ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা হয়। সবমিলিয়ে এখন পর্যন্ত ২৫ মামলায় ৬৪ আসামির বিরুদ্ধে প্রায় ২ হাজার ২৮৮ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে দুদক।

THE BUSINESS STANDARD SATURDAY 13.09.2025

AUTOMATING MIGRATION

How digital platforms are transforming Bangladesh's labour mobility

Protik Bardhan
Journalist

Bangladesh's labour migration is being reshaped by digital platforms that cut costs, reduce middlemen, and bring transparency — yet their success ultimately depends on governance integrity

Labour migration has long been a vital economic lifeline for Bangladesh. With over $20 billion in annual remittances (World Bank, 2024), the country heavily relies on workers seeking employment abroad.

Yet the migration process has historically been fraught with hurdles – middlemen, inflated costs, forged documents, and bureaucratic inefficiency. In recent years, the rise of digital platforms has begun to reshape this journey, introducing a level of automation and transparency previously absent.

A digital breakthrough

Between 2021 and 2024, more than 833,125 Bangladeshi workers migrated abroad through a single digital platform called Ami Probashi – bypassing traditional middlemen.

Among them, 731,875 were men and 101,250 women. This transition illustrates how automation can reduce both the cost and the uncertainty of migration.

The figures also reveal how quickly the system scaled up. In 2022, just 149 workers used the digital system to process migration. By 2023, the number jumped to 193,571, and in 2024, it more than doubled to 487,208.

As of August 2025, another 152,017 workers had already migrated via the same route.

Destinations: Shaping the labour map

The majority of male workers migrated to the Gulf, with Saudi Arabia alone accounting for 51% (374,373) of the total. Other significant destinations included Qatar (13.3%), Malaysia (7.9%), and the UAE (6.5%).

For women, the pattern was even more concentrated – 78% went to Saudi Arabia, followed by smaller flows to the UK, Qatar and Oman.

Bangladesh's migration process has historically been fraught with hurdles — middlemen, inflated costs, forged documents, and bureaucratic inefficiency. In recent years, the rise of digital platforms has begun to reshape this journey, introducing a level of automation and transparency previously absent.

These numbers speak to how automation not only tracks worker flows more accurately but also creates a live database of labour demand across countries, something policymakers can use to negotiate bilateral labour agreements (ILO 2023).

Training and registration at scale

The platform's impact goes beyond migration approvals. Over 4.9 million workers registered digitally with the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) through this Ami Probashi app – 4.7 million men and 270,000 women.

In pre-departure orientation (PDO), 3.2 million workers enrolled, of whom 3.15 million completed training.

In general skill training, 364,379 workers enrolled, with 293,982 graduating.

Digitisation made these steps faster, cheaper, and more transparent; in fact, it's addressing a persistent criticism that untrained or poorly informed workers often end up in exploitative jobs abroad (Rahman and Fee 2022).

Digital governance and migration policy

Scholars of digital governance have argued that technology transforms state–citizen relations by reducing transaction costs and standardising processes, while minimising opportunities for rent-seeking.

Heeks (2006) frames this as "e-government as reform", where digitalisation enhances efficiency, transparency, and accountability. Bangladesh's migration automation exemplifies this shift: the platform replaces opaque, paper-heavy processes with standardised digital flows.

From a migration studies perspective, Castles and Miller (2009) describe migration governance as a tension between control and facilitation. States must ensure workers' safety while enabling economic mobility. Digital platforms reconcile these competing goals by allowing data-driven control (tracking worker contracts, destinations, and training) alongside facilitating access (reducing barriers to entry).

Economically, Amartya Sen's capability approach provides another lens. Migration is not simply movement—it expands individuals'

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

How digital platforms are transforming

CONTINUED FROM PAGE 15

real freedoms to pursue livelihoods abroad (Sen 1999). Automation strengthens this by lowering entry barriers, ensuring training, and giving migrants more agency in decision-making, which is not the case with paper-based traditional processes.

Finally, global labour migration research (Xiang and Lindquist 2014; IOM 2020) highlights how "migration infrastructure"—brokers, agencies, training centres — often extracts value from migrants. Automation in Bangladesh is a step toward "de-brokerage", where the state (through digital governance) replaces exploitative intermediaries with transparent, rules-based systems.

Comparative perspectives: Lessons from the region

Bangladesh is not alone in pursuing digital migration management. Comparing with other labour-sending countries helps position its progress and challenges.

The Philippines: A global benchmark

The Philippines, often cited as a global leader in labour migration governance, operates a sophisticated Overseas Employment Certificate (OEC) system integrated with digital platforms. Filipino workers must secure their OEC online before departure, which serves as proof of legal recruitment and contract verification.

The system is backed by strong institutional support from POEA (Philippine Overseas Employment Administration), and it's entrusted with managing worker welfare funds and insurance digitally.

Digitalisation must be paired with robust institutional capacity and continuous monitoring of recruitment agencies. Technology alone is insufficient without enforcement.

Nepal: Similar struggles, similar reforms

Nepal introduced its Foreign Employment Information Management System (FEIMS) to curb broker-driven fraud. Like Bangladesh, Nepal faced severe slowdowns, poor connectivity, and digital illiteracy among rural workers (Sijapati 2017). Despite these setbacks, FEIMS has gradually reduced informal payments and improved contract verification.

Lesson for Bangladesh: Investing in user-friendly design and local-level digital literacy is critical to ensuring that rural migrants are not digitally excluded.

Bangladesh in context

Compared to the Philippines, Bangladesh is still in the early stages—strong on numbers but weak on system reliability. Compared to Nepal, Bangladesh's scale is larger and faster, but the same vulnerabilities (server instability, user access barriers) persist.

Bangladesh thus sits at a crossroads: it can either consolidate reforms and build global credibility, or backslide into dependency on informal brokers. This is not the case with migration alone; rather, in many other cases, Bangladesh sits at a crossroads.

Gains from automation

Reduced dependence on brokers – Online registration and clearance have curbed opportunities for fraud and excessive fees.

Lower costs – Workers save on middleman fees and travel to multiple government offices.

Time efficiency – Applications, training, and clearance can be completed faster.

Transparency – Workers can track their applications and access reliable data.

The emerging bottlenecks

Despite these successes, the transition is far from smooth. The government recently launched a new official migration platform, but server slowdowns, system crashes, and delays have caused serious bottlenecks.

Workers have reported missed flights and visa expirations due to delayed clearances. If such inefficiencies persist, migrants may once again turn to middlemen, undermining years of progress.

Policy significance

For Bangladesh, migration automation is not merely a technical fix—it is a governance reform. A country where remittances account for around 6% of GDP (World Bank 2024) cannot afford a broken system. A functioning digital platform ensures:

Labour rights protection – with clear records of contracts and training.

Negotiation power – accurate data strengthens Bangladesh's position in labour agreements with host countries.

Economic resilience – by securing a smoother outflow of workers and inflow of remittances.

The road ahead

Digital governance in migration is a rising trend globally. The Philippines shows how a strong institutional framework can make digital systems robust, while Nepal shows that even fragile systems can improve transparency if sustained. Bangladesh's experiment demonstrates both the promise and the pitfalls.

For the system to succeed, three conditions are critical:

Technical stability – robust servers and user-friendly design.

Integration – linking registration, training, medical, and clearance processes seamlessly.

Accessibility – ensuring workers in rural areas can navigate the system without digital exclusion.

Digital platforms like the Ami Probashi system have already reduced dependence on brokers, lowered costs, and streamlined procedures, offering a more transparent migration pathway. Concurrently, the SafeStep app—developed through partnerships among RMMRU, Winrock, Elevate, and others—adds an ethical layer to this ecosystem by equipping aspiring migrants with informational tools, budget calculators, document storage, e-learning content, checklists, and a help centre for safe and informed migration decisions.

However, while technological interventions like Ami Probashi and SafeStep (SafeStep lastly failed to do their job) hold immense promise, recent allegations of involvement by senior BMET officials in human trafficking in the UAE bring into sharp relief a disturbing paradox: "When the Protector Becomes the Predator." Institutions meant to safeguard migrant workers—if compromised—can erode the very digital safeguards designed to protect them.

This stark reality underscores that technological solutions alone are insufficient without the underlying governance integrity to support them. The effectiveness of migration automation hinges not just on technical reliability and user accessibility, but also on unwavering institutional accountability and transparency.

PROTIK BARDHAN IS A SENIOR SUB-EDITOR AT DAILY PROTHOM ALO.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the opinions and views of The Business Standard.

THE FINANCIAL EXPRESS September 20, 2025

Bangladesh boasts decade-high apparel exports, now foresees compliance odds

RMG EXPORT TO US, EU MARKETS

Preferential trade benefits under EU GSP Plus scheme, post-LDC graduation, to come with 'stringent compliance'

Industry leaders for shift from low-cost, volume-driven manufacturing to high-value, design-led sustainable production

EPB plans exporters' participation in 46 fairs, mostly in new or emerging markets for market diversification

Focus on 8 potential sectors, alongside RMG, in govt drive for exploring new destinations to boost national export earnings

JASIM UDDIN

Bangladesh's apparel exports to both the European Union (EU) and the United States have recorded impressive growth for over a decade now, consolidating the country's position as a key global supplier, but a rethink begins.

Insiders in the readymade garment (RMG) warn that the future may not be as bright, with new EU regulations, shifting trade policies, and intensifying global competition creating uncertainty.

The European Union, the largest overall market for Bangladeshi apparel, showed even stronger growth. Eurostat data revealed that exports to EU-member states jumped 58.45per cent from $11.53 billion in 2015 to $18.27 billion in 2024.

According to official data, Bangladesh's RMG exports to the United States - the country's single-largest export destination - grew by 35.87per cent, reaching $7.34 billion in 2024 from $5.4 billion in 2015, as reported by the U.S. Office of Textiles and Apparel (OTEXA).

The export performance was consistently strong across the decade, with the exception of 2020 when the COVID-19 pandemic upended global economy and trade. Bangladesh recorded its highest-ever RMG exports to both markets in 2022: $9.72 billion to the US and $21.92 billion to the EU.

US tariff helps, EU's CSDDD, European Green Deal, Digital Product Passport may hinder leaps: Industry leaders

Industry leaders attribute the decade-long up and up to competitive labour costs, economies of scale, and the increasing trust of global brands and retailers in Bangladesh's tested production capacity and compliance standards.

Yet, they caution that this upward trajectory may be difficult to sustain moving forward, as some potential adversities cast their shadows before.

Speaking to The Financial Express, Mohammad Hatem, President of Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), acknowledged the strong growth but highlighted several looming challenges, especially on the EU market.

"Over the past decade, Bangladesh's apparel exports to Europe and the United States have grown steadily. However, sustaining this momentum will be increasingly challenging," he said.

He points out that the European Union is rolling out several new regulatory frameworks, including the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), the European Green Deal, and the Digital Product Passport, which will impose stricter requirements on sustainability, labour rights, and supply- chain transparency.

P T O

Bangladesh boasts decade-high

| FROM PAGE 1 COL 6

"These developments will have a direct and far-reaching impact on Bangladesh's apparel industry. European buyers will be legally obligated to ensure their suppliers - including those in Bangladesh - comply with human rights, environmental, and labour standards," says the export-industry's association leader.

In addition, Bangladesh's future access to preferential trade benefits under the EU's GSP Plus scheme, post-LDC graduation, will come with stringent compliance conditions related to environmental and social governance.

Failing these must-dos could threaten duty-free access, reducing Bangladesh's price competitiveness on its top market.

While the US market presents new opportunities by default due to higher tariffs imposed on Chinese and Indian apparel, it has also triggered strategic shifts in other countries. As production moves out of China for the US market, Chinese and Indian manufacturers are intensifying their presence in the EU, increasing competition for Bangladesh.

"Many of these countries are now actively targeting the European market, which will intensify competition," Mr. Hatem predicts.

In response to these oncoming challenges, industry leaders are calling for a shift from low-cost, volume-driven manufacturing to high-value, design-led and sustainable production.

"Bangladesh can no longer afford to be seen as just a low-cost manufacturing hub. We must focus on sustainable production, labour rights, and environmental responsibility to retain buyer confidence," he alerts.

He suggests government policy supports like tax incentives, green-investment facilitation, and strong trade diplomacy with the EU to deal with the perceived exigencies.

"We must act now. By preparing our industry to meet the EU's evolving regulatory landscape and rising global competition, we can turn these challenges into opportunities," he said.

While RMG exports have contributed over 80per cent of Bangladesh's total export earnings, future growth will depend on how quickly the sector can adapt.

Former BGMEA director Mohiuddin Rubel echoes this sentiment, warning that any disruption on the EU market could have serious consequences.

"We must focus on new markets, high-value products, and compliance-readiness. Global trade dynamics are shifting rapidly," he told The Financial Express.

Inamul Haq Khan, Senior Vice President of BGMEA, also stresses Bangladesh's current competitive advantage in labour costs and established capacity and experience, but acknowledges that maintaining this edge will require innovation, upskilling, and infrastructure development with the government policy supports.

Talking to the FE writer, EPB's newly appointed Vice-Chairman Mohammad Hasan Arif said, "The government has entrusted me with the responsibility of facilitating exporters in diversifying their markets. The government agency plans to support exporters' participation in nearly 46 fairs across various countries, most of which are in new or emerging markets, with the aim of market diversification.

The Export Promotion Bureau (EPB) is initially focusing on eight potential sectors alongside RMG to explore new destinations. "I hope to achieve this goal with the support of all stakeholders, including government agencies and the private sector."

newsmanjasi@gmail.com

The Daily Star SEPTEMBER 22, 2025

Bangladesh still locked out of key labour markets

MD ABBAS

Labour migration from Bangladesh to some major overseas markets has remained stalled for years, leaving tens of thousands of aspiring migrant workers stranded.

Countries including the United Arab Emirates, Malaysia, Oman and Bahrain have either shut or heavily restricted entry for Bangladeshi workers, with no clear timeline for reopening.

Despite repeated assurances and high-level engagements, including during the past 14 months of the interim government, Bangladesh has made little headway in having those markets reopened.

Experts and industry insiders say fraud in the migration process, over-recruitment, commission for visa, and syndicate control have crippled the system.

They have warned that unless urgent measures are taken, Bangladesh may lose its foothold in the global labour market to competitors like the Philippines and Nepal and put steady remittance inflow into uncertainty.

UAE RESTRICTIONS

The UAE, Bangladesh's second largest labour market after Saudi Arabia in the Middle East, has remained largely closed since 2013.

Unofficial estimates suggest 1-1.2 million Bangladeshis currently work there.

Although migration picked up after 2021, with 101,000 workers going in 2022 and 98,000 in 2023, the number dropped to 47,000 last year, according to data from the Bureau of Manpower, Employment and Training.

The UAE quietly curbed visit and work visas for Bangladeshis in July 2024 after some migrants demonstrated in solidarity with the quota reform movement back home.

BM Jamal Hossain, then consul general in Dubai, confirmed that visa applications had been restricted since July 22, 2024.

During the World Governments Summit in Dubai earlier this year, Chief Adviser Muhammad Yunus urged UAE ministers to lift the ban, but no progress is visible.

The uncertainty has left aspiring migrants like Ziaul Haq (pseudonym) of Barguna in limbo. "I've been waiting for 13 months after submitting my passport for the visa. Because of the restrictions after the protests, my visa is still not processed," he said.

Adding to the confusion, a website called UAE Visa Online claimed on September 17 that Bangladeshis, along with citizens of eight other countries, would not be allowed to apply for visit or work visas in 2026, citing security concerns, geopolitical issues, and possible COVID-19 spread.

Ambassador Tareq Ahmed at the Bangladesh Embassy in Abu Dhabi, UAE, and Chief Adviser's Envoy for International Affairs Lutfey Siddiqi did not respond to repeated calls and text messages for comments.

Tareq dismissed the report while talking to local reporters. He said the embassy received no such official notice from the UAE government, according to media reports.

However, an official at Bangladesh's Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment, speaking on condition of anonymity, told The Daily Star, "The fact that no visit or work visas have been issued in the past year proves that the ban is still in place."

MALAYSIA: ONLY PROMISES

After another crucial destination, Malaysia, had reopened its market in 2021, nearly 4.5 lakh workers migrated between August 2022 and April 2024. However, over 18,000 workers were stranded after missing the departure deadline.

Several visits and meetings, including Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim's Dhaka trip in October 2024, produced promises but no breakthrough.

In May this year, Expatriates' Welfare and Overseas Employment Adviser Asif Nazrul visited Kuala Lumpur. Malaysian officials assured him of prioritising Bangladesh's issue, but no tangible progress followed.

Later that month, Dhaka hosted the third Joint Working Group meeting with Malaysia, focused on safe migration. However, concrete results are yet to come.

Anisul Islam of Manikganj, one of the 18,000 stranded, said he had paid Tk 5.3 lakh to agencies and brokers to secure a job in Malaysia.

"If the government refunds only Tk 79,900 as the official fee, I will be ruined. We've been hearing promises for months, but how long are we supposed to wait?" he said.

SHRINKING MARKET

Over the past decade, Oman, Bahrain, Iraq, Libya, Sudan, Egypt, Brunei, and Malaysia have closed their doors to Bangladeshi workers at various times.

In August 2018, a Bangladeshi national in Bahrain murdered an imam, following which the oil-rich country shut its labour market to Bangladeshi workers and also deported a significant number of Bangladeshis.

Oman closed its labour market for Bangladeshi workers in September 2024 due to an oversupply of workers and visa issues.

The Maldives also suspended visas last year citing irregularities.

"Instead of expanding, our labour market is shrinking day by day," said Shariful Hasan, associate director of BRAC's Migration and Youth Initiatives Programme.

THE BUSINESS STANDARD THURSDAY 18.09.2025

How India's invisible barrier costs Bangladesh RMG exporters dearly

RMG - BANGLADESH

REYAD HOSSAIN

Exporters say they are forced to hand-carry samples to India by air

Bangladesh's garment exporters are stumbling over an invisible barrier in India that threatens to undercut a rare opportunity in the global trade arena.

For months, Indian customs authorities have been holding up apparel samples that Bangladeshi firms send to buyers' regional offices in Delhi, Bengaluru and other cities, they said. The delays, often stretching to three weeks, or outright refusals to clear shipments, have forced exporters like Sparrow Group to hand-carry samples by air at costs nearly 20 times higher than courier rates.

"This is nothing but a non-tariff barrier," said Shovon Islam, managing director of Sparrow, which exported about $300 million worth of garments last year.

The bottleneck emerges as shifts in US tariffs redirect new orders to Bangladesh, amid months of frosty diplomatic relations with India following last August's change in the Sheikh Hasina government.

Barrier could blunt US tariff advantage

Exporters fear the new barrier could blunt that US tariff advantage, as brands such as Mango, Levi's and Marks & Spencer require timely sample approvals before placing orders.

RMG exporters send samples to offices of Puma, Marks & Spencer, H&M, Levi's, Mango in India for pre-production approval and store displays

Now exporters face severe delays in sending samples, taking 15–20 days instead of 3–5 days earlier

They are forced to hand-carry samples by air; costs rise from Tk5,000 to Tk1 lakh per 5kg package

Exporters say Indian customs are delaying or holding shipments under the guise of inspections, despite no official restrictions

Bottleneck intensified with US tariff changes, redirecting orders to Bangladesh

TBS Insights by IPDC

The implications are stark: lost time, higher costs, and a chilling reminder that trade wars are not always fought with tariffs alone, according to exporters.

Shovon Islam claimed, "Sending garment samples via courier to three foreign buyers' offices in India has become increasingly complicated in recent months, with delays worsening over the past two months. Indian customs authorities have been holding the samples under the guise of inspections or not releasing them at all, forcing exporters to hand-carry them by air. This has raised the cost of sending a 5kg sample package from Tk5,000 to nearly Tk100,000."

The problem affects a significant number of exporters. For example, DBL Group's Managing Director, MA Jabbar, Fakir Fashions Limited's Managing Director, Fakir Kamruzzaman Nahid, and three other exporters and buyers' representatives reported that sending samples to India now takes three to four times

I SEE PAGE 2 COL 1

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

How India's invisible barrier costs Bangladesh RMG exporters dearly

CONTINUED FROM PAGE 1

longer than before.

They alleged that "while there is no written restriction from the Indian government, customs authorities are deliberately obstructing samples by air courier to hinder Bangladesh's exports."

Bangladeshi exporters regularly send samples to offices of top brands in India, including Puma, Marks & Spencer, H&M, Levi's, and Mango. Samples are needed both for pre-production approval and for random checks before final shipment.

Additionally, "salesman samples" are sent to stores for customer display. Without sample approval, finished products cannot be shipped, forcing exporters to incur extra costs by sending samples via air or alternative means to meet deadlines.

Most garment samples delayed

Exporters said that currently, most garment samples sent via courier to India are being delayed, held, or subjected to value limits by Indian customs. Shipments that should take 3–5 days are now taking 15–20 days, and some are blocked entirely.

Shovon Islam said he regularly has to send samples for approval to the offices of Marks & Spencer, Levi's, and Mango – two located in Delhi and one in Bengaluru. "But since Indian customs authorities either hold or delay clearance of courier shipments, the samples now have to be hand-carried by air and then forwarded by courier to the buyers' offices," he said.

Puma's Country Manager in Dhaka, Moyeen Hyder Chowdhury, also raised the issue. He told TBS, "We have nearly 1,000 stores in India that require regular sample shipments, but air or air-courier shipments are not being allowed. As a result some have to hand-carry the samples."

Highlighting the rising costs for vendors, he added, "Given the situation, we are now considering sending samples by ship."

Speaking to exporters and a courier company representative, TBS learned that sending samples by air courier usually takes about four working days, while shipping takes nearly three weeks.

Inamul Haque Khan Babu, senior vice president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), told TBS, "We've received complaints from both buyers and exporters that samples are being held up in Indian customs when sent through a courier. We plan to raise the matter with the commerce ministry."

He alleged that India has long created clearance complications for Bangladeshi sample shipments, but the problem has intensified recently following changes in US tariff rates. "Delays now stretch to 15–20 days unnecessarily," he said.

Explaining further, he said, "After the Trump administration's new tariff structure, India faces a 50% rate compared to 20% for Bangladesh. As a result, several buyers who used to source from India are now shifting or planning to shift orders to Bangladesh. This courier barrier seems like an attempt to obstruct that shift in business."

"We expect this problem to worsen in the future," he cautioned. "Our buyers have already been caught off guard."

There are 55 registered courier companies in Bangladesh, including DHL, FedEx, UPS, and Aramex.

A senior official in DHL's export division, requesting anonymity, told TBS, "If a shipment contains fabric labelled 'Made in Bangladesh,' Indian customs often hold it, as their government has restrictions on our export."

He added, "We advise exporters to contact the recipient in India before sending samples so they can coordinate with local FedEx to check whether the item can be cleared."

Nargis Murshida, joint secretary of the commerce ministry's export wing, told TBS, "We have not yet received any complaints from exporters. Once we do, we will decide on the next course of action."

TBS also reached out to the Indian High Commission in Dhaka for comment via email, but as of Wednesday, no response was received.

Exports to India grow despite trade barriers

Following the fall of Sheikh Hasina's government in August 2024 and her subsequent refuge in India, diplomatic relations between the two countries turned cold. India soon began imposing restrictions – first on Bangladeshi tourists, then on exports, including repeated bans on garment shipments through land ports. It also halted Bangladesh's use of Indian ports for transhipment.

Bangladesh, in turn, restricted yarn imports from India via land ports to curb under-invoicing. At present, exports to India are allowed only through Mumbai Nhava Sheva Port, also known as Jawaharlal Nehru Port (JNPT).

Even with these barriers, Bangladesh's exports to India rose 4% year-on-year in July of this year. For FY2024–25 as a whole, exports increased by more than 12% from the previous year, totaling $1.76 billion.

Garments account for about 35% of Bangladesh's export earnings from India, though imports from India continue to far exceed exports.

Restrictions deal blow to food, jute exports

Despite a rise in apparel exports, Bangladesh's shipments of jute, jute goods, and food products to India declined in July.

Pran-RFL Group, the leading food exporter to India, reported about a 15% drop in exports and an 8% rise in costs. "We used to export to almost all Indian states through any land port," said director Kamruzzaman Kamal. "Now, with shipments restricted to the Bhomra land port, expenses have gone up."

কালের কণ্ঠ | মঙ্গলবার। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

মালয়েশিয়ায় ভয়াবহ মানবপাচার

তোফায়েল আহমদ, কক্সবাজার ও
জাকারিয়া আলফাজ, টেকনাফ ▷

কক্সবাজার হয়ে নৌপথে মালয়েশিয়ায় মানবপাচার উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। পাচারকারীরা সাধারণ লোকজনকে অপহরণ করে জোরপূর্বক মালয়েশিয়াগামী ট্রলারে তুলে দিচ্ছে। তাদের এই পাচারে নারী ও শিশুও বাদ যাচ্ছে না।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এভাবে পাচার করার উদ্দেশ্য হলো অপহৃতদের মালয়েশিয়ায় নিয়ে জিম্মি করে স্বজনদের কাছ থেকে অর্থ আদায়। ভুক্তভোগী ও স্বজনরা এমন তথ্য দিয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকবার অপহৃতদের উদ্ধার ও পাচারকারীদের আটকের পরও এই তৎপরতা থামছে না। নৌপথে মানবপাচারের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বা সামুদ্রিক ঝড়ে প্রাণহানিরও আশঙ্কা রয়েছে। সম্প্রতি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী মানবপাচারকারী চক্রের এ ধরনের কয়েকটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

মালয়েশিয়ায় ভয়াবহ মানবপাচার

মহেশখালীয়াপাড়া মেরিন ড্রাইভসংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়িতে নিয়ে আসেন এক ব্যক্তি। বাড়িতে তিন দিন রাখার পর তাঁর ওই বন্ধু তাঁকে রেখে পালিয়ে যান। পরে হামিদও পালিয়ে যেতে চাইলে একজন বলে, 'তোমার বেচাবিক্রি হয়ে গেছে, পালানোর সুযোগ নাই।'

হামিদ বলেন, 'তখন আমি বুঝতে পারি, আমার বন্ধু আমাকে মালয়েশিয়া নেওয়ার কথা বলে কৌশলে পাচারকারীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। তিন দিন পর এক রাতে আমাদের প্রায় ৬০ জনের একটি দলকে ছোট ছোট নৌকায় করে মাঝ সাগরে নোঙর করা বড় ট্রলারে তোলা হয়।' তিনি জানান, সেখান থেকে মালয়েশিয়া পৌঁছানোর আগে মারধর করে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে তিন লাখ ৮০ হাজার টাকা আদায় করে দালালরা।

আব্দুল হামিদের মা খাদিজা আকতার বলেন, 'ছেলেকে আট-দশ দিন খুঁজে না পেয়ে ভেবেছিলাম অপহৃত হয়েছে। দুই সপ্তাহ পরে আমার এক নিকট প্রতিবেশী আমাকে জানান, ছেলে ট্রলারে করে মালয়েশিয়া গেছে, সঙ্গে তাদের এক ছেলেও আছে। দালালদের হাতে জিম্মি থাকার পর আমাদের বলা হলো তিন লাখ ৮০ হাজার টাকা জোগাড় করতে। আমাদের ঘরে অভাব, এত টাকা কোথায় পাই? স্বজনদের কাছে ধার করে এবং আমার বিবাহিত দুই মেয়ের গয়না বিক্রি করে কোনো মতে ছেলেকে মুক্ত করেছি।'

আট ধাপে হাত বদলে মালয়েশিয়া : ভুক্তভোগীদের তথ্য অনুযায়ী, নৌপথে পাচারের উদ্দেশ্যে ধরে আনা লোকজনকে মালয়েশিয়া পৌঁছাতে আট ধাপে হাত বদল হয়। এর পাঁচ ধাপ বাংলাদেশে ও তিন ধাপ থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায়। ট্রলারে ওঠা পর্যন্ত ধাপগুলো যথাক্রমে তথ্য দাতা, রোড মাস্টার, জমাদার, নৌট্রিপ ও ট্রলার পার্টি নামে পরিচিত। তথ্য দিয়ে দালাল রোড মাস্টারের কাছে তুলে দেয় পাঁচ হাজার টাকায়। রোড মাস্টার তাকে ১০ হাজার টাকায় পৌঁছে দেয় পাহাড়ি জমাদারদের কাছে। সেখান থেকে জমাদাররা নৌ ট্রিপে ট্রলারে তুলে দেয় ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকায়। ট্রলারগুলো থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার সীমানায় পৌঁছে সেখানকার দালালদের কাছে মাথাপিছু এক থেকে দেড় লাখ টাকা দিয়ে বিক্রি করে দেয়।

বাংলাদেশ থেকে সাগরের নৌপথ পাড়ি দিয়ে থাইল্যান্ড বা ইন্দোনেশিয়া সীমানায় পৌঁছানোর পর সেখানে শুরু হয় টাকা আদায়ের কৌশল। মানবপাচারের শিকার এক ব্যক্তিকে অন্তত সাড়ে তিন লাখ টাকা দিতে হয়। এরপর ঝোপ-জঙ্গল দিয়ে তাদের ঠেলে দেওয়া হয় মালয়েশিয়ায়। অনেক সময় মাস্টার দালাল থাইল্যান্ডেই আদায় করে নেয় দাবি করা টাকা। টাকা আদায় করতে না পারলে ভুক্তভোগীর ওপর নেমে আসে নির্মম নির্যাতন। এসব নির্যাতনের দৃশ্য হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কলের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের দেখানো হয়। বাধ্য হয়ে স্বজনরা পাচারকারীদের চাহিদামতো টাকা পরিশোধ করে।

পাচারকারীদের লক্ষ্যবস্তু যারা : টেকনাফ ও উখিয়ায় শুরুর দিকে পাচারকারীদের লক্ষ্য ছিল শুধু স্থানীয় বাসিন্দারা। বর্তমানে তাদের বড় লক্ষ্যবস্তু উখিয়া ও টেকনাফে আশ্রিত রোহিঙ্গারা। মালয়েশিয়ায় উন্নত জীবনযাপনের লোভ দেখিয়ে মানবপাচারকারী দালালরা রোহিঙ্গাদের উদ্বুদ্ধ করছে।

উখিয়া ও টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে অন্তত ৫০টির বেশি দালালচক্র সক্রিয় রয়েছে। এরা ক্যাম্পে সাধারণ রোহিঙ্গাদের মতো চলাফেরা করে। সুযোগ বুঝে বিভিন্নজনকে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে ক্যাম্পের বাইরে এনে পাচারচক্রের হোতাদের কাছে তুলে দেয়।

টেকনাফের হ্নীলা মৌলভীবাজার এলাকার বাসিন্দা নুরুল আমিন বলেন, যে অবস্থা শুরু হয়েছে, একা কোথাও বের হতেও ভয় করে। ছেলেদের ঘর থেকে বের করাটা ঝুঁকিপূর্ণ। স্বেচ্ছায় যারা যাচ্ছে তাদের নিয়ে যাক, কিন্তু জোরপূর্বক অপহরণ করে মালয়েশিয়ার ট্রলারে তুলে দেওয়ার মতো জঘন্য অপরাধ কর্মকাণ্ডের চক্রগুলো দিন দিন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে।

ঝুঁকির পথ বেছে নিচ্ছে অনেকে : রোহিঙ্গাদের মধ্যে অনেকে মালয়েশিয়া যেতে আগ্রহী। তাদের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট তৈরি করে বৈধভাবে বিদেশে যাওয়া বেশ কঠিন। তাই তারা নৌপথে মালয়েশিয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহী।

উখিয়ার বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা আব্দুস সালাম বলেন, রোহিঙ্গাদের একটি বড় অংশ মালয়েশিয়া অবস্থান করছে। তারা বিভিন্ন সময়ে নৌপথে ট্রলারে করে সেখানে গেছে। এখন তারা তাদের স্বজনদের সেখানে নিতে চায়। ক্যাম্পে বাস করা তাদের উন্নত জীবনের আশায় দালালদের মাধ্যমে ট্রলারে করে মালয়েশিয়া যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদেরও একই দুর্ভোগ ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

স্বামীর কাছে যাচ্ছেন রোহিঙ্গা নারীরা : রোহিঙ্গা যারা মালয়েশিয়া অবস্থান করছেন, তাঁদের বেশির ভাগের স্ত্রী-সন্তান বাংলাদেশের ক্যাম্পে রয়েছে। প্রবাসী রোহিঙ্গারা তাঁদের স্ত্রী-সন্তানদের মালয়েশিয়া নিয়ে যেতে দালালদের শরণাপন্ন হন। দালালরা টাকার বিনিময়ে ঝুঁকিপূর্ণ নৌপথে এসব স্ত্রী-সন্তানকে মালয়েশিয়ায় নেওয়ার ব্যবস্থা করে এবং প্রায়ই নৌ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

মালয়েশিয়ার পথে নৌ দুর্ঘটনা : ২০২২ সালের ৪ অক্টোবর টেকনাফের বাহারছড়া সাগর এলাকায় রোহিঙ্গাদের নিয়ে মালয়েশিয়াগামী একটি ট্রলার ডুবে যায়। এতে ৩৪ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হলেও চারজনের মৃত্যু ঘটে। ২০২০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সেন্ট মার্টিনের পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরে মালয়েশিয়াগামী একটি ট্রলারডুবির ঘটনায় চার শিশুসহ ১৯ জন রোহিঙ্গার মৃত্যু ঘটে। এ ঘটনায় আরো ৭২ জনকে জীবিত উদ্ধার করে কোস্ট গার্ড।

স্থানীয়রা যা বলছে : টেকনাফ সরকারি কলেজের অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, নৌপথে মানবপাচারে দেশ ও দেশের বাইরে বেশ কয়েকটি দালালচক্র সক্রিয়। তাদের কঠোরভাবে দমন করা না গেলে নৌপথে মানবপাচার আরো বেড়ে যাবে।

টেকনাফের সাবরাং ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হামিদুর রহমান বলেন, কতটা ঝুঁকি নিয়ে মানুষকে সাগরে নৌপথে মালয়েশিয়া পাঠানো হয় তা বলার ভাষা নেই। এসব কর্মকাণ্ডে জড়িত অপরাধীদের ধরতে এখনই কঠোর উদ্যোগ না নিলে আসন্ন শীত মৌসুমে আমাদের আরো ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে।

প্রশাসনের ভাষ্য : টেকনাফের ২ বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. আশিকুর রহমান বলেন, 'মানবপাচারের বিরুদ্ধে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছি। গত এক সপ্তাহে শাহপরীর দ্বীপ, কচ্ছপিয়া পাহাড়ে অভিযান চালিয়ে নৌপথে মালয়েশিয়া পাচারের একাধিক চেষ্টা ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়েছে বিজিবি।'

টেকনাফ মডেল থানার ওসি আবু জায়েদ মো. নাজমুন নুর কালের কণ্ঠকে বলেন, মানবপাচারকারীরা নিজেদের যতই শক্তিশালী ভাবুক, মানবপাচারচক্রের মূলোৎপাটনে পুলিশ বদ্ধপরিকর। মানবপাচারচক্রে জড়িত ব্যক্তিরা কোনোভাবে রেহাই পাবে না।

NEWAGE SEPTEMBER 23, 2025,

RMG exports to India on rise

Saddam Hossain

THE exports of readymade garments to India maintained a positive growth trend over the past three months despite trade restrictions imposed in May.

According to data from the Export Promotion Bureau, Bangladesh exported RMG items to India worth $184 million in June-August 2025, which was approximately $160 million in the same period of 2024, indicating a 15 per cent growth in exports.

During the period, export earnings from the RMG sector were $81.3 million in August of this year, which was $69 million in August of 2024.

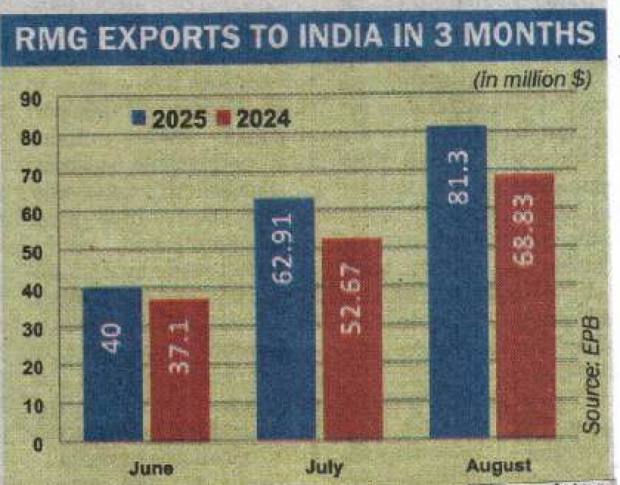

The RMG export to India stood at $62.91 million in July of this year, which was $52.67 million in July 2024, and the country bagged $40 million in June of 2025, which was $37.1 million in June of 2024, the EPB data stated.

Earlier on May 17, India imposed restrictions on imports of some products, including RMG, through land ports, leaving only Mumbai's Nhava Sheva and Kolkata ports open.

Exporters must now send goods through Chattogram seaport then via Colombo port in Sri Lanka before reaching Nhava Sheva, involving four rounds of container handling, raising both cost and lead time.

Meanwhile, since the ousting of the Awami League regime and Sheikh Hasina's flight to India in August 2024 in the face of a mass uprising, the bilateral trade between India and Bangladesh has witnessed a series of restrictions.

The RMG exporters stated that, despite the restrictions, Indian buyers might

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

RMG exports to India on rise

Continued from B1

still enjoy a competitive advantage by sourcing from Bangladesh due to duty-free market access.

Moreover, several global brands with operations in India source from Bangladeshi factories, which also might be a reason behind the growth trend.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said that the growth in apparel exports to India is a very positive sign.

'Although the restrictions mean it takes longer to ship goods by sea, the route remains cost-effective. As a result, the impact on exports has been minimal,' he added.

The overall exports to India reached $411.33 million in the past three months, although decreased slightly by 5 per cent, mostly due to June exports.

The export earnings in June were $100 million, in July were $147.19 million, and in August were $164.14 million, the EPB data stated.

However, the overall export trend in July and August 2025 started to return to a positive direction, as the country recorded $143 million in July and $160 million in August 2024.

Mohiuddin Rubel, former director of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said that although India is one of Bangladesh's major competitors, it also sources from Bangladesh to meet the local demand.

'India has a large population, meaning a large domestic market. Moreover, they might also moving towards value-added production, which might made Bangladesh as price competitive for their local market,' he added.'

Beside Bangladesh's largest buyer Trent Limited, a subsidiary of the Tata Group, major global retailers include H&M, Levi Strauss, Marks & Spencer, Puma, Uniqlo, Decathlon, Pepe Jeans, and Bestseller, also source apparel from Bangladesh for the Indian market.

'The global brands might have the contracts with Bangladeshi manufacturers, which impacted the RMG exports to India from Bangladesh,' he added.

If there were no trade tensions and restrictions between Bangladesh and India, the export would have witnessed more growth, he added.

In FY25, India imported RMG items worth $644.24 million from Bangladesh.

On August 11, India imposed a ban on imports of several jute products and ropes through land ports, after June 27, when they also banned imports of several jute and woven products through land ports.

Earlier, on May 17, India imposed restrictions on the import of most Bangladeshi products, including RMG, processed foods, and agro-products.

কালের কণ্ঠ রবিবার। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

শ্যামপুর চিনিকল চালুর উদ্যোগ নেই ঘোষণার ৯ মাসেও

গত ১০ মাড়াই মৌসুমে প্রায় ৩৬৩ কোটি ২৯ লাখ ৯ হাজার টাকা লোকসানের বোঝা পড়ে মিলটির ওপর

রফিকুল ইসলাম, রংপুর ▷

রংপুরের একমাত্র ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান শ্যামপুর চিনিকল পুনরায় চালুর কোনো উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছে না এ অঞ্চলের মানুষ। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত ১৫ ডিসেম্বর মিল চালুর ঘোষণা দিলেও ৯ মাস কেটে গেছে; কার্যত কোনো অগ্রগতি নেই। এতে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বাড়ছে।

বছরের পর বছর লোকসানের অজুহাতে ২০২০-২১ অর্থবছরের ডিসেম্বরে মিলের কার্যক্রম বন্ধ করে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)। সেই থেকে উৎপাদন বন্ধ থাকায় প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা মিল প্রাঙ্গণ এখন নিস্তব্ধ। দাপ্তরিক কাজকর্ম চললেও কর্মচাঞ্চল্য নেই বললেই চলে।

মিলটি পুনরায় চালুর সম্ভাব্যতা যাচাই করতে ২০২৩ সালে বিএসএফআইসির আট শীর্ষ কর্মকর্তাকে নিয়ে একটি কমিটি করা হয়। উৎপাদন ও প্রকৌশল বিভাগের পরিচালককে কমিটির প্রধান করা হলেও কার্যত কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি। ২০২৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিএসএফআইসি কারখানা বন্ধের নির্দেশনা প্রত্যাহার করলেও মিল চালুর পথে আর কোনো কার্যকর উদ্যোগ সামনে আসেনি।

শিল্প, বাণিজ্য, অর্থ ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে করা আগের তদন্তে লোকসানের কারণেই শ্যামপুর চিনিকলের মাড়াই মৌসুম বন্ধের সুপারিশ করা হয়েছিল। এর পর থেকে হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম এই প্রতিষ্ঠানটি পড়ে আছে নিষ্ক্রিয় অবস্থায়।

সংস্থার ভারপ্রাপ্ত চিফ অব পারসোনাল অফিসার শাহরিনা তানাজ ওই বছরের ৯ নভেম্বর মাসে স্বাক্ষরিত চিঠিতে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে মতামতসংবলিত স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যানের বরাবর পাঠাতে নির্দেশ দেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে কারখানা বন্ধে যে চিঠি দেওয়া হয়েছিল ২০২৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর সেই চিঠি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, 'শ্যামপুর সুগার মিল' রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার শ্যামপুর বন্দরে ১৯৬৪ সালে ১১১.৪৫ একর জমির ওপর স্থাপিত হয়। আর আনুষ্ঠানিক মাড়াই কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬৭ সালে। তাতে দৈনিক আখ মাড়াইয়ের সক্ষমতা রাখা হয় এক হাজার ১৬ মেট্রিক টন আর বার্ষিক উৎপাদনক্ষমতা ধরা হয় ১০ হাজার ১৬১ মেট্রিক টন। বছরে এই মেশিন চলে তিন মাস।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এই মিলটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই লাভের মুখ দেখলেও ২০০০ সালের পর থেকে টানা লোকসানের মুখে পড়ে। গত ১০ মাড়াই মৌসুমে প্রায় ৩৬৩ কোটি ২৯ লাখ ৯ হাজার টাকা লোকসানের বোঝা পড়ে মিলটির ওপর।

এদিকে ২০২৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে একটি প্রজ্ঞাপনে ছয়টি বন্ধ চিনিকল পুনরায় চালুর ঘোষণা দেওয়া হয়। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে রংপুরের শ্যামপুর ও দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জ চিনিকল রয়েছে। নির্দেশনা অনুসারে দ্বিতীয় পর্যায়ে চালু হবে পঞ্চগড় ও পাবনা চিনিকল এবং তৃতীয় পর্যায়ে কুষ্টিয়া ও রংপুর চিনিকল চালুর কথা বলা হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, গত ৯ মাসে চিনি কারখানা চালুর বিষয়ে কোনো পত্র আসেনি।

সম্প্রতি সরেজমিনে শ্যামপুর চিনিকলে গিয়ে দেখা যায় সুনসান নীরবতা। দাপ্তরিক কাজকর্ম চললেও কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতি খুব কম। মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ থাকায় চিনিকলের যন্ত্রপাতি প্রায় নষ্টের উপক্রম। বিকল হয়ে পড়ে আছে আখ পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত ট্রাক্টরগুলো।

মিল এলাকায় আখ উৎপাদন কমে যাওয়া ও আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে লোকসানের বোঝা বাড়ছে বলে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দাবি করলেও তা মানতে নারাজ ছিলেন শ্রমিক-কর্মচারী ও আখ চাষিরা।

বরং কর্মকর্তাদের দুর্নীতি, অদক্ষ জনবল ও অব্যবস্থাপনাসহ নানা কারণে লোকসানের পরিমাণ বাড়ছে দাবি করে মিল চালুর দাবিতে আন্দোলন শুরু করে চিনিকল অ্যামপ্লয়িজ ইউনিয়ন ও আখ চাষি কল্যাণ সমিতি। তবে শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি সেই আন্দোলন। অব্যাহত লোকসান দেখিয়ে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় মিলটি। চিনিকলের মৌসুমি শ্রমিক মোত্তাহারুল ইসলাম মন্ডল বলেন, 'কুশার (আখ) মাড়াই শুরু হওয়ার টাইমে সরকার হামার মিলটা বন্ধ করে দিচে। এক পাশে কর্মহীন হইনো অন্যদিকে করোনা চলে দেশোত। হামার দিকে আর কেউ তাকাইলো না। হামার এই মিলটে চালু হইলে বউ-বাচ্চাক দুই বেলা খাবার দিবের পামো। বন্ধ হইলে কামলা দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। পাঁচ মাস থাকি বেতন পাই না।'

আরেক শ্রমিক (স্থায়ী) ফারুক হোসেন বলেন, 'লোকসানের কারণ দেখিয়ে সরকার শ্যামপুর চিনিকলটির মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ করেছে। আমাদের পাঁচ মাসের বকেয়া বেতন পাইনি। প্রতিবার বকেয়া বেতনের জন্য আন্দোলন করে শুধু এক মাসের বেতন ভাগ্যে মিলে। এমন করি কি চলবে?'

শ্যামপুর চিনিকল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান কালের কণ্ঠকে জানান, 'এই মিলটি ঘিরে এক হাজার শ্রমিকসহ জীবিকা নির্বাহ করত অন্তত ৩০ হাজার মানুষ। কিন্তু হঠাৎ চিনিকলটি বন্ধ করে দেওয়ায় মৌসুমি শ্রমিকরা সারা বছরের জন্য কর্মহীন হয়ে পড়েন। চিনিকলটি ঘিরে কয়েকটি প্রস্তাব বিএসএফআইসির কাছে পাঠানো হয়েছে। আমরা আশা করছি কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সুনজরে নেবে।'

মিল সূত্রে জানা যায়, কার্যক্রম চালু থাকাকালীন এই মিলে সর্বশেষ ৪৯৩ জন স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিলেন। মিলটি বন্ধের পর অনেকেই অবসর গ্রহণ করেছেন এবং কিছু জনবল অন্যান্য মিলে বদলি করা হয়েছে। বর্তমানে শ্যামপুর চিনিকলে ৭২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁদের বেতন বকেয়া রয়েছে গত জুন-জুলাইসহ চলতি আগস্ট মাসের। সব মিলিয়ে টাকার পরিমাণ প্রায় ৭০ লাখ। সরকারিভাবে মিল চালুর ঘোষণার পর কর্মপরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ চেয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের পাঠানো হয়েছে। অর্থ ছাড় হলেই মিল চালুর কার্যক্রম শুরু হবে।

মিলটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশাররফ হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সরকারিভাবে মিল চালুর ঘোষণার পর কর্মপরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ চেয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। অর্থ ছাড় হলেই মিল চালুর কার্যক্রম শুরু হবে।'

NEW AGE SEPTEMBER 23, 2025,

Upholding rights of migrant workers

by Shakirul Islam

MIGRANT workers from Bangladesh are the silent heroes of the country's economy. Their hard-earned money, sent back home as remittances, is a huge source of foreign currency that helps keep the nation stable and growing. Their hard work builds the foundations and fuels the economies of other countries where they work.

However, migrant workers face serious challenges at all stages of migration. They are often victims of unethical recruitment and exploitation, and their basic human rights are frequently violated. The recent action research by the Ovibashi Karmi Unnayan Program, conducted from January 2023 to October 2024, has revealed significant systemic failures in providing legal redress to these citizens. The findings underscore the critical need for an urgent re-evaluation of current policies and their implementation.

While the economic gains from labour migration are undeniable, the human cost behind these achievements tells a far more troubling story. The OKUP research, based on an assessment of 114 complaints filed for Bureau of Manpower Employment and Training arbitration, reveals widespread illegal practices. 80 per cent of workers were hired by unauthorized sub-agents, and many left with forged documents, including fake medical and pre-departure training certificates. A startling 75 per cent of workers did not receive a job contract before leaving. For those who did, the contracts were often signed just hours before their flight, with no explanation of the terms. Financially, exploitation is rampant. All male workers were charged excessive fees, up to six times the legal rate. Despite a government mandate for zero migration fees for female domestic workers, 65 per cent reported being illegally charged between Tk50,000 and Tk200,000.

The abuse escalates upon arrival in destination countries. For male migrant workers, 47 per cent were denied work permits, leading to confinement and the dreaded 'absconding' status once their entry visas expired, trapping them in a legal limbo without employment. Regular salary payments are a myth for many, with 53 per cent receiving delayed and reduced wages. The human cost is immense. Illegal recruitment practices by recruiters and employers forced 36 per cent of migrant workers into premature returns within three months, plunging them into inescapable debt bondage and a life of indignity. In addition, 6 per cent of workers suffered critical workplace injuries and were denied treatment, forced to return home with their health irrevocably damaged.

Migrant workers face serious challenges at all stages of migration.

The experiences of female domestic workers are simply brutal. In countries like Saudi Arabia, where special rules are meant to protect them, these protections are largely ignored. Of the 34 female domestic workers in the study, a shocking 94 per cent reported regular physical and psychological abuse, while nearly half (47 per cent) reported sexual exploitation. Most female domestic workers had their salaries withheld (79 per cent) and a large majority (80 per cent) reported being deprived of food. They were also routinely denied medical care (97 per cent).

The Bangladesh government's efforts to address these injustices through laws like the OEMA 2013 are commendable, but are deeply flawed in implementation. The government's 2023 Directive on arbitration procedures aimed to provide legal recourse under the jurisdiction of the Bureau of Manpower Employment and Training. However, the BMET's regular dealings with recruitment agents for issuing employment clearance for migrant workers face an inherent conflict of interest. Additionally, the BMET lacks the staff and training to handle these arbitration cases properly. The legal system doesn't clearly define fair compensation, which often leads to migrant workers receiving 'unjustified and unfair' settlements that leave them in even more financial trouble. The inconsistent and confusing process makes it incredibly difficult for workers to achieve justice.

The government must go beyond promises and actively enforce existing laws to ensure safe and fair migration. This means holding dishonest recruiting agents accountable and taking legal action against them.

To better support workers, the government should establish 'Legal Aid Cells' with proper resources in Bangladeshi Embassies to help workers abroad. At home, the government must create a separate, unbiased Arbitration Department, free from conflicts of interest and staffed with trained professionals. The system for handling complaints needs to be updated with new rules that guarantee fair compensation, covering both financial and social losses. Additionally, public campaigns and improved pre-departure training are needed to inform migrant workers of their rights and restore their trust in the justice system.

Destination countries, too, bear a

—New Age

significant responsibility. The government of Saudi Arabia must crack down on unethical visa trading by unscrupulous employers and review its Labour Reform Initiatives to eliminate provisions that allow employers to exploit migrant workers through absconding status and restrictions on job transfers. They must ensure that the current redressal system extends guarantees for fair and transparent procedures, and truly protects and benefits migrants, including female domestic workers. Similarly, the government of Malaysia must adhere to the recruitment provisions agreed upon in its MoU with Bangladesh and establish easy and accessible facilities for the protection and support of migrant workers.

The contributions of Bangladeshi migrant workers are more than just economic; they are a profound human sacrifice. To allow their exploitation to continue is a moral failure that betrays their trust and diminishes their dignity. The government of Bangladesh must not play with migrant workers' emotions; it must take true actions to ensure migrants' justice, not tomorrow, but right now.

Shakirul Islam is a migrant activist-researcher and one of the founding members of Ovibashi Karmi Unnayan Program (OKUP).

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২

কামরাঙ্গীরচরে ছাদ থেকে পড়ে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর থানার নুরবাগ পুরাতন ঝাঁড়ি গলি এলাকায় সোমবার নির্মাণাধীন একটি ভবনের দোতলার ছাদ থেকে পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম আলী হোসেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বেলা সাড়ে ৩টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আলী হোসেনের ছেলে মো. সাকিব বলেন, তার বাবা পেশায় নির্মাণ শ্রমিক ছিলেন। দুপুরের দিকে কামরাঙ্গীরচরের নুরবাগ পুরাতন ঝাঁড়ি গলি এলাকার একটি ভবনের দোতলার ছাদ থেকে অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যান।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 2 September 2025

শিবচরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক ব্যক্তির মৃত্যু

প্রতিনিধি, শিবচর (মাদারীপুর)

মাদারীপুরের শিবচরে নারকেল পাড়তে গিয়ে বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে আব্দুল হক মুন্সী নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গত রোববার সকালে উপজেলার বহেরাতলা উত্তর ইউনিয়নের গজারিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত আব্দুল হক ওই এলাকার মোতাহার মুন্সীর ছেলে। সে পেশায় একজন ভ্যান চালক। এবং এলাকার বিভিন্ন বাড়ির নারকেল গাছ পরিস্কার করেন এবং নারকেল পেড়ে দেন।

জানা গেছে, রোববার সকালে বাড়ির পাশের এক নারকেল গাছে উঠেন আব্দুল হক মুন্সী। গাছ পরিস্কারের সময় বিদ্যুতের তারে স্পর্শ লাগলে তিনি ছিটকে মাটিতে পড়ে যান। পরে স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় প্রেরণ করেন।

যুগান্তর
সোমবার ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২

রাজধানীসহ পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীর মাতুয়াইলে ট্রাকের ধাক্কায় একজন নিহত হয়েছেন। ঢাকার নবাবগঞ্জ ও ধামরাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন আরও দুজন। এছাড়া আরও চার জেলায় সড়কে চার জনের প্রাণহানি হয়েছে। তাদের মধ্যে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে মোটরসাইকেলচালক, নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে এক যুবক, চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় মুয়াজ্জিন ও চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে ব্যবসায়ী রয়েছেন। যুগান্তর প্রতিবেদন, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

ঢাকা : সড়ক পারাপারের সময় ট্রাকের ধাক্কায় নিহত নাজিম উদ্দিন পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। রোববার মাতুয়াইল মেডিকেল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২

মালয়েশিয়ায় দুর্ঘটনায় দুই বাংলাদেশি নিহত

মালয়েশিয়া প্রতিনিধি

মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুই বাংলাদেশি শ্রমিক নিহত হয়েছেন। সোমবার দেশটির ডেইলি সান এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, রোববার কুয়ানতানের কুয়ালা লিপিসে টয়োটা হাইলাক্স উলটে গেলে দুই বাংলাদেশি বাগান শ্রমিক নিহত হন। তারা হলেন মো. শামীম রেজা ও তুহিন আলী। লিপিসের পুলিশ প্রধান সুপারিনটেনডেন্ট ইসমাইল মান জানান, গাড়িটি তাদের দুজনকেই পিষে ফেলে এবং ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। কাম্পুং তানজুং গাহাইতে শ্রমিকদের আবাসস্থলে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রথম আলো • সোমবার, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫,

সেপটিক ট্যাংক থেকে ৩ শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধি, মুন্সিগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জ শহরের একটি আবাসিক ভবনে সেপটিক ট্যাংক থেকে তিন নির্মাণশ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা লাশগুলো উদ্ধার করেন। তাঁরা বলেন, সেপটিক ট্যাংকে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের বিষক্রিয়ায় ওই শ্রমিকেরা মারা গেছেন।

মৃত শ্রমিকেরা হলেন পঞ্চগড়ের মো. শাহিন ইসলাম (২৮), গাইবান্ধার ফিরোজ ইসলাম (১৮) ও বগুড়ার মো. ইব্রাহীম (২৫)। তাঁরা সবাই নির্মাণশ্রমিকের কাজ করতেন।

মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের উপসহকারী পরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করে। আধা ঘণ্টার বেশি সময় চেষ্টা চালিয়ে ঝুঁকি নিয়ে ওই তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ওই তিন শ্রমিক কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হন। পরে তাঁরা অক্সিজেনের অভাবে মারা যান।

এ দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে ফায়ার সার্ভিসের ওই কর্মকর্তা বলেন, নতুন ভবনের এসব ট্যাংকের মুখ বন্ধ থাকায় গ্যাস জমা থাকে। তাই যেকোনো সেপটিক ট্যাংক থেকে বাঁশ-কাঠ অপসারণ করতে হলে অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগে মুখ খুলে রাখতে হয়। ওই শ্রমিকেরা ট্যাংকের মুখ খুলে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন।

ইত্তেফাক
সোমবার
১৭ ভাদ্র ১৪৩২, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

কেরানীগঞ্জে নিখোঁজ ব্যক্তির লাশ মিলল সিরাজদিখানে

■ সিরাজদিখান (মুন্সীগঞ্জ) সংবাদদাতা

বাসাইল ইউনিয়নের উত্তর পাথরঘাটা এলাকায় ধলেশ্বরী নদীতে ভাসমান অবস্থায় আমজাদ হোসেন ঢালী (৪৫) নামে একজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আমজাদ ঢালী ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার হযরতপুর ইউনিয়নের হযরতপুর গ্রামের মৃত শহীদ ঢালীর ছেলে। তিনি হযরতপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি শিমুল আহমেদ সাদ্দামের বড় ভাই।

শিমুল আহমেদ সাদ্দাম জানান, আমার ভাই কৃষি কাজ করত। তিনি সহজ সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং তার কোনো শত্রু ছিল না। গেল শুক্রবার রাত ৮টার দিকে ভাই নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে নদীতে যান। এরপর থেকে তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়ারিও করা হয়। তিন দিন পর আজ ভাইকে মৃত পেলাম।

সিরাজদিখান থানার ওসি আবু বকর সিদ্দিক জানান, যেহেতু লাশটি নদীতে পাওয়া গেছে। আমরা নৌ-পুলিশকে খবর দিয়েছি তার এলে আইনগত ব্যবস্থা নেবে। বর্তমানে ঘটনাস্থলে আমাদের পুলিশ রয়েছে। অন্যদিকে গতকাল সকালে উপজেলার রশুনিয়া ইউনিয়নের রশুনিয়া গ্রামের ঋষিপাড়ায় নিজ বসতঘরের আড়ার সঙ্গে আকাশ ঋষি (২২) নামে এক যুবক গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। আকাশ ঋষি ঐ এলাকার নীল কৃষ্ণ ঋষির ছেলে।

কালের কণ্ঠ
বুধবার। ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

সড়ক দুর্ঘটনায় মা-মেয়েসহ নিহত ৪

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

সড়ক দুর্ঘটনায় পাবনায় মা-মেয়েসহ তিন জেলায় চারজন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

ঢাকা : রাজধানীর উত্তরায় ট্রাক, সিএনজি অটোরিকশা ও বাইকের সংঘর্ষে ফুয়াদ হাসান হৃদয় (২৬) নামের বাইকচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল জসিম উদ্দিন রোডে ফ্লাইওভারের নিচে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় ফুয়াদকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ফুয়াদ নওগাঁ সদর উপজেলার স্টেশনারি ব্যবসায়ী ফাইজুর রহমানের ছেলে।

পাবনা : পাবনার ফরিদপুরে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী মা-মেয়ে নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলচালক। গতকাল সকালে উপজেলার ডেমরা চকচকিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন চাটমোহর উপজেলার চরপাড়া গ্রামের সোহেল রানার স্ত্রী আউলিয়া খাতুন (২৫) ও তাঁদের মেয়ে সুমাইয়া (৭)। আহত সোহেল রানাকে (২৮) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর থেকে মোটরসাইকেলে সোহেল রানা তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে চাটমোহরে বাড়ি যাচ্ছিলেন। ফরিদপুর উপজেলার ডেমরা চকচকিয়া এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়।

সিরাজগঞ্জ : সিরাজগঞ্জে মহাসড়কের ওপরে বাস উল্টে সুপারভাইজার নিহত ও অন্তত ১০ যাত্রী আহত হয়েছেন। গতকাল হাটিকুমরুল গোলচত্বরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সুপারভাইজার হাসেম আলী (৩০) সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার তেলকুপি গ্রামের মহরম আলীর ছেলে।

সময়ের আলো
মঙ্গলবার। ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

নিহত

সিদ্ধিরগঞ্জ প্রতিনিধি

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ অংশের শিমরাইলে অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় মো. আবদুল কুদ্দুস (৩৫) নামে এক অটোরিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার ও সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে এবং অটোরিকশাটি জব্দ করে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৫ ■ ভাদ্র ২০, ১৪৩২ বণিক বার্তা

রেল ও সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

গাজীপুরে ট্রেনের ধাক্কায় একটি ডাম্প ট্রাক দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। এতে ট্রাকের চালক ও হেলপার নিহত হয়েছেন। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ, মাদারীপুর, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

নারায়ণগঞ্জ : জেলার রূপগঞ্জে ট্রাকচাপায় শেখ ফরিদ (২০) নামে এক পোশাক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে রাস্তা পার হওয়ার সময় তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন। ফরিদ নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ থানার পালগাঁও এলাকার সুরুজ মিয়ার ছেলে।

সময়ের আলো
সোমবার। ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

বজ্রপাতে মৃত্যু

● তাড়াশ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জের তাড়াশে বজ্রপাতে আবদুল আজিজ (৫০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। রোববার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার মাধাইনগর ইউনিয়নের মালশিন গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। কৃষক আবদুল আজিজ ওই গ্রামের এনসাব আলীর ছেলে। তাড়াশ থানার ওসি জিয়াউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

বিদ্যুৎপৃষ্টে মৃত্যু

● মাদারীপুর প্রতিনিধি

মাদারীপুরের শিবচরে নারকেল পাড়তে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট আবদুল হক মুন্সি (৪৫) নামের এক ভ্যানচালক মারা গেছেন। গতকাল দুপুরে শিবচর উপজেলার বহেরাতলা (উত্তর) ইউনিয়নের গজারিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন ॥ ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

তিন জেলায় শিক্ষকসহ চারজনের প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন এলাকায় গতকাল সড়ক দুর্ঘটনায় এক শিক্ষকসহ চারজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া কুষ্টিয়ায় প্রাইভেট কার ও কাভার্ডভ্যানের সংঘর্ষে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন গুরুতর আহত হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর–

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) : ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের আউখাব এলাকায় গতকাল সকালে ট্রাকের ধাক্কায় খাদে পড়ে কবির উদ্দিন (৫৫) নামে এক পোশাক কারখানার শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তিনি রূপগঞ্জে রবিন টেক্সটাইলে কর্মরত ছিলেন। এর আগে ভোরে একই এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় শেখ ফরিদ (২০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত ফরিদ নেত্রকোনার সুরুজ মিয়ার ছেলে। বগুড়া : বগুড়ায় ট্রাকের ধাক্কায় অজ্ঞাত এক নারী (২৫) নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের শিবগঞ্জ উপজেলার মোকামতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের পরিচয় তাৎক্ষনিক পাওয়া যায়নি।

সিরাজগঞ্জ : সদর উপজেলার পিপুলবাড়িয়া বাজার এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় বেলাল হোসেন (৫০) নামে এক শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। সকালে সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর আঞ্চলিক সড়কের পিপুলবাড়িয়া বাজার মসজিদের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বেলাল সদর উপজেলার ঘোড়াচরা গ্রামের মফিজ উদ্দিনের ছেলে। কুষ্টিয়া : ভেড়ামারা উপজেলায় প্রাইভেট কার ও কাভার্ড ভ্যানের সংঘর্ষে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন (৫৮) গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে উপজেলার ১০ মাইল এলাকার কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত ফরিদা ইয়াসমিনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় হাইওয়ে থানা পুলিশ কাভার্ড ভ্যান ও চালককে হেফাজতে নিয়েছে।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ট্রেনের ধাক্কায় নিহত ট্রাক মালিক-চালক

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

গাজীপুরে একটি লেভেলক্রসিংয়ে ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাকের মালিক ও চালক নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাতে মহানগরীর দক্ষিণখান এলাকায় জয়দেবপুর-ঢাকা রেলপথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন ট্রাক মালিক ঢাকার আবদুল্লাপুরের শাহ আলমের ছেলে বাবুল খান (৫০) ও চালক মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার পয়লী পূর্ব পাড়া এলাকার কুরবান আলীর ছেলে উজ্জ্বল হোসেন (৩৭)। জয়দেবপুর জংশন রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. নাদিরুজ্জামান জানান, পঞ্চগড় থেকে ছেড়ে আসা পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঢাকা যাচ্ছিল। রাত সাড়ে ১২টার দিকে ট্রেনটি দক্ষিণখান এলাকার লেভেলক্রসিং অতিক্রম করছিল। একই সময় ট্রাকটি রেললাইন অতিক্রম করতে গেলে ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাকটি দুমড়েমুচড়ে যায়।

যুগান্তর | সোমবার ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২

লক্ষ্মীপুরে বাস খালে প্রাণ গেল ৫ জনের

যুগান্তর ডেস্ক

লক্ষ্মীপুরে বাস খালে ডুবে প্রাণ গেছে পাঁচজনের। এছাড়া সাত জেলায় নিহত হয়েছেন আরও ১৪ জন। তাদের মধ্যে বগুড়ায় পৃথক ঘটনায় ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টসহ তিন, ফেনীতে বাসের হেলপার-সুপারভাইজারসহ তিন, চট্টগ্রামে কলেজছাত্রসহ তিন, ময়মনসিংহের ভালুকা ও ত্রিশালে দুজন, সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় ইউএনওর গাড়িচাপায় একজন, রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে নারী ও নাটোরের সিংড়ায় মাদ্রাসা শিক্ষক রয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

সাত জেলায় নিহত আরও ১৪

লক্ষ্মীপুর : লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ কফিল উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সামনে শনিবার সকালে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রহমতখালী খালে ডুবে পাঁচজনের প্রাণহানি হয়েছে। ঘটনার প্রায় সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল উদ্ধার কার্যক্রমে অংশ নেয়।

মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন—চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নের শেখপুরার মোরশেদ আলম, জয়নাল আবেদিন, নওগাঁ জেলার হুমায়ুনুর রশীদ, নোয়াখালীর মাজেদ ও রিপন। হুমায়ুনুর রশীদ লক্ষ্মীপুরে অ্যারিস্টো ফার্মার ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করতেন। তিনি চন্দ্রগঞ্জ লতিফপুরে ভাড়া বাসায় থাকতেন।

বগুড়া : আদমদীঘিতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাক্টরের হেলপারসহ দুজন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার গভীর রাতে উপজেলার শাল্লিব সার কারখানার সামনে ও শনিবার সন্ধ্যায় ছাতিয়ানগ্রাম ইউনিয়নের বাণবাড়ি গ্রামে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার আবাদপুকুর গ্রামের তাছের উদ্দিনের ছেলে ট্রাক্টরের হেলপার আকবর আলী ও একই উপজেলার রামসলি গ্রামের লোকমানের ছেলে সিরাজুল ইসলাম।

এছাড়া গাবতলীতে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী সিয়াম আল গালিব নামে টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট নিহত হয়েছেন। তিনি সারিয়াকান্দি উপজেলার দেবডাঙ্গা গ্রামের মোসলেম উদ্দিন মন্ডলের ছেলে। রোববার সকালে উপজেলার উনচুরকি এলাকায় গাবতলী-সারিয়াকান্দি সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ফেনী : ফেনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় বাসের হেলপার ও সুপারভাইজার নিহত হয়েছেন। রোববার সকাল সাড়ে ৬টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফাজিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। গুরুতর আহত বাস চালককে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহতরা হলেন—শ্যামলী পরিবহণের সুপারভাইজার রবিউল ইসলাম। তিনি পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার রঘুনাথপুরের ওয়াজেদ আলীর ছেলে। অপরজন হলেন—বাসের হেলপার মো. রফিক। তিনি যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার মোবারকপুরের আব্দুল আলী মোল্লার ছেলে। পুলিশ জানায়, ঢাকামুখী লেনে একটি পানি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২৪ ভাদ্র ১৪৩২
Dhaka : Monday 8 September 2025

চিরিরবন্দরে সাপের কামড়ে মৃত্যু ১

প্রতিনিধি, চিরিরবন্দর (দিনাজপুর)

চিরিরবন্দরে সাপের কামড়ে কমলেষ অধিকারী (৩৫) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু কমলেষ অধিকারী ঢাকইল (অধিকারী পাড়া) গ্রামের বিমল অধিকারীর একমাত্র ছেলে ও সে কৃষিকাজ করতেন বলে জানা গেছে। প্রতিবেশীরা জানান, গত শনিবার দিবাগত রাতে নিজ বাড়ীর দক্ষিণ দিকে লিচু বাগানে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিলেন কমলেষ অধিকারী। এমন সময় বিষধর সাপে কামড় দেয়। এসময় টের পেয়ে পার্শ্ববর্তী পাড়ার এক ওঝার কাছে নিয়ে গিয়ে ঝাড়ফুঁক করেন। পরে আরও অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে বাড়িতে নিয়ে যান। পরে বাড়ির লোকজন দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

লক্ষ্মীপুরে বাস খালে প্রাণ গেল ৫ জনের

লোহাগাড়া ও আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) : লোহাগাড়ায় বাস-ট্রাক সংঘর্ষে মো. আরমান নামের চালক নিহত হয়েছেন। শনিবার রাত সাড়ে ১২টায় চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কের উপজেলার পুরাতন বিওসি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ট্রাক চালক আরমান কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার জগমোহনপুরের পিয়ার ইসলামের ছেলে। চট্টগ্রাম নগরে অটোরিকশার ধাক্কায় আনোয়ারা উপজেলার কলেজ শিক্ষার্থী মো. রিয়াজ উদ্দিন নিহত হয়েছেন। শনিবার রাত ৯টার দিকে নগরীর ডবলমুরিং থানার দেওয়ানহাট ফ্লাইওভারের পশ্চিম পাশে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। রিয়াজ আনোয়ারা উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের তৈলারদ্বীপ এলাকার মুহাম্মদ মোস্তাফা আলীর ছেলে। তিনি চট্টগ্রাম হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজের অনার্স ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। এছাড়া ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে জশনে জুলুসে যাওয়ার পথে আনোয়ারা উপজেলার আব্দুল জলিল নামের এক বৃদ্ধ ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন। শনিবার দুপুরে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়কের মইজ্জারটেক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল জলিল আনোয়ারার হাইলধর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের আহমদুর রহমানের ছেলে।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২০ ভাদ্র
Dhaka : Thursday 4 September 2025

রাণীনগরে নৌকা ডুবে জেলে মৃত্যু

প্রতিনিধি, রাণীনগর (নওগাঁ)

নওগাঁর রাণীনগরে বিলে মাছ ধরতে গিয়ে ঝড়ের কবলে পড়ে নৌকা ডুবে লোকমান প্রামানিক (৫৩) নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। গত সোমবার রাতে উপজেলার মিরাট ইউনিয়নের বিল মুনসুর বিলে এই ঘটনাটি ঘটে।

নিহত লোকমান প্রামানিক উপজেলার হরিশপুর মৎস্যজীবীপাড়া গ্রামের মৃত সেকেন্দার আলী প্রামানিকের ছেলে। জানা গেছে, ৫-৬ জন জেলে একটি নৌকা নিয়ে সোমবার রাতে বিল মুনসুর বিলে মাছ ধরতে যান। সেখানে মাছ ধরার সময় রাত আনুমানিক দেড়টায় ঝড়ের কবলে পড়ে তাদের নৌকা পানিতে ডুবে যায়। এ সময় একসঙ্গে থাকা অন্য জেলেরা সাঁতরিয়ে উঠতে পারলেও লোকমান উঠতে পারেনি। এরপর লোকমানকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে সন্ধান মেলেনি। মঙ্গলবার সকালে ভাসমান অবস্থায় তার লাশ পাওয়া যায়। রাণীনগর থানার ওসি আব্দুল হাফিজ মো. রায়হান বলেন, এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি ইউডি মামলা করেছে।

সংবাদ
: বৃহস্পতিবার ২০ ভাদ্র ১৪৩২
Thursday 4 September 2025

বগুড়ায় ট্রেনের ধাক্কায় নিহত ১

প্রতিনিধি, বগুড়া

গত মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে সান্তাহার থেকে ছেড়ে আসা বুড়িমারীগামী করতোয়া আন্তঃনগর এক্সপ্রেস ট্রেনে ধাক্কায় বগুড়ায় নিরব (৩০) নামে এক ফুচকা বিক্রেতার মৃত্যু হয়েছে। বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজের নতুন ভবনের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নিরব সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার আলীরহাট এলাকার বাসিন্দা আজিজের ছেলে। তিনি কলেজ এলাকায় ফুচকা বিক্রি করতেন। স্থানীয়রা জানান, সান্তাহার থেকে ছেড়ে আসা বুড়িমারীগামী করতোয়া আন্তঃনগর এক্সপ্রেস ট্রেন কলেজের মূল ফটক থেকে কিছুটা পূর্বে লাইনের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় নিরবকে ধাক্কা দেয়। এতে সে গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বগুড়া রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির এসআই রেজাউল বলেন, ট্রেন দুর্ঘটনায় একজন ফুচকা বিক্রেতার মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ॥

লক্ষ্মীপুরে যাত্রীবাহী বাস খালে, নিহত ৫

প্রতিদিন ডেস্ক

লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে পাঁচ যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আরও পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। এ ছাড়া ফেনী, চট্টগ্রাম, বগুড়া ও নওগাঁয় সড়ক দুর্ঘটনায় আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়। শনিবার থেকে রবিবার বিকাল পর্যন্ত এসব ঘটনা ঘটে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর- **লক্ষ্মীপুর :** লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জ কফিলউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সামনে গতকাল সকালে একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে ডুবে যায়। পরে ডুবে যাওয়া ওই বাস থেকে পাঁচজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। নিহতদের মধ্যে তিনজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা হলেন- সদর উপজেলার মোরশেদ আলম, জয়নাল আবেদিন ও নওগাঁর হুমায়ুন রশিদ। বাকিদের পরিচয় জানা যায়নি। **ফেনী :** ফেনীতে বালুভর্তি ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কায় শ্যামলী পরিবহনের সুপারভাইজার ও হেলপার নিহত ও ১০ জন আহত হন। গতকাল ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের লালপুলের হাফেজিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- সুপারভাইজার রবিউল হোসেন ও হেলপার রফিকুল আলম। **চট্টগ্রাম :** লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদের পুরাতন বিওসি এলাকায় উপজেলায় বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে আরমান (৪০) নামে ট্রাকচালক নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। নিহত আরমান কুমিল্লার বাসিন্দা। **বগুড়া :** গাবতলীর উনচুরকি এলাকায় সকালে ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছেন সিয়াম আল গালিব (২৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী। নিহতের বাড়ি সারিয়াকান্দির দেবডাঙ্গা গ্রামে। **নওগাঁ :** মান্দা উপজেলার রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কের সবরীতলায় ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ট্রাকচালক সাজু মিয়া (৪০) নিহত হন। **দিনাজপুর :** দিনাজপুর-পার্বতীপুর আঞ্চলিক সড়কের চিরিরবন্দরে ট্রাক্টর ও ইজিবাইকের সংঘর্ষে চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। **বুড়িচং (কুমিল্লা) :** কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের মিরপুর মকিমপুরে বিকালে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে পাঁচজন আহত হয়েছেন।

বিভিন্ন স্থানে আরও পাঁচজনের মৃত্যু

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

সড়ক দুর্ঘটনায় দুই বন্ধুসহ পাঁচজনের প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে গতকাল সড়ক দুর্ঘটনায় দুই বন্ধুসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের খবর- **রাজবাড়ী :** রাজবাড়ীতে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন। রবিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সড়কের কালুখালী উপজেলার বাংলাদেশ হাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। **চুয়াডাঙ্গা :** দামুড়হুদার সীমান্তবর্তী কার্পাসডাঙ্গায় গতকাল দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে জিহাদ হোসেন (১৬) নামে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। **গাইবান্ধা :** গতকাল সকালে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের উপজেলার বকচর এলাকায় রাস্তার পাশ থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের (২৫) লাশ উদ্ধার করেছে হাইওয়ে থানা পুলিশ। **কক্সবাজার :** রামুতে মহাসড়কে গতকাল ট্রাকচাপায় আনিছ (২৬) নামে এক পথচারী টমটম ড্রাইভারের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের জোয়ারিয়ানালা বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। আনিছ (২৬) পিএমখালী ইউনিয়নের বাসিন্দা।

প্রথম আলো • সোমবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ইউএনওর গাড়িচাপায় কৃষক নিহত

সিলেটের দক্ষিণ সুরমার ইউএনওর গাড়িচাপায় উপজেলা পরিষদের সামনে গতকাল বিকেলে ফরিদ মিয়া নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধি, সিলেট

যুগান্তর
সোমবার ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২

বনানীতে ট্রেনের ধাক্কায় পোশাক শ্রমিক নিহত

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর বনানী থানাধীন কাকুলি চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকায় রোববার ট্রেনের ধাক্কায় এক পোশাক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তার নাম মো. আনিস। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা আনিসকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (ঢামেক) জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিকেল সাড়ে চারটার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আনিসের ভাই আশিক বলেন, আনিস বনানীর চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকার শিখা গার্মেন্টে চাকরি করতেন। দুপুরে লাঞ্চ ব্রেকে খাবারের জন্য বাসায় ফেরার পথে চেয়ারম্যান বাড়ি রেললাইন পারাপারের সময় ট্রেনের ধাক্কায় তিনি গুরুতর আহত হন। আশিক আরও বলেন, তাদের গ্রামের বাড়ি শেরপুর সদর উপজেলার তিরশা গ্রামে। তাদের বাবার নাম মো. মজিবুর রহমান। তিনি মহাখালীর কড়াইল বস্তিতে থাকতেন। তিন ভাইয়ের মধ্যে আনিস ছিলেন দ্বিতীয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, লাশ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২

ঢাকাসহ ছয় জেলায় সড়কে ঝরল ৮ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানী ঢাকসহ ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক স্কুলছাত্রসহ ৮ জন নিহত হয়েছে। এসব দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে রয়েছেন—ঢাকায় কাভার্ডভ্যান চালক ও মোটরসাইকেল আরোহী, নড়াইলে মোটরসাইকেল চালক, রাজবাড়ীতে দুই মোটরসাইকেল আরোহী, চুয়াডাঙ্গায় স্কুলছাত্র, পটুয়াখালীতে আহত তরুণ এবং রামুতে এক পথচারী। যুগান্তর প্রতিবেদন ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা : ডেমরায় অছিম পরিবহণের একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে কাভার্টভ্যানের চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় ডেমরা-রামপুরা সড়কের মীরপাড়া এলাইড গ্রুপের সামনে এ দুর্ঘটনায় নিহত মো. সাব্বির আহম্মেদ (৩৫) চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল থানার বুধ?হিল গ্রামের মোহাম্মদ আলাউদ্দিনের ছেলে। অছিম পরিবহণের বাস এবং চালক মুক্তর হোসেনকে পুলিশ আটক করেছে। এ বিষয়ে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এদিকে, খিলগাঁও নাকদারপাড়ায় বাসের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। সকাল সাড়ে ১০টার এ দুর্ঘটনায় নিহত মো. সিফাত উল্লাহ (২৫) একটি ট্রাভেলস এজেন্সিতে চাকরি করতেন। তিনি ডেমরা দক্ষিণ বক্সনগর সারুলিয়ার বাসিন্দা মো. হাফিজ উল্লাহ মোড়লের ছেলে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ফরাজি হাসপাতাল ও পরে মুগদা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হলে দুপুরের দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। লাশটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।

রামু (কক্সবাজার) : কক্সবাজারের রামুতে মহাসড়কে কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে ট্রাকচাপায় এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের জোয়ারিয়ানালা বাজারে দুর্ঘটনায় নিহত আনিছ (২৬) কক্সবাজার সদর উপজেলার পিএমখালী ইউনিয়নের মৃত ইউসুফ আলীর ছেলে। তিনি ইজিবাইক চালাতেন। রামু হাইওয়ে তুলাতলি থানার ওসি নাছির উদ্দিন বলেন, ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে।

সংবাদ
বৃহস্পতিবার ২৭ ভাদ্র ১৪৩২
: Thursday 11 September 2025

মনপুরায় বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

জেলা বার্তা পরিবেশক, ভোলা

ভোলার দ্বীপ উপজেলা মনপুরায় গরুর ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার বিচ্ছিন্ন চর কলাতলি ইউনিয়নের জাহাঙ্গীরের খাল এলাকার মাঠে ঘটনা ঘটে।

নিহত কৃষক হলেন, উপজেলার কলাতলি ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড জাহাঙ্গিরাখাল এলাকার বাসিন্দা মাহে আলম এর ছেলে মো. কামাল। কলাতলি ইউনিয়নের ইউপি সদস্য মো. সাহাবুদ্দিন জানান, কামাল উদ্দিন সকালে তার গরুর জন্য মাঠের মাঝে ঘাস কাটিতে যান। এ সময় হঠাৎ গুড়িগুড়ি বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হলে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে তার পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন। মনপুরা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আহসান কবির জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। মনপুরা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। এই ব্যাপারে মনপুরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফজলে রাব্বি জানান, বজ্রপাতের নিহত পরিবারকে সরকারিভাবে সহযোগিতা করা হবে।

প্রথম আলো • বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

সড়কবাতি লাগাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে সড়কবাতি স্থাপনের সময় পৌরসভার এক ইলেকট্রিশিয়ানের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুর আড়াইটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া নাঈম শেখ (২৬) শ্রীপুরের উজিলাব গ্রামের বিল্লাল হোসেনের ছেলে। শ্রীপুর পৌরসভার উপসহকারী প্রকৌশলী মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, নাঈমের কাঁধে থাকা একটি জিআই অ্যাঙ্গেল অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে যায়। এতে তিনি বিদ্যুতায়িত হয়ে নিচে পড়ে যান। গুরুতর আহত হলে তাঁকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন। দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার প্রস্তুতির মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। পৌরসভার প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সজীব আহমেদ বলেন, নাঈম দীর্ঘদিন ধরে দৈনিক মজুরিভিত্তিক কাজ করছিলেন। তাঁর পরিবারের পাশে থাকবে পৌরসভা।

প্রতিনিধি, শ্রীপুর, গাজীপুর

দেশ রূপান্তর
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিদ্যুৎস্পর্শে কর্মীর মৃত্যু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে পৌরসভার নষ্ট সড়কবাতি ঠিক (মেরামত) করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পর্শে এক বিদ্যুৎকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। অরক্ষিত আর অনিরাপদ ব্যবস্থাপনায় কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনের সড়কে খুঁটিতে কাজ করার সময় আহত হলে তাকে হাসপাতালে নিলে দায়িত্বরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত ওই বিদ্যুৎকর্মীর নাম নাঈম আহাম্মেদ (২৮)। তিনি পৌরসভায় বিদ্যুৎ প্রকৌশল বিভাগের আউটসোর্সিং কর্মী হিসেবে কাজ করতেন।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২

টঙ্গীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ হারাল শ্রমিক

টঙ্গী শিল্পাঞ্চল (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শাহ আলম (৩৮) নামে এক বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি নিহত হয়েছেন। ঘটনার পর স্থানীয় থানা পুলিশকে না জানিয়েই লাশ তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গেছেন স্বজনরা। বুধবার বেলা ২টায় স্থানীয় শৈলারগাতী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত শাহ আলম শেরপুর জেলার শ্রীবরদী থানার পিরোজপুর গ্রামের সামেদ আলীর ছেলে। পুলিশ জানায়, বেলা ২টার দিকে শৈলারগাতী এলাকার আ. কুদ্দুসের বাসায় ইলেকট্রিক কাজ করতে যান শাহ আলম। এ সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনি গুরুতর আহত হন। আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে টঙ্গী শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। টঙ্গী পূর্ব থানার ওসি ওহিদুজ্জামান যুগান্তরকে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, লাশ থানা পুলিশকে না জানিয়ে নিয়ে গেছেন স্বজনরা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও আমাদের বিষয়টি জানায়নি।

প্রথম আলো • বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫,

গাছচাপায় নিহত | লালমনিরহাটের পাটগ্রামে গতকাল গাছচাপায় রিকশাচালক রহমত আলী (৪৮) নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধি, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট

যুগান্তর
শনিবার ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২

রায়পুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেল ছাত্রদল নেতা ও শিশুর

সরাইল নিয়ামতপুর গজারিয়া ও ঈশ্বরগঞ্জে আরও ৪ জনের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

লক্ষীপুরের রায়পুরে বিদ্যুৎস্পর্শে প্রাণ হারালেন ছাত্রদল নেতা ও শিশু। এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল, নওগাঁর নিয়ামতপুর, মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া ও ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে আরও চারজনের মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **রায়পুরে** পল্লী বিদ্যুৎ লাইন মেরামত করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পর্শে শাকিব আহমেদ নামে এক ছাত্রদল নেতার মৃত্যু হয়েছে। উত্তর চরবংশী ইউনিয়নের নিজ বাড়িতে বৃহস্পতিবার বিকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সালাহ উদ্দিন মিয়ার ছেলে শাকিব ওই ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং রায়পুর রুস্তম আলি ডিগ্রি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। একই সময়ে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বংশীব্রিজ এলাকার চরবংশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে পড়ে থাকা বিদ্যুতের ছেঁড়া তারের স্পর্শে সোহাগ হোসেন নামে এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। সোহাগ বংশীব্রিজ এলাকার দিনমজুর মো. সফিক হোসেনের ছেলে এবং ওই বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। **সরাইলে** বিদ্যুৎস্পর্শে মো. সজিব মিয়া নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। পানিশ্বর ইউনিয়নের টিঘর গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় বিদ্যুতের বাঁশের খুঁটিতে থাকা তারের স্পর্শে শুক্রবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত সজিব মিয়া টিঘর গ্রামের পূর্বপাড়ার কামাল মিয়ার ছেলে। **নিয়ামতপুরে** বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ব্রিটিশ নামের এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। রসুলপুর ইউনিয়নের চৌরাপাড়া গ্রামের কাঁঠালপাড়ায় শুক্রবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ ওই গ্রামের বাসিন্দা। বিদ্যুতের সুইচ বোর্ড থেকে চার্জ দেওয়া ভ্যানের ব্যাটারির চকেট খুলতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। **গজারিয়ায়** বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মো. বায়জিত নামে মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। বায়জিত চর শিমলিয়া গ্রামের বিল্লাল হোসেনের ছেলে এবং ছোট বসুরচর নূরানিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় আমপারার ছাত্র। শুক্রবার দুপুরে মাদ্রাসার ছাদে বিদ্যুতায়িত হয় বায়জিত। **ঈশ্বরগঞ্জে** বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রাসেল মিয়া নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বুনিয়াদপুর গ্রামের কালাম ভূঁইয়ার বাড়িতে শুক্রবার দুপুরে বৈদ্যুতিক কাজ করতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাসেল ওই গ্রামের জুয়েল মিয়ার ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

মাদারগঞ্জে সাপের কামড়ে কৃষকের মৃত্যু

■ মাদারগঞ্জ (জামালপুর) সংবাদদাতা

মাদারগঞ্জে সাপের কামড়ে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম আমিনুর ইসলাম (৪৫)। শনিবার ভোররাতে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। আমিনুর ইসলাম উপজেলার জোড়খালী ইউনিয়নের খিলকাটি উত্তরপাড়া এলাকার আব্দুল সামাদ গেন্দা দোকানদারের ছেলে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. আবু রায়হান বলেন, 'শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে সাপে কাটা রোগীকে জরুরি বিভাগে আনা হয়। সাপে দংশনের পর চার ঘণ্টা তাকে কবিরাজের কাছে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়। আমাদের এখানে যখন আনা হয়, তার অবস্থা মুমূর্ষু ছিল। এর পরও রোগীর স্বজনদের অনুমতি নিয়ে এন্টিভেনম দিই। এরপর ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠাই।'

দৈনিক ইত্তেফাক
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

কাউখালীর কালীগঙ্গা নদী থেকে নিখোঁজ জেলের লাশ উদ্ধার

■ কাউখালী (পিরোজপুর) সংবাদদাতা

পিরোজপুরের কাউখালীর কালীগঙ্গা নদী থেকে নিখোঁজ জেলের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে উপজেলার সয়না গ্রামের চরে ভাসমান অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করেন কাউখালী নৌ-পুলিশ। জেলে নজরুল ইসলাম (৫৫) পার্শ্ববর্তী নেছারাবাদ উপজেলার সমুদয়কাঠী ইউনিয়নের সেহাংগল গ্রামের শাহজাহান হাওলাদারের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, গত ১৫ সেপ্টেম্বর সোমবার নেছারাবাদ সেহাংগল বাড়ি থেকে দুপুরের দিকে পার্শ্ববর্তী সন্ধ্যা নদীতে মাছ ধরার জন্য যান। পরে মাছ ধরার সময় ছোট নৌকা থেকে পড়ে নিখোঁজ হন নজরুল। পরে অন্য জেলেরা মানুষবিহীন নৌকা ভাসতে দেখে নজরুলের খোঁজ শুরু হয়। সোমবার বিকাল থেকে স্থানীয় জেলেরা সন্ধ্যা নদী ও গাবখান নদে অভিযান শুরু করে। তবে তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। বুধবার বেলা ১১টার দিকে কাউখালী কালীগঙ্গা নদীতে লাশ ভাসতে দেখে পরিবারের লোকজন তাকে শনাক্ত করে।

বণিক বার্তা বুধবার, সেপ্টেম্বর ১০, ২০২৫

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৬

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় চার জেলায় ছয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। গতকাল ও আগের দিন রাতে রাজশাহী, ফেনী, কুষ্টিয়া ও চট্টগ্রামে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

রাজশাহী : জেলার পুঠিয়ায় ট্রাকচাপায় দুই যুবক ও দুর্গাপুরে ট্রাকের ধাক্কায় এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন দুর্গাপুর উপজেলার কিশমতগনকৌড় ইউনিয়নের আড়ইল গ্রামের আবু ছাইদের ছেলে শাহীন (২৩), আফসার আলীর ছেলে দেলোয়ার হোসেন (২৫) ও চারঘাট উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের সুজন (৪২)।

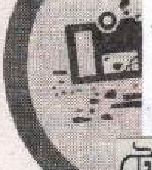

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শাহীন ও দেলোয়ার সোমবার রাত ৮টার দিকে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। পুঠিয়া উপজেলার শিলমাড়িয়া ইউপির তেবাড়িয়া গোডাউন মোড়ে পৌঁছলে ভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তারা সড়কে ছিটকে পড়েন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের চাপায় পিষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হন তারা। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠালে পথিমধ্যে শাহীন মারা যান। তার সহযোগী দেলোয়ার হোসেন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ২টার দিকে মারা যান। পুঠিয়া থানার ওসি কবির হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

অন্যদিকে গতকাল বেলা ১টার দিকে দুর্গাপুর-শিবপুর প্রধান সড়ক দিয়ে কয়লাবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় সুজন নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। দুর্গাপুর থেকে ভ্যান নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫,

ট্রেনের ধাক্কায় নিহত ২ | ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় অটোরিকশাচালক ও যাত্রী নিহত হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

দৈনিক ইত্তেফাক ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিভিন্ন স্থানে সড়কে ঝরল আট প্রাণ

আহত ১২

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আট জন নিহত হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছে আরো ১২ জন। গতকাল শনিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

শান্তিগঞ্জ (সুনামগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলায় প্রাইভেট কার ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দুই জারীকারক নিহত হয়েছেন। বেলা ১১টার দিকে সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়কের জয়কলস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—ছমিরুল হক জুয়েল (৩৮) এবং ছন্দর আলী (৩৭)। দুজনেই সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জারীকারক পদে কর্মরত ছিলেন।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে জেলা প্রশাসনের জারিকৃত নোটিশ নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে জগন্নাথপুরে যাচ্ছিলেন ছমিরুল হক জুয়েল ও ছন্দর আলী। পথে জয়কলস এলাকায় পৌঁছালে সিলেট থেকে আসা নাম্বারপ্লেটবিহীন একটি প্রাইভেট কারের সঙ্গে তাদের মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ছমিরুল হক জুয়েল নিহত হন। গুরুতর আহত ছন্দর আলীকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে সিলেটে স্থানান্তর করেন। সেখানে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জয়কলস হাইওয়ে থানার ওসি সুমন কুমার চৌধুরী বলেন, নিহতদের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পটিয়া (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা জানান, চট্টগ্রামের পটিয়ায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জন নিহত হয়েছেন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার গৈড়লার টেক এলাকায় মহাসড়ক

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) : দুর্ঘটনাকবলিত কাভার্ড ভ্যান —ইত্তেফাক

পার হওয়ার সময় লেগুনার চাপায় নিহত হন শের মোহাম্মদ (৬০) নামে এক কৃষক। এছাড়া, দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার জলুয়ার দিঘীরপাড় এলাকায় পূরবী পরিবহনের একটি চেয়ার কোচের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে পিকআপ চালক আবদুল কাদের (৪২) ঘটনাস্থলেই মারা যান। পটিয়া ক্রসিং হাইওয়ে থানার ওসি জসীম উদ্দিন পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) সংবাদদাতা জানান, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দিতে দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানের পেছনে আরেক কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় একজন নিহত হয়েছে। সকাল সাড়ে ৬টার দিকে মহাসড়কের ঢাকাগামী লেনের দাউদকান্দির দৌলতপুর নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত চালকের নাম শ্রী লক্ষী। তার বাড়ি জয়পুরহাট জেলার শিবপুর থানার ক্ষেতলাল গ্রামে। দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার ওসি মো. রুহুল আমিন বলেন, খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে চালককে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে দাউদকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। পরে চিকিৎসক তাহাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে বলেও জানান তিনি।

বদলগাছী (নওগাঁ) সংবাদদাতা জানান, নওগাঁর বদলগাছীতে গরু বহনকারী ভটভটির চাপায় এরফান আলী নামে এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। সকাল ৭টার দিকে নতুন ব্রিজ মোড়ের সেনপাড়া নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তার বাড়ি আধাইপুর ইউপির নিউরসুল গ্রামে। এ বিষয়ে বদলগাছী থানার অফিসার ইনচার্জ আনিছুর রহমান বলেন, এ ব্যাপারে থানায় একটি ইউডি মামলা দায়ের হয়েছে।

সোনাতলা (বগুড়া) সংবাদদাতা জানান, সোনাতলায় ট্রাক-সিএনজি মুখোমুখি সংঘর্ষে ইয়াদুল আকন্দ (৪৫) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে। ভোররাতে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। সোনাতলা সদর ইউপি সদস্য জাকির হোসেন বেলাল আকন্দ জানান, তিনি কাঁচা তরকারির ব্যবসা করতেন। সোনাতলা থানার ওসি রওশন কবির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বিশ্বনাথ (সিলেট) সংবাদদাতা জানান, সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার লামাকাজী ইউনিয়নের শাহজালাল পেট্রোল পাম্পের সামনে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ডিআই পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত অটোচালক মো. কুতুব উদ্দিন (৪৫)। তিনি সিলেটের জালালাবাদ থানার মোগলগাঁও ইউনিয়নের যুগিরগাঁও গ্রামের মৃত আব্দুল নুরের ছেলে। বিষয়টি নিহতের ছোট ভাই, কানাডা প্রবাসী সাংবাদিক আমির হোসেন সাগর নিশ্চিত করেছেন।

গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় বাস ও ট্যাঙ্কার ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ১২ জন আহত হয়েছে। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আনারপুরা নামক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে মহাসড়কের উভয় মুখী সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ শওকত হোসেন বলেন, দুর্ঘটনাস্থল থেকে বাস ও ট্রাক উদ্ধার করা হয়েছে। যানচলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫,

সখীপুর

বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার সময় কর্মীর মৃত্যু

টাঙ্গাইলের সখীপুরে ট্রান্সফরমার থেকে বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সোহেল রানা (২৮) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার কাকড়াজান ইউনিয়নের খুনিরচালা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সোহেল ওই ইউনিয়নের ছোটচওনা গ্রামের নুর মোহাম্মদের ছেলে। তিনি বিদ্যুৎ শ্রমিক হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন।

সোহেলের বড় ভাই খলিল মিয়া জানান, 'সকালে আমাদের গ্রামের শামছুল আলমের বাড়িতে বিদ্যুতের কাজ করতে যান সোহেল। ট্রান্সফরমার থেকে লাইন বিচ্ছিন্ন করার সময় হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন সোহেল। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।' কাকড়াজান ইউনিয়ন পরিষদের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মোজাম্মেল হক বলেন, সম্প্রতি সোহেল বিয়ে করেছেন। এলাকার কারও বাড়িতে বিদ্যুতের সমস্যা হলে ডাক দিলেই তিনি ছুটে যেতেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সখীপুর থানার ওসি আবুল কালাম ভূঁইয়া এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

প্রতিনিধি, সখীপুর, টাঙ্গাইল

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ট্রেনের ধাক্কায় সিএনজিচালকসহ নিহত ২

প্রতিদিন ডেস্ক

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় ট্রেনের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর- **ব্রাহ্মণবাড়িয়া :** আখাউড়ায় গতকাল ট্রেনের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। তারা হলেন- কসবার ইয়াজুলের স্ত্রী পপি আক্তার (২৩) ও মান্দারপুর গ্রামের সাদেক মিয়া (৩৭)। **গাজীপুর :** কালিয়াকৈর উপজেলার হাইটেক পার্ক স্টেশন এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুরে ঢাকা-রাজশাহী রেলরুটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম নিলয় দাস (৩৭)। তিনি ঢাকার ধামরাইয়ের বাসিন্দা।

বণিকবার্তা বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২৫

মা-ছেলেসহ সড়ক দুর্ঘটনায় আট জেলায় নিহত ১০

শামীমা আক্তার তার ছেলেকে নিয়ে দেওপাড়ায় আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তিনি ছেলেকে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় সিলেটগামী সৌদিয়া পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস তাদের চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে মা-ছেলে মারা যান। তখন বাসটি রাস্তার পাশে নেমে যায়। দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা ১ ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে রাস্তা পার হওয়ার সময় বাসচাপায় মা-ছেলে নিহত হয়েছেন। শায়েস্তাগঞ্জে বাসের সঙ্গে পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে পিকআপচালক প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় নোয়াখালী, কুমিল্লা, রংপুর, রাঙ্গামাটি, ঝিনাইদহ, খুলনা ও গোপালগঞ্জে আরো সাতজনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ৩৪ জন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

হবিগঞ্জ : নবীগঞ্জে রাস্তা পার হওয়ার সময় বাসচাপায় শামীমা আক্তার (৪৫) ও তার ছেলে তৃকি আহমেদ (৪) নিহত হয়েছে। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের দেওপাড়া এলাকায় দিনারপুর কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, শামীমা আক্তার তার ছেলেকে নিয়ে দেওপাড়ায় আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তিনি ছেলেকে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় সিলেটগামী সৌদিয়া পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস তাদের চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে মা-ছেলে মারা যান। তখন বাসটি রাস্তার পাশে নেমে যায়। দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা ১ ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে।

অন্যদিকে বিকালে শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার ওলিপুর এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে পিকআপের সংঘর্ষ হয়। এতে পিকআপচালক ফোরকান মিয়া (২৭) ঘটনাস্থলে নিহত হন। তার বাড়ি বাগেরহাটে। তিনি সিলেট থেকে রাজধানীতে ফেরার পথে এ দুর্ঘটনার শিকার হন। শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানার পরিদর্শক (অপারেশন) সঞ্জয় চক্রবর্তী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নোয়াখালী : জেলার সোনাইমুড়ীতে একটি বাসকে ওভারটেক করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা লেগে বাসচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বাসের ২০ যাত্রী আহত হয়েছেন। গতকাল বেলা দেড়টার দিকে নোয়াখালী-ঢাকা সড়কের নাওতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বেলায়েত হোসেন (৪৬) চাটখিল উপজেলার কালিকাপুর গ্রামের গোলাম ছারোয়ারের ছেলে। তিনি নোয়াখালী-ঢাকা রুটে চলাচল করা একুশে পরিবহনের চালক ছিলেন।

কুমিল্লা : সিলেট-ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহাসড়কের কাটাজাংগালে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাসেল (৩৫) নামে এক আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাসেল আদর্শ সদর উপজেলার ময়নামতি ইউনিয়নের ঝমুর গ্রামের মুন্সীবাড়ির মুস্তাক মিয়ার ছেলে।

রংপুর : পীরগঞ্জে বাসচাপায় ফাতেমা বেগম (৬০) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৯টার দিকে পীরগঞ্জ উপজেলা সদরের ওভারপাস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফাতেমা উপজেলার গঙ্গারামপুরের আব্দুল বারীর স্ত্রী।

রাঙ্গামাটি : জেলার বাঘাইছড়িতে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে রুবিনা আফসানা রিংকি (২৪) নামে এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ১২ শিক্ষার্থী। গতকাল দুপুরে সাজেক পর্যটন কেন্দ্রে যাওয়ার পথে হাউজপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনার শিকার হন তারা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সাজেক থানার ওসি কানন সরকার। নিহত রুবিনা আফসানা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন।

ঝিনাইদহ : জেলার কোটচাঁদপুরে ট্রাক, ইজিবাইক ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে রাজা মিয়া (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলা শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাজা মিয়া কোটচাঁদপুর উপজেলার কুশনা গ্রামের মহিউদ্দিনের ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোটচাঁদপুর মডেল থানার ওসি কবির হোসেন মাতুব্বর।

খুলনা : মহানগরীর লবণচরা থানাধীন দক্ষিণ মোহাম্মদনগর স্লুইসগেট এলাকায় ইজিবাইকের ধাক্কায় মুনতাজিন (৫) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মুনতাজিন দাকোপ উপজেলার কালাবগি এলাকার সাদ্দাম সরদারের ছেলে। রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি ইজিবাইক শিশুটিকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পরে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ইজিবাইকচালককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।

গোপালগঞ্জ : ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে কাভার্ড ভ্যানের এক হেলপার নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে গোপালগঞ্জের মাজড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. সীমান্ত যশোর জেলার বেনাপোল এলাকার বাসিন্দা।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

তিন জেলায় সড়কে ঝরল ১০ প্রাণ

● সময়ের আলো ডেস্ক

পৃথক সড়ক ও রেলপথ দুর্ঘটনায় তিন জেলায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার ও গত রোববার রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে যশোরে পুলিশ কর্মকর্তা ও চট্টগ্রামে বউ-শাশুড়ি মারা যান।

যশোর থেকে নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, যশোরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক পুলিশ কর্মকর্তাসহ চারজন নিহত হয়েছেন। গত রোববার রাত থেকে সোমবার ভোর পর্যন্ত বাঘারপাড়া ও ঝিকরগাছায় দুর্ঘটনাগুলো ঘটে।

হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে যশোর-নড়াইল মহাসড়কের বাঘারপাড়া উপজেলার ভাঙ্গুড়া বাজার এলাকায় বাঁশবোঝাই একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। নড়াইল এক্সপ্রেস পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছন থেকে ট্রাকটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকের বাঁশ বাসের ভেতরে ঢুকে যায় এবং ঘটনাস্থলেই যশোর সদরের বসুন্দিয়া এলাকার আহমদ আলীর ছেলে বাসচালক আক্তার হোসেন (৩৫) মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় যশোর শহরতলীর ভেকুটিয়া এলাকার আব্দুল মজিদের ছেলে ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক আবু জাফরকে যশোর সদর হাসপাতালে এবং নড়াইলের লোহাগড়া থানাধীন

■ যশোরে ট্রাকের বাঁশ বাসের ভেতরে ঢুকে তিনজনের মর্মান্তিক মৃত্যু

লাহুড়িয়া তদন্ত কেন্দ্রের এসআই নিক্সনকে নড়াইল সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তারা মারা যান।

তুলারামপুর হাইওয়ে থানার ওসি শেখ সেকেন্দার আলী বলেন, দাঁড়িয়ে থাকা বাঁশবোঝাই ট্রাকে বাসের ধাক্কায় তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

অন্যদিকে সোমবার ভোর ৫টার দিকে ঝিকরগাছা উপজেলার পারবাজার এলাকায় একটি মিনি পিকআপের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা শামীম এন্টারপ্রাইজ পরিবহনের বাসের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন পিকআপ চালক রুহুল কুদ্দুস (৩৮)। রুহুল কুদ্দুস যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার বাকড়া গ্রামের মৃত নেছার আলীর ছেলে। দুর্ঘটনার পর বাসের চালক ও হেলপার পালিয়ে যায়। চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার

মহাসড়কের চন্দনাইশের দোহাজারী পৌরসভার সোনাই বটতল এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় সিএনজি অটোরিকশায় থাকা একই পরিবারের বউ-শাশুড়িসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও অন্তত ১০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন–চন্দনাইশ পৌর সদরের কারেজির বাড়ির ফাতেমা বেগম (৭৫), তার পুত্রবধূ শামিমা আকতার (৪২) এবং অপসোনিন ফার্মার মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ মো. শরীফ (৩০)। শরীফের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায় বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, নিহতরা ডাক্তার দেখিয়ে সিএনজিযোগে দোহাজারী থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে চট্টগ্রামমুখী ঈগল পরিবহনের একটি বাস সিএনজিকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই প্রাণহানি ঘটে। আহতদের প্রথমে দোহাজারী হাসপাতাল ও বিজিসি ট্রাস্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে গুরুতর অবস্থায় কয়েকজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। দোহাজারী হাইওয়ে থানার ওসি মাহবুব আলম জানান, দুর্ঘটনায় জড়িত সিএনজি অটোরিকশা ও ঈগল পরিবহনের বাস জব্দ করে থানায় আনা হয়েছে।

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি জানান, একটি যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মোহাম্মদ আলী (৩০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিরা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই সময় আইরিন পরিবহনের একটি বাস কুমিরা ইলিয়াস পেট্রোল পাম্প এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়। এ ঘটনায় অন্তত ১০ যাত্রী কম-বেশি আহত হলেও তাদের অবস্থা আশঙ্কামুক্ত।

কুমিরা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ও বারআউলিয়া হাইওয়ে পুলিশ অকানাইজিং শপের মালিক মোহাম্মদ আলীকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হলেও পরে তিনি মারা যান।

আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় ...
সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকসহ দু...
মনিয়ন্দ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত...
ইয়াজুলের স্ত্রী পপি আক্তার (২৩) ও এক...
ছেলে অটোরিকশা চালক সাদেক মিয়া (৩...
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, দুপুরে অটোরি...
আখাউড়া উপজেলার মনিয়ন্দ এলাকার...
যান এলাকায় একটি অরক্ষিত রেলক্রসিং...
জামালপুরগামী বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেনের...
মুচড়ে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলেই অটোরি...
নিহত হন। আখাউড়া রেলওয়ে থানার ও...
পারাপারের সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে...

যুগান্তর | মঙ্গলবার ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২

যশোরে ট্রাকের বাঁশ বাসে ঢুকে নিহত ৩

চন্দনাইশে বউ-শাশুড়িসহ ৩, আরও ৫ স্থানে ঝরল ৫ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলায় মহাসড়কের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বাঁশবোঝাই ট্রাকে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় সাংবাদিক ও পুলিশের উপ-পরিদর্শকসহ (এসআই) তিনজন নিহত হয়েছেন। একই জেলায় আরেক সড়ক দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তি মারা গেছেন। চট্টগ্রামের চন্দনাইশে বাসের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে বউ-শাশুড়িসহ তিনজন, সীতাকুণ্ডে যুবক ও নগরীর অক্সিজেন এলাকায় এক নারী প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া আরও চার জেলায় সড়কে প্রাণ গেছে চারজনের। তাদের মধ্যে মানিকগঞ্জের শিবালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থী, হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে একজন, চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে মোটরসাইকেল চালক, খুলনার ডুমুরিয়ায় মাদ্রাসাছাত্র ও ময়মনসিংহের ভালুকায় শ্রমিক রয়েছেন। রোববার ও সোমবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ-

এসআই নিক্কন আঢ্য ও সাংবাদিক আবু জাফর

যশোর ও নড়াইল : যশোর-নড়াইল মহাসড়কের ভাঙ্গুড়া বাজারের কাছে 'নড়াইল এক্সপ্রেস' বাস বাঁশবোঝাই ট্রাককে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে গ্লাস ভেঙে বাঁশের সামনের অংশ বাসের মধ্যে ঢুকে পড়ায় হতাহতের ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- নড়াইলের লোহাগড়া থানার লাহুড়িয়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের এসআই নিক্কন আঢ্য, ডেইলি ইভনিং নিউজের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক যশোর শহরতলীর ভেকুটিয়া এলাকার আবু জাফর ও যশোর সদরের বসুন্দিয়া এলাকার আক্তার হোসেন। যশোর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম জানান, জাফর স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক। এছাড়া যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন পিকআপ চালক রুহুল কুদ্দুস। যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের পারবাজার এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) : যাত্রীবাহী ঈগল পরিবহণের বাসের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহতরা হলেন- এলডিপির প্রেসিডেন্ট সাবেক মন্ত্রী কর্নেল (অব.) অলি আহমদের ভাগনি ফাতেমা বেগম ও তার ছেলের স্ত্রী শামিমা আক্তার এবং ময়মনসিংহের বাসিন্দা শরিফ। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চন্দনাইশের দোহাজারী পৌরসভার হযরত সুলতান শাহ্ জামে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) : স্টার লাইন পরিবহণের বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে চাকা মেরামতকারী দোকানে ঢুকে পড়ে। এতে বাস চাপায় নিহত দোকান কর্মচারী সাকিব নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের খালিশপুর গ্রামের মিস্ত্রি বাড়ির মমিন উল্যার ছেলে। সীতাকুণ্ড উপজেলার কুমিরা ইউনিয়নের মছজিদ্দা এলাকায় মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

চট্টগ্রাম : ট্রাকচাপায় নিহত নাসিমা বেগম রাউজান উপজেলার নোয়াজিষপুর ইউনিয়নের জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী। চট্টগ্রাম নগরীর বায়েজিদ বোস্তামী থানার অক্সিজেন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

মানিকগঞ্জ : নতুন মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরতে বের হয়ে সেলফি পরিবহণের বাসের ধাক্কায় নিহত রিয়াদ রেজা শিবালয় উপজেলার গান্ধাইল গ্রামের রেজাউলের ছেলে। পাটুরিয়া ফেরিঘাটের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) : ট্রাকচাপায় নিহত সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী আলকাছ মিয়া চুনারুঘাট উপজেলার চটিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। হবিগঞ্জের ধুলিয়াখাল বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নাচোল (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) : ট্রাকের ধাক্কায় নিহত আবুল কালাম আজাদ গোমস্তাপুর উপজেলার নয়াদিয়াড়ী ঘোনটোলা গ্রামের সাদেক আলী বিশুর ছেলে। নাচোল উপজেলার ফতেপুর মোড় এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

খুলনা : ট্রাকচাপায় নিহত মোস্তফা গাজী ডুমুরিয়ার শাহপুর গ্রামের আল আমিন গাজীর ছেলে। সরকারি মধুগ্রাম কলেজের সামনে দৌলতপুর সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে।

ভালুকা (ময়মনসিংহ) : শ্রমিকবাহী বাসের সঙ্গে লরির সংঘর্ষে নিহত ছোটন কুমার দে ফুলবাড়িয়া উপজেলার দাপগ্রামের সচিন চন্দ্র দের ছেলে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বাঘরাপাড়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

যুগান্তর | রোববার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২

ছয় জেলায় সড়কে ঝরল আট প্রাণ

পটিয়া (চট্টগ্রাম) : পটিয়ায় পৃথক দুটি দুর্ঘটনায় পিকআপভ্যান চালক ও এক পথচারী নিহত হয়েছেন। শনিবার বেলা পৌনে ১টায় উপজেলার গৈড়লারটেকে পথচারী ও বেলা আড়াইটায় জলুরদীঘি এলাকায় এ দুটি ঘটনা ঘটে। নিহত পথচারী শের মোহাম্মদ উপজেলার জঙ্গলখাইন ইউনিয়নের হামিদের ছেলে ও পিকআপভ্যান চালক মো. ওয়াসিম নোয়াখালী জেলার আবদুল কাদেরের ছেলে।

যুগান্তর
শুক্রবার ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২

খিলগাঁওয়ে ভবন থেকে পড়ে এসি মিস্ত্রির মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর খিলগাঁওয়ে ভবন থেকে পড়ে মো. রিফাত (২০) নামের এক এসি মিস্ত্রি প্রাণ হারিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে খিলগাঁও থানাধীন জোড়পুকুর পারের বিপরীত পাশে একটি ভবনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রিফাত কুমিল্লা মুরাদনগর থানার কাজীতলা গ্রামের মো. জসিমের ছেলে। মুগদার মান্ডা এলাকায় থাকতেন তিনি।তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা সহকর্মী আল আমিন বলেন, রিফাত বিকালে ভবনটির ছয়তলার বাইরের অংশে এসির কাজ করছিলেন (এসিতে গ্যাস দেওয়ার কাজ) এ সময় অসাবধানতাবশত উপর থেকে নিচে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

সোনারগাঁয়ে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে বজ্রপাতে সিরাজ মিয়া (৫০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল উপজেলার সনমান্দী ইউনিয়নের পাঁচানী গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে। সিরাজ মিয়া উপজেলার পাঁচানী গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে। স্থানীয়রা জানান, পাঁচানী গ্রামে সবজি তুলছিলেন সিরাজ মিয়া। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে সোনারগাঁ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাশেদুল হাসান খান বলেন, বজ্রপাতে সিরাজ মিয়া নামে একজন মারা গেছেন। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ নেই। তাই লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। -সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

দৈনিক ইত্তেফাক
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গজারিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) সংবাদদাতা

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জিয়াউল হক (২৮) নামে এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় উপজেলার টেংগারচর ইউনিয়নের ভাটেরচর নতুন রাস্তার মোড়ে নির্মাণাধীন ভবনে ড্রিল মেশিনে কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জিয়াউল হক নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার লাঙ্গলবন্দ এলাকার আব্দুর রহমানের ছেলে। তিনি ভাটেরচর এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। নিহতের সহকর্মী মিজান জানান, ভাটেরচর নতুন রাস্তায় এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবনে ড্রিল মেশিন দিয়ে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন জিয়াউল হক।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ৭ আশ্বিন ১৪৩২
Dhaka : Monday 22 September 2025

কাশিয়ানীতে বাস চাপায় নিহত ১

প্রতিনিধি, মুকসুদপুর (গোপালগঞ্জ)

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে বাস চাপায় সুকেন বর (৩২) নামে এক ভ্যান চালক নিহত হয়েছে। গতকাল রোববার সকাল ১০টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পোনা বাসস্ট্যান্ডে এই দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত ভ্যান চালক কাশিয়ানী উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়নের জীতেন বরের ছেলে।

দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে থানার ওসি মাকসুর রহমান মুরাদ হোসেন জানান, রাস্তা পারাপারের সময় ঢাকা থেকে খুলনাগামী সোহাগ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ওই ভ্যান চালককে ঘটনাস্থলে চাপা দিলে তিনি মারাত্মক আহত হন।

বণিক বার্তা ■ মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২৫ ■

টঙ্গীতে কেমিক্যাল গুদামে আগুন, বিস্ফোরণ, ৪ ফায়ার সার্ভিস কর্মীসহ দগ্ধ ৫

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

গাজীপুরের টঙ্গী শিল্পাঞ্চলের একটি কারখানার কেমিক্যাল গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বেলা সাড়ে ৩টার দিকে টঙ্গী সাহারা মার্কেটের সেমিপাকা টিনশেড গুদামে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক মো. মামুন জানান, ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের চার কর্মীসহ পাঁচজন দগ্ধ হয়েছেন। তারা হলেন ফায়ার সার্ভিস কর্মী শামীম আহমেদ (৪২), জয় হাসান (২৮), নুরুল হুদা (৪০), খন্দকার জান্নাতুল নাইম (৩৮) ও দোকান কর্মচারী আল-আমিন হোসেন (২৮)। তাদের ঢাকায় জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেয়া হয়েছে।

জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান জানান, দগ্ধ পাঁচজনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক।

ফায়ার সার্ভিস মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম জানান, কেমিক্যাল গুদামে সোডিয়াম-জাতীয় দ্রব্য ছিল। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নেভাতে গেলে কেমিক্যাল বিস্ফোরণ ঘটে। এতে তারা দগ্ধ হন।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ৮ আশ্বিন ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 23 September 2025

গজারিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

সংবাদদাতা, গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ)

মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জিয়াউল হক (২৮) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বিদ্যুত স্পৃষ্ট হওয়া শ্রমিককে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে রাত ৭টার দিকে জরুরী বিভাগের চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, গত রোববার সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে ৬টায় উপজেলার টেংগারচর ইউনিয়নের ভাটেরচর নতুন রাস্তার মোড়ে নির্মাণাধীন একটি বহুতল ভবনে ড্রিল মেশিনে বৈদ্যুতিক কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জিয়াউল হক নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার লাঙ্গলবন্দ এলাকার আব্দুর রহমানের ছেলে।

বর্তমানে তিনি ভাটেরচর এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন।

নিহতের সহকর্মী মিজান মিয়া জানান, ভাটেরচর নতুন রাস্তায় এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবনে ড্রিল মেশিন দিয়ে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন জিয়াউল হক।

শুক্রবার, সেপ্টেম্বর ২৬, ২০২৫ ■ আশ্বিন ১১, ১৪৩২ বণিক বার্তা

পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় এক শিক্ষার্থীসহ পাঁচ জেলায় প্রাণ হারিয়েছেন পাঁচজন। গতকাল ও আগের দিন রাতে রাজধানীর কারওয়ান বাজার, নাটোর, টাঙ্গাইল, রাজবাড়ী ও বগুড়ায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

ঢাকা: রাজধানীর কারওয়ান বাজারে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো একজন। বুধবার রাতে কারওয়ান বাজারের বাটা শোরুমের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত লুৎফর রহমান রাইন (২৬) নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। তার বাড়ি নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে। তিনি পরিবারের সঙ্গে ঢাকায় থাকতেন। আহত সজিব ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

তেজগাঁও থানার এসআই বাবর আলী জানান, দুর্ঘটনার পর কাভার্ড ভ্যানটির চালক পালিয়ে গেছেন। তবে চালকের সহকারী তরিকুল ইসলামকে আটক করা হয়েছে। নিহত শিক্ষার্থীর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নাটোর: ট্রাকচাপায় দিদারুল ইসলাম (৪০) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৭টার দিকে নাটোর শহরের বনবেলঘড়িয়া বাইপাস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় স্থানীয়রা মহাসড়ক অবরোধ করেন। পরে প্রশাসনের অনুরোধে অবরোধ তুলে নেন তারা। নিহত দিদারুল ইসলাম সদর উপজেলার পণ্ডিতগ্রামের হাঁড়িগাছা এলাকার বাসিন্দা।

টাঙ্গাইল: জেলার কালিহাতীতে বাসের ধাক্কায় অনিক (২০) নামে এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আবীর (১৫) নামে আরেক আরোহী। গতকাল দুপুরে পৌরসভার চাটিপাড়া সেতুসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত অনিক সদর উপজেলার ছোট বিন্যাফৈর গ্রামের নিশানের ছেলে। আহত আবীরের বাড়িও একই এলাকায়। এলেঙ্গা হাইওয়ে পুলিশের এসআই মাহবুব হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

রাজবাড়ী: ইঞ্জিনচালিত নসিমনের চাপায় মো. সজিব মোল্লা (৪০) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের শ্রীপুর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সজিব মোল্লা রাজবাড়ী সদর উপজেলার রামকান্তপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত ওবায়দুর মোল্লার ছেলে। তিনি শ্রীপুর বাজারে ইজিবাইকের ব্যাটারি ও মোটর মেরামতের কাজ করতেন।

বগুড়া: বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে ট্রাকের হেলপার নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে বগুড়ার দীঘলকান্দি মাঝিপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে নিহতের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

নন্দীগ্রাম কুন্দারহাট হাইওয়ে পুলিশের ওসি হাফিজুর রহমান জানান, দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে অন্য একটি বাস ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকের হেলপার গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

সংবাদ
মঙ্গলবার ৮ আশ্বিন ১৪৩২
Tuesday 23 September 2025

বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

জেলা বার্তা পরিবেশক, ভোলা

ভোলা তজুমদ্দিন উপজেলার মেঘনা নদীতে মাছ শিকারের সময় বজ্রপাতে মো. তাহের মাঝি নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছে আরও দুই জেলে। গতকাল সোমবার ভোরে উপজেলার চৌমোহনী লঞ্চ ঘাট এলাকার মেঘনা নদীতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত তাহের মাঝি বাড়ি চাঁদপুর ইউনিয়নের বালিয়াকান্দি গ্রামে।

স্থানীয় জানান, গতকাল সোমবার ভোরে তজুমদ্দিনের চৌমোহনী লঞ্চঘাট এলাকার মেঘনা নদীতে তাহের মাঝিসহ আরও তিন জেলে মাছ শিকার করছিলেন। ওই সময় বজ্রপাত তাহের মাঝির গাঁয়ে লাগলে সে ঘটনাস্থলেই মারা যান। এসময় বজ্রপাতের আঘাতে ট্রলারের থাকা আরো দুই জেলে আহত হয়েছেন। তজুমদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহব্বত খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

সমকাল ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

টঙ্গীতে রাসায়নিক গুদামে আগুন
ফায়ার সার্ভিসের ৫ কর্মী দগ্ধ

দুজনের শরীর পুড়েছে শতভাগ

সমকাল প্রতিবেদক ও টঙ্গী (গাজীপুর) **প্রতিনিধি**

টঙ্গীতে সোমবার রাসায়নিক গুদামে আগুনের পর বিস্ফোরণ ঘটলে ভেতরে থাকা এক ফায়ার সার্ভিসকর্মী হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসেন **ভিডিও থেকে**

গাজীপুরের টঙ্গীতে পরিত্যক্ত রাসায়নিক গুদামে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। গতকাল সোমবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে টঙ্গীর সাহারা সুপারমার্কেটের পাশে এ ঘটনা ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন গুদামে ছড়িয়ে পড়ে। আশপাশের এলাকা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়।

খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তাসহ পাঁচজন দগ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর। দুজনকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রাখা হয়েছে।

আগুনে দগ্ধ হয়েছেন টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা শাহীন, পরিদর্শক আবু নাঈম, ফায়ার ফাইটার শামীম (৪৫), মো. নুরুল হুদা (৪৫), মো. জয় হাসান (২৫)। আহতদের প্রথমে টঙ্গী সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাদের জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে স্থানান্তর করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, টিনশেডের গুদাম একটি পোশাক কারখানার। বিকেলে হঠাৎ সেখানে বিস্ফোরণ ঘটে। এর পর ভেতরে থাকা লোকজন দৌড়ে বের হয়ে আসেন। ফায়ার সার্ভিসের লোকজন আগুন নেভানোর কাজ শুরুর পর রাসায়নিকের এক ড্রামে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে কয়েকজন দগ্ধ হন।

গুদামের পাশের দোকান মালিক আসাদুজ্জামান আরমান জানান, তিনি দোকানের ভেতরে ছিলেন। এমন সময় দেখা যায়, বিদ্যুতের খুঁটিতে বিস্ফোরণ হচ্ছে। পরে গুদামের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। এ সময় ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের লোকজনকে জানাই, এখানে ওয়াশিং ও ডায়িং করার কিছু রাসায়নিক আছে। তিনি আরও বলেন, ফায়ার সার্ভিসের লোকজনকে পানি দিতে না করা হয়। তারা পানি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় ফায়ার সার্ভিসের কয়েকজন আহত হয়েছেন।

ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা বিভাগীয় উপপরিচালক মো. সালেহ উদ্দিন বলেন, আমরা ৩টা ২১ মিনিটে খবর পাই, টঙ্গী রেলগেট পার হয়ে দোকানে আগুন লেগেছে। সন্ধ্যা ৭টায় আগুন আমাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি। যেহেতু রাসায়নিকের আগুন, আবার জ্বলতে পারে। একেবারে নিয়ন্ত্রণে– এমন বলা যাচ্ছে না। আমাদের লোকজন কাজ করছে। এ সময় আমাদের পাঁচজন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে চারজনকে ঢাকা বার্ন ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি ও আগুন লাগার কারণ জানতে কমিটি গঠন করা হবে। সেই কমিটির মাধ্যমে রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যাবে। এখন আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছি।

বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি ৪, তিনজন সংকটাপন্ন

গাজীপুরের টঙ্গীতে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মকর্তাসহ তিন কর্মীর অবস্থা গুরুতর। তারা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহতদের মধ্যে কর্মকর্তা জান্নাতুল নাঈমের ৪২ শতাংশ, ফায়ার ফাইটার নুরুল হুদার শতভাগ, শামীম আহম্মদের শতভাগ ও জয় হাসানের শরীরের ৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম দোলন বলেন, ওই ঘটনায় তাদের তিনজন ফায়ার ফাইটার ও একজন কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। তাদের বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

চিকিৎসাধীন কর্মীদের দেখতে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে যান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল। বার্ন ইনস্টিটিউটে দগ্ধ ফায়ার সদস্যদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। সেখানে কিছু সময় অবস্থান করেন তিনি। এ সময় তিনি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামাল বলেন, টঙ্গীতে রাসায়নিক গুদামে আগুন নির্বাপণের সময় তিন ফায়ার ফাইটার ও একজন কর্মকর্তা দগ্ধ হয়েছেন। তারা বর্তমানে বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন। সব অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফায়ারকর্মীরা কাজ করে থাকেন; গতকালও তেমনি তারা কাজ করছিলেন। তবে বিস্তারিত ঘটনা জানার জন্য কাজ করা হচ্ছে।

জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন শাওন বিন রহমান বলেন, চারজন ফায়ার সার্ভিসকর্মীকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর। তাদের আইসিইউতে রাখা হয়েছে। বাকিদের সাধারণ শয্যায় চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

সড়কে ঝরল চার প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন একজন। রবি ও সোমবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

নোয়াখালী প্রতিনিধি জানান, নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ-মাইজদী সড়কের কাজী নগর এলাকায় প্রশিক্ষণরত একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে রাজিব হোসেন নামে এক হেলপার নিহত হয়েছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বেগমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিটন দেওয়ান।

গৌরনদী (বরিশাল) সংবাদদাতা জানান, বরিশালের গৌরনদীতে একটি যাত্রীবাহী বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে আব্দুল কাদের নামে এক মোটরসাইকেল চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে গৌরনদী হাইওয়ে থানার ওসি মো. আমিনুর রহমান।

ফেনী প্রতিনিধি জানান, ফেনীতে রাস্তার পাশের দাঁড়িয়ে থাকা মিনি কাভার্ডভ্যানের পেছনে ট্রাকের ধাক্কায় কাভার্ডভ্যানের হেলপার রুবেল নিহত হয়েছেন। ফেনী হাইওয়ে পুলিশের ওসি মো. হারুন অর রশিদ সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

শিবগঞ্জ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, শিবগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় আব্দুল হামিদ (নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। গত রবিবার রাতে সোনামসজিদ-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়কের খড়কপুর নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মোবারকপুর ইউপি চেয়ারম্যান মো. মাহমুদুল হক হায়দারী দর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২৫, ২০২৫ ■ আশ্বিন ১০, ১৪৩২ বণিক বার্তা

পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ছয়জনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

রাজবাড়ীতে ট্রাকের ধাক্কায় দাঁড়িয়ে থাকা পিকআপের চালক ও হেলপার নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জে আরো চারজনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

রাজবাড়ী: মঙ্গলবার রাত ১টার দিকে রাজবাড়ী সদর উপজেলার কল্যাণপুর এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিকআপের পেছনে ধাক্কা দেয় অন্য একটি ট্রাক। এতে পিকআপটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। আহত হন পিকআপের চালক ও সহকারী। তাদের উদ্ধার করে রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতরা হলেন পিকআপের চালক ও কুষ্টিয়ার পারখাদা ত্রিমোহনী এলাকার মনসুর আলীর ছেলে নাজমুল হোসেন (৩৫) ও পশ্চিম মজমপুর এলাকার শাহিন মোল্লার ছেলে কাওছার মোল্লা (৩০)। তিনি পিকআপের হেলপার ছিলেন।

মুন্সিগঞ্জ: টঙ্গিবাড়ীতে মাদ্রাসা থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাস চাপায় আরভি (৬) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। গতকাল বেলা ১টার দিকে উপজেলার বেতকা ইউনিয়নের রান্ধুনি বাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কুমিল্লা: জেলার বুড়িচংয়ে গাড়িচাপায় কামরুল হাসান রানা (২৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৯টার দিকে কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রানা বুড়িচং উপজেলার পীরযাত্রাপুর ইউনিয়নের উত্তর শ্যামপুর গ্রামের মৃত রমিজ উদ্দিনের ছেলে। কয়েক মাস আগে তিনি দুবাই থেকে দেশে ফেরেন।

নারায়ণগঞ্জ: ফতুল্লায় ইজিবাইকের ধাক্কায় এক শিশু নিহত হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ফতুল্লার ধর্মগঞ্জ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. আব্দুল্লাহ (৪) কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার গুনবাগ গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে। সে ধর্মগঞ্জ ঢালিপাড়া মুন্সিবাড়ি এলাকায় বাবা-মায়ের সঙ্গে ভাড়া থাকত।

সিরাজগঞ্জ: উল্লাপাড়ায় বাসচাপায় আবুল কালাম আজাদ (৫৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার সিরাজগঞ্জ-বগুড়া মহাসড়কের হাটিকুমরুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবুল কালাম রায়গঞ্জ উপজেলার চকমনোহরপুর গ্রামের বাসিন্দা ও নলকা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

টঙ্গীতে রাসায়নিক গুদামে আগুনে দগ্ধ আরো এক জনের মৃত্যু

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গীতে একটি রাসায়নিক গুদামে লাগা আগুনে দগ্ধ আরো এক জনের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম মো. আল আমিন বাবু (২৩)। আল আমিন বাবু সাহারা মার্কেটে বিক্রয়কর্মী হিসেবে কাজ করতেন। তিনি কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার রতন হাওলাদারের ছেলে। তিনি পরিবারের সঙ্গে টঙ্গী রেলওয়ে কলোনি এলাকায় থাকতেন। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্র (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ নিয়ে ঐ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হলো। তাদের মধ্যে দুই জন ফায়ার সার্ভিসের কর্মী।

রাসায়নিক গুদামে লাগা আগুন নেভাতে গিয়ে দগ্ধ হন পাঁচ জন। তাদের উদ্ধার করে ঢাকায় নিয়ে আসা হলে ফায়ার সার্ভিসের চার কর্মীকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে এবং দোকান কর্মচারী বাবুকে ঢাকা মেডিক্যালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, বাবুর শরীরের ৯৫ শতাংশ দগ্ধ ছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আইসিইউতে তার মৃত্যু হয়।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নাটোরে ট্রাকচাপায় শ্রমিকের মৃত্যু আটক ২

নাটোর প্রতিনিধি

নাটোরে বনবেলঘরিয়া পশ্চিম বাইপাস এলাকায় ট্রাকচাপায় দিপারুল আলম (৪৭) নামে এক প্রাণ কোম্পানি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এতে ট্রাকসহ ড্রাইভার ও হেলপারকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে শহরের বনবেলঘরিয়া পশ্চিম বাইপাস এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত দিপারুল আলম সদর উপজেলার পণ্ডিতগ্রাম এলাকার নুর মোহাম্মদের ছেলে ও প্রাণ অ্যাগ্রো লিমিটেড কোম্পানির মোটর গ্যারেজের শ্রমিক ছিলেন।

নাটোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. ইফতে খায়ের আলম জানান, আটক ড্রাইভার রাজশাহী জেলার চন্দ্রিমা থানার শালবাগান পার হাউজ রোড এলাকার মো. এরশাদ মাতব্বরের ছেলে রবিউল ইসলাম, হেলপার নাজমুল হাসান একই জেলার দুর্গাপুর থানার বেড়া গ্রামের বক্কার আলীর ছেলে ও আটক ট্রাকটি (ঢাকা মেট্রো-ট-২০-৫২৮৪) রাজশাহী হাইওয়ে পবা থানা পুলিশ হেফাজতে আছে।

সদর থানার ওসি মাহবুবুর রহমান বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে প্রেরণ করে। ট্রাকসহ ড্রাইভার ও হেলপারকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়ার কাজ চলছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ॥

ওয়ার্কশপে বিস্ফোরণে দগ্ধ আটজন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম নগরীর সাগরিকা এলাকার একটি ওয়ার্কশপে হাইড্রোলিক পাইপ বিস্ফোরণে আটজন দগ্ধ হয়েছেন। গতকাল রাত পৌনে ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন– মো. আবদুল কাদের (৬০), মো. আবুল কাসেম (৬০), মো. করিম (২৯), আবদুল জলিল (৫৫), আবুল বশর খান (৬৫), জামাল হোসেন (৩৮), মো. রাসেল (২৮) ও মো. বাহার উদ্দিন (৪৫)। তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক নুরুল আলম আশেক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গাজীপুরে পোশাক কারখানায় আগুন

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরে একটি পোশাক কারখানায় অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিটের আধাঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনে পুড়ে গেছে হিট মেশিন ও মালামাল।

গতকাল রবিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় অবস্থিত জিএমএস কম্পোজিট লিমিটেড নামের পোশাক কারখানায় এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। কাশিমপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার তাসারফ হোসেন বলেন, বিকেলে জিএমএস কম্পোজিট লিমিটেড নামের পোশাক কারখানায় আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। খবর পেয়ে কাশিমপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় আধাঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

তবে এ ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রাথমিকভাবে জানা যায়নি, বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে বলা যাবে।

যুগান্তর | শনিবার ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১২ আশ্বিন ১৪৩২

মেয়েকে নিয়েই বেঁচে ছিলেন, সড়কে শেষ

যুগান্তর ডেস্ক

স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পদসহ নানা বিষয়ে পরিবারের অন্যদের সঙ্গে মনোমালিন্য হয় আরাদিতা কেশবার। একপর্যায়ে কেশবা একমাত্র মেয়ে প্রথমা চৌধুরীকে নিয়ে হবিগঞ্জ থেকে চলে আসেন সুনামগঞ্জে। শহরের একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন মা-মেয়ে। মেয়েকে ঘিরেই সব স্বপ্ন ছিল কেশবার। তাকে অবলম্বন করেই বেঁচে ছিলেন এই মা। কিন্তু শুক্রবার সকালে সড়ক দুর্ঘটনায় সব শেষ হয়ে গেছে। সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জে দুর্ঘটনায় এই মা-মেয়েসহ তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। এদিন সড়কে বগুড়ার সাতকানিয়ায় প্রাণ হারিয়েছেন বাবা-ছেলেসহ তিনজন। রংপুরে ট্রাকের ধাক্কায় পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন পিকআপযাত্রী মা-ছেলেসহ তিনজন। এছাড়া দুর্ঘটনায় তিন স্থানে ঘটেছে আরও তিন প্রাণহানি। তাদের মধ্যে বরিশালে মোটরসাইকেল আরোহী, পিরোজপুরে সংগীতশিল্পী ও নারায়ণগঞ্জে প্রবাসী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

আরাদিতা কেশবা ও মেয়ে প্রথমা চৌধুরী

বগুড়ায় ট্রাক-অটো সংঘর্ষে বাবা-ছেলেসহ ঝরল ৩ প্রাণ

রংপুরে ট্রাকের ধাক্কায় মা-ছেলেসহ নিহত ৩

তিন স্থানে দুর্ঘটনায় পরপারে আরও ৩

সুনামগঞ্জ ও শান্তিগঞ্জ : নিহতরা হলেন—সুনামগঞ্জ পৌর শহরের উকিলপাড়ার বাসিন্দা মৃত প্রণয় দাশের স্ত্রী আরাদিতা কেশবা ও তার মেয়ে সুনামগঞ্জের সতীশ চন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী প্রথমা চৌধুরী। তাদের বাড়ি হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার নবীপুর গ্রামে। নিহত অপরজন হলেন অটোচালক সজল ঘোষ। তিনি সুনামগঞ্জ পৌর শহরের নবীনগর এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার সকালে উপজেলার পশ্চিম পাগলা ইউনিয়নের শত্রুমর্দন বাঘেরকোনা গ্রামের সামনে সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে নিহত হন আরাদিতা ও অটোচালক সজল। মুমূর্ষু অবস্থায় প্রথমা চৌধুরীকে শান্তিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সকালে সুনামগঞ্জগামী ট্রাক সিলেটমুখী অটোকে ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। অটোতে আরাধিতা মেয়েকে নিয়ে হবিগঞ্জে যাচ্ছিলেন। স্থানীয় শাহ আলম জানান, বাসে যাওয়ার পথে বিকট শব্দ শুনে বাস থেকে নেমে পড়ি। গিয়ে দেখি ট্রাকটি পানিতে পড়ে যাচ্ছে। অটোটি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। দুজন ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন। একজনকে অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে পাঠিয়েছি। পরে শুনেছি তিনিও মারা গেছেন।

বগুড়া : সারিয়াকান্দিতে অটোরিকশা-ট্রাক সংঘর্ষে নিহতরা হলেন—বগুড়ার শিবগঞ্জের সুলতানপুর গ্রামের মৃত শফিকুর রহমানের ছেলে অটোচালক শুকুর আলী, যাত্রী গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার কুঠিবাড়ী গ্রামের বিমল চন্দ্র দাসের ছেলে বিপুল চন্দ্র দাস ও তার ছেলে বিপ্লব চন্দ্র দাস। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। তারা হলেন—বিপুল চন্দ্র দাসের স্ত্রী মমতা রানী দাস ও মেয়ে রূপা মনি দাস। শুক্রবার সকালে উপজেলার ফুলবাড়ী ইউনিয়নের কাঁঠালতলা এলাকায় বগুড়া-সারিয়াকান্দি সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিপুল চন্দ্র পরিবার নিয়ে ঢাকায় থাকতেন। দুর্গাপূজার ছুটিতে স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে তিনি সারিয়াকান্দির নারচী গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে আসছিলেন। সকালে ঢাকা ছেড়ে আসা বাস থেকে বগুড়া শহরের সাতমাথায় নামেন। এরপর অটোরিকশায় সারিয়াকান্দির নারচী গ্রামে শ্বশুরবাড়ির দিকে রওয়ানা দেন। সকালে অটোটি উপজেলার ফুলবাড়ী ইউনিয়নের কাঁঠালতলা এলাকায় বগুড়া-সারিয়াকান্দি সড়কে পৌঁছে। এ সময় বেপরোয়া গতির ট্রাকের সঙ্গে অটোর সংঘর্ষ হয়। এতে অটোটি দুমড়ে-মুচড়ে ঘটনাস্থলেই চালক শুকুর আলী নিহত হন। সারিয়াকান্দি ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা বিপুল চন্দ্র, স্ত্রী মমতা রানী, মেয়ে রূপা মনি ও ছেলে বিপ্লব চন্দ দাসকে উদ্ধার করে প্রথমে সারিয়াকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাদের বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসক বিপুল ও ছেলে বিপ্লবকে মৃত ঘোষণা করেন। স্ত্রী মমতা ও মেয়ে রূপাকে হাসপাতালে ভর্তি করা রয়েছে।

রংপুর : নগরীতে ট্রাকের ধাক্কায় নিহতরা হলেন—পিকআপের হেলপার মীরগঞ্জ এলাকার ইউনুস আলীর ছেলে আরিফ হোসেন, পীরগাছার সাতদরগা এলাকার মোতালেব হোসেনের স্ত্রী যাত্রী শাহিনা বেগম ও তার ছেলে ওয়ালিদ হোসেন স্বাধীন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। শুক্রবার ভোরে নগরীর দমদমা এলাকায় রংপুর-ঢাকা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রংপুর-ঢাকা মহাসড়কে দমদমা ব্রিজের একটু আগে উত্তরে পিকআপভ্যানকে ঢাকাগামী ট্রাক ধাক্কা দেয়। পিকআপটি মাহিগঞ্জ যাওয়ার উদ্দেশে ইউটার্ন নিলে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। এতে ওই তিনজন নিহত হন। আহত তিনজনের মধ্যে পিকআপচালক নিশাত মিয়াকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকি দুজন শাহিনার দেবর আলীয়ার রহমান ও তার স্ত্রী মহসীনা বেগম প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

পুকুরে পিকআপ ভ্যান, চালকসহ নিহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

ঢাকার ধামরাই উপজেলায় পুকুরে পিকআপ ভ্যান পড়ে চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। গত রোববার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার কান্দাপটল এলাকার পাড়াগ্রাম-ধানতারা আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজন হলেন উপজেলার দেপাশাই এলাকার মনির হোসেন (৩৫) এবং চাপিল এলাকার মনির হোসেন (২৫)। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন দুজন।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, সাভার উপজেলার জামগড়া এলাকা থেকে মুরগির খাবার নিয়ে ধামরাইয়ের ধানতারা বাজারে যায় পিকআপ ভ্যানটি। ক্রেতাকে পণ্য বুঝিয়ে দিয়ে চালক পিকআপ ভ্যানটি নিয়ে ধামরাই বাজারে যাচ্ছিলেন। পথে কান্দাপটল এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে গাড়িটি সড়কের পাশের গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পাশের পুকুরে পড়ে যায়। খবর পেয়ে ধামরাই ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করেন।

ধামরাই থানার ওসি মনিরুল ইসলাম বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের সদস্যদের কাছে মরদেহ দুটি হস্তান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ॥

ট্রাকের পেছনে আরেক ট্রাকের ধাক্কা, নিহত চালক-হেলপার

প্রতিদিন ডেস্ক

বগুড়ায় দাঁড়ানো ট্রাকের পেছনে আরেক ট্রাকের ধাক্কা লেগে চালক-হেলপার নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া চট্টগ্রাম ও মাদারীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন আরও চারজন। শুক্রবার রাত থেকে শনিবার বিকাল পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর–

বগুড়া : শিবগঞ্জ উপজেলায় দাঁড়িয়ে থাকা আলু বোঝাই ট্রাকের পেছনে পাথর বোঝাই আরেকটি ট্রাকের ধাক্কায় চালক ও হেলপার নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে উপজেলার রংপুর-বগুড়া মহাসড়কের পাকুরতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন–পাথর বোঝাই ট্রাকের চালক টাঙ্গাইলের ভুয়াপুর উপজেলার পাতালকান্দী গ্রামের মিনহাজ (৩৫) এবং একই এলাকার হেলপার ইমরান (৩০)। **চট্টগ্রাম :** গতকাল মিরসরাই বারইয়ারহাট এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী শাহজাহান (৪১) নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাতে পটিয়া উপজেলার মনসা-বাদামতল এলাকায় দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাসের চালক মোহাম্মদ আরাফতের (২৫) মৃত্যু হয়েছে। একই রাতে লোহাগাড়া আমিরাবাদ এলাকায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ইদ্রিস নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। **মাদারীপুর :** মাদারীপুর সদর উপজেলায় শুক্রবার রাতে দুটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে রাকিব (২২) নামে একজন নিহত হয়েছেন।

বণিকবার্তা
শনিবার, সেপ্টেম্বর ২৭, ২০২৫

মা-বাবা ও সন্তানসহ পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ঝরল ১১ প্রাণ

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ১১ জনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। নিহতের মধ্যে সুনামগঞ্জে মা-মেয়ে, বগুড়ায় বাবা-ছেলে এবং রংপুরে মা-ছেলেসহ নয়জন রয়েছেন। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ ও যশোরে আরো দুজন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় ঘটে যাওয়া এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

সুনামগঞ্জ : জেলার শান্তিগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশায় থাকা মা-মেয়েসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৭টার দিকে সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের শত্রুমর্দন বাঘেরকোনা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন সুনামগঞ্জ পৌর শহরের উকিলপাড়ার বাসিন্দা আবাদিত কেশবা প্রিয় (৪০) ও তার মেয়ে সতীশ চন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী প্রথমা চৌধুরী। তারা হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার নবীপুর গ্রামের বাসিন্দা। নিহত অন্যজন শহরের নবীনগর এলাকার সজল ঘোষ (৫০)।

পুলিশ জানায়, সিলেট থেকে ছেড়ে আসা সুনামগঞ্জগামী একটি ট্রাক সামনে থেকে অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দিলে যাত্রী কেশবা প্রিয় ও চালক সজল ঘোষ ঘটনাস্থলে মারা যান। কেশবার মেয়ে প্রথমা চৌধুরীকে শান্তিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় ট্রাকচালককে স্থানীয়রা আটক করে পুলিশে দিয়েছে। আটক চালকের নাম পারভেজ আহমদ (৩০)।

জয়কলস হাইওয়ে পুলিশের ওসি সুমন কুমার চৌধুরী জানান, ঘটনাস্থল থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শান্তিগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আরো একজন মারা গেছেন। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও অটোরিকশা উদ্ধার করা হয়েছে।

সিলেট থেকে ছেড়ে আসা সুনামগঞ্জগামী একটি ট্রাক সামনে থেকে অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দিলে যাত্রী কেশবা প্রিয় ও চালক সজল ঘোষ ঘটনাস্থলে মারা যান। কেশবার মেয়ে প্রথমা চৌধুরীকে শান্তিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন

বগুড়া : সারিয়াকান্দিতে বালিবাহী ট্রাকের ধাক্কায় বাবা-ছেলেসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৭টার দিকে বগুড়া-সারিয়াকান্দি সড়কের ফুলবাড়ি কাঁঠালতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার কুঠিবাড়ি গ্রামের বিপুল চন্দ্র দাস (৩৮) ও তার ছেলে বিপ্লব চন্দ্র দাস (৫) ও শিবগঞ্জ উপজেলার সুলতানপুর গ্রামের অটোরিকশারচালক শুকুর আলী (৪০)। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন বিপুল চন্দ্র দাসের স্ত্রী মমতা রানী দাস (৩২) ও মেয়ে রূপা মণি দাস (১২)। তারা দুজনেই বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। হতাহতরা সবাই সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী ছিলেন।

সারিয়াকান্দি থানার ওসি জামিরুল ইসলাম জানান, বিপুল চন্দ্র দাস পরিবার নিয়ে ঢাকায় থাকতেন। পূজার ছুটিতে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার নারচী গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিলেন। ভোরে ঢাকা থেকে বাসে বগুড়ায় নেমে তারা একটি অটোরিকশায় করে নারচীর দিকে যাচ্ছিলেন। ফুলবাড়ি কাঁঠালতলা এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে অটোরিকশাটির ধাক্কা লাগে। এ সময় অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই অটোরিকশাচালক শুকুর আলী মারা যান। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আহত চারজনকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল ৯টার দিকে বিপুল ও তার ছেলে বিপ্লব মারা যান। দুর্ঘটনার পর পরই ট্রাকচালক ও সহকারী পালিয়ে গেছেন। ট্রাকটি পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

রংপুর : পিকআপ ও বালিবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষে মা-ছেলেসহ তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো দুজন। গতকাল ভোর ৪টার দিকে রংপুর মহানগরীর তাজহাট থানাধীন দমদমা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাজহাট থানার ওসি শাহজাহান আলী।

নিহতরা হলেন পিকআপ চালকের সহকারী ও নগরীর মীরগঞ্জ এলাকার ইউসুফ আলীর ছেলে আরিফ হোসেন (২০), পীরগাছার সাতদরগা এলাকার মোতালেব হোসেনের স্ত্রী শাহিনা বেগম (২৮) ও তার ছেলে ওয়ালিদ হোসেন স্বাধীন (১)।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, বাড়ির আসবাব নিয়ে পিকআপে মাহিগঞ্জ যাচ্ছিলেন শাহিনা বেগম। ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের দমদমা ব্রিজের কাছে পিকআপ ভ্যানটি ইউটার্ন নেয়ার সময় বালিবাহী ট্রাক ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তারা তিনজনই নিহত হন। এ ঘটনায় পিকআপের হেলপারকে গুরুতর আহত অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত দুটি গাড়ি তাজহাট থানায় রাখা হয়েছে। ট্রাকচালক ও হেলপার পলাতক রয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

তাজহাট থানার ওসি শাহজাহান আলী জানান, নিহতদের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নারায়ণগঞ্জ : রূপগঞ্জের পূর্বাচল ৩০০ ফিট সড়কে মোটরসাইকেল ও অটোরিকশার সংঘর্ষে মৃদুল (২৮) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তার বন্ধু আহম্মদ। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পূর্বাচল ৯ নম্বর সেক্টরের জলসিঁড়ি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কাঞ্চন হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ সোহেল রানা জানান, ঢাকামুখী একটি মোটরসাইকেল জলসিঁড়ি এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহী মৃদুল ও আহম্মদ সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পূর্বাচল ফায়ার সার্ভিসের একটি দল তাদের উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃদুলকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত আহম্মদকে পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নড়াইল : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি আলমসাধু (শ্যালো ইঞ্জিনচালিত যানবাহন) ডোবায় পড়ে চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো একজন। গতকাল সকালে নড়াইল সদর উপজেলার বামনহাটিতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মাহফুজ (২০) মাগুরার শালিখা উপজেলার শরুশুনা গ্রামের মাসুদ মন্ডলের ছেলে।

বাঘারপাড়া থানার ওসি ফকির তাইজুর রহমান জানান, কোনো অভিযোগ না থাকায় পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

বণিকবার্তা রোববার, সেপ্টেম্বর ২৮, ২০২৫

গোপালগঞ্জে চারজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১০

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

গোপালগঞ্জে বাসচাপায় ইজিবাইকের চার যাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো তিনজন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় কুড়িগ্রাম, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ ও গাইবান্ধায় আরো ছয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

গোপালগঞ্জ : বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গতকাল দুপুরে একটি ইজিবাইক মাদারীপুর থেকে ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন কয়েকজন। এ সময় গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীর মাঝিগাতি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ইমাদ পরিবহনের একটি বাস সামনে থেকে ইজিবাইকটিকে চাপা দেয়। এতে ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হন। আহত হন ছয়জন। তাদের উদ্ধার করে কাশিয়ানী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরো একজন মারা যান। গুরুতর আহত তিনজনকে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরো দুজন মারা যান। ভাঙ্গা হাইওয়ে পুলিশের সার্জেন্ট মো. রাসেল মিয়া এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহতরা হলেন মাদারীপুরের কালকিনি থানার উত্তর রঞ্জনপুর গ্রামের মোতালেব পাইক (৮০) ও তার স্ত্রী দেলোয়ারা বেগম (৬৫), মেয়ে রুমা বেগম (৩৫) এবং ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার হেলেঞ্চা গ্রামের ওবায়দুল শেখ (৫০)।

কুড়িগ্রাম : জেলার রাজারহাটে ইট ভাঙার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে দুই সহোদর নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকালে উপজেলার নাজিম খান ইউনিয়নের মমিন বকশি পাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন আব্দুল হক (৬৫) ও তার ভাই তাজরুল ইসলাম (৫৫)।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, দুই ভাই কাজ শেষ করে ইট ভাঙার গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় নাজিম খান ইউনিয়নের মমিন বকশি এলাকায় পৌঁছলে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে যায়।

রাজারহাট থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুর রহিম জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গাজীপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নারীসহ চার জন নিহত

◆ সালনার দুর্ঘটনায় দুই জন নিহত ও চার জন আহত ◆ রোড ডিভাইডারে ধাক্কা লেগে পুবাইল বিন্দানে দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারীসহ চার জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে ও দুপুরে মহানগরীর পৃথক দুটি স্থানে এ দুর্ঘটনা দুটি ঘটে।

গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের সালনা এলাকায় পাকিস্তান গার্মেন্টসের সামনে এক দুর্ঘটনায় দক্ষিণ সালনা এলাকার অটোরিকশা চালক এমদাদুল হক (৪০) ও অজ্ঞাত পরিচয় এক নারী নিহত হন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো চার জন। এছাড়া, দুপুর ২টার দিকে গাজীপুর মহানগরীর ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের পুবাইল বিন্দান এলাকা উলুখোলা ব্রিজসংলগ্ন ঢাকা সিটি বাইপাস মহাসড়কের রোড ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী ঘটনাস্থলে মারা যান। নিহতরা হলেন, মহানগরীর মীরের বাজার তালটিয়া এলাকার এলাকার শান্ত (২৫) ও লিখন (৩৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা দ্রুতগতির একটি একটি পিকআপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অটোরিকশার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে ঘটনাস্থলেই দুই জন মারা যান। আহত হন আরো চার জন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

সদর মেট্রো থানার ওসি মেহেদী হাসান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পিকআপ ভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক পালিয়ে গেছে। তাকে আটকসহ এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

অন্যদিকে, সোমবার আনুমানিক দুপুর ২টার দিকে গাজীপুর মহানগরীর ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের পুবাইল বিন্দান এলাকা উলুখোলা ব্রিজসংলগ্ন ঢাকা সিটি বাইপাস মহাসড়কের রোড ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী ঘটনাস্থলে মারা যান। খবর পেয়ে পুলিশ নিহত দুই জনের লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এ বিষয়ে পুবাইল থানার ওসি শেখ আমিরুল ইসলাম জানান, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দুই আরোহী মৃত্যু হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন আছে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১৩ আশ্বিন ১৪৩২
Dhaka : Sunday 28 September 2025

হবিগঞ্জে বজ্রপাতে যুবকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলায় ধানক্ষেতে কাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতে আরিফ মিয়া (৩৫) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। গত শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে বড়ইউড়ি ইউনিয়নের হলদারপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আরিফ মিয়ার বাড়ি নবীগঞ্জ উপজেলার নওগাঁও গ্রামে। তিনি হলদারপুর গ্রামের আব্দুল ওয়াহিদের মেয়ের জামাতা। প্রায় তিন-চার বছর ধরে তিনি শ্বশুরবাড়ির এলাকায় বসবাস করছিলেন। তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আরিফ মিয়া স্ত্রী-শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতেন না। তিনি গ্রামের পশ্চিমের বন্দর এলাকায় একটি একচালা ঘরে আলাদা বসবাস করতেন। স্থানীয়রা জানান, বিকেলে ফসলি জমিতে কাজ করার সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। পরে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। বানিয়াচং থানার ওসি মিজানুর রহমান বজ্রপাতে নিহতের ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর রোববার ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২

ফেনীতে হিটস্ট্রোকে প্রাণ গেল কৃষকের

ফুলগাজীর আনন্দপুর ইউনিয়নে শনিবার দুপুরে হিটস্ট্রোকে আবুল কাশেম নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি চন্দনবিয়া এলাকার মৃত ভত্তু মিয়ার ছেলে। কাশেম ধানখেতে কাজ করার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে তার মৃত্যু হয়। চিকিৎসকরা জানান তীব্র গরমে হিটস্ট্রোকের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে।

ফেনী প্রতিনিধি

বণিক বার্তা
সোমবার, সেপ্টেম্বর ২৯, ২০২৫

৬ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৯

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

নীলফামারী, নাটোর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মুন্সিগঞ্জ ও শেরপুরে পৃথক ছয়টি সড়ক দুর্ঘটনায় নয়জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। শনিবার রাত থেকে গতকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

নীলফামারী : জেলার ডিমলা উপজেলায় ট্রলির ধাক্কায় মো. রফিকুল ইসলাম (৫৫) নামের এক মাদ্রাসা শিক্ষক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার সটিবাড়ি বাজারের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মোটরসাইকেলে যাওয়ার সময় সঠিবাড়ি বাজারের কাছে একটি দ্রুতগতির ট্রলি তাকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ডিমলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। ডিমলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. ফজলে এলাহী বলেন, 'এ ঘটনায় থানায় কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। নিহতের স্বজনরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকেই তার মরদেহ দাফনের জন্য নিয়ে গেছেন।'

কক্সবাজার : জেলার টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ সড়কে কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন। গতকাল দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন টেকনাফের সাবরাং কাটাবনিয়ার বাসিন্দা সাইফুল ইসলাম (২২) ও কক্সবাজার শহরের সমিতি পাড়ার আব্দুর রব (২৫)। বিষয়টি নিশ্চিত করে টেকনাফ থানার ওসি আবু জায়েদ মো. নাজমুন নুর জানান, 'দুজনের মরদেহ কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আহতের চিকিৎসা চলছে।'

চট্টগ্রাম : জেলার মিরসরাইয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানের পেছনে দ্রুতগামী বাসের ধাক্কায় একজন নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম মোহাম্মদ মুরাদ (২৫)। তিনি বাসের হেলপার ছিলেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন নয়জন। গতকাল ভোরে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাপাহাড় এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মুরাদ কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার হারবাং মুসলিমপাড়ার জামাল হোসেনের ছেলে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, কক্সবাজার থেকে ছেড়ে আসা সৌদিয়া পরিবহনের একটি এসি বাস ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দক্ষিণ সোনাপাহাড় এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই বাসের হেলপার মুরাদ নিহত হন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত নয়জন। তাদের উদ্ধার করে মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়।

মুন্সিগঞ্জে : জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় এক্সপ্রেসওয়েতে বিকল মুরগিবাহী পিকআপের পেছনে ধাক্কা দিয়ে প্রাইভেট কারের এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন প্রাইভেট কারের চার যাত্রী। গতকাল সকাল পৌনে ৬টার দিকে উপজেলার কুচিয়ামোড়া সেতু এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম রবিউল ইসলাম (৪৩)।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এক্সপ্রেসওয়ের কুচিয়ামোড়া সেতু এলাকায় ঢাকামুখী একটি মুরগিবাহী পিকআপ দাঁড়িয়ে ছিল। সকাল পৌনে ৬টার দিকে একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপের পেছনে ধাক্কা দেয়। এ ঘটনায় প্রাইভেট কারের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। আহত হন প্রাইভেট কারের পাঁচ আরোহী। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করেন।

নাটোর : জেলার লালপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ভ্যানচালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। শনিবার রাতে উপজেলার চিনিবটতলা মোড় ও বিলমাড়িয়া কয়লার ডহর এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—লালপুর ইউনিয়নের বালিতিতা ইসলামপুর (মহেশপুর) গ্রামের মৃত দুখু কসাইয়ের ছেলে ভ্যানচালক এরশাদ আলী (৪০) এবং বিলমাড়িয়া মোহরকয়া গ্রামের মৃত ফজল আলীর ছেলে বাবলু আলী (৬০)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত সাড়ে ১২টার দিকে লালপুর-বাঘা মহাসড়কের চিনিবটতলা মোড়ে রাজশাহীগামী একটি মাইক্রোবাস ভ্যানচালক এরশাদ আলীকে ধাক্কা দিলে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পরে পুলিশ ঘাতক মাইক্রোবাসসহ চালক হারুন অর রশিদকে গ্রেফতার করে।

অন্যদিকে রাত সোয়া ৯টার দিকে বিলমাড়িয়ার কয়লার ডহর এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল বাবলু আলীকে ধাক্কা দেয়। এতে বাবলু আলী, নুর আলম ও অজ্ঞাত এক নারী আহত হন। তাদের উদ্ধার করে প্রথমে লালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে গুরুতর আহত বাবলু আলী ও নুর আলমকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে নেয়া হয়। পথে রাজশাহীর বানেশ্বর এলাকায় রাত ১০টার দিকে বাবলু আলী মারা যান।

শেরপুর : জেলার দুটি পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত ও অন্তত কয়েকজন আহত হয়েছেন। শনিবার রাতে শেরপুর-ঝিনাইগাতী সড়কের বাজিতখিলা কুমড়ি এলাকায় বাস, মাহিন্দ্র ও অটোরিকশার ত্রিমুখী সংঘর্ষে আহসান (৩৫) নামে একজন নিহত হন। এ সময় আহত হন পাঁচজন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে শেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এছাড়া শেরপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কের নকলা উপজেলার বাদাগৈর মোড়ে রাস্তা পারাপারের সময় মমতাজ নামের এক নারীকে চাপা দেয় একটি যাত্রীবাহী বাস। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনাগুলো তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন শেরপুরের পুলিশ সুপার আমিনুল ইসলাম।

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৫

সড়ক অবরোধ

সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পানির ট্যাংকির পলেস্তারা খসে মো. সুমন হোসেন (৩৯) নামে এক আউটসোর্সিং কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বেলা ২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন হাসপাতালের কর্মচারীরা। নিহত মো. সুমন হোসেন (৩৯) মাগুরার শ্রীপুর থানার বিলনাথুরের মো. ইসলাম হোসেনের ছেলে। তিনি ওসমানী মেডিকেল মসজিদ কোয়ার্টারে থাকতেন।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, সিলেট

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

দিলকুশায় বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে ইন্টারনেট সংযোগকর্মীর মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর মতিঝিলের দিলকুশায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে অলিউর রহমান (২১) নামের এক ইন্টারনেট সংযোগকারী কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার দুপুরের দিকে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঢামেক হাসপাতালে সুমন মিয়া বলেন, দিলকুশায় বৈদ্যুতিক খুঁটিতে মই দিয়ে উঠে সংযোগের কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে পড়ে গুরুতর আহত হন উলিউর। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক। তিনি বলেন, লাশ ঢামেক মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বজ্রপাতে প্রাণ গেল শিক্ষার্থী ও কৃষকের

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পৃথক স্থানে বজ্রপাতে শিক্ষার্থীসহ দুজনের মৃত্যু এবং একজন আহত হয়েছেন। গতকাল উপজেলার বিলগাথুয়া ও শিতলাইপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- উপজেলার রিফায়েতপুর ইউনিয়নের শিতলাইপাড়া গ্রামের পলাশ মন্ডলের ছেলে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী সাইফ হোসেন তোহা (১০) এবং প্রাগপুর ইউনিয়নের বিলগাথুয়া গ্রামের জামাত আলী (২৫)। বজ্রপাতে আহত মকবুল হোসেনকে (৫৩) স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।—কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
১৫ আশ্বিন ১৪৩২, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

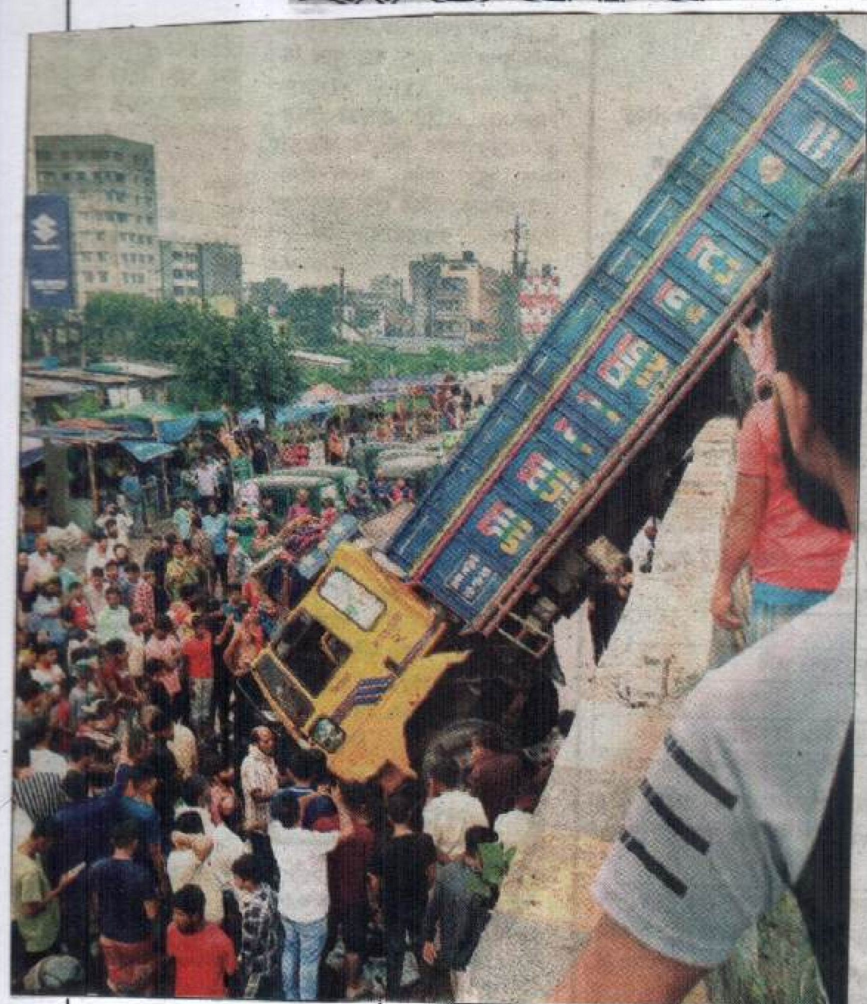

বেপরোয়া গতি

ওভারপাসের রেলিং ভেঙে পড়ল ট্রাক রিকশাচালক নিহত

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের ফতুল্লার ভুঁইঘর এলাকায় ওভারপাসের ওপর থেকে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিচে পড়লে মোহর উদ্দিন (৫৫) নামে একজন নিহত হয়েছেন। নিহত মোহর পেশায় রিকশাচালক। গতকাল সোমবার দুপুরে ওভারপাসের ওপর থেকে দ্রুতগামী ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিং ভেঙে ঝুলে পড়ে যায়। ঐ সময় ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন মোহর উদ্দিন। পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকালে তিনি মারা যান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্ঘটনার সময় ট্রাকটি অস্বাভাবিক গতিতে চলছিল। হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এটি ওভারপাসের রেলিং ভেঙে নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। এতে মোহর উদ্দিন ঝুলে পড়া ট্রাকের সামনের অংশে আটকা পড়েন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে নারায়ণগঞ্জে এবং অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ফারুক আহমেদ বলেন, মোহর উদ্দিনকে গুরুতর আহত অবস্থায় আনা হয়েছিল। বেলা সাড়ে ৩টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। পরে তার মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়।

এদিকে দুর্ঘটনার পরপরই ট্রাকের চালক ও হেলপার ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তবে ট্রাকে থাকা আরো কয়েক জন সামান্য আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

ফতুল্লা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরিফুল ইসলাম বলেন, 'খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ওভারপাসে ঝুলে থাকা ট্রাকটি সরিয়ে নিয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করা হচ্ছে।'

বণিক বার্তা রোববার, সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৫

তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৬

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বগুড়ার শিবগঞ্জে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে ধাক্কা লেগে অন্য ট্রাকের চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। শহরের চারমাথা গোদারপাড়া এলাকায় বাসের ধাক্কায় সাবেক ইউপি সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় চট্টগ্রামে দুজন ও মাদারীপুরে একজনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ৪০ জন। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

বগুড়া : গতকাল ভোর সাড়ে ৫টার দিকে শিবগঞ্জ উপজেলার পাকুড়তলা এলাকায় একটি ট্রাক আলু বোঝাই করে দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় পাথর বোঝাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আলু বোঝাই ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে পাথর বোঝাই ট্রাকে থাকা চালক ও তার সহকারী ঘটনাস্থলেই মারা যান।

নিহতরা হলেন টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলার পাতালকান্দি গ্রামের ট্রাকচালক মো. মিনহাজ (৩৫) ও তার সহকারী একই এলাকার মো. ইমরান (৩০)। নন্দীগ্রামের কুন্দারহাট হাইওয়ে থানার ওসি হাফিজুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

অন্যদিকে শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে শহরের চারমাথা গোদারপাড়া এলাকায় বাসের ধাক্কায় সাবেক ইউপি সদস্য আনোয়ার হোসেন (৫৮) নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার দক্ষিণ আটকরিয়া গ্রামের বাসিন্দা।

চট্টগ্রাম : মিরসরাইয়ে ট্রাকের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বারইয়ারহাট ইউটার্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহজাহান (৪১) কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার উল্লাখালী এলাকার ভুঁইয়া বাড়ির আব্দুল ওয়াহাবের ছেলে। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

অন্যদিকে পটিয়ায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোহাম্মদ আরাফাত (২৫) নামে এক চালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন দুই বাসের অন্তত ৪০ যাত্রী। শুক্রবার রাতে পটিয়ার নয়াহাট শাহ আমানত গ্যাস পাম্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মাদারীপুর : জেলার শিবচরে নির্মাণাধীন সেতুর সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লেগে মিজবাহ মোড়ল (৩৩) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত ২টার দিকে উপজেলার সন্ন্যাসীর চর ইউনিয়নের আজগর হাওলাদার কান্দি গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মিজবাহ একই উপজেলার মাদবরেরচর ইউনিয়নের বাখরেরকান্দি এলাকার মৃত আইয়ুব আলী মোড়লের ছেলে। তিনি সৌদি আরব থেকে শুক্রবারই দেশে এসেছিলেন। গতকাল বিকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন শিবচর থানার ওসি রকিবুল ইসলাম।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
৬ আশ্বিন ১৪৩২, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ডোমারে কীটনাশক স্প্রে করার সময় কৃষকের মৃত্যু

■ ডোমার (নীলফামারী) সংবাদদাতা

নীলফামারী ডোমার উপজেলার ভোগডাবুড়ি ইউনিয়নের চিলাহাটিতে ধানখেতে কীটনাশক স্প্রে করার সময় হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে উপজেলার ভোগডাবুড়ি ইউনিয়নের খানকা শরীফ এলাকার কৃষক মো. কারিমুল ইসলাম (৫২) বাড়ির পার্শ্ববর্তী নিজ আবাদি ধানখেতে কীটনাশক স্প্রে করতে যায়। সেখানে কীটনাশক স্প্রে করার কিছুক্ষণ পরে অসুস্থবোধ করলে কৃষক কারিমুল ইসলাম দ্রুত বাড়িতে আসেন। কারিমুল ইসলাম উল্লিখিত এলাকার মৃত মোকিম উদ্দিনের ছেলে।

নিহত কারিমুল ইসলামের বড় ভাই ইসহাক আলী দুলাল জানান, কীটনাশক স্প্রে করার সময় অসুস্থবোধ করলে বাড়ি চলে আসেন কারিমুল এবং পরিবারের লোকজনকে জানান তার মাথা ঘুরছে। এ সময় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেও কিছুক্ষণ পর হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে নিজ বাড়িতেই মারা যায়। ভোগডাবুড়ী ইউপি চেয়ারম্যান রেয়াজুল ইসলাম কালু নিহতের পরিবারের বরাত দিয়ে জানান, ব্যক্তিগত কাজে বাইরে থাকায়, মোবাইল ফোনে কারিমুল ইসলামের মৃত্যুর খবরটি শুনেন তিনি।

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৫

গাজীপুরে চারজনসহ পাঁচ স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১০

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

গাজীপুরে দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় এক নারীসহ চারজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া বগুড়া, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ও রাজধানীর উত্তরায় সড়ক দুর্ঘটনায় আরো ছয়জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত চারজন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

গাজীপুর : গতকাল দুপুরে মহানগরীর পূবাইল থানার তালটিয়া পূর্বপাড়া এলাকা মানিক মিয়ার ছেলে শান্ত (১৫) ও একই এলাকার বাথানবাড়ীর জামান মিয়ার ছেলে লিখন (২১) মোটরসাইকেলে ভুলতার দিকে যাচ্ছিলেন। পথে সমরসিং এলাকায় একটি পেট্রল পাম্পের সামনে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভোগড়া-ভুলতা মহাসড়কের ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে মোটরসাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং দুজনই ঘটনাস্থলে মারা যান।

অন্যদিকে গাজীপুর মেট্রোপলিটন সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. সিদ্দিক হোসেন জানান, সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের সালনা এলাকায় ময়মনসিংহগামী একটি কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে উল্টোপথে আসা অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাচালক ও এক যাত্রী নিহত হন। আহত হন আরো চার যাত্রী। নিহত চালক এমদাদুল হকের (৪০) বাড়ি দক্ষিণ সলিনা এলাকায় এবং যাত্রী মাধবী প্রসাদ (৪২) জামালপুরের সরিষাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা।

বগুড়া : মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই তরুণ নিহত হয়েছেন। রোববার রাত ১০টার দিকে বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের বাঘোপাড়া খোলারঘর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন শিবগঞ্জ উপজেলার রহবল পূর্বপাড়ার ওয়াজেদ সরকারের ছেলে আবিদ হাসান (১৮) ও একই উপজেলার মেঘাখর্দ্দ গ্রামের মস্তেজার রহমানের ছেলে জিহাদ সরকার (১৮)।

নারায়ণগঞ্জ : ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওভারপাসের রেলিং ভেঙে নিচে পড়ে গেছে। এ ঘটনায় ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে মোহর উদ্দিন (৩৫) নামে এক রিকশাচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে ফতুল্লার ভূঁইঘর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. হাসিনুজ্জামান জানান, সড়ক থেকে ট্রাকটি সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ট্রাকচালকসহ তার সহযোগী পালিয়ে গেছেন। তাদের আটকের জন্য পুলিশ কাজ করছে। অন্যদিকে আড়াইহাজার উপজেলার খাগকান্দা ইউনিয়নের পাঁচানী এলাকায় ট্রাকচাপায় আলিফ (৩) নামে শিশু নিহত হয়েছে। গতকাল সকাল ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আলিফ পাঁচানী গ্রামের আওলাদ হোসেনের ছেলে। আড়াইহাজার থানার ওসি খন্দকার নাছির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২

চাপা পড়ে নিহত এক

ওভারপাসের রেলিং ভেঙে ঝুলে পড়ে ট্রাক

যুগান্তর ডেস্ক

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের ভূঁইঘর এলাকায় দ্রুতগামী একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওভারপাসের রেলিং ভেঙে ঝুলে পড়ে। এ সময় ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে এক রিকশাচালক নিহত হয়েছেন। এছাড়া রাজধানীসহ তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৮ জন। তাদের মধ্যে গাজীপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন, রাজধানীর উত্তরায় যুবক, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে শিশু ও বগুড়ায় দুই কলেজছাত্র রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

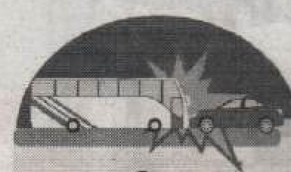

রাজধানীসহ তিন জেলায় আরও ৮ প্রাণহানি

ঢাকা : হাসপাতালে অসুস্থ মায়ের কাছে যাওয়ার পথে মোটরসাইকেলে দ্রুতগতির গাড়ির ধাক্কায় নিহত হন আরমান মির্জা। তিনি চাঁদপুরের হাজিগঞ্জ থানার গঙ্গানগর গ্রামের আবু সুফিয়ান মির্জার ছেলে। রোববার রাতে উত্তরার জসীমউদ্দীন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নারায়ণগঞ্জ ও ফতুল্লা : রেলিং ভেঙে ঝুলে থাকা ট্রাকের সামনের অংশের চাপায় রিকশাচালক মোহর উদ্দিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। সোমবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক ফারুক আহমেদ বলেন, গুরুতর আহত অবস্থায় মোহর উদ্দিনকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। বিকাল ৪টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তার লাশ মর্গে রয়েছে। এছাড়া একইদিন জেলার আড়াইহাজার উপজেলার পাঁচানী এলাকায় বালুর ট্রাকচাপায় আলিফ নামের এক শিশু নিহত হয়। সে পাঁচানী গ্রামের আওলাদ হোসেনের ছেলে।

গাজীপুর : দ্রুতগামী মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকে ধাক্কা লাগায় নিহতরা হলেন—পুবাইলের তালটিয়া পূর্বপাড়ার বাসিন্দা মানিক মিয়ার ছেলে শান্ত ও তালটিয়া বাথানবাড়ীর বাসিন্দা জার্মান মিয়ার ছেলে লিখন। সোমবার দুপুরে গাজীপুর মহানগরের পুবাইল থানাধীন সমরসিং এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। এর আগে সকালে মেট্রো সদর থানাধীন সালনা এলাকায় কাভার্ডভ্যানের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। এতে দক্ষিণ সালনার বাসিন্দা অটোরিকশাচালক এমদাদুল হক এবং অজ্ঞাত এক নারী নিহত হন।

বগুড়া : পাল্লা দিয়ে মোটরসাইকেল চালানোর সময় সড়ক বিভাজকে ধাক্কা লেগে নিহতরা হলেন-শিবগঞ্জ উপজেলার রহবল পূর্বপাড়ার ওয়াজেদ মণ্ডলের ছেলে আদিব হাসান এবং মেঘাখোর্দ্দ গ্রামের মস্তেজার সরকারের ছেলে জিহাদ সরকার। রোববার রাতে সদর উপজেলার গোকুল খোলার ঘর এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রথম আলো • সোমবার, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫,

খুলনায় সাংবাদিকের লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধি, খুলনা

ওয়াহেদ-উজ-জামান

খুলনার খান জাহান আলী সেতুর (রূপসা সেতু) নিচ থেকে গতকাল রোববার রাতে এক সাংবাদিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই সাংবাদিকের ডান হাত ও মুখমণ্ডলে আঘাতের চিহ্ন ছিল।

মারা যাওয়া সাংবাদিকের নাম ওয়াহেদ-উজ-জামান (৬০)। তিনি দৈনিক সংবাদ প্রতিদিনের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার এবং খুলনা প্রেসক্লাব ও খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের (কেইউজে) সদস্য ছিলেন।

রূপসা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আবুল খায়ের প্রথম আলোকে বলেন, রোববার রাত সোয়া আটটার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে থাকা জাতীয় পরিচয়পত্র থেকে তাঁর পরিচয় জানা যায়।

পুলিশ সূত্র জানায়, এর আগে সন্ধ্যায় স্থানীয় লোকজন সেতুর ২ নম্বর পিলারের বেজমেন্ট এলাকায় নদীতে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে লবণচরা ফাঁড়ির সদস্যরা সেখানে গিয়ে নৌ পুলিশকে খবর দেন। এরপর নৌ পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে। খবর পেয়ে পিবিআই ও সিআইডির সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আলামত সংগ্রহ করেন। র‍্যাব, কোস্টগার্ড ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও সেখানে যান।

পুলিশ জানায়, মৃত ওয়াহেদ-উজ-জামানের পরনে ছিল নীল রঙের গ্যাবার্ডিন প্যান্ট ও আকাশি রঙের টি-শার্ট।

রূপসা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আবুল খায়ের বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। এখনই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছু বলা যাচ্ছে না।

কালের কণ্ঠ । মঙ্গলবার । ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ।

নিজের হাসপাতালেই পড়ে ছিল বিএমএ নেতার গলা কাটা লাশ

আরো ৩ খুন, ৫ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

নাটোরে নিজের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে পাওয়া গেছে বিএমএ নেতা ডাক্তার আমিরুল ইসলামের গলা কাটা লাশ। পাবনায় পুত্রবধূর বঁটির কোপে মারা গেছেন শ্বশুর। মেঘনায় নদীতে জাল ফেলার দ্বন্দ্বে প্রতিপক্ষের হামলায় এক জেলে নিহত হয়েছেন।

এ ছাড়া মুন্সীগঞ্জ, কুড়িগ্রাম ও ফরিদপুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে পাঁচজনের লাশ। কালের কণ্ঠের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

নাটোর : শহরের মাদরাসা মোড়ে জনসেবা হাসপাতালের মালিক বিএমএ নাটোর জেলা শাখার আহ্বায়ক ডাক্তার আমিরুল ইসলামের গলা কাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। হাসপাতালের স্টাফ আল আমিন জানান, ডাক্তার আমিরুল অনেক রাত পর্যন্ত অপারেশনে অংশগ্রহণ করার পর নিজের রুমে ঘুমাতে যান। তাঁর ঘুম থেকে উঠতে দেরি হওয়ায় এবং ডাকাডাকিতেও সাড়া না দেওয়ায় দুপুর আড়াইটায় দরজা ভেঙে তাঁর গলা কাটা লাশ দেখতে পাওয়া যায়।

পাবনা : সাঁথিয়া পৌর সদরের কলেজপাড়ায় রবিবার রাতে পুত্রবধূর বঁটির কোপে আহত হন শ্বশুর মোজাম হোসেন (৭০)। পরে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে রাত ৩টার দিকে তিনি মারা যান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সাঁথিয়া থানার ওসি আনিছুর রহমান।

লক্ষ্মীপুর : নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার মেঘনা নদীতে জাল ফেলা নিয়ে দুটি মাছ ধরা নৌকার জেলেদের দ্বন্দ্বের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় ইব্রাহিম মাঝি (৪০) নামের এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার দুপুরে এ হামলার সময় বাঁশের লগির আঘাতে ইব্রাহিম মাঝির পেটের বাঁ পাশে ক্ষত হয়। এক পর্যায়ে নৌকাটি নদীতে ডুবে গেলে তিনিও ডুবে মারা যান।

মুন্সীগঞ্জ : শ্রীনগর উপজেলায় সোমবার সকালে পৃথক ঘটনায় তিনজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস। এসব ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুজনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, ষোলঘর রেললাইনের আন্ডারপাসের পাশ থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, ট্রেনে কাটা পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

কুড়িগ্রাম (আঞ্চলিক) : উলিপুরে আরিফুল ইসলাম নামের চার মাস বয়সের এক শিশুর লাশ নদীতে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) : গাছের মগডালে ঝুলন্ত অবস্থায় রসমত সরদার (৫২) নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে পুলিশের উপস্থিতিতে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ভাঙ্গা উপজেলার রাজাপুর গ্রামের একটি বাগান থেকে এই ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে। রসমত সরদার মানিকদহ ইউনিয়নের সাদীপুর গ্রামের মৃত মোচন সরদারের ছেলে।

দেশ রূপান্তর

সোমবার, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

মুন্সীগঞ্জে নিখোঁজ দুই কৃষকের লাশ উদ্ধার

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জের পৃথক দুই উপজেলায় সাড়ে ৩ ঘণ্টার ব্যবধানে কলাবাগান ও ধলেশ্বরী নদী থেকে নিখোঁজ থাকা দুই কৃষকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রবিবার দুপুর ১টার দিকে জেলার সিরাজদীখান উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের পাথরঘাটা গ্রাম সংলগ্ন ধলেশ্বরী নদীতে ভাসমান অবস্থায় কৃষক আমজাদ হোসেন ঢালীর (৪৬) লাশ উদ্ধার করে নৌ-ফাঁড়ি পুলিশ। তিনি গত শুক্রবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন। তিনি ঢাকার কেরানীগঞ্জ মডেল থানার হযরতপুর ইউনিয়নের মানিকনগর গ্রামের প্রয়াত শহীদুল ইসলাম ঢালীর ছেলে।

এর আগে এ দিন সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জেলার শ্রীনগর উপজেলার পূর্ব আটপাড়া গ্রামে নিজের কলাবাগান থেকে অপর কৃষক আয়নাল হকের (৬৫) লাশ উদ্ধার করে থানা পুলিশ। ওই গ্রামের দুখাই লাড়কির ছেলে আয়নাল আগের দিন শনিবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন।

কালের কণ্ঠ । বুধবার । ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ।

পাঁচ জেলায় দুই নারী খুন তিন মরদেহ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ভোলা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, খাগড়াছড়ি ও নড়াইলে পৃথক ঘটনায় পাঁচজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর মধ্যে ভোলা ও ফরিদপুরে দুজন নারী খুন হয়েছেন, অন্যদিকে তিন জেলায় এক বৃদ্ধ, এক কিশোরী ও একজন আহত ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

ভোলায় গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা : ভোলার লালমোহন উপজেলার চরভূতা ইউনিয়নের লেঙ্গুটিয়া গ্রামে সৌদিপ্রবাসীর ঘরে চুরি করতে গিয়ে আকিমজান (৭০) নামের এক বৃদ্ধাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল এ ঘটনা ঘটে। মারাত্মক আহত অবস্থায় আকিমজানের স্বামী তোফাজ্জেল হোসেন ও পুত্রবধূ তানিয়া বেগমকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত আকিমজানের বড় ছেলে মো. ছবির জানান, তাঁর মা-বাবা প্রবাসী ছোট ভাই মো. রফিকের সঙ্গে ঘরে থাকতেন।

ফরিদপুরে স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন : ফরিদপুরের সালথা উপজেলার রঙরায়েরকান্দী গ্রামে পারিবারিক বিরোধের জেরে বক্কার শেখ (৪৩) তাঁর স্ত্রী মর্জিনা বেগমকে (৩৮) পিটিয়ে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল সকালে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মর্জিনা ফরিদপুর সদরের ফুরসা গ্রামের মৃত মোচন মোল্যার মেয়ে। তিনি তিন মেয়ে ও এক ছেলের মা।

ময়মনসিংহে প্রতিপক্ষের হামলায় বৃদ্ধের মৃত্যু : ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার বাতুয়াদি গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় আহত কৃষক সুলতান মিয়া (৭০) চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল বিকেলে মারা গেছেন। গত ২৭ জুলাই হামলায় মারাত্মক আহত হন তিনি।

খাগড়াছড়িতে অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার : খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার সিঅ্যান্ডবি এলাকা থেকে গতকাল দুপুরে মো. জহির মিয়া (৭০) নামের এক বৃদ্ধের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, এটি আত্মহত্যা নাকি হত্যাকাণ্ড–তা নিশ্চিত হতে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন প্রয়োজন।

নড়াইলে ডোবা থেকে কিশোরীর মরদেহ উদ্ধার : নড়াইলের কালিয়া উপজেলার একটি ডোবা থেকে গতকাল সকাল ১১টার দিকে অজ্ঞাতপরিচয় এক কিশোরীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নড়াগাতী থানার ওসি আশিকুর রহমান জানান, ফরেনসিক ও ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে পরিচয় শনাক্ত এবং মৃত্যুর কারণ উদঘাটনের চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

সমকাল | ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

নাটোরে চোর সন্দেহে হত্যা আরও ৬ স্থানে ৮ লাশ

- কুমিল্লায় মা-মেয়ের মরদেহ উদ্ধার
- নেত্রকোনায় সাবেক ইউপি সদস্যসহ দুজন নিহত
- পাবনা, চট্টগ্রাম, পিরোজপুর ও রাজশাহীতে একজন করে খুন

সমকাল ডেস্ক

সাত জেলায় গত শনিবার রাত থেকে গতকাল রোববার বিকেল পর্যন্ত ৯ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে কুমিল্লায় মা-মেয়ে, নেত্রকোনায় সাবেক ইউপি সদস্যসহ দুজন রয়েছেন। নাটোরে চোর সন্দেহে একজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ছাড়া পাবনার ঈশ্বরদীতে গৃহবধূ, চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামীতে কাঠমিস্ত্রি, পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ায় গৃহবধূ ও রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে বৃদ্ধার লাশ পাওয়া গেছে।

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে যুবকের মৃত্যু

চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার হিলভিউ আবাসিক এলাকায় ছুরিকাঘাতে কাঠমিস্ত্রিকে হত্যা করা হয়েছে। নিহতের নাম আবদুল্লাহ আল মনির ওরফে পিন্টু (৩৪)। গত শনিবার রাত ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তিনি নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার বার্মা কলোনিতে শ্বশুরের বাসায় পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়।

বায়েজিদ বোস্তামী থানার ওসি মো. কামরুজ্জামান বলেন, শনিবার রাতে যুবককে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় কয়েক দুষ্কৃতকারী।

NEW AGE
SEPTEMBER 1, 2025,

Bodies of two women recovered

Our Correspondent - Gazipur

THE police recovered the bodies of two women, one of whom was a garment worker, from separate areas of Kaliakair upazila in Gazipur district on Saturday night.

The body of Maria Akter Smrity, 21, wife of Shahidul Islam of Muktagacha upazila in Mymensingh, was recovered from a rented house in Kaliakair's Purba Chandra area.

The body of Fatema Akter, 40, daughter of Khalil Mia of Alok Chobi village in Baliadanga upazila of Thakurgaon, was recovered from another rented house at Arabari of the upazila.

The bodies were sent to Shaheed Tajuddin Ahmad Medical College Hospital on Sunday for post-mortem examinations.

Kaliakair police sub-inspector Sakhwat Hossain said that Maria and her husband Shahidul, a salon owner, had a quarrel on Saturday afternoon.

When Shahidul returned home in the evening, he found the house locked from inside, said the sub-inspector, adding that with the help of neighbours, Shahidul broke the door and found Maria's body hanging.

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

মুন্সীগঞ্জে কলাবাগান থেকে কৃষকের লাশ উদ্ধার

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার আটপাড়া এলাকায় একটি কলাবাগান থেকে আয়নাল হক (৬৫) নামের এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রবিবার সকালে পূর্ব আটপাড়া গ্রামের নিজ কলাবাগান থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহতের স্ত্রী শাহিদা বেগমের জানান, শনিবার রাত ৮টার পর থেকে আয়নাল হক নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের সদস্যরা রাতভর খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাননি। পরদিন সকালে রবিবার স্থানীয়রা কলাবাগানে তার ক্ষতবিক্ষত লাশ পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার করলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে এবং পুলিশকে খবর দেয়।

যুগান্তর | বুধবার ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২

নবীগঞ্জে ৪ গ্রামের সংঘর্ষ নিহত ১ আহত ৫০

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড এলাকায় টমটম ও সিএনজি অটো ভাড়া নিয়ে বিরোধে চার গ্রামের দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত ও অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছে। উপজেলার দীঘলবাক ইউনিয়নের জামারগাঁও, রাধাপুর, কাকুড়া ও করিমপুর গ্রামের বাসিন্দারা মঙ্গলবার এ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় যৌথবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

টমটম ভাড়া নিয়ে বিরোধ

জানা যায়, সোমবার রাত ১০টার দিকে জামারগাঁও গ্রামের ব্যবসায়ী ফয়সল আহমদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী কাকুড়া, করিমপুর গ্রামের টমটম চালক রাশেদ, সিএনজি চালক মোহাম্মদ আলী ও সিরাজুলের মধ্যে টমটম ভাড়া নিয়ে কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। এর জের ধরে মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে জামারগাঁও ও রাধাপুর গ্রামের লোকজন মাইকিং করে প্রস্তুতি নিয়ে লাঠিসোঁটাসহ কাকুড়া ও করিমপুর গ্রামের কাছে এলে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৫০ জন আহত হন। এর মধ্যে ২০ জনকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অপর আহতদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। সংঘর্ষের সময় সময় জামারগাঁও ও রাধাপুর গ্রামের লোকজন দৌড়ে পালিয়ে গেলে, পেছনে একা পড়ে যান রাধাপুর গ্রামের আব্দুর রউফের ছেলে সাকির মিয়া (৩৫)। তাকে একা পেয়ে ঘিরে ধরে অপর পক্ষের লোকজন। এ সময় তাকে দা দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপালে কিছুক্ষণ পর তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কাকুড়া ও করিমপুর গ্রামের লোকজনের সঙ্গে বিবিয়ানা চৌরাস্তায় টমটম ও সিএনজি চলাচল নিয়ে গত ১৫-২০ দিন ধরে জামারগাঁও ও রাধাপুর গ্রামের লোকজনের মধ্যে উত্তেজনা চলে আসছিল। সংঘর্ষে কাকুড়া ও করিমপুর গ্রামের পক্ষে নেতৃত্ব দেন মাখন মিয়া ও ইলিয়াছ মিয়া। অপর পক্ষে রাধাপুর ও জামারগাঁও গ্রামের নেতৃত্ব দেন সাবেক মেম্বার আব্দুল বারিক রনি ও ফখরুল ইসলাম।

সাবেক মেম্বার ফখরুল ইসলাম বলেন, আমাদের কয়েকটি গ্রামের মানুষকে কয়েকদিন যাবৎ কাকুড়া, করিমপুরের লোকজন পেলেই মারধর করছে। সোমবার রাতেও ফয়সল আহমদ নামে একজন ব্যবসায়ীকে তারা মারধর করে টাকা লুটপাট করে। এ নিয়ে আমরা প্রতিবাদ করেছি। তারা আমাদের গ্রামের কৃষক সাকিরকে একা পেয়ে মারধর করে হত্যা করেছে।

কাকুড়া গ্রামের মাখন মিয়ার সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমাদের গ্রামের টমটম চালক রাশেদ, সিএনজি চালক মোহাম্মদ আলীকে রাধাপুর ও জামারগাঁও গ্রামের লোকজন মারধর করেছে। মঙ্গলবার সকালে আমাদের গ্রামে এসে লাঠিসোঁটা নিয়ে আক্রমণ করে। এ নিয়ে সংঘর্ষ হয়েছে। নবীগঞ্জ থানার ওসি শেখ মো. কামরুজ্জামান বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে। অতিরিক্ত পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে। পরিস্থিতি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আছে।

সংবাদ
বৃহস্পতিবার ২০ ভাদ্র ১৪৩২
: Thursday 4 September 2025

পটিয়ায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে রিকশাচালক খুন

প্রতিনিধি, পটিয়া (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের ছিনতাইকারীর হাতে পটিয়ায় ছুরিকাঘাতে এক রিকশাচালক খুন হয়েছেন। নিহত মো. সদিয়া (৩৫) গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ থানার সাদা মিয়ার পুত্র। গত মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে পটিয়া উপজেলার দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নের কেচিয়াপাড়া এলাকার এ ঘটনা ঘটে। পটিয়া পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড বৌদ্ধ মন্দির সংলগ্ন পল্লী মঙ্গল আলমগীরের কলোনিতে ভাড়া বাসায় থাকতেন। রিকশা ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ার কারণে চালকে উপর্যপুরি ছুরিকাঘাত করে ছিনতাইকারীরা। চালকের চিৎকারে লোকজন দৌড়ে এলে ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়। পরে চালককে উদ্ধার করে প্রথমে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন।

রিকশার চালকের গ্রামের লোক মো. মুকুল মিয়া জানান, যে ব্যক্তি খুন হয়েছেন তিনি গাইবান্ধা জেলার লোক। দীর্ঘদিন ধরে পটিয়ায় রিকশা চালিয়ে আসছিল। গত মঙ্গলবার রাতে যাত্রী ভেসে ছিনতাইকারীরা গাড়ি উঠে কেচিয়াপাড়ায় নিয়ে ছুরিকাঘাত করে খুন করে সদিয়াকে।

এ বিষয়ে পটিয়া থানার ওসি মো. নুরুজ্জামান জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার অভিযান চলছে।

DHAKA THURSDAY SEPTEMBER 4, 2025
BHADRA 20, 1432 BS
The Daily Star

Two bodies recovered from Lohalia river

OUR CORRESPONDENT, *Patuakhali*

Police recovered bodies of two men from the Lohalia river in Patuakhali yesterday.

The deceased are Tuhin Hawlader, 25, a resident of Patuakhali municipality, and Rezaul, 28, an auto-rickshaw driver in the area, said Patuakhali's Sadar Police Station Officer-in-Charge Md Imtiaz Ahmed.

He also said, "Both bodies have been sent to Patuakhali Medical College Hospital morgue for autopsy. Investigation is underway to uncover the circumstances surrounding their deaths."

OC Imtiaz said that Rezaul left home with his vehicle Monday morning but did not return. That night, police recovered his vehicle from Kashipur road and his body was found in the river yesterday morning, he added.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ॥

ইটনায় অটো ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় চালক খুন

কিশোরগঞ্জ ও কেরানীগঞ্জ প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের ইটনায় অটোরিকশা ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় চালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। অটো নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় তিনজনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে জনতা। ইটনা উপজেলার গোয়ারা ব্রিজে গতকাল ভোররাতে ঘটনাটি ঘটে। নিহত কালীপদ চন্দ্র সূত্রধর (৪০) তাড়াইল উপজেলার পশ্চিম সাঁচাইল গ্রামের সুধীর চন্দ্র সূত্রধরের ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার রাতে রায়টুটী ব্রিজে ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে কালীপদ সূত্রধরের অটোরিকশা ভাড়া নেন তিন যুবক। ব্রিজে এসে অটোরিকশাটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করেন তারা। এ সময় বাধা দিলে চালককে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে পালানোর সময় স্থানীয়রা তিনজনকে আটক করেন। আটক ব্যক্তিরা হলেন-আশরাফুল ইসলাম, মো. নাঈম ও মো. দুর্জয় (২০)। চালক কালীপদ সূত্রধরকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে ঢাকার কেরানীগঞ্জে মানসিক ভারসাম্যহীন মায়ের হাতে দুই বছরের শিশু খুন হয়েছে। শনিবার সকালে কেরানীগঞ্জ থানার কলাতিয়া ইউনিয়নের জৈনপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুর নাম আবদুর রহমান (২)। তার মায়ের নাম আতিয়া শারমিন (৩০)। এলাকাবাসী জানান, আতিয়া শারমিন মানসিকভাবে কিছু দিন ধরে অস্বাভাবিক আচরণ করছিলেন। রাতে তিনি ছেলেকে নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন। সকালে শারমিন দরজা খুলতে না চাওয়ায় তার বাবা ধাক্কা দিয়ে দরজা খোলেন। পরে পরিবারের লোকজন শারমিনের খাটের নিচে একটি ব্যাগে শিশু আবদুর রহমানের দেহ ও আরেকটি ব্যাগে মাথা খুঁজে পান। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মিটফোর্ড হাসপাতালে পাঠায়। শিশুর বাবা টুটুল মিয়া বলেন, আমার স্ত্রী-ই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে নাকি তার মানসিক অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে অন্য কেউ এমন করেছে তা আমি নিশ্চিত নই। সুষ্ঠু তদন্ত চাই। কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ওসি মনিরুল হক ডাবলু বলেন, শিশুর মা মানসিকভাবে অসুস্থ বলে জানা গেছে। তাকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে।

কেরানীগঞ্জে শিশু হত্যার অভিযোগ মায়ের বিরুদ্ধে

প্রথম আলো • বুধবার, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫,

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে সংঘর্ষ, এক শ্রমিক নিহত

প্রতিনিধি, *নীলফামারী*

নীলফামারীর উত্তরা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) একটি কারখানা বন্ধ ও ছাঁটাইয়ের জেরে শ্রমিকদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষ হয়েছে। এতে ১ জন শ্রমিক নিহত ও অন্তত ২৪ জন আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শ্রমিক মো. হাবিব ইসলাম (২১) ইকু ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি নিটিং কারখানায় কাজ করতেন। তাঁর বাড়ি নীলফামারী সদর উপজেলার সংগলশী ইউনিয়নের কাজীরহাট মাছিরচাক গ্রামে।

সংঘর্ষে আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১০ জন শ্রমিক। জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, এ ছাড়া সংঘর্ষে সেনাবাহিনীর চারজন, আনসার বাহিনীর দুজন, পুলিশের সাতজন এবং বেপজার একজন নিরাপত্তা প্রহরী আহত হন।

কারখানার কয়েকজন শ্রমিক বলেন, ইপিজেডের এভারগ্রিন নামের একটি প্রতিষ্ঠানে সম্প্রতি ৫১ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। এ নিয়ে তিন দিন ধরে সেখানে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এ অবস্থায় শ্রমিকদের বেতন-ভাতা না দিয়েই গতকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য এভারগ্রিন কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে ইপিজেডের প্রধান ফটকে নোটিশ টাঙিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, গতকাল সকালে কাজে যোগ দিতে এসে এভারগ্রিনের শ্রমিকেরা ভেতরে প্রবেশ করতে না পেরে ইপিজেডের সামনের সড়কে অবস্থান নেন। এতে নীলফামারী-সৈয়দপুর সড়কের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। তখন উত্তেজিত শ্রমিকেরা তাঁদের ওপর হামলা চালান। এ সময় দুই পক্ষের সংঘর্ষ শুরু হয়।

নিহত হাবিব ইসলামের সহকর্মী মিলন ইসলাম (২৫) বলেন, 'হাবিবসহ আমরা ইকু ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি নিটিং কারখানায় রাতে কাজ করি। সকাল আটটার দিকে কাজ শেষ করে ইপিজেড থেকে বের হওয়ার সময় কর্তৃপক্ষ মূল গেট দিয়ে সবাইকে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়। সেখান থেকে আমরা দুজনই একসঙ্গে বের হই। বের হওয়ার পর গুলি শুরু হয়। এ সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে নিহত হয় হাবিব।'

হাসপাতাল ও স্থানীয় সূত্র জানায়, হাবিব ইসলাম ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আহত ১০ শ্রমিকের মধ্যে ৭ জনকে প্রথমে নীলফামারী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তিনজনকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ঘটনার পর থেকে নীলফামারী-সৈয়দপুর সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়। বেলা আড়াইটার দিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

নীলফামারী জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ফারহান তানভিরুল ইসলাম বলেন, 'সকাল সাড়ে আটটার দিকে হাবিব ইসলামকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। সে কীভাবে মারা গেছে, সেটা ময়নাতদন্ত না করে বলা যাবে না।' যাঁরা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, তাঁরা কীভাবে আহত হয়েছেন—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আহত ব্যক্তিরা বলেছেন তাঁরা গুলিতে আহত হয়েছেন। দেখে সে রকমই মনে হয়।'

নীলফামারী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে দুই প্লাটুন বিজিবি, পুলিশ ও সেনা মোতায়েন রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে কারখানাগুলো চালু করা হবে।

বণিক বার্তা
সোমবার, সেপ্টেম্বর ৮, ২০২৫

মরদেহ উদ্ধার

বরগুনা সদর উপজেলার দক্ষিণ ইটবাড়িয়ার মোল্লা বাড়ি থেকে দিনমজুর স্বপন মোল্লা (৩২) ও তার স্ত্রী আকলিমার (২৭) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে স্বপনের চাচাতো বোন রাজিয়া বেগম আকলিমার গলাকাটা লাশ ও স্বপনের ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে বাড়ির সবাইকে জানান। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

পুলিশ ও স্থানীয়দের প্রাথমিক ধারণা, পারিবারিক কলহের জের ধরে হত্যা ও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটতে পারে। বরগুনা সদর থানার ওসি ইয়াকুব হোসাইন বলেন, 'ময়নাতদন্তের পর কারণ নিশ্চিত হবে।' এ ঘটনায় সিআইডি ও পিবিআইও তদন্ত করছে।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, বরগুনা

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫,

প্রতিপক্ষের হামলায় কৃষক নিহত

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় সাইদুল ইসলাম (৩৫) নামের এক কৃষক রোববার রাতে নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধি, নেত্রকোনা

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার । ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গলায় গামছা প্যাঁচানো লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলায় গলায় গামছা প্যাঁচানো অবস্থায় এক ভ্যানচালকের লাশ পাওয়া গেছে। পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠিয়েছে। গতকাল সকালে উপজেলার কান্দ্রা এলাকার একটি কলা বাগানে তার লাশ পাওয়া যায়।

ভ্যানচালকের নাম মো. সোহেল (২৪)। তার বাড়ি পুঠিয়ার জরমডাঙ্গা গ্রামে। বাবার নাম লিলতাব হোসেন। বাবা জানান, মঙ্গলবার সোহেল সারা দিন ভ্যান চালিয়ে সন্ধ্যার আগে বাড়ি যায়। রাতের খাবার খেয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বাজারে যায়। রাত সাড়ে ৯টায় তাকে ফোন করলে নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়।

ওই রাতে সোহেল আর বাড়ি ফেরেনি। পুঠিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন জানান, সকালে স্থানীয়রা লাশটি দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। সোহেলের গলায় গামছা প্যাঁচানো ছিল। ধারণা করা হচ্ছে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

ওসি জানান, পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

কালের কণ্ঠ
৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
১৫ রবিউল আউয়াল

কুমিল্লায় নিজ বাসায় মা ও বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রী খুন

পাঁচ জেলায় ৬ খুন, আরো ২ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

কুমিল্লায় নিজ বাসায় খুন হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রী ও তাঁর মা। নারায়ণগঞ্জে এক কিশোর গ্যাং নেতাকে কুপিয়ে এবং ঢাকায় এক রিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন এক গ্যারেজ মালিক। খুলনায় গরুর ধান খাওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদে প্রতিপক্ষের ঘুষিতে মারা গেছেন এক গৃহবধূ।

এ ছাড়া দুই জেলায় উদ্ধার হয়েছে দুই শিশুর লাশ। কালের কণ্ঠের সংশ্লিষ্ট অফিস, নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

কুমিল্লা : নগরীর কালিয়াজুড়ি এলাকা থেকে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী এবং তাঁর মায়ের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রবিবার রাত ২টার দিকে স্থানীয় পিটিআই মাঠসংলগ্ন নেলী কটেজের দ্বিতীয় তলা থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় কুমিল্লা র‍্যাব-১১ অভিযান চালিয়ে আব্দুর রব (৭৩) নামের একজনকে আটক করেছে।

নিহতরা হলেন কুমিল্লা আদালতের সাবেক হিসাবরক্ষক মৃত নুরুল ইসলামের স্ত্রী তাহমিনা বেগম (৪৫) এবং তাঁর মেয়ে সুমাইয়া আরফিন (২৩)। গ্রেপ্তার আব্দুর রব নাঙ্গলকোট উপজেলার বাসিন্দা। তিনি পেশায় একজন কবিরাজ।

এদিকে জোড়া খুনের বিচার ও অভিযুক্তদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেন কুবি শিক্ষার্থীরা। দুই ঘণ্টা পর পুলিশ সুপারের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন তাঁরা।

বাড়ির মালিক আনিসুল ইসলাম রানা জানান, প্রায় চার বছর আগে নুরুল ইসলাম বাড়িটি ভাড়া নেন। গত বছর তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রী তাহমিনা বেগম মেয়ে এবং দুই ছেলে নিয়ে এই বাড়িতে থাকেন। রবিবার রাত ১১টার দিকে তাঁর দুই ছেলে ফয়সাল ও আল-আমিন ঢাকা থেকে বাসায় এসে ঘরের দরজা খোলা দেখতে পান। ঘরে প্রবেশ করে দেখেন মা ও বোন ঘুমিয়ে আছেন। দীর্ঘ সময় পরও সাড়াশব্দ না পেলে জাগাতে গিয়ে দেখেন তাঁরা মৃত।

কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মহিনুল ইসলাম জানান, প্রাথমিকভাবে তাঁদের শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

নারায়ণগঞ্জ : হত্যাসহ একাধিক মামলার আসামি কিশোর গ্যাং নেতা নাহিয়ান ইভোন (৩০) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষ। রবিবার রাতে ইসদাইরে ওসমানী পৌর স্টেডিয়ামের পূর্ব দিকের সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ইভোন ফতুল্লা ইসদাইর এলাকার এম এ আজম বাবুর বড় ছেলে। তিনি জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত নাসিম ওসমানের ছেলে আজমেরী ওসমানের

কুমিল্লায় নিজ বাসায় মা

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ক্যাডার হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন। নিহতের ছোট ভাই মাহিয়ান বলেন, 'আমার ভাই ইন্টারনেট ব্যবসা করতেন। এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী শফিকুল, সাইফুল ও বাবু—এই তিন ভাই চাঁদাবাজি করত। গত রমজানের সময় একটি ভবনে চাঁদা নিতে গেলে ইভোন তাদের বাধা দেন। সেই শত্রুতার জেরে ওরা তিনজনসহ আরো কয়েকজন মিলে আমার ভাইকে কুপিয়ে হত্যা করে।'

ঢাকা : বাড্ডা এলাকায় মাসুদ ওরফে কাজল (৪২) নামের একজন রিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। রবিবার রাত ৩টার দিকে কাঁঠালদিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত কাজলের বাড়ি নেত্রকোনার দুর্গাপুরে। বর্তমানে ভাটারা থানাধীন বালুর মাঠ এলাকায় শাহনাজের গ্যারেজে বসবাস করতেন।

বাড্ডা থানার এসআই মোজাম্মেল হক জানান, এ ঘটনায় সন্দেহভাজন দুজনকে আটক করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম : বাকলিয়া থানার বগারবিল এলাকায় সাজন মিয়া নামের এক গ্যারেজ মালিককে ছুরিকাঘাতে খুন করা হয়েছে। গতকাল পুলিশ ছুরিকাঘাতকারী বায়েজিদ রহমান এবং তাঁর সহযোগী আবু কালামকে গ্রেপ্তার করেছে। এর আগে রবিবার রাতে ওই গ্যারেজ মালিককে খুন করা হয়। বাকলিয়া থানার ওসি ইখতিয়ার উদ্দিন বলেন, সাজন মিয়ার গ্যারেজের পাশেই শ্যালকের দোকানে দই কিনতে গিয়ে তাহের আলী নামের একজনের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। এর জের ধরে পরে তাহের লোকজন নিয়ে সাজনের গ্যারেজে হামলা করেন। তাঁরা বাদশা ও সাজন মিয়াকে মারধর করেন। এক পর্যায়ে সাজন মিয়াকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

খুলনা : ধানক্ষেতে গরুর ধান খাওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে প্রতিপক্ষের ঘুষিতে গৃহবধূ রেখা রানী মণ্ডল (৪২) নিহত হয়েছেন। গতকাল দাকোপ উপজেলার গুনারী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রেখা ওই গ্রামের বিষ্ণুপদ মণ্ডলের স্ত্রী। নিহতের পরিবার ও ইউপি সদস্য মুরারী হালদার জানান, গতকাল রেখা রানীর গরু স্থানীয় মিলন গোলদারের ধানক্ষেতে ঢুকে ধান খাচ্ছিল। এ নিয়ে দুজনের বাগবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে মিলন গোলদার রেখা রানীকে কিল-ঘুষি মারতে থাকলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) : ব্রাহ্মণপাড়া সদর ইউনিয়নের মহালক্ষীপাড়া গ্রামের বসতঘর থেকে ঝিনুক (১২) নামের এক স্কুলছাত্রীর লাশ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। গতকাল বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ব্রাহ্মণপাড়া থানার ওসি (তদন্ত) টমাস বড়ুয়া।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : কসবায় নিখোঁজের এক দিন পর আব্দুল্লাহ নামের একটি শিশুর মরদেহ গতকাল উদ্ধার করা হয়েছে। কায়েমপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামের বাড়ির পাশের খাল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। কসবা থানার ওসি আব্দুল কাদের জানান, এ ঘটনায় কেউ থানায় অভিযোগ করেনি। পরিবারের লোকজন মরদেহ নিয়ে গেছে।

সমকাল
শনিবার । ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ।

বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ

বৃদ্ধ নৈশপ্রহরীকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করলেন যুবদল নেতা

■ কুমিল্লা প্রতিনিধি

কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার সদর বাজারে বৃদ্ধ নৈশপ্রহরীকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছেন উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব ও বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বাজারে এ ঘটনা ঘটে। আহত নৈশপ্রহরী দুলা মিয়ার বাড়ি উপজেলা সদরের পূর্বপাড়া এলাকায়।

দীর্ঘদিন ধরে রাতে বাজারে পাহারার কাজ করে আসা দুলা মিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনার বিচার ও বাজার কমিটির পদ থেকে দেলোয়ারকে বহিষ্কারের দাবিতে শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলা সদরে বিক্ষোভ করেছেন ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় লোকজন। বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটার দিকে বাজার পাহারার মাঝে কিছুটা বিশ্রামের জন্য এক মোড়ে বসেন দুলা মিয়া। এ সময় দেলোয়ার সেখানে গিয়ে হাতে থাকা কাঠ দিয়ে তাঁকে পেটাতে থাকেন।

যুবদল নেতা দেলোয়ার বলেন, ওই পাহারাদার দায়িত্ব পালন না করে বসে মোবাইল চালাচ্ছিল। এ নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়; পরে তাকে মারধর করা হয়।

কালের কণ্ঠ । বুধবার । ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

কিশোরগঞ্জে ব্যবসায়ী, নরসিংদীতে কৃষকসহ ৬ জেলায় ৪ খুন, ২ লাশ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

দেশের বিভিন্ন জেলায় সংঘর্ষ, দাম্পত্য কলহ, প্রতিপক্ষের হামলা ও চুরির অপবাদকে কেন্দ্র করে ছয়জন নিহত হয়েছেন। এসব ঘটনায় আহত হয়েছে আরো কয়েকজন। কোথাও আধিপত্য বিস্তার, কোথাও পুরনো বিরোধ আবার কোথাও পারিবারিক কলহ থেকে ঘটেছে এসব সহিংসতা। পুলিশ জানিয়েছে, বেশ কয়েকটি ঘটনায় তদন্ত চলছে এবং এলাকাগুলোতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

নরসিংদীতে প্রতিপক্ষের গুলিতে কৃষক নিহত : নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার চরমধুয়া ইউনিয়নের সমীবাদ এলাকায় গত সোমবার সন্ধ্যায় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক সদস্য খোকা আলমের বাড়িতে প্রতিপক্ষের হামলায় দুলাল মিয়া (৪৫) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় স্কুলছাত্র নাহিম মিয়া (১৪) গুরুতর আহত হয়। আহত নাহিম বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন; তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এ ঘটনা দীর্ঘদিনের বিবাদ ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধের উত্তেজনার ফল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বরগুনায় অটোচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

গ্রেফতার ২

■ বামনা (বরগুনা) সংবাদদাতা

বরগুনার বামনা উপজেলার পশ্চিম বলইবুনিয়ায় মো. আজিজুল (২৮) নামে এক অটোরিকশা চালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ ছাড়াও হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত একটি ছুরি এবং ছিনতাই হওয়া অটোরিকশাটিও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৮টার দিকে পশ্চিম বলইবুনিয়া ঈদগাহ-সংলগ্ন এলাকায় এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত আজিজুল বড় তালেশ্বর গ্রামের ফারুক সিকদারের ছেলে। তিনি পেশায় একজন অটোরিকশা চালক ছিলেন।

পুলিশ জানায়, রাত ৮টার দিকে অজ্ঞাতনামা তিন-চার জন যাত্রী নিয়ে বের হন আজিজুল। যাত্রীরা তাকে ঈদগাহ-সংলগ্ন কার্পেটিং সড়কে নিয়ে গিয়ে গলার দুই পাশে ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করে হত্যা করে। এরপর লাশ পাশের ডোবায় ফেলে দিয়ে অটোরিকশাসহ পালিয়ে যায়।

পরে স্থানীয় মো. বাদল সড়কে রক্ত দেখতে পান। তার ডাক-চিৎকারে এলাকাবাসী জড়ো হয়ে ডোবায় লাশ শনাক্ত করে পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে বামনা থানার ওসি মো. হারুন অর রশিদ হাওলাদার ও এসআই নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার পরপরই পুলিশ অভিযান চালায়। ওসি হারুন অর রশিদের নেতৃত্বে টিম রাতেই পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া এলাকা থেকে ছিনতাইকৃত অটোরিকশাসহ দুই আসামিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলো হৃদয় (২০) ও সাইফুল (৩৫), এদের বাড়ি একই উপজেলার রামনা ইউনিয়নে বলইবুনিয়া গ্রামে বলে জানিয়েছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার সকালে নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য বরগুনা জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৭ ভাদ্র ১৪৩২
Dhaka : Thursday 11 September 2025

পুঠিয়ায় যুবকের লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধি, পুঠিয়া (রাজশাহী)

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার জেকেরের মোড় নামক স্থানের কলার ক্ষেত থেকে পুঠিয়ার জরমডাঙ্গা গ্রামের নীলতাব আলীর ছেলে সোহেল (২৩) নামের এক ব্যাক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুঠিয়া থানা পুলিশ। নিহতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে,মঙ্গলবার সন্ধার ৭টার পরে তার স্ত্রীকে বলে আমি সিএনজি চালাতে যাব। আমার আসতে রাত হবে। বলে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। পরের দিন বুধবার সকালে ৭:৩০ টার দিকে জেকেরের মোড়ের কলার ক্ষেতে কৃষক মোঃ আব্দুস সালাম তার নিজস্ব কলাবাগানে কাজ করতে গিয়ে ভিকটিম সোহেলের গলায় লুঙ্গি পেঁচানো

বিবস্ত্র অবস্থায় মরদেহ দেখতে পান। তাৎক্ষণিক তিনি স্থানীয়দের জানান এবং পরে খবর পেয়ে পুঠিয়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। হয়। এক পর্যায়ে শত শত এলাকা বাসি দেখতে ভিড় করতে থাকে। নিহতের গলাতে তার লুঙ্গি দিয়ে পেচানো ছিল। সময় পুঠিয়া থানায় খবর দিলে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রামেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এবিষয়ে পুঠিয়া থানা ইনচার্জ কবির হোসেন বলেন, প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার কারণ ও জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত শুরু হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ বলছে, বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা

সংবাদ
মঙ্গলবার ১ আশ্বিন ১৪৩২
Tuesday 16 September 2025

বাগেরহাটে অটো চালকের মরদেহ উদ্ধার

জেলা বার্তা পরিবেশক, বাগেরহাট

বাগেরহাট- ১ আসনের সাবেক এমপি শেখ হেলাল উদ্দিনের এপিএস মো. ফিরোজুল ইসলামের গরুর ফার্মের পরিত্যাক্ত বিল্ডিং থেকে একজন অটো চালকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। খবর পেয়ে বাগেরহাট সদর মডেল থানা পুলিশ রবিবার বিকেলে সদর উপজেলার গোটাপাড়া কালিদিয়া এলাকার ওই ফার্ম থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। মৃতদেহটি বাগেরহাট পৌরসভার মুনিগঞ্জ মহিলা কলেজ রোডের ভাড়াটিয়া অটোবাইক চালক শহিদুল ইসলাম (৪৫) এর বলে নিশ্চিত করেছে প্রত্যক্ষদর্শীরা। তার পিতার নাম মৃত নুর ইসলাম। পুলিশ জানায়, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ও বাগেরহাট সদর মডেল থানা পুলিশ বিকেলে বাগেরহাট চিতলমারী সড়কের মুনিগঞ্জ ব্রীজ টোল প্লাজার কাছেই ঘটনাস্থলে যায় এবং মৃতদেহটি উদ্ধারসহ সুরতহাল রিপোর্ট করে ময়না তদন্তের জন্য বাগেরহাট জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২৭ ভাদ্র ১৪৩২
Dhaka : Thursday 11 September 2025

শেরপুরে অটোরিকশা চালকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, শেরপুর (বগুড়া)

বগুড়ার শেরপুরে নিখোঁজ হওয়ার নয় দিন পর অটোরিকশা চালক আবু বক্কর সিদ্দিকের (৪০) অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে উপজেলার বাগড়া তালপুকুর এলাকার একটি জলাশয় থেকে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে।

সম্প্রতি নতুন ব্যাটারি লাগানোর পরই তিনি নিখোঁজ হয়েছিলেন। স্বজন ও স্থানীয়দের ধারণা, সেই ব্যাটারির জন্যই তাকে হত্যা করা হয়েছে। নিহত আবু বক্কর সিদ্দিক শেরপুর উপজেলার কুসুম্বী ইউনিয়নের গোসাইবাড়ী কলোনী এলাকার দেলোয়ার হোসেনের ছেলে। আবু বক্করের দুই ছেলে রয়েছে, যাদের বয়স ১২ ও ৫ বছর। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে এখন দিশেহারা স্ত্রী ও দুই সন্তান।

স্থানীয়রা জানান, সম্প্রতি একটি বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে আবু বক্কর অটোরিকশায় নতুন ব্যাটারি লাগিয়েছিলেন। এরপর গত ৩০ আগস্ট থেকে তিনি নিখোজ হন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। গত মঙ্গলবার বিকালে বাগড়া তালপুকুর এলাকায় একটি জলাশয়ে অর্ধগলিত মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে এবং তার স্বজনদের খবর দেয়। পোশাক দেখে পরিবারের সদস্যরা আবু বক্করকে শনাক্ত করেন।

শেরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এস.এম. মঈনুদ্দীন বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যেই আবু বক্করকে হত্যা করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চলছে।

সময়ের আলো
বুধবার। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাসচালকের মরদেহ

● ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠির সদর উপজেলার নবগ্রাম ইউনিয়নের সাচসেনা গ্রামে জাকির হোসেন ঢালী (৫০) নামে এক বিআরটিসি বাসচালকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। জাকির হোসেন দুই সন্তানের জনক এবং সাচসেনা গ্রামের মৃত আলাউদ্দিন ঢালীর ছেলে।

সমকাল রোববার ৷ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

দিনদুপুরে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

■ সমকাল ডেস্ক

ঢাকায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে সগির আহমেদ নামে এক যুবককে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের শুভাঢ্যা ইউনিয়নের চুনকুটিয়া নাজিরেরবাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সগির শুভাঢ্যা উত্তরপাড়া এলাকার আমির হোসেনের ছেলে। তিনি ইসলামপুরে একটি কাপড়ের দোকানের কর্মচারী।

এলাকাবাসী ও পারিবারিক সূত্র জানায়, সগির (২৫) আট বছর আগে বিয়ে করেন। দুই বছর আগে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়। কিছুদিন পর আবার তারা সংসার শুরু করেন। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে নাজিরেরবাগ এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন সগির। গতকাল সকালে সেই বাসা থেকে দোকানে যাওয়ার উদ্দেশে বের হন। ৯টার দিকে নাজিরেরবাগ সড়কে পৌঁছাতেই দুর্বৃত্তরা অস্ত্র দিয়ে তাঁর ঘাড়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। দুপুরে মরদেহ উদ্ধার করে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড) হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ।

নিহতের স্ত্রী টিনা আক্তার জানান, সকালে দোকানে যাওয়ার কথা বলে বের হয়েছিলেন সগির। কিছুক্ষণ পর টিনা খবর পান, তাঁর স্বামীকে হত্যা করে ফেলে রাখা হয়েছে। টিনা বলেন, 'আমার স্বামীর কারও সঙ্গে শত্রুতা ছিল না। কেন এমন হলো, বুঝতে পারছি না।'

কেরানীগঞ্জ থানার ওসি সৈয়দ মোহাম্মদ আক্তার হোসেন বলেন, এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে মনে হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

- নেত্রকোনায় বাড়ি থেকে ডেকে তরুণকে পিটিয়ে খুন
- ফরিদপুরে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই নিহত
- মানিকগঞ্জে নদীতে ভাসছিল যুবকের মরদেহ

তরুণকে পিটিয়ে হত্যা

নেত্রকোনায় পূর্ববিরোধের জেরে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে জাহাঙ্গীর আলমকে (১৯) পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার রাতে সদর উপজেলার কাইলাটি ইউনিয়নের চল্লিশাকান্দা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। জাহাঙ্গীর ওই গ্রামের আলী উসমানের ছেলে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, জাহাঙ্গীরের বড় ভাই আলমগীরের কাছ থেকে টাকা ধার নেন একই এলাকার রনি মিয়া ও অরঙ্গরাজ গ্রামের তরিকুল ইসলাম। পাওনা টাকা চাইলে তারা 'দিই-দিচ্ছি' বলে ঘোরাতে থাকেন। গত বৃহস্পতিবার আলমগীর ও জাহাঙ্গীর ওই দুজনের কাছ থেকে পাওনা টাকা আদায় করেন। পরে ওই দুই যুবক মধ্যস্থতাকারী রনির কাছে নালিশ করেন। এ ঘটনায় রনি ক্ষিপ্ত হয়ে শুক্রবার রাত পৌনে ৯টার দিকে লোকজন নিয়ে জাহাঙ্গীরের বাড়ির সামনে হাজির হন। জাহাঙ্গীরকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হকিস্টিক, রড ও লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকেন। আহত জাহাঙ্গীর রাত ১১টার দিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।

ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় পারিবারিক কলহের জেরে ছোট ভাইয়ের বঁটির কোপে বড় ভাই নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে ভাঙ্গা উপজেলার তুজারপুর ইউনিয়নের ভদ্রাসন গ্রামে আহত হন তিনি। রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। নিহত সালাউদ্দিন শেখ (৩৫) ভদ্রাসন গ্রামের শাজাহান শেখের ছেলে। তিনি ঢাকার কেরানীগঞ্জে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত আলাউদ্দিন শেখ পলাতক।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, পাঁচ ভাই ও এক বোনের মধ্যে সালাহউদ্দিন সবার বড়। আলাউদ্দিন ভাইবোনের মধ্যে সেজো। শুক্রবার সকালে ঢাকা থেকে বাড়ি ফেরেন সালাহউদ্দিন। পারিবারিক একটি সমস্যা নিয়ে আলাউদ্দিনের সঙ্গে তাঁর বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে লাঠি দিয়ে সেজো ভাইকে আঘাত করেন সালাহউদ্দিন। এতে আলাউদ্দিন ক্ষিপ্ত হয়ে বঁটি দিয়ে বড় ভাইকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে যান।

নদীতে যুবকের মরদেহ

মানিকগঞ্জে কালীগঙ্গা নদী থেকে অজ্ঞাতনামা এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার সদর উপজেলার নবগ্রাম ইউনিয়নের বেংরই এলাকা থেকে নদীতে ভাসমান অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। পরিচয় শনাক্তে কাজ করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

(সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির পাঠানো তথ্য)

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
২৮ ভাদ্র ১৪৩২, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

কামরাঙ্গীরচরে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে রিকশাচালক নিহত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে এক ব্যাটারিচালিত রিকশাচালক নিহত হয়েছেন। তার নাম আকরাম হোসেন (২৭)। বৃহস্পতিবার ভোররাতে কামরাঙ্গীরচর মুন্সিহাটি মুড়ির ফ্যাক্টরির সামনে এ ঘটনা ঘটে। পরে আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পর বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

পথচারী মো. শামিম মিয়া জানান, বৃহস্পতিবার ভোররাত সাড়ে ৪টার দিকে মুন্সিহাটি মুড়ির ফ্যাক্টরির সামনে ছিনতাইকারীরা একটি ব্যাটারিচালিত রিকশা আটক করে চালকের ঘাড়ের বাম পাশে এবং পেটের বাম পাশে ছুরিকাঘাত করে তার টাকা ও মোবাইল ফোন নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে আশপাশের লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। গতকাল রাত ৮টার দিকে তিনি মারা যান। পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গে পাঠিয়েছে।

যুগান্তর | বুধবার ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
tutorial.jugantor@gmai

আদাবরে মাদক ব্যবসায়ীদের ছুরিকাঘাতে কেয়ারটেকার নিহত

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর আদাবরে মাদক বিক্রেতাদের হামলায় রিপন সরদার (৪২) নামে এক কেয়ারটেকার নিহত হয়েছেন। এ সময় হামলাকারীরা তার স্ত্রীকেও আহত করে বলে অভিযোগ স্বজনদের। নিহত রিপন সরদার ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলার ফুলকাইচা গ্রামের আবুল কালামের ছেলে। তিনি আদাবর ১০ নম্বর রোডের বালুর মাঠ এলাকার রহমান মিয়ার বাড়ির কেয়ারটেকার হিসাবে কাজ করতেন। বাড়ির সামনেই একটি চায়ের দোকান চালাতেন তিনি। রিপনের ছেলে ইমন সরদার জানান, তাদের গলিতে দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় কয়েকজন যুবক মাদক বিক্রি করে আসছিল। এ নিয়ে দুদিন আগে তার বাবার সঙ্গে রবিউল নামে এক মাদক বিক্রেতার ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে রিপন তাকে তাড়িয়ে দেন। ইমন অভিযোগ করে বলেন, মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে রবিউলের ইন্ধনে ফর্মা জামাল, বেলচা মনির ও তার ভাই বাবুসহ ১০-১২ জন সন্ত্রাসী তাদের বাসায় হামলা চালায়। কয়েকজন ভেতরে ঢুকে রিপনকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে গুরুতর আহত করে। এ সময় রিপনের স্ত্রী আরজু বেগমকেও মারধর করা হয়। পরিবারের অভিযোগ, শুধু হামলাই নয়—সন্ত্রাসীরা ঘরে থাকা নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকারও লুট করে নিয়ে যায়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ॥

কৃষকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার সিংহাটি মাঠে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় আবদুস সালাম (৪৫) নামে এক কৃষকের লাশ গতকাল উদ্ধার করেছে পুলিশ। সালাম মিরপুর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া গ্রামের আবুল কালাম বিশ্বাসের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, সিংহাটি গ্রামের মাঠে কাঁঠাল গাছে ওড়না দিয়ে ফাঁস নেয়া অবস্থায় লাশ দেখতে পান এলাকাবাসী। বিষয়টি বারাদি পুলিশ ক্যাম্পে জানানো হয়। বারাদি পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই রেজাউল করিম বলেন, স্থানীয়দের ভাষ্যমতে আবদুস সালাম মানসিক রোগে ভুগছিলেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। -মেহেরপুর প্রতিনিধি

দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার

৩১ ভাদ্র ১৪৩২, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আশুলিয়ায় সন্তানসহ শ্রমিক দম্পতির লাশ উদ্ধার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় একই পরিবারের তিন সদস্যের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রবিবার রাতে আশুলিয়ার ইয়ারপুর ইউনিয়নের নরসিংহপুর এলাকার আবুল হোসেনের টিনশেড বাড়ির একটি কক্ষ থেকে লাশগুলো উদ্ধার করা হয়। নিহতরা হলেন বগুড়া জেলার ধুনট থানার নলডাঙ্গা গ্রামের রুবেল আহমেদ, তার স্ত্রী বগুড়ার বড়িতলি গ্রামের বাসিন্দা সোনিয়া আক্তার এবং তাদের পাঁচ বছর বয়সি একমাত্র কন্যা জামিলা। নিহত রুবেল পেশায় রাজমিস্ত্রী ও তার স্ত্রী পোশাক কারখানার শ্রমিক ছিলেন।

নিহতদের মধ্যে রুবেলকে ঝুলন্ত অবস্থায় এবং স্ত্রী সোনিয়া ও শিশু জামিলাকে বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েক মাস আগে রুবেল তার স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে আবুল হোসেনের বাড়ির টিনশেডের একটি কক্ষে ভাড়া ওঠেন। গতকাল বিকাল থেকে ঐ পরিবারটির কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে স্থানীয়রা সন্দেহ করেন। পরে তারা থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে কক্ষের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে তাদের লাশ দেখতে পান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শিশুটির মুখ থেকে তীব্র বিষের গন্ধ পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, বিষ প্রয়োগে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে স্ত্রী সোনিয়াকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ।

আশুলিয়া থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মজিবুর রহমান জানান, পারিবারিক কলহের জেরে রুবেল প্রথমে স্ত্রী ও সন্তানকে হত্যা করে পরে আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিতভাবে বলা যাবে।

যুগান্তর

শুক্রবার ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২

শ্বশুরবাড়ির সেপটিক ট্যাংকে মিলল নিখোঁজ কৃষকের লাশ

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) প্রতিনিধি

দেবিদ্বারে নিখোঁজের এক মাস পর আব্দুল করিম ভূঁইয়া (৫২) নামের এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টায় রসুলপুর গ্রামের কাশেম চেয়ারম্যান বাড়ির মৃত ইউনুছ মিয়ার সেপটিক ট্যাংক থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত করিম ভূঁইয়া বড়শালঘর গ্রামের মৃত আবুল কাশেম ভূঁইয়ার ছেলে। মৃত ইউনুছ মিয়া তার শ্বশুর। জানা যায়, করিম ভূঁইয়া ১৩ আগস্ট খরমপুর মাজারে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন। খোঁজাখুঁজি ব্যর্থ হলে তার বড় ভাই আমির হোসেন ভূঁইয়া ১৬ আগস্ট দেবিদ্বার থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন। এক মাস পর ১৭ সেপ্টেম্বর রাতে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি আমির হোসেনের মোবাইলে ফোন দিয়ে জানায়, করিমকে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন হত্যা করে লাশ লুকিয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশসহ তিনি শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে সেপটিক ট্যাংকের ভেতর থেকে লাশ উদ্ধার করেন। এ ঘটনায় করিম ভূঁইয়ার স্ত্রী তাসলিমা আক্তার, দুই ছেলে তানভির ও তৌহিদ এবং দুই শ্যালক মোজ্জামেল ও ইসরাফিলকে আটক করেছে পুলিশ। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কুমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দেবিদ্বার থানার ওসি শামছুদ্দিন মোহাম্মদ ইলিয়াস জানান, এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নিহতের পরিবার হত্যাকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেছে।

সংবাদ

ঢাকা : শনিবার ৫ আশ্বিন ১৪৩২
Dhaka : Saturday 20 September 2025

ফকিরহাট ইউপির বারান্দা থেকে শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার

জেলা বার্তা পরিবেশক, বাগেরহাট

বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলার সদর ইউনিয়ন পরিষদের বারান্দা থেকে হায়দার হাওলাদার (৬০) নামের একজ ইটভাঙ্গা শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে ফকিরহাট থানা পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে লাশের সুরতহাল শেষে ময়না তদন্তের জন্য বাগেরহাট জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরন করেছে। ইটভাঙ্গা শ্রমিক হায়দার হাওলাদার বাগেরহাট সদর উপজেলার যাত্রাপুর খলসি এলাকার মৃত আক্তার হাওলাদারের ছেলে। এ লাশ উদ্ধারের বিষয়ে বাগেরহাট পুলিশ অফিসের মিডিয়া সেলের পুলিশ পরিদর্শক মোঃ সালাউদ্দিন জানান, শ্রমিক হায়দার হাওলাদার ফকিরহাট সদর ইউনিয়ন পরিষদের পিছনে জনৈক শেখ জিন্নাত আলী বাবুর বাড়ীতে ভাড়া থাকেন। বুধবার রাত ১০ টার দিকে সে ফকিরহাট সদর ইউনিয়ন পরিষদের বারান্দায় গিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে সেখানে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। খবর পেয়ে ফকিরহাট থানা পুলিশ মৃতদেহটি হেফাজতে নেয় এবং মৃত্যুর কারন উদঘাটনে ময়না তদন্তের জন্য লাশ বাগেরহাট সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।

NEW AGE

SEPTEMBER 30, 2025,

RMG worker stabbed dead in city

United News of Bangladesh · Dhaka

A 28-YEAR-OLD young man was stabbed to death by miscreants in Pallabi area of Dhaka Monday afternoon.

The deceased is Md Rifat, a worker of a garment factory and son of Sagar Mia of Shariatpur district.

Quoting witnesses, inspector Md Faruk, in-charge of Dhaka Medical College and Hospital police camp, said that three to four people attacked Rifat and stabbed him indiscriminately in front of Pallabi police station while returning to his home at around 4:30pm.

দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার

৩১ ভাদ্র ১৪৩২, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

চট্টগ্রামে নির্মাণাধীন ভবনের নিরাপত্তারক্ষীর মরদেহ উদ্ধার

■ চট্টগ্রাম অফিস

নগরীর দেওয়ান বাজার এলাকা থেকে সুভাষ দেবনাথ নামে এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রবিবার রুমঘাটা আবাসিক এলাকার সামনে একটি নির্মাণাধীন ভবন থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে, সুভাষ দেবনাথ নগরীর হাজারী গলি এলাকার বাসিন্দা। তিনি ঐ ভবনের নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

দাউদকান্দিতে অটোচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

■ দাউদকান্দি (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

দাউদকান্দি বাজারের অটোচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহতের নাম ফাহিম (১২)। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দাউদকান্দি মডেল থানার ওসি মো. জুনায়েত চৌধুরী।

জানা গেছে, অটোচালক ফাহিম দাউদকান্দি পৌর বাজারে অটোরিকশা চালাত। গত বুধবার সকালে সে অটো নিয়ে বের হলেও রাতে আর বাসায় ফেরেনি। রাতভর নিখোঁজ থাকার পর বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় স্থানীয় বাসিন্দারা লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে উপজেলার উত্তর নসরুউদ্দী স্লুইসগেট এলাকায় গিয়ে পুলিশ ফাহিমের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। দাউদকান্দি মডেল থানার ওসি জুনায়েত চৌধুরী বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি দুষ্কৃতিকারীরা ফাহিমকে হত্যা করে অটোরিকশা নিয়ে চলে গেছে। তদন্ত অব্যাহত আছে। অপরাধীদের আটক করতে পুলিশ মাঠে নেমেছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

রবিবার ॥ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ইজিবাইক চালক হত্যা যুবক গ্রেপ্তার

বান্দরবান প্রতিনিধি

বান্দরবানের রোয়াংছড়িতে ইজিবাইক চালককে হত্যার অভিযোগে রাজন্ত তঞ্চঙ্গা (২৩) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল ভোরে তাকে আটক করা হয়। জেলা পুলিশের মুখপাত্র এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল করিম জানান, গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে উপজেলার নাথিংঝিরি পুনর্বাসন পাড়ায় ইজিবাইক চালক অমন্ত সেন তঞ্চঙ্গাকে (৪৬) হত্যা করে লাশ তারাছাখালে ভাসিয়ে দেন রাজন্ত। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার কালাঘাটা কাশেমপাড়া সংলগ্ন সাঙ্গু নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। পুলিশের কয়েকটি টিম হত্যাকাণ্ডের মূল হোতাকে ধরতে কাজ শুরু করে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সন্দেহভাজন রাজন্তকে আটক করে পুলিশ। আটকের পর তিনি হত্যার কথা স্বীকার করেন।

যুগান্তর

রোববার ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৩ আশ্বিন ১৪৩২

চকবাজারে ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেল শ্রমিকের

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর চকবাজারে ছুরিকাঘাতে আহত আমিরলাল সরদার চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মারা গেছেন। শুক্রবার সকালে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। রাত ৯টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। ঘটনার পর থেকেই তার সহকর্মী হেলাল পলাতক রয়েছেন। এ কারণে তাকেই সন্দেহ করছে পুলিশ।

চকবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ আশরাফুজ্জামান বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে সহকর্মীর ছুরিকাঘাতে আমিরলাল আহত হন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে ও বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে।

জানা গেছে, আমিরলাল সরদার মাদারীপুর সদর উপজেলার চাপাতলী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি তালেব সরদারের ছেলে। ঢাকার মিটফোর্ড কালীবাড়ি এলাকার একটি প্লাস্টিক সামগ্রীর গোডাউনে কাজ করতেন। সেখানেই তিনি থাকতেন। একই গোডাউনে তার সহকর্মী হেলাল নামের এক যুবকও থাকত।

আমিরলালের চাচাতো ভাই মো. জসিম সরদার বলেন, সকালে কারখানার মালিক আমির হোসেন গোডাউনে গিয়ে আমিরলালকে রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন। পরে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুকে ও পেটে একাধিক ছুরিকাঘাতের কারণে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তার মৃত্যু হয়।

যুগান্তর

শুক্রবার ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

কালিয়াকৈরে ছুরিকাঘাতে কর্মচারী খুন

ঘাতককে পুলিশে সোপর্দ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈর পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের পূর্ব চান্দরা সরকার বাড়ি বাজার এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে মুরগির দোকানের কর্মচারীকে অপর কর্মচারী ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে। নিহত হলেন, যশোরের কেশবপুর উপজেলার ভান্ডাখুলা গ্রামের মোবারক মোড়লের ছেলে আকবর আলী। ওই ঘটনায় আরেক কর্মচারী লিমন হোসেনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

জানা যায়, আকবর আলী মিন্টু মিয়ার মুরগির দোকানের কর্মচারী থাকায় তার বাড়িতে থাকতেন। বৃহস্পতিবার সকালে দোকানের ভেতরে দুই কর্মচারীর মধ্যে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে লিমন ছুরিকাঘাত করে আকবর আলীকে। আকবর আলীকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনার পর কর্মচারী লিমন পালিয়ে যাওয়ার সময় এলাকাবাসী তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ হাসপাতাল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

দেশ রূপান্তর

শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

কালিয়াকৈরে তর্কের জেরে সহকর্মীকে ছুরিকাঘাতে খুন

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে তর্কের জেরে সহকর্মীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে অন্য সহকর্মী। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে কালিয়াকৈর উপজেলার পূর্বচান্দরা এলাকায় এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় তার সহকর্মীকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে এলাকাবাসী। নিহত আকবর হোসেন যশোরের কেশবপুর উপজেলার ভাণ্ডার খোলা এলাকার মোবারক মোড়লের ছেলে। আটক লিমন কুড়িগ্রামের রৌমারি থানার মিয়ারচর এলাকার মিজানুর রহমানের ছেলে।

এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আকবর হোসেন দীর্ঘদিন ধরে কালিয়াকৈর উপজেলার পূর্বচান্দরা এলাকায় এক পোলট্রি ফিডের দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করে আসছিলেন। তিনি ছাড়াও ওই দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করেন লিমন হোসেন। গতকাল সকালে ওই দোকানের ভেতরে তাদের দুজনের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। এর জেরেই হঠাৎ করে লিমন তার সহকর্মী আকবরকে ছুরিকাঘাত করেন। এতে গুরুতর আহত হন আকবর। ঘটনার পর লিমন পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে আটক করে এলাকাবাসী। পরে তারা লিমনকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন। এদিকে গুরুতর আহত অবস্থায় আকবরকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এরপর পুলিশ লাশ গ্রহণ করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

কালিয়াকৈর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম জানান, এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

রবিবার ॥ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ছুরি মেরে চা দোকানি হত্যা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও জয়পুরহাট প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে ছুরি মেরে দোকানিকে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলার আতুকোড়া গ্রামের বড়হাটি এলাকায় শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম রহমান মিয়া (২৮)। তিনি ওই গ্রামের শফিক মিয়ার ছেলে ও পেশায় চা বিক্রেতা।

স্থানীয় ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, রহমান মিয়া রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরেন। স্ত্রীকে রাতের খাবার প্রস্তুত করতে বলে ঘরের বাইরে টয়লেটে যান। কয়েক মিনিট পর রহমানের চিৎকারে পরিবার ও আশপাশের লোক ছুটে এসে বাড়ির পাশে রাস্তায় তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক রহমানকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের মা রকিলা বেগম বলেন, রাতে বাড়ির পাশে ছেলের চিৎকার শুনে বের হয়ে দেখি ৩-৪ জন তাকে ফেলে দৌড়ে চলে যাচ্ছে। নিহতের ভাই ইমন মিয়া বলেন, রাতে ঘরে মোবাইল নিয়ে কাজ করছিলাম। হঠাৎ ভাইয়ের চিৎকার শুনে বের হয়ে দেখি কয়েকজন ছুরি আর লোহার রড দিয়ে ভাইকে মারতেছে। নাসিরনগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) তানভির আহমেদ বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত রিপোর্ট পেলে বিস্তারিত জানা যাবে।

তিন দিন পর শিশুর বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার

এদিকে নিখোঁজের তিন দিন পর জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলায় তাসনিয়া খাতুন (১০) নামে এক শিশুর বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার শালবন গ্রামে লাশটি পাওয়া যায়। তাসনিয়া শালবন গ্রামের এরশাদুল ইসলামের মেয়ে ও তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বুধবার বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয় তাসনিয়া। বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। শুক্রবার রাতে প্রতিবেশী একরামুলের বাড়ির গোয়ালঘরে বস্তাবন্দি অবস্থায় তার লাশ পাওয়া যায়। ঘটনা জানাজানি হলে একরামুল পালিয়ে যান। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। একরামুলের স্ত্রীসহ দুই নারীকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ক্ষেতলাল থানার ওসি আ. করিম জানান, ঘটনা তদন্ত করে আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রোববার ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
যুগান্তর

গরু বিক্রি নিয়ে বিরোধ

জীবননগরে কৃষক দুই ভাইকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা

চুয়াডাঙ্গা ও জীবননগর প্রতিনিধি

গরু কেনাবেচা কেন্দ্র করে বিরোধের জেরে চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে আপন দুই ভাইকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষ। শনিবার সকালে উপজেলার উথলী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত কৃষক আনোয়ার হোসেন মিন্টা ও হামজা আলী গ্রামের বড় মসজিদপাড়ার মৃত খোদাবক্স মন্ডলের ছেলে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, শনিবার সকালে উথলী গ্রামের ৭২নং ব্রিজ মাঠে কৃষিকাজ করতে যান হামজা (৪৫) ও তার ভাই মিন্টা (৬০)। সকাল ৮টার দিকে ৮-১০ জন মিলে লাঠি ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর হামলা

জীবননগরে কৃষক দুই ভাইকে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করে। এ সময় দুভাইকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে জখম করে চলে যায় তারা। দুজনকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেন স্থানীয়রা। সেখানে নেওয়ার আগেই মারা যান হামজা। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান মিন্টা। নিহতদের ভাই তোতা মিয়া বলেন, পাঁচ মাস আগে গরু বেচাকেনা নিয়ে প্রতিবেশী নিজাম আলী ওরফে খোকার সঙ্গে আমার ভাই হামজার বিরোধ সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে মারামারিও হয়। ওই ঘটনার জেরে সকালে তারা আমার দু'ভাইকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করেছে।

এলাকাবাসী জানায়, পাঁচ মাস আগে হামজা একটি গরু বিক্রির জন্য খোকার সঙ্গে দামদর ঠিক করেন। পরদিন গরুটি খোকার দেওয়া মূল্যের চেয়ে পাঁচ হাজার টাকা বেশি পাওয়ায় অন্যজনের কাছে বিক্রি করে দেন। এই নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। ওই সময় মিন্টা, হামজাসহ তার লোকজন খোকাকে মারধর করেন। খোকা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসা নেন। মারামারির ওই ঘটনায় মামলা হলে তা বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। ওই ঘটনার জের ধরে প্রতিপক্ষের লোকজন এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়।

জীবননগর থানার ওসি মামুন হোসেন বিশ্বাস বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। ঘটনার পর হামলাকারীরা পালিয়ে গেছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। জড়িতদের ধরতে পুলিশের অভিযান চলছে।

দেশ রূপান্তর সোমবার, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

উত্তরবঙ্গ ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের বাঘাবাড়ী প্রধান কার্যালয়ে ভাঙচুরের প্রতিবাদে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে বাঘাবাড়ী বন্দর এলাকায় গতকাল শ্রমিকরা ঢাকা-পাবনা মহাসড়ক অবরোধ করেন ■ দেশ রূপান্তর

শাহজাদপুরে শ্রমিক বিক্ষোভ মহাসড়ক অবরোধ

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি

উত্তরবঙ্গ ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের বাঘাবাড়ী প্রধান কার্যালয়ে ভাঙচুরের প্রতিবাদে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে বাঘাবাড়ী বন্দর এলাকায় ঢাকা-পাবনা মহাসড়ক ৫ ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ট্যাংকলরির শ্রমিকরা।

গতকাল রবিবার সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ ট্যাংকলরি শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করলে ঢাকা-পাবনা মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন হাজারো যাত্রী ও পরিবহন শ্রমিকরা। এ সময় বাঘাবাড়ী ডিপো থেকে জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।

খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. কামরুজ্জামান বাঘাবাড়ী বন্দর এলাকায় ট্যাংকলরি শ্রমিকদের অভিযোগ শুনে ন্যায্য বিচারের আশ্বাস দিলে বেলা ১টায় শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন। এরপর মহাসড়কের যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

জানা গেছে, উত্তরবঙ্গ ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর বাঘাবাড়ী এলাকায় বড়াল নদীতে নৌকা বাইচের আয়োজন করা হয়। গত শনিবার সন্ধ্যার পর উত্তরবঙ্গ ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের বাঘাবাড়ী কার্যালয়ে একটি সালিশে যান বাঘাবাড়ী নৌবন্দর ইজারাদার ও উপজেলার পোতাজিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনিছুর রহমান। এ সময় তার সঙ্গে ১০-১৫ জন লোক ছিলেন।

উত্তরবঙ্গ ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি মো. জহুরুল ইসলাম অভিযোগ করেন, এদিন আলোচনায়

কার্যালয়ে ভাঙচুরের প্রতিবাদ

আনিছুর ও তার লোকজন দাবি করেন নৌকাবাইচ বাঘাবাড়ী নৌবন্দর এলাকায় হবে। তাই সব নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে থাকবে। প্রধান অতিথি তাদের পছন্দের লোককে রাখতে হবে।

এ সময় ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আজিজুর রহমান আপত্তি করে বলেন, 'আপনারা অন্য একটি সালিশের বিষয় নিয়ে এসে নৌকাবাইচের কথা কেন বলছেন। এ কথা শুনে আনিছুর উত্তেজিত হয়ে ট্যাংকলরি শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় তার সঙ্গে থাকা লোকজন চেয়ার ভাঙচুর করেন এবং দেখে নেওয়ার হুমকি দেন।'

তবে আনিছুর এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'নৌকাবাইচে আমাদের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় আমরা বের হয়ে আসি। আজ (গতকাল রবিবার) সকালে জানতে পারি আমি নাকি ট্যাংকলরি অফিসের চেয়ার ভাঙচুর করেছি ও চাঁদা চেয়েছি।'

এদিকে বাঘাবাড়ী নৌবন্দর এলাকায় গতকাল রবিবার গিয়ে দেখা গেছে, বিক্ষুব্ধ ট্যাংকলরি শ্রমিকরা চাঁদাবাজি ও অফিসে ভাঙচুরের অভিযোগ তুলে মহাসড়কে বিক্ষোভ করছেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কামরুজ্জামান বলেন, 'ট্যাংকলরি শ্রমিকদের অভিযোগ শুনেছি। যারা ট্যাংকলরি শ্রমিক অফিস ভাঙচুর করেছেন তারা তাদের গ্রেপ্তারের দাবি করেছেন। আমি তাদের থানায় অভিযোগ দিতে বলেছি।'

তবে ট্যাংকলরি শ্রমিকরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিচার না পেলে মহাসড়ক অবরোধ করে সব কিছু অচল করে দেওয়া হবে।

প্রথম আলো • সোমবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

পরিবহনশ্রমিকদের দেড় ঘণ্টা সড়ক অবরোধ, তীব্র যানজট

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর মহাখালী বাস টার্মিনাল এলাকায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পরিবহনশ্রমিকেরা। এতে ওই এলাকার সড়কগুলোতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর শ্রমিকেরা সড়ক থেকে সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

গতকাল রোববার বেলা দেড়টার দিকে হঠাৎ করেই পরিবহনশ্রমিকেরা মহাখালী রেলগেট থেকে নাবিস্কো পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে বাস দাঁড় করিয়ে রাখেন। এ সময় সড়কে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

শ্রমিকেরা অভিযোগ করেন, একতা পরিবহনের চালক ও শ্রমিকদের সঙ্গে তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনায় তাঁদের কয়েকজনকে পুলিশ 'হয়রানি' করেছে। পুলিশের কর্মকর্তারা শ্রমিকনেতাদের গায়ে হাত তুলেছেন বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। প্রতিবাদে অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন শ্রমিকেরা।

এ ঘটনায় মহাখালী, বনানী ও তেজগাঁও এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। চরম ভোগান্তিতে পড়েন চলাচলকারীরা। বেলা তিনটার দিকে সড়ক ছেড়ে দেন বিক্ষোভকারী শ্রমিকেরা। এতে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

পুলিশের গুলশান ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) জিয়াউর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, শিক্ষার্থী ও শ্রমিকদের মধ্যে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। পরে শ্রমিকেরা সড়ক থেকে সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

৮ দফা দাবি

খুলনায় পাটকল শ্রমিকদের অবস্থান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা

পতিত আওয়ামী সরকারের প্রজ্ঞাপন বাতিল করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় দেশের ২৫টি পাটকল চালু, সব পাওনা পরিশোধসহ আট দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন বন্ধ করা পাটকলের শ্রমিকরা। খুলনার খালিশপুরে ক্রিসেন্ট জুট মিলগেটে অর্ধবেলা (সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত) এ কর্মসূচি পালন করেন তারা।

খুলনা-যশোর অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় পাটকল রক্ষা কমিটির আয়োজনে অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন রাষ্ট্রীয় পাটকল রক্ষা কমিটি খুলনা-যশোর অঞ্চলের আহ্বায়ক মো. শমসের আলম, খুলনা মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক শ্রমিক নেতা আবুল কালাম জিয়া, খালিশপুর থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক বিপ্লবুর রহমান কুদ্দুস ও শ্রমিক নেতা ওমর ফারুক।

কর্মসূচিতে বক্তারা অবৈধ প্রজ্ঞাপন বাতিল, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সব পাটকল চালু, শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ, পাটকলের যন্ত্রাংশ চুরি ও লুটপাটকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ, পাটকল বন্ধের সঙ্গে জড়িত পাট মন্ত্রণালয় এবং বিজেএমসির কর্মকর্তাদের বিচারসহ আট দফা দাবি জানান তারা।

কালের কণ্ঠ ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

কুড়িলে শ্রমিকদের সড়ক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর কুড়িলে সড়ক অবরোধ করেছেন পোশাক শ্রমিকরা। বেতন-ভাতার দাবিতে কুড়িলে সড়কের উভয় পাশের লেন অবরোধ করেন তাঁরা। এতে সড়কের দুই পাশের লেনে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়ে নগরবাসী। গতকাল বুধবার দুপুর ১২টার দিকে কুড়িলে ইউরো জোন ফ্যাশন গার্মেন্টসকর্মীরা সড়ক অবরোধ করেন।

পরে বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধের আশ্বাসে প্রায় চার ঘণ্টা পর সড়ক ছাড়েন অবরোধকারীরা। বিকেল পৌনে ৪টার দিকে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নিলে ওই সড়কে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। তবে তীব্র যানজটে রাত ৮টা পর্যন্ত কুড়িল থেকে বাড্ডামুখী সড়কে গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ ছিল। দিনভর চলা যানজট তখনো কাটেনি।

এর আগে গতকাল দুপুরে সড়ক অবরোধ করা হলে গুলশান ট্রাফিক বিভাগ এ বিষয়ে নগরবাসীকে অবগত করে বিকল্প সড়ক ব্যবহারের পরামর্শ দেয়।

ফেসবুকে এক পোস্টে গুলশান ট্রাফিক বিভাগ জানায়, কুড়িলে ইউরো জোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের প্রায় ৫০০ কর্মী বেতন-ভাতার দাবিতে ইনকামিং ও আউটগোয়িং রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে কুড়িল থেকে বাড্ডার দিকে ও বাড্ডা থেকে কুড়িলের দিকে কোনো গাড়ি যেতে পারছে না। ঘটনাস্থলে থানার অফিসার ও ফোর্স নিয়োজিত রয়েছে।

এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত রুটে ডাইভারশন দেওয়া হচ্ছে—খিলক্ষেত থেকে ফ্লাইওভার ব্যবহার না করে নিচ দিয়ে মহাখালী হয়ে বনানীর দিকে যেতে বলা হয়। রামপুরার দিক থেকে কুড়িলের দিকের যানবাহনগুলো বাড্ডা লিংক রোড হয়ে গুলশান-১, গুলশান-২ হয়ে উত্তরার দিকে যাওয়ার জন্য পথ খুলে দেওয়া হয়। এ ছাড়াও রামপুরার দিক থেকে এসে নতুন বাজার হয়ে গুলশান-২ দিয়ে উত্তরের দিকে যাওয়ার পথ, আর যারা রামপুরার দিকে যেতে চেয়েছে তাদের ওপরের ভাইস ভার্সা রুটে কুড়াতলী হয়ে মহাখালী রুটে কাকলী হয়ে অথবা আমতলী হয়ে অথবা তেজগাঁও হয়ে গন্তব্যে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা সড়কে আটকে ছিল অথবা যারা না জেনে কুড়িল-বাড্ডা সড়কে ঢুকে পড়ে, তাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকতে হয়।

গুলশান ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) জিয়াউর রহমান জানান, দুপুরে শ্রমিকদের একটি প্রতিনিধিদল মন্ত্রণালয়ে বৈঠক করে। সেখানে সরকারের মধ্যস্থতায় মালিকপক্ষ থেকে আগামী ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব বকেয়া পরিশোধের আশ্বাস দেওয়া হয়।

জিয়াউর রহমান বলেন, 'আশ্বাস পাওয়ার পর বিকেল পৌনে ৪টার দিকে শ্রমিকরা সড়ক ছেড়ে দেন। বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।'

শ্রমিকরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সময়মতো সেটি না দেওয়ায় বাধ্য হয়ে সড়ক অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। সরকার ও মালিকপক্ষের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করা না হলে তাঁরা আবারও কঠোর আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি

বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে একটি পোশাক তৈরি কারখানার শ্রমিকরা। এসময় ঢাকা-ময়মনসিংহ উভয়দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

কারখানার শ্রমিক ও পুলিশ জানায়, গাজীপুর সিটি বাসন থানার ভোগড়া এলাকায় আলিফ ক্যাজুয়াল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামক পোশাক তৈরির কারখানাটিতে প্রায় ৮০০ শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন। শ্রমিকদের জুলাই ও আগস্ট মাসের বেতন পাওনা রয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই [illegible] শ্রমিকরা বকেয়া বেতন চাইলে কারখানা কর্তৃপক্ষ নানা টালবাহানা শুরু করে। দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল সকাল সোয়া ৮টার দিকে সিটি করপোরেশনের বাসন থানা এলাকায় কলম্বিয়া মোড়ে কয়েক'শ শ্রমিক বিক্ষোভ শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ সৃষ্টি করে। এতে ওই মহাসড়কে উভয়দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে থানা ও শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে পুলিশ শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দিলে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানান, জুলাই ও আগস্ট মাসের বেতন এখনও বকেয়া রয়েছে। সেপ্টেম্বর মাস চলে আসলেও নানা অজুহাতে বেতন দেওয়া হচ্ছে না। ফলে সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে বাসাভাড়া পরিশোধ করতে না পারায় বাড়িওয়ালাদের চাপের মুখে পড়েছেন তারা। গাজীপুর শিল্প পুলিশের বাসন জোনের পরিদর্শক ফারুকুল আলম বলেন, মালিকপক্ষ বেতন পরিশোধ না করে গত ২৮ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবং পুনরায় ৬ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে কারখানাটি বন্ধ রাখে। সোমবার সকালে কারখানায় এসে শ্রমিকরা তাদের বকেয়া বেতনের জন্য কাজে যোগদান না করে মহাসড়ক অবরোধ করে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি আরো বলেন, শ্রমিকদের আন্দোলনের কারনে বেশ কিছু সময় মহাসড়ক বন্ধ ছিল। তবে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শ্রমিকদের সরিয়ে দিলে ওই মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ॥

বকেয়া বেতন দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে একটি রপ্তানিমুখী স্টিল কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেন। এতে মহাসড়কের উভয়দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। গতকাল দুপুরে উপজেলার আড়িয়াব এলাকায় প্রিমিয়ার স্টিল রি-রোলিং মিলের শ্রমিকরা এ বিক্ষোভ করেন। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের অভিযোগ, প্রিমিয়ার স্টিল রি রোলিং মিলে দেড় শতাধিক শ্রমিক কাজ করেন। তাদের ৫ মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। শ্রমিকরা মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে তারা ঢাকা সিলেট মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করেন। রূপগঞ্জ থানার ওসি তরিকুল ইসলাম বলেন, শ্রমিকদের দাবি মালিকপক্ষ মেনে নিয়েছে। শ্রমিকরা তাদের কর্মস্থলে ফিরে গেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নাসা গ্রুপের শ্রমিকদের বেতনসংকট নিয়ে সেনাবাহিনীর উদ্যোগে বৈঠক

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় নাসা গ্রুপের শ্রমিকদের বেতন-ভাতাসংকট নিরসনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শিল্প নিরাপত্তা সেল ও জামগড়া আর্মি ক্যাম্পের উদ্যোগে এক সমঝোতা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে শ্রমিক নেতা, পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। গতকাল বৃহস্পতিবার জামগড়া আর্মি ক্যাম্প থেকে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে সাভার ক্যান্টনমেন্টের গলফ ক্লাবে টানা ছয় ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে জানানো হয়, নাসা গ্রুপের ঢাকার কিছু সম্পদ, আশুলিয়ার জমি এবং গুলশান-২-এর দুই বিঘা জমি বিক্রি করা হবে। এসব সম্পদ বিক্রির অর্থ দিয়ে আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হবে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার সমন্বিত প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠিত এ সমঝোতা বৈঠকে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সময়মতো বাস্তবায়িত হলে শ্রমিকদের বেতন-ভাতাসংকট নিরসন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বৈঠকে নাসা গ্রুপের পক্ষ থেকে ভাইস চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম খন্দকারসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ৫ আগস্ট ২০২৪ সালে সরকার পরিবর্তনের পর নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার গ্রেফতার হন এবং বর্তমানে তিনি কারাগারে রয়েছেন। তার বিরুদ্ধে অর্থ পাচারসহ একাধিক মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

কালের কণ্ঠ ঢাকা। শনিবার। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫। ২৯ ভাদ্র ১৪৩২। ১৯ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭

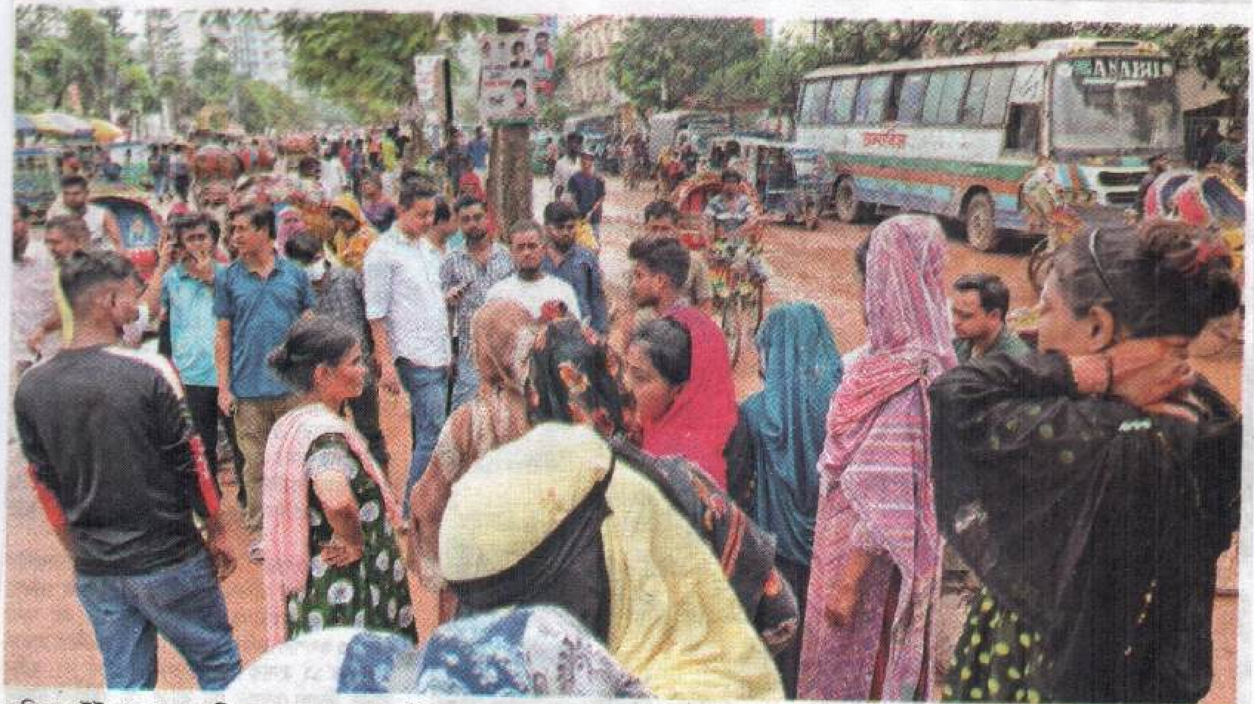

কুড়িলের ইউরোজোনের শ্রমিকরা বকেয়া ভাতার দাবিতে সড়ক বন্ধ করে বিক্ষোভ করলে পুলিশ তাঁদের আটক করে গত বৃহস্পতিবার রাতে ভাটারা থানায় নিয়ে যায়। গতকাল শুক্রবার সকালে সহকর্মীরা ভাটারা থানার সামনে যান তাঁদের ছাড়িয়ে আনতে।
ছবি : লুৎফর রহমান

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
৩০ ভাদ্র ১৪৩২, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বরিশাল সিটি করপোরেশনের আওতাধীন ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুইপার কলোনিতে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া বাতিলের দাবিতে গতকাল নগরীর সদর রোডে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়
—ইত্তেফাক

সংবাদ
বৃহস্পতিবার ২৭ ভাদ্র ১৪৩২
Thursday 11 September 2025

বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

প্রতিনিধি, পূর্বাচল (নারায়ণগঞ্জ)

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো পৌরসভার আড়িয়াবো এলাকার প্রিমিয়ার স্টিল এন্ড রি-রোলিং মিলস্ লিমিটেডের শ্রমিকরা পাঁচ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করেছে। গত মঙ্গলবার শ্রমিকরা ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বরপা আড়িয়াবো এলাকায় তারা এ অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। এসময় বক্তব্য রাখেন স্টিল মিলের শ্রমিক রনি আহম্মেদ, শাহাদাত মিয়া, আবুল হাসান, জুলহাস মিয়া প্রমুখ।

দুপুর ১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত শ্রমিকদের অবরোধে সড়কের উভয় দিকে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। তাতে পরিবহনের যাত্রীরা বিশেষ করে শিশু ও নারীরা চরম ভোগান্তিতে পড়ে। খবর পেয়ে রূপগঞ্জ থানা পুলিশ, কাঁচপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হয়ে, আগামী বৃহস্পতিবার বকেয়া তিন মাসের বেতন ও বাকি দুই মাসের বেতন অক্টোবর মাসে পরিশোধ করার আশ্বাস দিলে দুপুর ২টায় শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেয়। প্রিমিয়ার স্টিল এন্ড রি-রোলিং মিলস্ লিমিটেডের ব্যবস্থাপক নেছার উদ্দিন বলেন, নানা প্রতিকূলতায় শ্রমিকদের পাঁচ মাসের বেতন বকেয়া ছিলো। আগামী ১১সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রমিকদের বকেয়া তিন মাসের বেতন ও বাকি দুই মাসের বেতন অক্টোবর মাসে

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গাজীপুরে শ্রমিক বিক্ষোভ অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে নির্দিষ্ট সময়ে বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবিতে শনিবার মহানগরের ভূসিরমিল এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে ইস্টওয়েস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক লিমিটেডের শ্রমিকরা। এতে ওই মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় শ্রমিক ও পুলিশের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। পুলিশ টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দিলে আধা ঘণ্টা পর যানবাহন চলাচল শুরু হয়।

পুলিশ, শ্রমিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকদের গত জুলাই মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়েছে চলতি মাসের ৭ (সেপ্টেম্বর) তারিখে। আগস্ট মাসের বেতন এখনো বকেয়া রয়েছে। এ ছাড়া তাদের বাৎসরিক ছুটি ও ওভারটাইমের টাকাও বকেয়া রয়েছে। প্রতিমাসের বেতন-ভাতার টাকা পরের মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পরিশোধের দাবিতে শ্রমিকরা দুপুর দেড়টার দিকে কারখানার সমনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে। এতে ওই মহাসড়কের যানচলাচল বন্ধ হয়ে উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে শিল্প ও থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় বিক্ষুব্ধ কিছু শ্রমিক পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে শ্রমিক পুলিশের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। শ্রমিকদের ইটের আঘাতে ৪ পুলিশ সদস্য এবং নিক্ষিপ্ত টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেডে অন্তত : ১০ শ্রমিক আহত হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিলে আধা ঘণ্টা পর যানবাহন চলাচল শুরু হয়।

শ্রমিকদের অভিযোগ, কারখানা কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ে বেতন ভাতা পরিশোধ করে না। শ্রমিকদের গত ৪ বছরের ছুটির ও ওভারটাইমের টাকা বকেয়া রয়েছে। গত জুলাই মাসের বেতন দিয়েছে এ মাসের ৭ তারিখে। আগস্ট মাসের বেতন এখনো বকেয়া রয়েছে। কর্তৃপক্ষ কিস্তিতে বেতন দেয়। শ্রমিকরা মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পাওনাদি পরিশোধের দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেছিল। পুলিশ টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে অন্তত ১০ শ্রমিক আহত হয়েছে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. খলিলুর রহমান জানান, আগস্ট মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে ওই কারখানার শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করে। বুঝিয়ে তাদের মহাসড়ক থেকে সরাতে গেলে পুলিশের ওপর তারা ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। এতে ৪ পুলিশ সদস্য আহত হয়। পরে টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে ২০-২৫ মিনিট পর যানবাহন চলাচল শুরু হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
৩০ ভাদ্র ১৪৩২, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গাজীপুরে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ
পুলিশের কাঁদানো গ্যাস নিক্ষেপ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে ইস্টওয়েস্ট পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। এতে ঐ মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় শ্রমিক ও পুলিশের মধ্যে ধাওয়া-পালটাধাওয়া ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। পুলিশ টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দিলে আধা ঘণ্টা পর যানবাহন চলাচল শুরু হয় পুলিশ, শ্রমিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মহানগরীর ভূসিরমিল এলাকায় অবস্থিত ইস্টওয়েস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকদের গত জুলাই মাসের বেতন গত ৭ সেপ্টেম্বর পরিশোধ করা হয়। আগস্ট মাসের বেতন এখনো বকেয়া। এছাড়াও বাৎসরিক ছুটি ও ওভারটাইমের ভাতাও বকেয়া রয়েছে। বেতন-ভাতা ১০ তারিখের মধ্যে পরিশোধের দাবিতে শ্রমিকরা দুপুর দেড়টার দিকে কারখানার সমনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। এতে ঐ মহাসড়কের যানচলাচল বন্ধ হয়ে উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে শিল্প ও থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় বিক্ষুব্ধ কিছু শ্রমিক পুলিশকে লক্ষ্যকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে শ্রমিক-পুলিশের মধ্যে ধাওয়া পালটা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পুলিশ টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। শ্রমিকদের ইটের আঘাতে চার পুলিশ সদস্য এবং টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেডে অন্তত: ১০ শ্রমিক আহত হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিলে আধা ঘণ্টা পর যানবাহন চলাচল শুরু হয়।

শ্রমিকদের অভিযোগ, কারখানা কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ে বেতন ভাতা পরিশোধ করে না। শ্রমিকদের গত চার বছরের ছুটির ও ওভারটাইমের টাকা বকেয়া রয়েছে। গত জুলাই মাসের বেতন দিয়েছে এ মাসের ৭ তারিখে। আগস্ট মাসের বেতন এখনো বকেয়া রয়েছে। কর্তৃপক্ষ কিস্তিতে বেতন দেয়। শ্রমিকরা মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পাওনাদি পরিশোধের দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেছিল। পুলিশ টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এতে অন্তত ১০ শ্রমিক আহত হয়েছে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. খলিলুর রহমান জানান, আগস্ট মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে ঐ কারখানার শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করে। বুঝিয়ে তাদের মহাসড়ক থেকে সরাতে গেলে পুলিশের ওপর তারা ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। এতে চার পুলিশ সদস্য আহত হয়। পরে টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে ২০/২৫ মিনিট পর যানবাহন চলাচল শুরু হয়।

যুগান্তর
সোমবার ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২

গাজীপুরে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

জয়দেপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুর সদর উপজেলায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন একটি কারখানার শ্রমিকরা। রোববার সদর উপজেলার ভবানীপুর এলাকায় এমজি নীট ফেয়ার ও এমজি ফ্যাশন সুয়েটার লিমিটেড কারখানার প্রধান ফটকের সামনে কয়েক শতাধিক শ্রমিক এ কর্মসূচি পালন করেন।

শ্রমিকরা অভিযোগ করে বলেন, হঠাৎ করেই কারখানার সামনে নোটিশ টানিয়ে ৫৭ জন শ্রমিককে কোনো বৈধ কারণ ছাড়াই সাময়িকভাবে বহিষ্কার করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। ১৫ দিন অতিক্রান্ত হলেও কাজে পুনর্বহাল বা পাওনা পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি মালিকপক্ষ। ফলে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তারা। শ্রমিকরা অবিলম্বে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার, পুনর্বহাল এবং ন্যায্য পাওনা পরিশোধের দাবি জানান।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন শুক্রবার ॥ ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

অবরোধে অচল রাজধানী

বেতন-ভাতার দাবিতে অবস্থান শ্রমিকদের, তীব্র যানজট

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর কুড়িলে বেতন-ভাতার দাবিতে ফের সড়ক অবরোধ করেছেন ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টের শ্রমিকরা। এতে বাড্ডা-কুড়িল, মহাখালী-কুড়িল, মাটিকাটা সড়কের মিরপুর-কুড়িল সড়ক এবং বিমানবন্দর, উত্তরা সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দিনভর তীব্র ভোগান্তিতে পড়েন এই সড়ক ব্যবহারকারী যাত্রী ও সাধারণ মানুষ।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত ৩ সেপ্টেম্বর ইউরোজোন কারখানার শ্রমিকরা কুড়িল এলাকায় প্রায় চার ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছিল। তখন ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বকেয়া পরিশোধের আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করেছিল তারা। পরে আশ্বাস অনুযায়ী বেতন না পেয়ে আবারও সড়কে অবস্থান নেয় শ্রমিকরা।

সরেজমিনে দেখা যায়, কুড়িল বিশ্বরোড এলাকা থেকে যানজট প্রায় পুরো এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

রাজধানীর কুড়িলে বেতন-ভাতার দাবিতে গতকাল ফের সড়ক অবরোধ করেছেন ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টের শ্রমিকরা –বাংলাদেশ প্রতিদিন

রাজধানীজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কুড়িল বিশ্বরোড থেকে রামপুরা, বনানী, গুলশান, শেওড়াপাড়া হয়ে জাহাঙ্গীর গেট, বিজয় সরণি হয়ে ফার্মগেট এলাকা ও আগারগাঁও পর্যন্ত তীব্র যানজটে যানবাহন থমকে আছে রাত পর্যন্ত। চলাচলকারীদের অভিযোগ, প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে একই জায়গায় যানবাহন দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে এয়ারপোর্ট থেকে রামপুরা হয়ে গুলিস্তান অভিমুখে যাওয়ার সড়কে কোনো গণপরিবহন না থাকায় যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। এই সড়কের পাশাপাশি, বিমানবন্দর হয়ে বনানী, মহাখালী ও বিজয় সরণি যাওয়ার রাস্তায় গণপরিবহন না থাকায় যাত্রীরা সড়কে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাত পর্যন্ত। কোনো কোনো সড়কে যাত্রীদের ভিড় করে গাড়ির জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। অন্যদিকে, রাতে গুলশান বিভাগের ট্রাফিক পুলিশ তাদের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে জানিয়েছে, শ্যাওড়া (জোয়ার সাহারা) এলাকায় সড়ক অবরোধকারী পোশাক কর্মীদের পুলিশ টিয়ার শেল ব্যবহার করে সরিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে উত্তরা-ঢাকা রোডে যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে। তবে রাত সাড়ে ৮টায় এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কুড়িল-রামপুরা রুটের উভয় দিকে আন্দোলনকারীরা রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে।

গাজীপুরে বেতন-ভাতার দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ : গাজীপুরে বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে বিক্ষোভ ও অবরোধ করেছেন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল সকাল সোয়া ৭টার দিকে সিটি করপোরেশনের বাসন থানাধীন দীঘিরচালা এলাকায় শিনওয়ান গার্মেন্টস কোং লিমিটেডের (প্রতিষ্ঠানটি বুলবুল নিটিং নামে পরিচিত) শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) বাসন থানার এসআই সজীব হাসান জানান, সকালে শ্রমিকরা বেতন-ভাতার দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। খবর পেয়ে থানা পুলিশ ও শিল্প পুলিশ তাদের বুঝিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এ ছাড়াও কারখানা এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ ও শ্রমিক সূত্রে জানা গেছে, শিনওয়ান গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিকদের আগস্ট মাসের বকেয়া বেতন ও নাইট বিল পরিশোধ করেনি কর্তৃপক্ষ। কারখানা কর্তৃপক্ষ বেতন দিতে টালবাহানা করে আসছিল। একপর্যায়ে শ্রমিকরা গতকাল সকালে কারখানার পার্শ্ববর্তী ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বেতন-ভাতার দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ।

দৈনিক ইত্তেফাক ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বকেয়া বেতন-ভাতার দাবি

গাজীপুর ও রূপগঞ্জে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি ও রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

গাজীপুরে বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া ৭টার দিকে মহানগরীর বাসন থানার দিঘীরচালা এলাকায় শিনইউয়েন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা ঐ আন্দোলন করেন। এসময় এক ঘণ্টার বেশি ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। খবর পেয়ে পুলিশ লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বরপা এলাকার এএসবিআরএম স্টিল রি-রোলিং মিলস প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রমিকরা তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করেছেন। গতকাল বেলা ২টায় শ্রমিকরা ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বরপা এলাকায় বৈদ্যুতিক খুঁটি রাস্তায় ফেলে, টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে, লাঠিসোটা ও ইটপাটকেল হাতে নিয়ে এ অবরোধ-বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। বিকাল ৪টায় পুলিশের উপস্থিতিতে কারখানার মালিক আবুল কালাম বকেয়া তিন মাসের বেতন আগামী সাত দিনের মধ্যে পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন।

গাজীপুরে পুলিশ ও শ্রমিকরা জানায়, একাধিক বার তারিখ দিয়েও কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের গত আগস্ট মাসের বকেয়া বেতন ও নাইট বিল পরিশোধ করেনি। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ না দিয়ে কারখানার পাশের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে জড়ো হয়ে অবরোধ করে এবং বেতন-ভাতার দাবিতে বিক্ষোভ করতে থাকেন। এসময় মহাসড়কের উভয় দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়ে হাজার হাজার যাত্রী। খবর পেয়ে থানা ও শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তারা শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিয়ে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রমিকরা মহাসড়ক থেকে সরে না গেলে এক পর্যায়ে পুলিশ লাঠিচার্জ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

NEW AGE TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025,

Rajshahi region transport workers go on strike

Staff Correspondent · Rajshahi

LONG-ROUTE bus services from Rajshahi, Natore and Chapainawabganj districts remained suspended on Monday as transport workers enforced an indefinite strike for the second time in September, demanding a hike in wages and allowances.

As a result, passengers bound for Dhaka, Chattogram Sylhet, Cox's Bazar and other destinations suffered with most long-haul buses remaining off the road.

Transport leaders in Rajshahi said that services of Hanif, Hanif KTC, National, Desh, Shyamoli and Grameen Travels buses remained halted, while only Ekota and sleeper buses were operating.

In addition, Dhaka-bound local buses ran, but they did not travel on other long routes, leaving many passengers stranded.

As the buses from other companies did not run, pressure mounted on Ekota buses bound for Dhaka, but they could not accommodate so many passengers, officials said.

Workers alleged that currently drivers mostly get Tk 1,100, supervisors get Tk 500, and driver's assistants (helpers) get Tk 400 per trip for nearly a decade.

They said that they enforced a similar strike on September 8 on the same demand and withdrew it on September 10 following assurances of wage hikes from owners.

But as the promises remained unfulfilled, the workers again went for the second strike, strikers said.

The workers are demanding that the rate per trip be raised to Tk 2,000 for drivers, Tk 1,100 for supervisors and Tk 1,000 for helpers, with higher payments for trips extending to Kansat in Chapainawabganj.

Rafiqul Islam Pakhi, general secretary of Rajshahi District Motor Workers' Union, said that the owners repeatedly pledged an increase in wages, but ignored to fulfill the promise.

'That is why workers were forced to start the indefinite strike again. So far, the owners have not come forward for talks,' he added.

Rajshahi Road Transport Group general secretary Nazrul Islam Helal could not be reached for comments over phone.

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
১১ আশ্বিন ১৪৩২, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গাজীপুরে নাসা গ্রুপের প্রতিষ্ঠান লিজ অ্যাপারেলস বন্ধ ঘোষণা

প্রতিবাদে মহাসড়কে শ্রমিক বিক্ষোভ, পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে বকেয়া বেতন পরিশোধ এবং কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে গতকাল বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ করেছে নাসা গ্রুপের প্রতিষ্ঠান লিজ অ্যাপারেলস লিমিটেডের শ্রমিকরা। শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করতে চাইলে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুর মহানগরীর গাছা থানার কুনিয়া তারগাছ এলাকায় অবস্থিত লিজ অ্যাপারেলসে প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করেন। তাদের দুই মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে গিয়ে গেটে কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধের নোটিশ দেখতে পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সকাল ৯টার দিকে তারা বকেয়া বেতন পরিশোধ ও কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে পাশের সুসন সিএনজি স্টেশনের সামনে অবস্থান গ্রহণ করে বিক্ষোভ করতে থাকে।

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উত্তেজিত শ্রমিকরা আশপাশের কারখানা লক্ষ্য করে ইট নিক্ষেপ করতে থাকে এবং কারখানাগুলোকে ছুটি দিতে বাধ্য করার চেষ্টা করে। একপর্যায়ে তারা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করার চেষ্টা করলে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। খবর পেয়ে গাছা থানা ও শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এ সময় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে পুলিশ শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

কারখানা বন্ধের নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, বকেয়া বিল পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় কারখানার বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। তাছাড়া অর্ডার বা ক্রেতা নেই। গত ২৩ সেপ্টেম্বর নাসা গ্রুপের বিদ্যমান অচলাবস্থা নিয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মালিকপক্ষের প্রতিনিধি, বিজিএমইএ ও শ্রমিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে স্থায়ীভাবে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

গাছা থানার ওসি মো. আমিনুল ইসলাম জানান, শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করতে চাইলে সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে পুলিশ শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

NEW AGE FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025,

7 workers arrested amid unrest as NASSA Group shuts factories

JU Correspondent

POLICE on Thursday arrested seven workers in connection with unrest at NASSA Group's factories in Narsinghapur area of Ashulia at Savar, on the outskirts of Dhaka.

On the day, NASSA Group's 16 apparel factories located in Dhaka, Gazipur, Chattogram and Cumilla export processing zone were shut permanently as per a decision made at a tripartite meeting on Tuesday.

'The arrested were saboteurs and miscreants who infiltrated into the worker protests with the intention of carrying out violent acts,' superintendent of Dhaka district police Anisuzzaman told reporters at Savar Gono University on Thursday.

'NASSA Group held discussions with the ministry concerned. A decision was made to sell certain assets in order to pay the workers' due wages. The owners sought time, but a small group instigated violence the very next day, injuring police and even attacking army personnel on duty,' he said.

Police identified one of those arrested as Tipu Sultan, a line chief at a NASSA Group factory, who, they said, previously had ties with the now banned Bangladesh Chhatra League, the student wing of the Awami League which was removed from power in a mass uprising on August 5 past year.

A police source said that Tipu had played a key role in organising protests.

The arrests came after workers on Wednesday blocked roads at Ashulia, an industrial hub, demanding payment of arrears and the reopening of closed factories. Police used water cannons to disperse them.

Past week, NASSA Group, which operated the 16 apparel factories employing about 12,000 workers, abruptly shut productions without settling outstanding wages.

As per the memorandum of understanding signed at Tuesday's meeting, workers would receive their dues for August by October 15 and for September by October 30. No worker will be blacklisted.

Arif Ahmed Khan, an additional inspector at the Department of Inspection for Factories and Establishments, chaired Tuesday's meeting held at the DIFE headquarters in the capital Dhaka.

Representatives from the Bangladesh Army, Industrial Police-01, intelligence agencies, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, factory owners and workers attended the meeting.

Khairul Mamun Mintu, legal affairs secretary of the Bangladesh Garments and Sweater Workers Union, criticised the arrests.

Closing the factories without an alternative plan was a mistake, he said, adding that the government could have appointed an administrator to keep the factories running.

'We demand either reopening the factories or arranging alternative employment,' he added.

NASSA Group, founded in 1990 by former EXIM Bank chairman Nazrul Islam Mazumder, was once among Bangladesh's leading exporters.

But the conglomerate has faced mounting crises since the ouster of the Awami League government.

Nazrul, now in jail on various charges, including corruption and money laundering, was removed from EXIM Bank's board past year along with his wife.

The group's financial troubles worsened as banks restricted the opening of letters of credit for it and foreign buyers delayed orders, leading to months of wage delays and repeated protests at Ashulia.

যুগান্তর মঙ্গলবার ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ৮ আশ্বিন ১৪৩২

পরিবহণ শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবি

রাজশাহী থেকে সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ

রাজশাহী ব্যুরো

চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও নাটোর থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও কক্সবাজার রুটের বাস চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রেখেছেন বাস চালক-শ্রমিক-কর্মচারীরা। সোমবার সকাল থেকে ন্যায্য বেতনের দাবিতে তারা এই কর্মসূচি পালন করছেন। সোমবার সকালে রাজশাহীর শিরোইল বাস টার্মিনাল এলাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেন দূরপাল্লার বাস চালক-হেলপার-সুপারভাইজারসহ সহায়ক কর্মচারীরা। এসব রুটের দূরপাল্লার বাস শ্রমিকদের

রাজশাহী থেকে সব রুটে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ন্যায্য বেতন ও দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সোমবার সকাল থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার রুটে চলাচলকারী দেশ ট্রাভেলস, ন্যাশনাল ট্রাভেলস, গ্রামীন ট্রাভেলস, হানিফ, হানিফ কেটিসি ও শ্যামলী পরিবহণের সব বাস পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। এতে বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরা। দূরপাল্লার বাসচালক ও শ্রমিকরা আরও জানান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ঢাকা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ যাতায়াতে একজন বাসচালককে ১ হাজার ৩৫০, সুপারভাইজারকে ৫৭০ এবং হেলপারকে ৫৩০ টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে আসছেন বাস মালিকরা। ১৫ বছর ধরে এই রুটের বাসচালক, শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন ও পারিশ্রমিক বাড়ানো হয়নি। দফায় দফায় বাস মালিকদের সঙ্গে আলোচনার পরও কোনো সমাধান হয়নি। ফলে সোমবার ভোর থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী-নাটোর-ঢাকা-চট্টগ্রাম-সিলেট-কক্সবাজারের মধ্যে চলাচলকারী সব গাড়ি বন্ধ রেখে ধর্মঘট পালন করছেন তারা। তবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে মহাখালী রুটের একতা পরিবহণের বাস চলাচল করছে। একতার চালক-শ্রমিক-কর্মচারীরা এই ধর্মঘটে অংশ নেয়নি। এদিকে দূরপাল্লার পরিবহণ ধর্মঘটের ফলে বিপাকে পড়েছেন হাজারো যাত্রী। সকালে তারা গন্তব্যে যেতে শিরোইল বাস টার্মিনালে এসে দেখতে পান প্রধান প্রধান বাস কোম্পানির সব কাউন্টার বন্ধ। ঢাকার উদ্দেশে কোনো বাস কোচ ছেড়ে যায়নি। তবে রাজশাহী অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃজেলা রুটের লোকাল বাসগুলো চলাচল করছে। এর আগে একই দাবিতে গত ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর বাস চালক-শ্রমিক-কর্মচারীরা ঢাকাগামী বাস চলাচল বন্ধ রাখেন। রাজশাহী মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম পাখি জানান, এর আগে মালিকরা দাবি পূরণের অঙ্গীকার করলেও দাবিগুলোর সুরাহা হয়নি। এ কারণে ঢাকাগামী বাস সার্ভিসের চালক-শ্রমিক ও কর্মচারীরা পরিবহণ সার্ভিস বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের দাবি-দাওয়া পূরণ না হলে এই রুটে বাস চলাচল বন্ধ থাকবে। গতরাত সাড়ে ৭টা পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পরিবহণ ধর্মঘট অব্যাহত রয়েছে। রাজশাহী থেকে ঢাকাসহ দূরপাল্লার কোনো নাইটকোচ ছাড়বে না বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার

১০ আশ্বিন ১৪৩২, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

সাভারের আশুলিয়ায় বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়া এবং বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন নাসা গ্রুপের শ্রমিকরা —ইত্তেফাক

আশুলিয়ায় নাসা গ্রুপের শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়া ও বকেয়ার দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়া এবং বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন নাসা গ্রুপের শ্রমিকরা। এ সময় সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হলে ভোগান্তিতে পড়েন সড়ক ব্যবহারকারীরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জলকামান ব্যবহার ও লাঠিচার্জ করে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। গতকাল বুধবার সকালে আশুলিয়ার বাইপাইল-আব্দুল্লাহপুর সড়কে এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

নাসা গ্রুপের বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, এখনো তাদের আগস্ট মাসের বেতনসহ যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করা হয়নি। এছাড়া কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়াই হঠাৎ করে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আকস্মিক এ সিদ্ধান্তে শ্রমিকরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তারা অবিলম্বে বকেয়া বেতন ও অন্যান্য পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া এবং বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি জানান।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকাল থেকেই নাসা গ্রুপের শত শত শ্রমিক বাইপাইল-আব্দুল্লাহপুর সড়কে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। তাদের অবরোধের কারণে সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে অফিসগামী মানুষ, শিক্ষার্থী এবং জরুরি সেবার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা চরম দুর্ভোগে পড়েন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শিল্প পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তারা শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সড়ক অবরোধ তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানালেও শ্রমিকরা দাবিতে অনড় থাকেন। পরে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পুলিশ জলকামান ব্যবহার ও লাঠিচার্জ করে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে।

শিল্প পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া বলেন, 'শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করলে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং জনদুর্ভোগের সৃষ্টি হয়। প্রথমে আমরা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করি; কিন্তু তারা কর্ণপাত করেননি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে এবং যান চলাচল সচল রাখতে জলকামান ও লাঠিচার্জ করতে হয়েছে।'

উল্লেখ্য, আশুলিয়ায় নাসা গ্রুপের ১৬টি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। এ নিয়ে শ্রমিকরা পূর্বেও বকেয়া বেতন পরিশোধ ও কারখানা চালুর দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আশুলিয়ায় নাসা গ্রুপের শ্রমিকদের মানববন্ধন

বকেয়া পরিশোধ ও কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় বকেয়া বেতন পরিশোধ ও নাসা গ্রুপের পোশাক কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন শ্রমিকরা। গতকাল শনিবার সকালে আশুলিয়ার বাইপাইল-আব্দুল্লাহপুর মহাসড়কের নিশ্চিতপুর এলাকায় এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নারী-পুরুষ মিলে একাধিক কারখানার শতশত শ্রমিক হাতে হাত ধরে মানববন্ধনে অংশ নেন।

মানববন্ধনে ভুক্তভোগী শ্রমিকরা জানান, সম্প্রতি শ্রমিকদের বেতন-ভাতা না দিয়েই নাসা গ্রুপের ১৬টি তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক মানবেতর জীবন যাপন করছেন। নতুন করে কোথায় চাকরি পাওয়া যাবে, তা নিয়ে তারা অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। শ্রমিকরা দ্রুত কারখানা খুলে দিয়ে বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবি জানান।

শ্রমিকরা আরো বলেন, নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন। তার অনুপস্থিতিতে প্রয়োজনে প্রশাসক নিয়োগ করে হলেও কারখানা পরিচালনা করা হোক। ভবিষ্যতে ফ্যাক্টরি চালুতে কেউ যদি বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে সাধারণ শ্রমিকরা তাদের প্রতিহত করবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা।

আশুলিয়া শিল্প পুলিশ-১-এর পরিদর্শক মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া বলেন, নাসা গ্রুপের শ্রমিকরা বকেয়া বেতন আদায় ও কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। তবে এ সময় কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার

১৪ আশ্বিন ১৪৩২, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

গাজীপুরে সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালকদের মহাসড়কে বিক্ষোভ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে বিভিন্ন মহাসড়কে পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে ও চার দফা দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকরা। গতকাল দুপুরে গাজীপুর মহানগরীর নাওজোড় এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে এ অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়। জানা গেছে, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের নাওজোর এলাকায় গতকাল দুপুর ১২টার দিকে সিএনজিচালকরা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখায় কয়েক কিলোমিটার জুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালকরা তাদের চার দফা দাবিতে বলেন, টঙ্গী থেকে গাজীপুর চৌরাস্তা ও কোনাবাড়ী পর্যন্ত অস্থায়ী সিএনজি স্ট্যান্ড করতে হবে, ট্রাফিক পুলিশ অবৈধ পার্কিং বা অন্য কোনো কারণে মামলা করতে পারবে না, হাইওয়ে পুলিশ মহাসড়কে সিএনজি ধরতে পারবে না ও গাজীপুর জেলা পুলিশকে ট্রাফিক আইনে মামলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) এস এম আশরাফুল আলম বলেন, সিএনজি চালকদের এসব দাবি মূলত অবৈধ যানবাহন বৈধ করার চাপ প্রয়োগের কৌশল। মেয়াদোত্তীর্ণ ও কাগজবিহীন যানবাহন মহাসড়কে চলাচল করলে তা দুর্ঘটনা ও জনদুর্ভোগ বাড়ায়। আইন অমান্য করে কোনোভাবেই তারা রাস্তায় দাপট দেখাতে পারবে না।

Experts for recognition of informal sector workers

National wage board, digital database sought

Saddam Hossain

LABOUR rights experts and labour leaders urged the government to formally recognise the country's vast informal workforce in the upcoming amendment of the Bangladesh Labour Act, 2006.

They also sought establishment of a national wage boa' and digital database to u. old social protection rights for millions of workers currently excluded from formal structures.

According to Labour Force Survey 2024, recently published by the Bangladesh Bureau of Statistics, the country's total labour force in 2024 stood at 69.10 million, of which 58.04 million — 84 per cent — are engaged in informal employment.

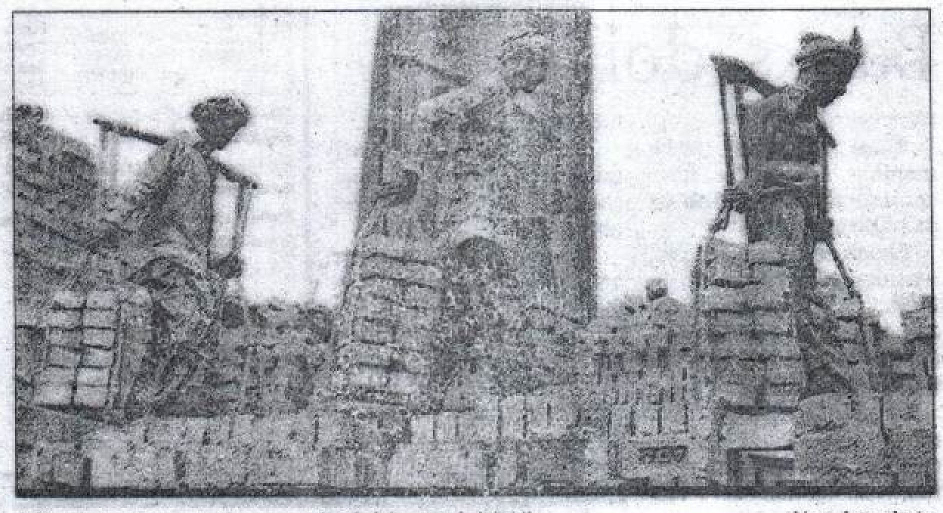

A file photo shows workers carrying bricks at a brick kiln. — New Age photo

Despite their major contribution to the national economy, most informal workers remain outside the formal recognition, legal protection and social security schemes.

According to the definition of the 15th International Conference of Labour Statisticians, informal enterprises are private, unincorporated and not legally separate from their owners, with no complete financial accounts.

They are small-scale, often operating outside formal laws and typically have fewer than five paid employees.

Talking to New Age, Syed Sultan Uddin Ahmed, executive director of the Bangladesh Institute of Labour Studies, said that the amendmen to the Bangladesh Labour Ac should clearly recognise in formal workers and protec their rights.

'Our demands include of ficial recognition for informa workers, formation of a na tional wage board includin them and introduction of a so cial security scheme,' he said.

The Bangladesh Labou Act, 2006 is expected to b amended by November o this year.

Sultan, who was chai man of the Labour Reforn Commission, which submit ted its recommendations i April this year, said that i the government recognise the informal workers, rest c the issues could be solved.

Continued on B3 Col.

Experts for recognition of informal sector workers

Continued from B1

The BBS data showed that 95.96 per cent of female workers and 78.08 per cen male workers were employed in the informal sector.

Of the total informal workforce, 13.22 million were based in urban areas, while 44.82 million worked in rural regions.

Informal work was most widespread in agriculture, whose 97 per cent workforce was informal, followed by industry with 89 per cent informal workforce and services with 67 per cent, the BBS data stated.

Recently, a joint study by Karmojibi Nari and FES Bangladesh, covering informal workers in all divisions, found that most were employed in retail and sales, agriculture and livestock, food and beverage services, transport and crafts.

Nearly 69 per cent of these workers were aged between 25 and 44.

Various studies estimate that the informal sector contributes roughly 40-43 per cent of Bangladesh's GDP and without these jobs, many would face unemployment or underemployment.

Syed Sultan Uddin Ahmed stated that millions of people worked in professions such as auto-rickshaw driving and fishing, which lacked formal recognition, thereby undermining their rights and dignity.

'Usually, law enforcement agencies dump the auto-rickshaws and set fire to illegal fishing nets; it should be stopped,' he added.

Rather, he said, the government should ban import and manufacturing of said equipment.

The workers engaged in the informal sector maintained a similar position over the past few years, with a number of about 59.68 million in 2023, which accounted for 84.07 per cent of the total workforce of 70.98 million.

In 2022, the number of informal workers was 59.73 million, accounting for 84.9 per cent of the total workforce of 70.47 million, according to Labour Force Survey data.

Khondaker Golam Moazzem, research director of the Centre for Policy Dialogue, told New Age that the country needed to introduce a digital national database for all workers along with a unique worker identity card.

'The database should be dynamic so that the government can use it to deliver social schemes, insurance for workplace accidents and health, and even unemployment allowances,' he added.

He noted that Bangladesh's graduation from the least developed country status in November 2026 made the formalisation of workplaces inevitable.

'Some sectors, such as ready-made garment industry, already have sector-wise databases, but what we need is a comprehensive national database of workers,' he added.

He suggested that the government could seek technical assistance from the International Labour Organisation, the United Nations and other development partners in this regard.

He said that regarding the national minimum wage and recognition of the informal sector, the government should consider recommendations of the Labour Reform Commission.

Currently, a total of 42 sectors in Bangladesh are under coverage of Minimum Wage Board.

Syed Sultan Uddin Ahmed stated that a nation al minimum wage stand ard, rather than the existin sector-based wage system would ensure a more bal anced society.

'About 84 per cent o workers and employees i the country's informal sec tor were completely una ware of who determine their wages and how thei rights would be protected he added.

Labour and employmen affairs adviser M Sakhawa Hossain recently stated tha the government was work ing to incorporate the Inte national Labour Organisa tion's roadmap, the Labou Reform Commission's rec ommendations and sug gestions from developmer and trading partners int the ongoing amendmer of the Bangladesh Labou Act, 2006.

'The upcoming amenc ment aims to align nation labour standards with ir ternational ones,' he addec saying that the reform were part of the goverr ment's broader action pla

সংবাদপত্রে বিল্‌স

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার
১১ আশ্বিন ১৪৩২, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

শ্রমিকদের মর্যাদা ও শ্রমিক কেন্দ্রিক নীতি প্রতিষ্ঠা ছাড়া ন্যায্য রূপান্তর সম্ভব নয় ---------- রিজওয়ানা হাসান

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, 'শ্রমিকদের মর্যাদা ও শ্রমিক কেন্দ্রিক নীতি প্রতিষ্ঠা ছাড়া ন্যায্য রূপান্তর সম্ভব নয়। তিনি বলেন, বর্তমান অর্থনৈতিক মডেলগুলো শ্রমিকদের মর্যাদা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এখনই শ্রমিক কেন্দ্রিক নীতি ও রক্ষাকবচ বাস্তবায়ন অপরিহার্য। তিনি আরো বলেন, শ্রমিকদের সময়মতো মজুরি প্রদান, ন্যায্য ও সম্মানজনক আচরণ নিশ্চিতকরণ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরি করতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর হোটেল ওয়েস্টিনে আয়োজিত Just Transition Convention Bangladesh)-২০২৫ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন এ এইচ এম শফিকুজ্জামান, সাবেক সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ, আনোয়ার হোসেন, উপদেষ্টা, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ, এ কে এম আশরাফ উদ্দিন, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন (বিএলএফ), বাইবা জারিনা, ডেপুটি হেড অব ডেলিগেশন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ মিশন, রুবেন কোরেডোর, পলিসি অ্যাডভাইজার, মনডিয়াল ফিনভ এবং আব্দুল কাদের হাওলাদার, যুগ্ম আহ্বায়ক, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)।

বণিক বার্তা শুক্রবার, সেপ্টেম্বর ২৬, ২০২৫।

মালিক ও শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান পরিবেশ উপদেষ্টার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

মালিক ও শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে ন্যায্য, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর হোটেল ওয়েস্টিনে আয়োজিত 'জাস্ট ট্রানজিশন কনভেনশন বাংলাদেশ ২০২৫'-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ আহ্বান জানান।

উপদেষ্টা বলেন, 'শ্রমিকদের মর্যাদা ও শ্রমিককেন্দ্রিক নীতি প্রতিষ্ঠা ছাড়া ন্যায্য রূপান্তর সম্ভব নয়। বর্তমান অর্থনৈতিক মডেলগুলো শ্রমিকদের মর্যাদা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এখনই শ্রমিককেন্দ্রিক নীতি ও রক্ষাকবচ বাস্তবায়ন অপরিহার্য। শ্রমিকদের সময়মতো মজুরি প্রদান, ন্যায্য ও সম্মানজনক আচরণ নিশ্চিতকরণ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরি করতে হবে।'

পরিবেশ উপদেষ্টা শিপব্রেকিং শিল্প, পাথরভাঙা ও আউটসোর্সিং শ্রমিকদের ঝুঁকি, কৃষকদের ঋণজনিত সংকট ও আত্মহত্যার প্রবণতা, মৎস্যজীবী ও কৃষক সম্প্রদায়ের সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করে কার্যকর রাষ্ট্রীয় সমাধান এবং ত্রিপক্ষীয় সংলাপ জোরদারের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এ সময় বক্তৃতা করেন সাবেক সচিব এএইচএম শফিকুজ্জামান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, লেবার স্টাডিজের উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক একেএম আশরাফ উদ্দিন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ মিশনের ডেপুটি হেড অব ডেলিগেশন বাইবা জারিনা, মনডিয়াল ফিনভের পলিসি অ্যাডভাইজার রুবেন কোরেডোর ও শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল কাদের হাওলাদার।

সমকাল
শুক্রবার ॥ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

উপদেষ্টা রিজওয়ানা বললেন

শ্রমিককেন্দ্রিক নীতি ছাড়া ন্যায্য রূপান্তর সম্ভব নয়

■ সমকাল প্রতিবেদক

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

শ্রমিকদের মর্যাদা ও শ্রমিককেন্দ্রিক নীতি প্রতিষ্ঠা ছাড়া ন্যায্য রূপান্তর (জাস্ট ট্রানজিশন) সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন, বর্তমান অর্থনৈতিক মডেল শ্রমিকদের মর্যাদা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এখনই শ্রমিককেন্দ্রিক নীতি ও রক্ষাকবচ বাস্তবায়ন জরুরি।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর হোটেল ওয়েস্টিনে অনুষ্ঠিত 'জাস্ট ট্রানজিশন কনভেনশন বাংলাদেশ ২০২৫' শীর্ষক অনুষ্ঠানের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

রিজওয়ানা হাসান বলেন, শ্রমিকদের সময়মতো মজুরি, ন্যায্য ও সম্মানজনক আচরণ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি জাহাজভাঙা শিল্প এবং পাথরভাঙা ও আউটসোর্সিং শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ঝুঁকিমুক্ত রাখতে হবে। কৃষকের ঋণজনিত সংকট দূর করতে আত্মহত্যার প্রবণতা রোধ করতে হবে। মৎস্যজীবীসহ সব শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর রাষ্ট্রীয় সমাধান প্রয়োজন। তিনি ন্যায্য, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে ত্রিপক্ষীয় সংলাপ জোরদারে গুরুত্ব দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সাবেক সচিব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

Employers agree to mandatory provident fund, revise minimum wage every 3 years

LABOUR - BANGLADESH

ABUL KASHEM

Minimum annual increment to remain at 5%

Bangladesh is on the verge of a significant overhaul of its labour laws, following a consensus between the government and employers on key amendments that could dramatically improve conditions for formal sector workers, labour ministry sources say.

The proposed changes, which have been widely welcomed by economists and labour experts, include a more frequent revision of the minimum wage and the establishment of mandatory provident funds in larger factories.

The new draft of the Bangladesh Labour Ordinance 2025, which amends 124 sections of the current act, introduces a provision to revise the minimum wage every three years instead of the current five-year cycle. The minimum annual increment for workers will remain at 5%.

BGMEA President Hasan Mahmud Khan and Bangladesh Employers' Federation (BEF) President and BKMEA Senior Vice President Fazlee Shamim Ehsan confirmed the development to The Business Standard.

Inflation and GDP to determine wage

This change is a direct response to concerns that inflation erodes workers' real wages. The revision will consider inflation and GDP growth to ensure workers can maintain a dignified life.

Additionally, the amendments will make it mandatory for employers to establish a provident fund in factories with at least 100 workers.

While worker participation will remain voluntary, this measure is seen as a crucial step towards providing long-term financial security. The contribution amount will be determined through factory-level discussions.

Regarding provident funds, the current law requires that a fund be established if three-fourths of a factory's workers submit a written request to the employer.

The amended draft makes the fund mandatory for employers while keeping worker participation optional. The portion of a worker's basic salary contributed to the fund

PTO

Employers agree to mandatory provident fund, revise minimum

CONTINUED FROM PAGE 1

will be determined through discussions between employers and workers in each factory.

"Reasonable wage revision"

Economists have welcomed the development. Centre for Policy Dialogue (CPD) Distinguished Fellow Mostafizur Rahman said that after a new wage structure is implemented, inflation often reduces workers' real wages, making it reasonable to revise wages every three years while considering inflation and GDP growth.

CPD Executive Director Fahmida Khatun echoed this view, noting that five years is too long, as living costs rise significantly even during periods of moderate inflation.

She said making the provident fund mandatory is logical, as without it, workers have no financial security after long-term employment. She also noted that revising wages every three years could reduce workers' tendency to leave jobs or switch factories.

১০৩

90% workers left out

Syed Sultan Uddin Ahmed, Executive Director of the Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS) and head of the interim government-formed Labour Reform Commission, told TBS that they recommended revising wages every three years to ensure that minimum wages allow workers to lead a dignified life.

He added that the commission recommended a national minimum wage covering both formal and informal sector workers.

"However, the government is drafting the labour law only for formal sector workers. This means that 90% of the country's workforce, employed in the informal sector, will remain without legal protection," he said.

He also noted that many small factories employ just 40–50 workers. "In such factories, provisions should allow at least 10 workers to form a trade union, and the government must ensure regular CBA elections."

The Bangladesh Labour Ordinance 2025 is being drafted by amending or adding 124 sections of the current Labour Act. A tripartite committee comprising government, employer, and worker representatives has reached consensus on 122 of these proposals.

Disagreement on Trade Unions

Employers have not yet agreed on two sections: allowing 20 workers to form a trade union and permitting Collective Bargaining Agreement (CBA) candidates to be elected by 50% plus one of total casting votes.

To resolve these, business leaders have met Jamaat-e-Islami Amir Shafiqur Rahman alongside negotiations with the government.

BGMEA President Hasan Mahmud Khan told TBS that employers have agreed to 122 of the 124 proposals. "We have not agreed on the formation of trade unions by 20 workers or the CBA election process. Once these matters are finalised, the government will gazette the amended ordinance."

Under existing law, a factory with a single union counts it as the CBA. The amended ordinance would allow up to five unions in a factory, with CBAs elected by majority votes. Employers have proposed lowering the minimum participation to form a union from 20% to 15% of total workers.

CPD's Mostafizur Rahman said that although employers strongly opposed forming unions with just 20 workers, past experience shows that workers often suffered without union protection. He added that counting casting votes instead of total workers for CBA elections is reasonable.

Agreement on benefits

Consensus has also been reached on increasing worker benefits and raising penalties for employers in different offences through amendments and additions to existing law. The labour ministry has consulted the International Labour Organization (ILO), the US, and the European Union in preparing these amendments.

The current law allowing pilots, engineers, and cabin crew to form unions under international recognition in civil aviation has been removed. Besides, existing law prohibits strikes or lockouts in foreign-owned factories during the first three years of operation; the amendment reduces this to two years.

No worker blacklisting

Garment workers have complained that leaving a factory often leads to being blacklisted in a central database, preventing employment elsewhere.

The draft bars employers from creating such databases or lists that impede future employment through verification of personal data such as NID, birth certificates, or biometrics.

However, BGMEA, BKMEA, and BEF have stated that they do not blacklist workers; employment records are logged in service books. BKMEA Senior Vice President Fazlee Shamim Ehsan added that workers are only removed if investigations prove misconduct such as sabotage, arson, theft, or other crimes.

The draft also prohibits forced overtime, compulsory repayment of loans through labour, and all forms of coercive work.

Expanded leave benefits

The draft proposes raising annual festival leave from 11 to 13 days. Maternity leave, currently eight weeks pre- and post-delivery (16 weeks total), is proposed to increase to 60 days each, totalling 120 days.

Tea garden workers' leave will change from one day every 22 days to one day every 18 days, and factory workers' leave from one day every 15 days to one day every 14 days.

Foreign-owned companies seek equal benefits

Foreign-owned companies operating in Bangladesh have requested the same benefits as 100% export-oriented factories, seeking a change to the rule requiring them to contribute 5% of profits to the Workers' Welfare Fund.

An inter-ministerial meeting on the matter was held on Monday with officials from the US company Chevron. Senior representatives from both the ministries of labour and finance attended the discussion.

According to sources at the meeting, 100% export-oriented factories do not deposit 5% of profits into the fund. Instead, they contribute 0.03% of total export earnings directly to the central fund, which is deducted by banks at the time of export value repatriation.

A senior official present at the meeting told TBS that the labour ministry is reviewing the request and considering extending this facility to foreign investors in response to their demand.

বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

THE BUSINESS STANDARD SATURDAY 20.09.2025

RMG leaders urge institutionalising social dialogue for workers' rights

RMG · BANGLADESH

TBS REPORT

They stressed the need to move beyond pilot initiatives and foster a culture of dialogue that ensures an inclusive future for millions of workers

Leaders from Bangladesh's ready-made garment (RMG) sector have called for social dialogue to become a permanent feature of the industry, during a multi-stakeholder event held yesterday to mark a decade of the Ethical Trading Initiative (ETI) Bangladesh's Social Dialogue Programme.

Over 100 industry representatives, including officials from the Ministry of Labour and Employment, BGMEA, BKMEA, trade unions, and global brands, attended the event, which was supported by the Sustainable Textile Initiative: Together for Change (Stitch), said a press release.

Speakers stressed the need to move beyond pilot initiatives and foster a culture of dialogue that ensures a sustainable and inclusive future for millions of workers, particularly as the sector navigates major transitions, including Bangladesh's graduation from the least-developed country (LDC) status.

Syed Sultan Uddin Ahmed, chairperson of the Labour Reform Commission, emphasised the importance of embedding social dialogue across industries. "Throughout this decade we have discussed social dialogue, but it is essential to develop the culture of it that spreads beyond any one industry," he said.

A factory general manager highlighted the practical benefits of worker representation. "Thanks to having a trade union in my factory, we did not face any unrest during the sporadic bouts of labour unrest since last year. Having trade unions alone is a business case," he said.

Speakers argued that collective action, effective communication, and mechanisms

RMG leaders urge

CONTINUED FROM PAGE 3

such as trade unions and collective bargaining not only protect workers' dignity and rights but also advance business interests.

The event also noted persistent gender and leadership gaps. While women and young workers make up over 90% of the industry's workforce, only 5-9% hold leadership roles. Only 12-13% of workers are formally organised, with worker representation often perceived as "ornamental," participants said, underscoring the need for meaningful engagement.

Abil Bin Amin, executive director of ETI Bangladesh, urged the sector to build on the progress of the past decade. "Enough pilot work has been laid down in these ten years; the next ten years need to be paved by an ambitious vision built on concrete steps toward practical action," he said, adding that social dialogue is "not just a business case, but a fundamental right."

The event highlighted that institutionalising social dialogue could serve as a cornerstone for the RMG sector's long-term stability, ensuring both worker welfare and industry competitiveness.